কবিবর বংশীদাসের জন্মস্থান, তাঁহার বর্ত্তমান বংশধরের আবাসবাটী।

ART PRESS

ভূমিকা।

তিন শত বর্ষের অধিককাল হইল যে কাব্য রচিত হইয়া রহিয়াছে, যাহা অল্প সময় মধ্যেই কীটদষ্ট হইয়া কাল-কুক্ষিগত হইয়া যাইত, অদ্য তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। বাঙ্গলা-সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, কবিবর বংশীদাস আসন্ন কালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইলেন।

অতি তুচ্ছ কারণ হইতেও কখন কখন অতি গুরুতর কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মৈমনসিংহের মহারাজা স্বর্গীয় সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও বঙ্গীয় উচ্চতম বিচারালয়ের খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রসঙ্গতঃ একদিন যে আলাপ করিয়াছিলেন, আজ তাহা সত্যসত্যই কার্য্যে—অতি গুরুতর কার্য্যে পরিণত হইল। ইঁহাদের মধ্যে একদিন পদ্মাপুরাণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, একখানা পদ্মাপুরাণ পুথী ছাপাইতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা আছে এবং তাহার ব্যয়-ভার বহন করিতেও তিনি প্রস্তুত আছেন, কিন্তু একজন উপযুক্ত সম্পাদকের সাহায্য না পাইলে, তিনি একা এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী নহেন। তিনি শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সম্পাদকের কার্য্যভার

গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করায় রামনাথ বাবু তাহা সানন্দে স্বীকার করিলেন। এই কার্য্যের প্রারম্ভেই একখণ্ড অমিশ্র ভণিতাযুক্ত হস্তলিখিত পুথী সংগ্রহের আবশ্যক বোধ হইল। আজ্ কাল্ এক নামের অমিশ্র ভণিতাযুক্ত পুথী একরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে উভয়েই চেষ্টা করিবেন স্থিরীকৃত হইল।

রামনাথ বাবু বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে বেতাগড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের পৈত্রিক একখণ্ড পুথী হস্তগত করেন। উক্ত পুথী একমাত্র দ্বিজ বংশীদাসের ভণিতাযুক্ত ও বিরচিত। শেষভাগে এক পৃষ্ঠায় দুই স্থলে মাত্র নারায়ণ দেবের ভণিতা আছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থলে বংশীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ গ্রন্থান্তর হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ ১৭১৭ শকাব্দার হস্ত-লিখিত, সুতরাং ১১৫ বৎসরের প্রাচীন। এই হস্ত-লিখিত পুথীই মুদ্রিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামনাথ বাবু 'যশোদল' হইতে একখণ্ড এবং তাঁহার স্বগ্রাম 'আশুজীবা' হইতে একখণ্ড পুথী সংগ্রহ করেন। দ্বারকানাথ বাবুও তাঁহার নিজ গ্রাম গাঙ্গাটীয়ার ৺গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পৈত্রিক পুথী প্রাপ্ত হন। এই সকল পুথী মধ্যে 'যশোদল' হইতে সংগৃহীত পুথী ১২০৮ সনের হস্ত

লিখিত, ১০৯ বৎসরের পুরাতন এবং 'গাঙ্গাটীয়া' হইতে আনীত পুথী ১২১২ সনের উর্দ্ধকালের হস্তলিখিত, ১০৮ বৎসরের প্রাচীন। সকল পুথীই প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গীত হইয়া আসিতেছে। প্রথমোক্ত গ্রন্থের দুর্ব্বোধ, দুরর্থ ও ভ্রমাত্মক পদগুলির সদর্থ ও সংশোধন জন্য কখন কখন শেষোক্ত পুথীগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রাচীন পুথীগুলি প্রদান করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। বংশীদাসের বংশধরগণের নিকট কোনও পুথী পাওয়া যায় নাই, তাহা গৃহদাহে দগ্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা বটতলায় বংশীদাসের রচিত বলিয়া যে গ্রন্থ ছাপা দেখা যায় তাহাতে বহু নামের ভণিতা আছে, তাহা একা বংশীদাসের বলা যাইতে পারে না এবং তাহাতে বংশীদাসের কবিত্বের সম্যক পরিচয়ও পাওয়া যায় না। ভরসা করি আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থ পাঠে বঙ্গীয় সুধীগণ বংশীদাসের কবিত্বের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া সুখী হইবেন।

শ্রীযুক্ত রামনাথ বাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইয়া আনিলে তাহাই মুদ্রন করা স্থির হইয়া প্রেসে পাঠান হয়। কিন্তু তিনি স্থানান্তরে থাকা নিবন্ধন ও শ্রীযুক্ত দ্বারকা বাবুর সময়াভাব বশতঃ মুদ্রণ কার্য্য প্রথমতঃ ততটা সত্বরতার সহিত সম্পন্ন হয় নাই, ঐ সময় শ্রীযুক্ত দ্বারকা বাবুর

ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ পুস্তকের মুদ্রণ সম্বন্ধে বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বাবুর সহিত মিলিত হইয়া প্রায় চারিমাস কাল অবিরত পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানি সম্পন্ন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে গ্রন্থ সম্পাদনের ও প্রস্তাবনা ইত্যাদির অধিকাংশ কার্য্য রামনাথ বাবু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সময়াভাব সত্বেও প্রত্যেক কার্য্যে যোগদান ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং এই বিপুল গ্রন্থের সমুদয় ব্যয়ভার অকাতরে বহন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ভ্রম-প্রমাদ-সঙ্কুল ও বর্ণাশুদ্ধি পরিপূর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন অতি দুরূহ কার্য্য, তাহাতে এত দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মুদ্রণ কার্য্য চলায় মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রাকরের দোষে এবং প্রুফ দেখার ত্রুটীতে গ্রন্থখানি ভ্রম-প্রমাদ বিবর্জ্জিত হয় নাই। সম্পাদকগণ আশা করেন, তাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যসেবী সমাজের উৎসাহ পাইলে সত্বর গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবেন।

প্রকাশক।

প্রস্তাবনা।

পদ্মাপুরাণ বাঙ্গালার একখানি আদি ও মৌলিক উপাখ্যান কাব্য। পদ্মাপুরাণ বাঙ্গালীর পূর্ণ জাতীয় সাহিত্য। কেবল তাহাই কি? পদ্মাপুরাণ বাঙ্গালীর, বলিতে গেলে, সমুদয় হিন্দুর, একখানা ধর্ম্ম কাব্য। বাঙ্গলা সাহিত্যের এ অতি শুভ লক্ষণ যে, ধর্ম্ম কথা মুখে লইয়া ইহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে সাহিত্যের গোড়ায় ধর্ম্ম, তাহার আগার চতুর্ব্বর্গ ফল ফলিবে, ভরসা করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালী জাতির ইহা গুণজ্ঞতার পরিচয় যে, এই পুণ্য গ্রন্থ তাহারা প্রথম হইতেই সমাদর করিতে শিখিয়াছে। পদ্মাপুরাণ প্রথম প্রচারের সময় হইতেই, বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইতেছে; এবং বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতা তাহা একাগ্র চিত্তে শ্রবণ করিতেছে। বাঙ্গালায় কোনও গ্রন্থ এরূপ সমাদৃত হয় নাই। পূর্ব্বে বাঙ্গলার অনেক স্থানে কাঠাম প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক পদ্মা, বিপুলা, চন্দ্রধর, লক্ষীধর প্রভৃতির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করা হইত, এবং গায়কে চামর হস্তে পাঁচালী গান করিত।

পদ্মাপুরাণের উপাখ্যানটী আগাগোড়া কবিকল্পিত বলিয়া, আমরা মনে করি না। আমাদের মনে হয়, কোন [illegible] প্রচলিত উপকথা ভিত্তি করিয়া কবি এই উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। উপকথা যেরূপই থাকুক, কবির হাতেই উহা বিকাশ পাইয়াছে। কালে কালে পদ্মাপুরাণ রচকের সংখ্যা

অনেক হইয়াছে। দীনেশ বাবু তাঁহার 'বঙ্গ সাহিত্য' গ্রন্থে বহু নামের এক তালিকা দিয়াছেন। আজ কাল যে মিশ্র ভণিতা যুক্ত পদ্মাপুরাণের পুথী পাওয়া যায়, তাহাতে বহু নাম দেখিতে পাইয়াছি। পদ্মাপুরাণ প্রথম প্রচারিত হইলে, তাহা অবলম্বন করিয়া, অনেকেই মনসার পাচালী রচনা করিয়াছেন। আবার অনেকে মূল পদ্মাপুরাণের কোনও কোনও স্থান বাড়াইয়া, তাহাতে নিজ নামের ভণিতা দিয়া রাখিয়াছেন। কেহ কেহ কোনও কোনও অংশ ফেলিয়া দিয়া, তাহা নিজের মতে রচনা করিয়া, নিজের ভণিতা দিয়াছেন। কেহ বা মূল পদ্মপুরাণের কোনও অংশ অবিকল নকল করিয়া, মূল ভণিতা স্থলে নিজ নামের ভণিতা সংযোজিত করিয়াছেন। যাহা হউক পদ্মাপুরাণ রচয়িতাগণের মধ্যে নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস, বিজয় গুপ্ত এবং ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাস, এই কয়েক নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগের পুথিও পাওয়া যায়। নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের পুথিতে অন্যান্যের ভণিতা আছে। আলোচ্য বর্ত্তমান গ্রন্থ কেবল মাত্র দ্বিজ বংশী দাসের ভণিতা যুক্ত। ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাস দুই জনে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পদ্মাপুরাণের আদি রচক কে? অদ্য পর্য্যন্ত এ পূর্ব্বপক্ষের সমীচীন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আমরা সর্ব্বাগ্রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। বঙ্গের অন্যান্য অংশে যত না হউক, এক ময়মনসিংহ জেলায় নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশী দাস, দ্বিজ জানকীনাথ, বিপ্র জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ, কৃষ্ণচরণ, শিবানন্দ, হরিদত্ত প্রভৃতি বহু নাম পাওয়া যায়। এই সকল নাম অনেক প্রাচীন গ্রন্থে আছে। পশ্চিম বঙ্গের মনসার ভাসান

লেখক ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাস চাঁদ সদাগরের ডিঙ্গার সকল লোককে বাঙ্গাল—' শিরে হস্ত দিয়ে কান্দে সকল বাঙ্গাল ' বলিয়াছেন। চাঁদ সদাগর যখন দক্ষিণ পাটন বাণিজ্যে চলিলেন এবং প্রথমে নৌকা ছাড়িলেন, সেই সময়ের বর্ণনা বিজয় গুপ্ত এইরূপ করিয়াছেন,—

ব্রহ্মপুত্রে নৌকা মাঝি প্রথমে বাহিল।
পুণ্যগ্রাম কাশীপুর বামেতে রহিল ॥
বংশ নদী বাহিয়া চান্দ চলিল দক্ষিণে।
প্রবেশিল পদ্মা নদী হরষিত মনে ॥

বিজয় গুপ্ত।

কলিকাতা, মিনারভা প্রেসে মুদ্রিত গ্রন্থ।

ব্রহ্মপুত্র ও বংশ এ দুটীই ময়মনসিংহ জেলার নদ। ব্রহ্মপুত্র দিয়া বংশ এবং বংশ হইতে পদ্মা যাইতে হইলে ময়মনসিংহ ভিন্ন অন্য স্থানকে বুঝাইতে পারে না। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে পদ্মাপুরাণ যে প্রথমে ময়মনসিংহে রচিত হইয়াছে; এ অনুমান অনায়াসে করা যাইতে পারে।

ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকে নারায়ণ দেবকেই পদ্মা পুরাণের আদি রচয়িতা বলিয়া জানে। নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন এবং কবিবল্লভ উপাধি লাভ করেন। নারায়ণ দেব নিজে বলিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের—"রাঢ় ছাড়ি বুড় গ্রামে হইল বসতি।" বুড় গ্রাম ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অধীন। বুড় গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, নারায়ণ দেব হইতে তাঁহার বর্ত্তমান

অধস্তন বংশধর ২০ পুরুষ ব্যবহিত। ইহা দ্বারা ন্যূনকল্পে ৪০০ বৎসরের বহু পূর্ব্বে নারায়ণ দেবের সময় নিরূপিত হয়। এই বংশাবলী অবিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে? পদ্মাপুরাণ রচকগণের মধ্যে কেহই ইঁহার পূর্ব্বে পুথি রচনা করেন নাই। বিজয় গুপ্ত এবং দ্বিজ বংশীদাস পঞ্চদশ শকে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাসের সময় দেড় শত বৎসরের অধিক হয় নাই।

নারায়ণ দেব তাঁহার পদ্মাপুরাণের শেষে লিখিয়াছেন—

"ষোল প্রকরণে আছিলেক পদ্মপুরাণ।
পয়ার করিয়া কবি করিলা বাখান॥"

ময়মনসিংহ চারু যন্ত্রে মুদ্রিত
নারায়ণ দেব কৃত পদ্মাপুরাণ।

সংস্কৃত পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পদ্মার যে একটী স্তোত্র আছে, সেইটী অবলম্বন করিয়া পয়ারে নারায়ণদেব প্রথমে এই উপাখ্যান লিখিয়াছেন, এ কথায় ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

তৎপর বাল্মীকি রামায়ণের প্রসঙ্গ লইয়া বঙ্গের কবিকেশরী শ্রীমধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য লিখিতে বসিয়া, যেরূপ সরস্বতীর আহ্বান করিতে বাল্মীকির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

ভারতি, যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায়, (পদ্মাসনে যেন)
* * * * *
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর সতি।

ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাস সেইরূপ পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা নারায়ণ দেবের গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁহাদের মনসার ভাসান লিখিতে অনেক স্থানে স্তোত্রে নারায়ণদেবেরনাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

১। "দেব নারায়ণ সঙ্গে, তোমায় বন্দিনু রঙ্গে
যেন্ত পদ্মাসনা ঠাকুরাণী ॥
*   *   *   *
২। ব্যাস বাল্মীকি মুনি, নারায়ণ তত্ত্ব জানি,
তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি ॥
*   *   *   *
৬। দেব নারায়ণ যথা, আছ গো ভারতী মাতা,
ত্যজি দেবী বৈকুণ্ঠ নগর ॥
অবোধ বালকে ডাকে, স্নেহ পরছায়া তাকে,
বৈস মোর কণ্ঠের উপর ॥"

প্রথম চরণের 'দেব নারায়ণকে' সকলই বিষ্ণু বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু এ দেব নারায়ণ যে নারায়ণ দেব, বিষ্ণু নহেন, তাহা পরের দুই চরণে প্রমাণ করে। দ্বিতীয় চরণের 'নারায়ণ'কে ব্যাস বাল্মীকির সমশ্রেণী করা হইয়াছে এবং ইঁহারা সরস্বতীর তত্ত্ব জানিয়া ও তাঁহার সেবা করিয়া কবি হইয়াছেন, বলা হইয়াছে। ইহাতেও কোন সন্দেহ হইলে, শেষ চরণে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। এখানে বলা হইয়াছে, মাতঃ ভারতি, তুমি বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া, যেখানে দেবনারায়ণ সেইখানে আছ। আমি ডাকি আমার কণ্ঠে আসিয়া উপবেশন কর। সরস্বতীর বিষ্ণুর নিকট থাকিতে হইলে, কি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিতে হয়? বিষ্ণু ত বৈকুণ্ঠেই থাকেন। সুতরাং এ দেব নারায়ণ বিষ্ণু নহেন, পদ্মাপুরাণ কর্ত্তা নারায়ণ দেব বটে। অতএব নারায়ণ দেব যে পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না।

বিজয় গুপ্ত তাঁহার পদ্মাপুরাণের আরম্ভে বলিয়াছেন,—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত ॥

বিজয় গুপ্তের এই 'প্রথমে' কথার উপর নির্ভর করিয়া. দীনেশ বাবু হরি দত্তকেই পদ্মাপুরাণের আদি রচক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। হরি দত্তের কোন গ্রন্থ নাই, নামের কোন প্রসিদ্ধি নাই। নারায়ণ দেবের পুথির কোন কোন স্থলে হরি দত্তের ভণিতা পাওয়া যায়। ইহাতে অন্যান্তে যেরূপ করিয়াছেন, হরিদত্ত ও নারায়ণ দেবের গ্রন্থে আপন নামের ভণিতা দিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। হরিদত্ত যে এক জন গায়ন ছিলেন, তাহা বিজয় গুপ্তের কথাতেই উপলব্ধি হয়। বিজয় গুপ্ত হয়ত তাঁহার গানই প্রথম শুনিয়াছিলেন, এই জন্যই বোধ হয় "প্রথম" লিখিয়াছেন। হরি দত্তকে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। হরিদত্ত আপন ভণিতাতে কোন স্থলেই তিনি 'কাণা' ছিলেন, এমন কথা বলেন নাই। বিজয় গুপ্ত তাহাকে না দেখিলে, কাণা হরিদত্ত বলিতেন না। এই কারণে হরিদত্ত বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক, অথচ তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। নারায়ণদেব হরিদত্তের অনেক অগ্রবর্ত্তী।

দীনেশ বাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী 'বাঙ্গলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাসকেই মনসার আখ্যানের একমাত্র রচক বলিয়া জানিয়া ছিলেন। এই হেতু, মুকুন্দরামের চণ্ডীতে চাঁদ সদাগরের নাম ও এই আখ্যান ঘটিত কোন কোন কথার স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্বেও, মুকুন্দরামের অনেক পরে, এই আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এইরূপ অপসিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, তিনি পশ্চিম বঙ্গের ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাসের পুথি ভিন্ন আর কাহারও পুথি দেখেন নাই। বিজয়গুপ্ত ও হরিদত্তের

গান প্রথমে শুনিয়াছিলেন, কাজেই মনসার গীত তিনিই প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন, ধারণা করিবেন আশ্চর্য্য কি ?

এইক্ষণ দ্বিজ বংশী দাসের কথা কহিব এবং তাঁহার গ্রন্থের আলোচনা করিব। যে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম পরধর্ম্ম কর্ত্তৃক অতি ঘোরতররূপে আক্রান্ত হইল, হিন্দুগণ ধন মান প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিতে লাগিলেন, সেই সময়ের অব্যবহিত পরে, সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে; পূর্ব্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পাত-ওয়াড়ী (পাত্রযাড়ী) গ্রামে এক ব্রাহ্মণ শিশু জন্মগ্রহণ করেন। এই শিশুর পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা দেবী। পিতা মাতা ইহার নাম রাখিলেন—বংশী দাস। সে কালের রীত্যনুসারে বংশীদাস গ্রাম্য টোলে বিদ্যাধ্যায়ন করেন এবং কালে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও দর্শনাদি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য যেরূপ প্রথমে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে, লোকে তাঁহাকে 'নিমাই পণ্ডিত' বলিয়া অভিহিত করিত, বংশী দাসকেও তাঁহার স্বস্থানবাসী লোকে 'বংশী পণ্ডিত' বলিত। এখন ও তাঁহার গ্রামস্থ লোকে তাঁহাকে 'বংশী পণ্ডিতই' বলিয়া থাকে। বংশী দাসকে লোকে বংশী বদন নামেও ডাকিত; এজন্য তিনি আপন রচিত গ্রন্থে উভয় নামের ভণিতা দিয়াছেন। বংশী দাস তাঁহার কৃষ্ণ গুণার্ণব গ্রন্থ সংস্কৃতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে নারায়ণের বন্দনা করিয়া বলিয়াছেন,—

গুরুদেবং নমস্কৃত্য বংশী বদন পণ্ডিতঃ।
তনোতি পুস্তকং নাম শুদ্ধ কৃষ্ণ গুণার্ণবং॥

বংশী দাস যে কেবল নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। বাগ্দেবী তাঁহাকে মুক্ত হস্তে কবিত্ব শক্তি দান

করিয়াছিলেন। তিনি রামগীতা, চণ্ডী, পদ্মাপুরাণ এবং কৃষ্ণ গুণার্ণব এই চারি খান সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। এইক্ষণ রামগীতা ও চণ্ডীর কয়েকটা পত্র ব্যতীত আর কিছুই নাই। পদ্মাপুরাণ ও কৃষ্ণ গুণার্ণব বর্ত্তমান আছে।

বংশী দাস বাল্যকালে পিতা পিতৃব্যের মুখে পরধর্ম্মের ভীষণ আক্রমণের কথা শ্রবণ করিতেন এবং গায়নের মুখে নারায়ণ দেবের মনসার গীত ও শুনিতেন। তিনি নারায়ণ দেবের পদ্মা-পুরাণের উপাখ্যানে রূপকচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি পরধর্ম্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানে চণ্ডী হিন্দুধর্ম্মের, এবং পদ্মা পরধর্ম্মের স্থানীয়া হইয়াছেন; তাঁহার চন্দ্রধর হিন্দু জাতির, সর্পগণ পর জাতির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আর বিপুলা হিন্দু নারীকুলের প্রতিরূপিনী হইয়া রমণীর শিরোমণিরূপে শোভা পাইতেছেন।

নারায়ণ দেব পদ্মাপুরাণের আদি রচয়িতা সত্য; কিন্তু তাঁহার কাব্য উচ্চ অঙ্গের কাব্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহার ভাষা গ্রাম্য ও শিথিল, তাঁহার ভাব অনেক স্থলেই ইতর ও অশ্লীল, এবং তাহার কল্পিতচরিত্রগুলি নানা স্থানে নানারূপ ধারণ করিয়া বিকৃত। নারায়ণ দেবের পরবর্ত্তীগণ মধ্যে বিজয়গুপ্ত এবং ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাস প্রায় সকল স্থলেই নারায়ণ দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। যে কোন কোন অকিঞ্চিৎকর অংশে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে মূল উপাখ্যানের উৎকর্ষ সাধন না হইয়া বরং অপকর্ষই হইয়াছে। এবং চরিত্রগুলি বিশেষ দূষিত হইয়াছে। মধুমক্ষিকা যেমন পুষ্পরস আহরণ করিয়া, অতি প্রমিষ্ট

মধু প্রস্তুত করে ; বংশীদাস তেমনই নারায়ণ দেবের গ্রন্থ হইতে উপাখ্যানটী লইয়া অতি সুন্দর মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং চরিত্র সকলকে অতি উচ্চভাবে বিকশিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অভিনব ভাব সন্নিবেশিত করিয়া মূল উপাখ্যানটীকে অতিশয় উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

নারায়ণ দেবের এবং বিজয়গুপ্তের বন্দনা কতকটা গ্রাম্য ও ইতর ভাবাপন্ন। সে এইরূপ—

পূর্ব্বে বন্দম ভানুরে পশ্চিমে যার অস্ত।
উড়িষ্যা দেশেতে বন্দু প্রভু জগন্নাথ॥

নারায়ণ দেব।

বন্দম গো বন্দম গো দেবী তারে দিয়া ঘা।
প্রথমে বন্দিম আমি পদ্মার পিতা মা॥

বিজয়গুপ্ত।

ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাসের রচনা আরও দূষিত। তাঁহাদের রচনায় অনেকস্থলে ভাবজ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্থলে শব্দ আছে, অন্বয় নাই, কাজেই অর্থও নাই। কেতকাদাস গণেশ বন্দনা করিতেছেন—

প্রণতি যে করপুটে, প্রথমে গণেশ ঘটে,
অতএব নায়ক বাসরে।
গায়ক বন্দিয়া গায়, জয় প্রভু গণরায়,
সহন গম্ভীর ভপবরে।

বংশীদাস একটী অধিবাস নাচাড়ী দ্বারা তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। সে নাচাড়ীটি অতি সুন্দর ও কবিত্বময়। পদ্মা-ব্রত হইবে, তাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও গন্ধর্ব্ব লোকে সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে পবন আদিষ্ট হইয়াছেন। বংশীদাস একটি একটী

করিয়া দেব দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। বোধ করি এই প্রণালী বংশীদাস হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মুকুন্দরাম প্রভৃতি পরবর্ত্তীগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বংশীদাসের কল্পনা অতি সুন্দর, ভাব উন্নত, ভাষা উচ্চ এবং রুচিমার্জ্জিত। তাঁহার রচনা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনা করিতেছি। বংশীদাসের ভবানী, মুকুন্দরামের চণ্ডী এবং ভারতচন্দ্রের কৌষিকী একই দেবী, নামান্তর প্রভেদ।

বংশীদাসের ভবানী—

মহিষাসুর মর্দ্দিনী, দশভুজা ত্রিনয়নী,
পূর্ণচন্দ্র মুখ মনোহর।

মুকুন্দরামের—

বিন্ধ্য বিলাসিনী, ভৈরবী ভবানী,
নগেন্দ্র নন্দিনী চণ্ডী।

ভারতচন্দ্রের কৌষিকী—

মহিষ মর্দ্দিনী, দুর্গ বিঘাতিনী,
রক্তবীজ নিকৃন্তিনী।

এই তিন রচনা তুলনা করিলে, দেখিতে পাই, বংশীদাস ত্রিপদীর তিন চরণেই দেবীর মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় শেষ করিয়াছেন। প্রথম চরণে দেবীর শক্তি, দ্বিতীয় চরণে দেবীর মূর্ত্তি, এবং তৃতীয় চরণে দেবীর সৌন্দর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দ রাম এক নামের কত গুলি প্রতিশব্দ বা বিশেষণ দিয়া ত্রিপদীর তিন চরণ পূর্ণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র তিন চরণে তিন অসুর বধের কথা কহিয়া, এক মাত্র শক্তিরই পরিচয় দিয়াছেন। অতএব বংশী দাসের রচনা প্রগাঢ়, মুকুন্দরাম ও ভারত চন্দ্রের রচনা অপেক্ষাকৃত

তরল বলিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, বংশী দাসের ঐ অর্দ্ধ ত্রিপদীর কটী শব্দ দ্বারা চিত্রকর একটী চিত্র আঁকিতে পারিবে। কিন্তু মুকুন্দ রামের ও ভারত চন্দ্রের শব্দ গুলি দিয়া চিত্র কর কিছুই করিতে পারিবে না। গাঢ় রচনার গুণ এই যে অল্প কথায় বিস্তৃত ভাব ব্যক্ত হয় এবং তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। তরল রচনায় বহু শব্দে অল্প ভাব প্রকাশ পায়, কখন বা শব্দের প্রবল স্রোতে ভাব ভাসিয়া যায়। এরূপ রচনা শ্রুতি মধুর হইতে পারে; কিন্তু হৃদয়স্পর্শী হয় না। চিত্র কার্য্যে যেমন রঙে অধিক জল দিলে রঙ তরল ও অল্প কাল স্থায়ী হয়, কাব্যেও অধিক শব্দে ভাবের গাঢ়তা ও স্থায়ীত্ব বিনষ্ট করে।

কবির মুখ হইতে অল্প কথায় যে ভাব স্বতঃ নিঃসৃত হয়, তাহা যেরূপ সজীব ও আবেগপূর্ণ হইয়া থাকে; অধিক কথায় সেই ভাব ব্যক্ত হইলে, তাহাতে সেরূপ আবেগ emotion) থাকে না। তাহা ঐ ভাবের নির্জ্জীব ব্যাখ্যা হইয়া দাঁড়ায়। গদা যুদ্ধের বর্ণনায় কবি কেশরী মধুসূদন বলিয়াছেন—"আতঙ্কে বিহঙ্গকুল পড়িল ভূতলে।" ইহারই অনুকরণে, দেবাসুরের যুদ্ধে হেম বাবু লিখিয়াছেন—

বিহঙ্গ জড়ায়ে পাখা, ছাড়িয়া বৃক্ষের শাখা,
খলিয়া খলিয়া পড়ে ধরণী উপর।

মধুসূদন এক ছত্রে যাহা বলিয়াছেন, হেম বাবু তিন ছত্রে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেরটী যেরূপ সজীব ও "আবেগময়" হইয়াছে পরের গুলি সেরূপ হয় নাই। হেম বাবু যেন পূর্ব্বের এক ছত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বংশী দাস গ্রন্থের শেষে পদ্মাদেবীকে বলিয়াছেন,—

কবিত্বের অপরাধ কর মোরে ক্ষমা।
আমি হীন কি বুঝিব তোমার মহিমা॥
যন্ত্র হাতে লয়ে যন্ত্র বাজায় পুরুষ।
যা বলায় তাই বলে যন্ত্রের কি দোষ॥

বিজয় গুপ্ত তাহার গ্রন্থের আদ্যে সরস্বতী বন্দনায় ইহাই এইরূপে লিখিয়াছেন,—

সরস্বতী দেবী বন্দম বচন দেবতা।
যাহার প্রসাদে গাই সরল কবিতা॥
এস মাগো সরস্বতী জিহ্বাগ্রেতে তুমি।
তাল যন্ত্র তোমার ঠাঁই উপলক্ষ আমি॥
যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনার মাঝে।
যান্ত্রিক না হলে যন্ত্র কেমন করে রাজে॥
আমি বটি যন্ত্র মাগো যন্ত্রী বট তুমি।
যা বলে বাজাও যন্ত্র তা বলিব আমি॥

বংশী দাস শেষ দুই ছত্রে যাহা অতি সুন্দর জীবন্ত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ করিতে বিজয় গুপ্তের ছয় ছত্র লাগিয়াছে, অথচ তাহা যেন শেষ হয় নাই, তাহা যেন সম্যকরূপে প্রকাশ পায় নাই। বিজয় গুপ্তের এই ছয় ছত্র বংশী দাসের উক্ত দুই ছত্রের ব্যাখ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শ্রেষ্ঠ কবিগণ সংক্ষিপ্ত কথা দ্বারা ভাবের ইঙ্গিত করিয়া, যাহা বিস্তৃতরূপে বুঝিতে পাঠকের জন্ত রাখিয়া যান; যাহা পাঠক আপনা আপনি নিজ ভাবে বিস্তার করিয়া আনন্দ অনুভব করেন; বর্ণনাকার কবিগণের বাক্যবাহুল্যে ভাবের সেই সৌন্দর্য্য ও

গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়। পাঠকের ভাবিবার অত কিছুই থাকে না।

প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা অধিক উদ্ধৃত করিয়া তুলনা করিতে পারিব না। আলোচ্যমান গ্রন্থ পাঠ করিলে, সকলই দেখিতে পাইবেন, বংশী দাস এই গ্রন্থে উচ্চ এবং চলিত সরল উভয়বিধ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন; সে উভয়ই গাঢ় হইয়াছে। গাঢ়তাই তাঁহার ভাষার লক্ষণ। বংশী দাসের ভাষা সর্ব্বত্র তাঁহার ভাবের অনুগতা; তাঁহার ভাব কোন স্থলেই ভাষার অনুগত হয় নাই।

বঙ্গীয় কবিগণ মধ্যে শ্রীমধুসূদন সমধিক অলঙ্কার প্রিয়। বংশী দাস এ বিষয়ে মধুসূদন অপেক্ষা ন্যূন হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য কবি অপেক্ষা অলঙ্কারে তাঁহারও রুচি অধিক। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মধ্যে ভূপতিত সেফালিকা ফুলের মত, তাঁহার উপমা, উৎপ্রেক্ষা দৃষ্টান্ত অলঙ্কার গুলি ছড়াইয়া রহিয়াছে। সে গুলি অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর। আমরা অল্পকটী চয়ন করিলাম।

হর পার্ব্বতীর বিবাহে মুখ চন্দ্রিকার সময়,—

সমানে ধরিয়া অন্তঃপট দূর করে।
আচম্বিত চন্দ্র সূর্য্য উদয় একেবারে॥

লক্ষীধরের বিবাহে নানারূপ সজ্জা হইতেছে, তাহাতে—

হস্তীর হলকা সাজে, ঘণ্টা গলায় বাজে,
যেন কাল মেঘের আকার।
সিন্দুর কাজল ভালে, ধবল চামর দোলে;
মেঘে যেন বিজলী সঞ্চার॥

বিপুলা নানা অলঙ্কারে সাজিতেছেন, তাঁহার মুখের দুই পাশে,-

শ্রবণে কুণ্ডল মণি, পুনর্ব্বসু রোহিনী
শোভিল চন্দ্রের দুই পাশে।

কবি গেদার বর্ণনা করিতেছেন—

মুখ ভরি গালে দাড়ি ভালে দীর্ঘ ফোটা।
দুই দিগের দুই মোছ যেন মুড়া ঝাঁটা॥

মাড়া ধাড়ী হেন মুখ গালে দন্ত পড়া।
ভাঙ্গা ঘরে ঠিকা যেন দুই দন্ত খাড়া॥

শাপান্তে, মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া,—

অনিরুদ্ধ ঊষা স্বর্গে গেল এই মতে।
স্বপ্ন দেখি 'জাগি' যেন উঠিল প্রভাতে

বংশী দাসের পরবর্ত্তী কবিগণে, বংশী দাসের অনেক ভাব সংক্রমিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞে বংশী দাসের দক্ষ এই বলিয়া শিবের নিন্দা করিয়াছেন,—

'বিপ্র নহেন শিব হাতেত ত্রিশূল।
ক্ষত্রিয় না হয় তার মাথে জটাচুল।
বৈশ্য নহে ধন রত্ন নাহি আপনার
শূদ্র নহে নাগ সূত্র গলায় তাহার'

ভারতচন্দ্রের দক্ষের মুখে আমরা তাহাই শুনিতে পাই—

'কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত।
যদি বৈশ্য হয়, চষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।

শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায় ॥"

সম অবস্থার বর্ণনে শ্রেষ্ঠ কবিগণের মনে সমভাবের উদয় হইয়া থাকে এবং তাহা তাঁহারা প্রায় সম ভাষাতেই ব্যক্ত করিয়া থাকেন। দক্ষযজ্ঞে সতী তনু ত্যাগ করিলে, মহাদেব মহাক্রোধে মস্তকের জটা ছিন্ন করিলেন, তাহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বংশী দাসের পদ্মাপুরাণের রুদ্রমূর্ত্তি বীরভদ্র দাঁড়াইয়া মহাদেবকে কহিলেন,—

"আজ্ঞা কর সুমেরু সমুদ্র মধ্যে ফেলি।
পাতালে পৃথিবী নেই এক পদে ঠেলি।"

মহাকবি শ্রীমধুসূদনের তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে, স্বর্গ বহিষ্কৃত দেবগণ ব্রহ্মার তোরণে যখন মন্ত্রণা করিতেছিলেন, তখন যম উঠিয়া মহাদর্পে কহিলেন,—

——যদি আজ্ঞা কর
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগত, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল অতল জল তলে।

পলাশীর যুদ্ধে নবীন চন্দ্রের জগৎ শেঠ ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া বলিলেন,—

সুমেরু সিন্ধুর জলে দিব বিসর্জ্জন,
লইব ইন্দ্রের বজ্র, পাতি বক্ষঃস্থল।

চরিত্র চিত্রণে বংশীদাস কিরূপ সিদ্ধ হস্ত, এস্থলে তাহার পূর্ব্বাভাস দিতেছি। মহাদেব পতি হউন, এই কামনায় পার্ব্বতী মহা কঠোর তপস্যায় নিরতা হইলে, শিব তাঁহার তপে তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মচারী বেশে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন।

এই প্রসঙ্গটী মহাকবি কালিদাসের কুমার সম্ভবে, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীতে আছে। মুকুন্দরামের ব্রাহ্মণ, পার্ব্বতীর সম্মুখে আসিয়া, নিতান্ত প্রগল্‌ভ ও অশিষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

" কহ নিরুপমা, কার বোলে বামা,
বাঞ্ছিলা কেন জটাধরে।
হইয়া সুন্দরী, ভজহ ভিকারী,
দরিদ্র বর দিগম্বরে॥ "

তৎপরে শিবের নানা দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী অমনি তাঁহার মুখে মুখে নিতান্ত লজ্জাহীনা মুখরা ও ইতরা স্ত্রীর ন্যায় উত্তর করিলেন,—" যে যার মনে ভায়, সে নারী ভজে তায়। " মুকুন্দরাম উভয় চরিত্রকেই দূষিত করিয়াছেন।

কালিদাসের ব্রহ্মচারী তপোবনে আসিয়া অতিশয় শিষ্টতার সহিত তপোক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে কিনা, ইত্যাদি বহু কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—

" কি মিত্য পাস্তাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধক শোভি বল্কলম্। "

(তুমি কি জন্য যৌবনে আভরণ সকল পরিত্যাগ করিয়া, যাহা বৃদ্ধকালে শোভা পায়, সেই বল্কল ধারণ করিয়াছ ?) উত্তর পাওয়ার পূর্ব্বেই আবার কহিলেন, (তোমার উষ্ণ নিশ্বাসেই বুঝা গিয়াছে তুমি বরের অভিলাসিনী হইয়াছ।) " বরং তমিচ্ছামিচ সাধু বেদিতুম্। " (তোমার বরকে সম্যকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি।) ইহা শুনিয়া পার্ব্বতী পার্শ্ববর্ত্তিনী সখীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন। সখী ব্রহ্মচারীকে কহিল, ইনি, " পিনাক পাণিং

পতিমাপ্তুমিচ্ছতি।" (ইনি পিনাকপাণিকে পতি পাইতে ইচ্ছা করেন।) এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং এই অভিলাষ হইতে মনকে নিবর্ত্তিত করিতে বলিলেন। তখন পার্ব্বতী—

প্রবেপমানাধরলক্ষকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া
বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে।

(কম্পমান অধর দ্বারা স্বকীয় রোষ প্রকটিত ও ভ্রূলতা কুঞ্চিত করিয়া রক্তবর্ণ প্রান্ত বিশিষ্ট লোচনযুগল তির্য্যগ্ বিক্ষিপ্ত করিলেন) এবং কহিলেন—

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা
ত্বয়ৈকমীশ প্রতি সাধুভাষিতম।

(তুমি ভ্রষ্টাত্মা, দোষ বর্ণনে উদ্যত হইয়া, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভাল কথাই বলিয়াছ।) আর বিবাদে প্রয়োজন নাই। তুমি যেরূপ বলিয়াছ তিনি সর্ব্বতোভাবে সেইরূপই হউন, আমার মন তাঁহাতেই একাগ্রভাবে অবস্থিত আছে। স্বেচ্ছাচারীরা কখন নিন্দা বা অপবাদের অপেক্ষা রাখে না। সখীকে কহিলেন, তুমি বটুককে নিবারণ কর, অথবা আমিই এখান হইতে চলিয়া যাই।

ইতোগমিষ্যামথবেতিবাদিনী
চচাল বালা স্তনভিন্নবল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চতাং কৃতস্মিত
সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ॥

(এই বলিয়া পার্ব্বতী প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। গতিবেগ বশতঃ তদীয় স্তন হইতে বল্কল স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন

মহাদেব স্বরূপ প্রকটন করিয়া হাস্য সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন।)

বংশীদাসের ব্রাহ্মণ আসিয়া কালীকে কহিলেন,—

রাজার কুমারী তুমি প্রথম যৌবন।
এমত সম্পদ ছাড়ি কেনে তপে মন॥
নারী লোকে তপ করে ধনের আরতী।
রূপ যৌবন ভোগ করিতে সম্পত্তি॥
সে সকল ধন তব আছয়ে বিশেষ।
অকারণে তপে কেন তনু কর শেষ॥

দ্বিজের এই কথা শুনিয়া কালী লজ্জিতা হইয়া রহিলেন। শশীপ্রভা নামে তাঁহার সখী আপনা হইতে ব্রাহ্মণকে কহিল, ইনি মহাদেবকে পতি কামনা করিয়া বনে তপ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

নবীন বয়স তব যেন চন্দ্রকলা।
কি মতে বঞ্চিবা শিবের সর্প লৈয়া খেলা॥
তব অঙ্গে পাটাম্বর চন্দনে লেপিত।
শিব পরে বাঘ চর্ম্ম বস্ত্র বিবর্জ্জিত॥
গলাতে হাড়ের মালা শ্মশানেতে ঘর।
তোমার ত যোগ্য পতি নহে এ শঙ্কর॥
সহজে অজ্ঞান তুমি শুনলো যুবতী।
বুড়া ছাড়ি অন্য চেষ্টা কর ভাল পতি॥

ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কালী বিরক্ত হইলেন। তখন আর সখীর অপেক্ষা না করিয়া—

কালী বলে হেন বাক্য না বলিও তুমি।
যেন তেন হৌক তেঁহ শিব মোর স্বামী॥

সখীকে কহিলেন,—"এথা হ'তে দূর কর নিন্দুক ব্রাহ্মণ"। এই বলিয়া তপস্থায় মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে মহাদেব স্বরূপ ধারণ করিলেন এবং—

হাস্য মুখে কালীকে কহিলা ত্রিপুরারি।
তপে বশ হৈলুঁ তব শুনহ সুন্দরী॥
বাপের আশ্রমে যাও আনন্দিত মনে।
ঘটক পাঠা'ব আমি বিবাহ কারণে॥

এই প্রসঙ্গে কালিদাস ও বংশীদাস মধ্যে প্রভেদ এই যে, কালিদাস যাহা বহু বর্ণনায়, সুন্দর ছন্দে ও সুমিষ্ট শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন, বংশীদাস তাহা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যের ইহাই প্রধান বিষয় বলিয়া, বর্ণনা বাহুল্য তাহার পক্ষে যত দূর [illegible]ভা পায়; বংশীদাস প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ের উল্লেখ করাতে, [illegible]ত বর্ণনা তাঁহাকে সাজে না। বিশেষতঃ শব্দ সম্পদে ক[illegible]স পরম ঐশ্বর্য্যবান। কালিদাস নানা রঙ ফলাইয়া যে চিত্র [illegible]য়াছেন, বংশীদাস মাত্র তাহার রেখাপাত [illegible] রেখাপাতে কি মহীয়ান চিত্র [illegible] ইহাই [illegible]। আমাদের দেখান উদ্দেশ্য। [illegible]ত্রে যে খুঁত টুকু আছে, বংশীদাসের চিত্রে তাহা নাই, ইহাই আমরা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কালিদাসের পার্ব্বতী শিব নিন্দা শুনিয়া অতি মাত্রায় ক্রোধান্বিতা হইলেন, ব্রহ্মচারীর প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং অঙ্গবস্ত্র সম্বরণ না করিয়াই দ্রুতবেগে ছুটিলেন। শিব এই অবস্থায় অসংযত বস্ত্রা পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। ইহাতে উভয় চরিত্রে উচ্চাদর্শের [illegible]নতা আশঙ্কায়, বংশীদাস

তাঁহার কালী ও শিব চরিত্র ভিন্ন তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের প্রথম প্রশ্নে কালী লজ্জিতা হইয়া থাকাতে, তাঁহার কালী চরিত্র অতি মধুর হইয়াছে এবং সুন্দর জাতীয় ভাব প্রকটিত হইয়াছে। পতি কামনায় তিনি তপ করিতেছেন, একথা প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে পর পুরুষের সম্মুখে কেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন। শিব নিন্দা শুনিয়া তিনি কহিলেন, শিব যে প্রকারই হউন, শিবই তাঁহার পতি। ইহা আদর্শ সতীর উপযুক্ত কথা। শিব স্বপ্রকাশ হইয়া কোন চাঞ্চল্য, কোন অসংযত ভাব প্রকাশ না করিয়া যাহা কহিলেন, তাহাতে অতি ধীর গম্ভীর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

নারায়ণ দেবের পুথীর অনেক ইতর ও অশ্লীল অংশ বংশীদাস নূতন করিয়া অতি সুন্দর বিশুদ্ধ আকার দিয়াছেন। এখানে তাহার একটী স্থল দেখাইতেছি: চণ্ডীকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া শিব পদ্ম বনের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। প্রভাতে চণ্ডী শিবকে না দেখিয়া মহা ব্যস্ত হইলেন। নারায়ণ দেবের চণ্ডী শিবকে গালি দিতে লাগিলেন,—

উন্মত্ত পাগল হর, আমি বন্ধি তা'র ঘর,
আমা বিধি কি লিখিল ভালে।
কৈলু শিবের পায় সার, আমা নিতে সঙ্গে করি,
কোন দোষ মোরে ছাড়ি গেলে॥

বিজয় গুপ্তের চণ্ডী এইরূপে গালি দিয়া, অধিকন্তু অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন,—

নিদ্রায় ভাঙ্গি [illegible] চমক লাগে।
চড়িয়া বেড়ায় বুড়া বলদ্ তারে খাউক বাঘে॥

আগুন লাগুক কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল নেউক চো'রে।
গলায় সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাঙিল মো'রে।
ছিঁড়িয়া পড়ুক হা'ড়ের মালা পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ।
কপালে দ্বিতীয়ার চন্দ্র তা'বে গিলুক রাউ॥

এই সময় নারদ আসিয়া বলিলেন, শিব পদ্মবনে এক পদ্মিনীকে বিবাহ করিতে গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া চণ্ডী পদ্ম বনের পথে চলিলেন। পথের মধ্যস্থলে যে নদীতে সরুয়া নামে ডোমনী খেওয়া দিতে ছিল, চণ্ডী সেইখানে গিয়া, আপনার রত্নালঙ্কার সরুয়াকে দিয়া, তাহার পিত্তলের অলঙ্কার নিজে লইয়া, তাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং বৈঠা হাতে খেওয়ার নৌকায় বসিয়া ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিলেন। শিব আসিয়া ডোমনী রূপিনী চণ্ডীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ডোমনী অনেক কুৎসিত হাব ভাব দেখাইতে লাগিলেন। পরে ডোমনীকে শিব তাহার ঘরে লইয়া গিয়া, যাহা করিলেন তাহা আমাদের মুখে আইসে না, নারায়ণ দেব নিজেই বলুন্—

কামে হত চিত্ত শিব অন্ত নাহি মন।
হাতে ধরি ডোমনীকে দিলা আলিঙ্গন॥
পুষ্প মধু খাইয়া যেন ভ্রমর পড়িলা।
এই মত মহাদেব ভুঞ্জে রতি কলা॥

বিজয় গুপ্তের শিবের ডোমনীর ঘরে যাওয়াও সহ্য হইল না—

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতে শিব ডিঙ্গার উপর।
ঘন চাব দেয় শিব গা'য়ে করি জোর॥

এই স্থানে বংশীদাস কি সুন্দর, কি সুরুচিকর করিয়াছেন দেখুন। বংশীদাসের চণ্ডী প্রভাতে শিবকে না দেখিয়া, তাঁহাকে কোন ভর্ৎসনা না করিয়া নিজকর্ম্মকে দোষিতে লাগিলেন—

তপ করি উগ্রতর, পাইনু শঙ্কর বর,
কি হেতু ছাড়িলা শূলপাণি।
পাপ কর্ম্মের ফলে, প্রভু মোরে ছাড়ি গেলে,
কোন্ দেশে কিছুই না জানি ॥

পরে নারদের মুখে পদ্মিনী আনিতে শিব পদ্ম বনে গিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহার অভিমান হইল। তিনি ভাবিলেন, আমি মহামায়া, আমার মায়াতে ত্রিভুবন মুগ্ধ; আজ শিবের মায়া দূর করিব। এই বলিয়া যে পথে শিব গিয়াছেন, সেই পথে শিবকে পশ্চাতে রাখিয়া আগে গিয়া এক স্থানে বসিলেন, এবং জয়া বিজয়াকে স্মরণ করিলেন। জয়া বিজয়া আসিলে, জয়াকে এক অগাধ নদী, বিজয়াকে একখানি নৌকা করিয়া, নিজে ডোমনীর বেশে বৈটা হাতে সেই নৌকায় বসিলেন; শিব আসিয়া পার হওয়ার জন্য নৌকায় উঠিলেন, এবং চণ্ডীর বিশ্ববিমোহন রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অঞ্চল ধরিলেন। চণ্ডী কহিলেন,—

ডোমের কুমারী আমি ছুলে জাতি নাশ।
বসন ছাড়িয়া শীঘ্র হও এক পাশ ॥

* * * * *

কেনে এত জটা ফোঁটা বেশ কবি ফির।
পর নারী দেখি লোভ সম্বরিতে নার ॥

শিব আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—

আঁচল ছাড়িয়া শিব ধরিলেন হাত।
সেইক্ষণে মহামায়া হইলা সাক্ষাৎ ॥
অষ্ট ভুজা ত্রিনয়নী প্রথম যৌবন।
দেখিয়া লজ্জিত হইলা দেব ত্রিলোচন ॥

দুপাশে দাঁড়াল সখী জয়া বিজয়া।
কোথা নদী কোথা নৌকা দূরে গেল মায়া॥

কি চমৎকারিণী উদ্ভাবনা! (fancy)! কি সুন্দর পরিশুদ্ধ অভিব্যক্তি! বিজয় গুপ্তের উপরের অভিসম্পাত বাক্য গুলি যদি কোন ইতর স্ত্রীর মুখে দেওয়া হইত, তবে তাহা স্বাভাবিক হইত, এবং বিজয় গুপ্তের আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম। যাহাকে পূজা করিব, যাঁহাকে ভক্তি করিব, সেই দেবীকে লইয়া খেলা করা, তাঁহার মূর্ত্তি নিকৃষ্ট করিয়া গড়া কি প্রশংসার বিষয় হইবে?

এইক্ষণ মূল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে কয়টী কথা বলিব, এবং এই আখ্যান রচনায় বংশীদাস যে অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিব। চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক্ কুলতিলক চন্দ্রধর হরপার্ব্বতীর ভক্ত। কিন্তু তিনি ভৈরবী মন্ত্রে দীক্ষিত। চণ্ডী তাঁহার ইষ্টদেবী। তিনি চণ্ডীর পরম ভক্ত। চন্দ্রধর প্রত্যহ—

আপনার বক্ষ হ'তে খসায়ে রুধির।
অঙ্গ বলি দিয়া পূজা করয়ে চণ্ডীর॥

হরপার্ব্বতী চন্দ্রধরের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহাকে মহাজ্ঞান অর্থাৎ মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিলেন।

নারায়ণ দেবের এবং বিজয় গুপ্তের চন্দ্রধর শিবের উপাসক। নারায়ণ দেব প্রথমে অতি বাড়াবাড়ি করিয়াছেন; কিন্তু শেষে ঠিক রাখিতে পারেন নাই। তাঁহার চন্দ্রধর প্রত্যহ মহাদেবকে—

খড়্গে কাটিয়া দেয় আপনার শির।
থালেতে ভরিয়া দেয় মাংস রুধির॥

বিজয় গুপ্ত তাঁহার চন্দ্রধরকে নানা স্থানে, নানা বেশে সাজাইয়াছেন, কিন্তু প্রথমে এই পরিচয় দিয়াছেন ;—

সর্ব্ব সুখে আছে চান্দ বণিক্ কুলে জন্ম।
বিধি মতে শিব পূজে করে নানা ধর্ম্ম ॥

ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাসের চাঁদ সদাগর অতি পাষণ্ড, অতি মূঢ়। সে অকারণ মনসা দেবীর সহিত বাদ করে। মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের এইরূপ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।—

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সদাগর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর ॥
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে ॥

যাঁহারা চন্দ্রধরকে শিবভক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা এই আখ্যানের সহিত আপন আপন কথার সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। পদ্মা শিবের কুমারী, তাঁহার পূজা প্রচার হউক, ইহাই শিবের ইচ্ছা। শিবের ভক্তকে শিবের ইচ্ছার বিরোধী করা কি সঙ্গত হয়? বংশীদাসের কল্পনা অতি স্বাভাবিক ও সুন্দর। চন্দ্রধরের আরাধ্যা দেবী চণ্ডী মনসার বিমাতা, স্বভাবতঃই মনসাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে প্রবৃত্তা। শিব উভয় সঙ্কটে পতিত। একদিকে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, অন্য দিকে একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। দেবতা ও মানব মধ্যে এই বিবাদ নিবদ্ধ না রাখিয়া, ঐ দুই দেবীতে বিবাদ সৃষ্টি করিয়া, বংশীদাস চন্দ্রধর চরিত্র উন্নত করিবার সুন্দর সুযোগ করিয়া লইয়াছেন, এবং উপাখ্যানটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন।

চন্দ্রধর বাণিজ্যে গিয়াছেন। এই সময়ে, মুসলমানের মোল্লা কিম্বা খৃষ্টানের পাদরী যেমন স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারার্থে নানা স্থানে

পর্য্যটন করেন; দেবী পদ্মাবতী সেইরূপ মর্ত্ত্যলোকে আপন পূজা প্রচার করিতে, ভগিনী নেতার সহিত নানা স্থানে ঘুরিয়া চম্পক নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নেতার মুখে শুনিলেন চম্পকাধিপতি চন্দ্রধর হর গৌরীর উপাসনা করেন, অন্য দেবতা মানেন না।—

শুনিয়া নেতার বাণী, কহিলা জয় ব্রহ্মাণী,
দেখি চল চান্দের নগর।
চল ভগিনী সত্বর, বিলম্ব নাহিক কর,
দেখি পূজে কি না চন্দ্রধর॥

এই সঙ্কল্প করিয়া পদ্মা ঘটরূপে প্রথমে জালু মালু নামে ধীবরের জালে উঠিলেন। ধীবর ঘট পাইয়া, গৃহে লইয়া গেল এবং পূজা করিয়া বহু সম্পদ লাভ করিল। চন্দ্রধরজায়া সনকা এই সংবাদ পাইয়া, পদ্মার ঘট আপন গৃহে লইয়া গিয়া, মণ্ডপে স্থাপন করিলেন, এবং প্রত্যহ পূজা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রধর বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, সনকার প্রতিষ্ঠিত পদ্মার ঘট মণ্ডপে দেখিলেন। চণ্ডীপদগতচিত্ত চন্দ্রধর সংসার চণ্ডীময় দেখেন, পদ্মার ঘট দেখিয়া কহিলেন,—

যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডীকা তুমি নাহিক অন্যথা॥

চন্দ্রধর মুখনিঃসৃত এই দুটী ছত্র স্মরণ রাখিলে, এই উপাখ্যানের নির্ম্মাণ কৌশল এবং চন্দ্রধর চরিত্রের মহত্ত্ব বুঝা যাইবে। এবং দেখা যাইবে কবি যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন, বিবিধ ঘটনা উপঘটনার মধ্য দিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য ঘুরিয়া, অশ্বচক্রের মত, শেষে ঠিক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

কল্য লক্ষ বলি দিয়া দেবীর পূজা করিবেন, চন্দ্রধর এই মনস্থ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গেলেন। রাত্রি শেষে ভগবতী চণ্ডী আসিয়া স্বপ্নে বলিলেন,—বিষহরী দুষ্ট দেবী, তুমি তাঁহার পূজা করিও না; ধর এই হেঁতাল দিলাম, ইহা দ্বারা তাঁহাকে অপমান করিও। চন্দ্রধর চণ্ডীর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রভাতে উঠিয়া মণ্ডপে গেলেন, এবং হেঁতাল প্রহারে পদ্মার ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ঘটঅধিষ্ঠিতা পদ্মা কটিতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, রথারোহণে অন্তরিক্ষে উঠিলেন। চন্দ্রধর মণ্ডপ গৃহ ভাঙ্গিয়া, ভিটা খোঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং সনকাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। বিজয় গুপ্তের চন্দ্রধর সনকাকে প্রহার পর্য্যন্তও করিলেন।

পদ্মাবতী এই অপমানে প্রথমতঃ চন্দ্রধরের বিস্তীর্ণ উদ্যান কর্ত্তন করিলেন। চন্দ্রধর মহাজ্ঞানে তাহা পুনর্জ্জীবিত করিলেন। পদ্মা পরে মহাজ্ঞান হরণ করিলেন। উদ্যান কর্ত্তন এবং মহাজ্ঞান হরণ প্রসঙ্গেও বংশীদাস নারায়ণ দেব এবং বিজয় গুপ্ত অপেক্ষা বিশুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তৎপর পদ্মা আপন সর্প দ্বারা চন্দ্রধরের ছয় পুত্র বধ করিলেন। ছয় পুত্রের মৃত্যুতে নারায়ণ দেবের চন্দ্রধর অতিশয় শোকাভিভূত হইলেন।

ছয় পুত্র মরি চান্দর শূন্য হৈল পুরী।
বিলাপ করিয়া কান্দে চান্দ অধিকারী॥

বিজয় গুপ্তের চন্দ্রধর আরও বিকল চিত্ত হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞা হীন হইলেন।

বার্ত্তা পেয়ে সাধু আইল স্থির নহে চিত্ত।
পুত্র পুত্র বলি সাধু পড়িল ভূমিত॥

বংশীদাসের চন্দ্রধর মহাপুরুষ, তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন নাই, চক্ষে জলবিন্দু নাই। পুত্র শোকাতুরা সনকা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া, তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন;—প্রভো পদ্মার সহিত বিবাদ করিও না। যদি সংসারে ধনে জনে থাকিতে চাও, পদ্মার পূজা কর। শুনিয়া ভক্ত চূড়ামণি—

চান্দ বলে রাম রাম হেন অনুচিত কাম,
চণ্ডীকা পূজিলু যেই হাতে।
সে হাতের ফুল পানী, পাইতে ভাগ্য করে কাণী,
কি বলিব চণ্ডীর সাক্ষাতে॥

বিধাতার নির্ব্বন্ধ ছিল, এই জন্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, রোদনে ফল কি হইবে? তুমি গৃহে যাও। সনকা কপালে করাঘাত করিতে করিতে অন্তঃপুরে গেলেন। চন্দ্রধর অনুচরকে আজ্ঞা করিলেন—'কাণীর উচ্ছিষ্ঠ পুত্র শীঘ্র কর পার'।

কিয়ৎকাল পরে চন্দ্রধর পুনরায় বাণিজ্যে চলিলেন। এই সময়ে কবি এই উপাখ্যানের আর একটী শাখা সৃষ্টি করিলেন এবং আর একটী অতুলনীয় চরিত্রের সূচনা করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রধর পত্নী সনকার গর্ভ সঞ্চার হইল। পদ্মা দেখিলেন তিনি কোন প্রকারে চন্দ্রধরকে তাঁহার পূজা করাইতে পারিবেন না। তিনি উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। তিনি ইন্দ্রপুরে গিয়া, স্বর্গ বিদ্যাধরী উষার নৃত্য দেখিতে চাহিলেন। ইন্দ্রের আদেশে উষা নৃত্য আরম্ভ করিল এবং উষাপতি অনিরুদ্ধ বাজাইতে লাগিল। দেবী পদ্মাবতী উভয়ের মনোহরণ করাতে তাল ভঙ্গ এবং নৃত্যে ব্যতিক্রম হইল। ইন্দ্র অনিরুদ্ধউষাকে অভিশাপ দিলেন,—তোমরা দুই জনে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ

কর, এবং দ্বাদশ বৎসর মর্ত্ত্যে বাস কর। পদ্মাবতী ইন্দ্রকে কহিলেন, তিনি এই দুই জনকে তাঁহার ইচ্ছা মতে জন্মাইবেন এবং তাঁহার কার্য্য সিদ্ধ করাইয়া লইবেন। উষাকে কহিলেন, মর্ত্ত্যলোকে তোমরা আমার পূজা প্রচার করিয়া দিবে, আমি তোমাদের শাপ মোচন করিয়া স্বর্গে আনিব। উষা বলিলেন, আমি যখন যাহা চাহিব, তোমার তাহাই আমাকে দিতে হইবে, তবে তোমাকে আমি পূজ্যমানা করিয়া দিব। পদ্মা তাহাই স্বীকার করিলেন। কবি এই উপায়ে বিপুলা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সুন্দর সুব্যবস্থা করিলেন, এবং কৌশলে পদ্মাকে বিপুলার আজ্ঞাকারিণী করিয়া লইলেন। অনিরুদ্ধ উষা দেহ ত্যাগ করিয়া, অনিরুদ্ধ চম্পক নগরে সনকার, এবং উষা উজানী নগরে সাহ সাধুর বনিতা সুমিত্রার গর্ভে সঞ্চারিত হইলেন।

এদিকে চন্দ্রধর বঙ্গ উপসাগর ছাড়িয়া, চন্দ্রকেতু রাজার নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় বহু ধনরত্ন উপার্জ্জনান্তে চৌদ্দ ডিঙ্গা পূর্ণ করিয়া তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। চম্পক নগরে লক্ষ্মীধর এবং উজানী নগরে বিপুলা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীধর অল্প কাল মধ্যে নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলেন, মল্লবিদ্যা ও মৃগয়াতেও জ্ঞান লাভ করিলেন। বিপুলা পরমা সুন্দরী। চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। বিপুলা শৈশব হইতেই মঙ্গল চণ্ডীকার পূজা করেন। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাসের বিপুলা পদ্মা পূজা করেন। অধিকন্তু ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাসের বিপুলা শৈশব হইতে নৃত্য গীত শিখিলেন এবং তাহার নাম হইল বেহুলা নাচনী।

চন্দ্রধরের ডিঙ্গাসকল সমুদ্র পাড়ি দিয়া কালিদহে আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মাবতী চন্দ্রধরের ডিঙ্গাসকল জলমগ্ন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, মহাদেবের সন্নিধানে গেলেন। মহাদেবের অনুমতি পাইয়া, ইন্দ্র হইতে সমুদয় মেঘ ও পবন চাহিয়া লইয়া আসিলেন। তৎপর পদ্মার আহ্বানে সমুদয় নদ নদী কালিদহে আসিয়া একত্র হইল, দশ দিক্ অন্ধকার করিয়া উপরে চৌষট্টি মেঘ সাজিল, প্রবল ঝটিকার বেগে উনপঞ্চাশ পবন ছুটিল, কালিদহের কাল জলে পর্ব্বতাকার উত্তাল তরঙ্গমালা উঠিল, তরঙ্গাভিঘাতে চন্দ্রধরের ডিঙ্গাসকল শুষ্ক শিমূলের কলার মত তোলপাড় করিতে লাগিল, ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল, কোন ডিঙ্গার পাল ছিন্নভিন্ন হইল, কোন ডিঙ্গার গুণ ছিঁড়িল, ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় ঘাত প্রতিঘাতে স্থানে স্থানের কাঠ ভাঙ্গিয়া গেল, ডিঙ্গার সকল লোক ভীতিবিকল চিত্তে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

এই মহা ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্ষমানন্দ কেতকা দাসের চাঁদ সদাগর চাহিয়া দেখিলেন,—

দেখিতে অদ্ভুত, হয়েছে বিদ্যুত,
ছাইল গগণের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে কান্দিয়া,
কেন বা বাণিজ্যে আইনু॥

বিজয় গুপ্তের চন্দ্রধর প্রথমে ভক্ত বীরের ন্যায় কহিলেন,—

যাবৎ সদয় মোরে দেব মহেশ্বর।
কি করিতে পারে মোরে কারে করি ডর॥

কিন্তু পরক্ষণেই শিশুর ন্যায়-

কান্দে সাধু বলি হরি হরি।
দারুণ পদ্মার পাকে, মজিলাম সমুদ্র মাঝে,
না দেখিলাম চম্পক নগরী

নারায়ণ দেবের চন্দ্রধর এ পর্য্যন্ত স্থির ছিলেন, কিন্তু যখন ডিঙ্গা সকল ডুবিতে লাগিল এবং তের ডিঙ্গা ডুবিল, তখন আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না—

ক্রমাগত তের ডিঙ্গা সব হৈল তল।
কান্দিতে লাগিল সাধু হইয়া বিকল॥

কেবল রোদন নহে তিনি আপন উপাস্য দেব শিবকে মন্দ বলিতে লাগিলেন,—

বলিলেক মন্দ গর, বিফলে পূজিলু হর,
জানি শিব স্বরূপে ভাঙ্গড়।
কালীর বচন পায়া আমাকে ছাড়িল দয়া,
আজ্ঞা দিয়া নষ্ট কৈল মোর॥

কবিবর বংশীদাসের পরম ভক্তিমান চণ্ডীময়প্রাণ চন্দ্রধর এ বিষম বিপদে শিশুর মত কাঁদিলেন না। পরম ভক্তের মত তিনি আপন ইষ্টদেবীর শরণাপন্ন হইলেন,—

পরম শঙ্কট দেখি বলে অধিকারী।
কোথা গেলে মহামায়া ত্রিপুরা সুন্দরী॥
তোমার চরণে সমর্পিলু ধন প্রাণ।
ইবার সঙ্কটে মাগো কর পরিত্রাণ॥

ভক্তের প্রাণের ডাকে, ভক্ত বৎসলা দেবী স্থির থাকিতে পারিলেন না,—

চান্দর স্মরণে দেবী হইলা সদয়।
ডাক দিয়া বলে পুত্র কিছু নাহি ভয়॥
আমি আছি তোর যত নায়ের কাঁড়ারে।
ত্রিভুবনে তোর মন্দ কে করিতে পারে॥

পদ্মা দেখিলেন বড় প্রমাদ, চণ্ডী থাকিতে তিনি চান্দের ডিঙ্গা ডুবাইতে পারেন না। তিনি কান্দিয়া গিয়া শিবের পায়ে

পড়িলেন। শিব আসিয়া শীতলোক্ত বাক্য বলিয়া এবং চন্দ্রধরকে কেহ মারিতে পারিবে না ইত্যাদি কহিয়া চণ্ডীকে ডিঙ্গা হইতে লইয়া গেলেন। চান্দ চাহিয়া দেখিলেন চণ্ডী নৌকায় নাই। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, মাগো! তুমিও আমাকে ছাড়িলে !!!

এই সময়ে পদ্মা আসিয়া চন্দ্রধরকে কহিলেন, তুমি অতি নির্ব্বোধ, বৃথা চণ্ডীর পূজা কর, দেখ এই বিপদ সময়ে চণ্ডী তোমাকে ছাড়িয়া গেল। আমি এখনও বলি, ফুল মুষ্টি দিয়া আমার পূজা কর, ধন জন সমুদয় গৃহে লইয়া যাও, নতুবা সকল বিনাশ করিব। চন্দ্রধর উত্তর করিলেন—

হইবে যা হইবার, খণ্ডন নাহিক তার,
যা লিখেছে শঙ্কর ভবানী।

পদ্মা আর অপেক্ষা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ ডিঙ্গা ডুবাইতে আরম্ভ করিলেন। একে একে সকল ডিঙ্গা জলমগ্ন হইল। চন্দ্রধর কালিদহের অতল জলে ভাসিলেন। সাত দিবস জলে ভাসিয়া কূল পাইলেন। তটে উঠিয়া চন্দ্রধর যেখানে যান, পদ্মা সেইখানে গিয়া তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কোথাও আহার্য্য দ্রব্য হরণ করেন; কোথাও বা নিজে চুরি করিয়া, অপহৃত দ্রব্য চান্দের গাঁটিতে বান্ধিয়া রাখেন, লোকে চোর বলিয়া চান্দকে প্রহার করে। এইরূপ নিত্য উপবাস, নিত্য প্রহার সহ্য করিয়া, চন্দ্রধর এক দিবস পথ পার্শ্বে ছায়াতে আসিয়া বসিলেন। পদ্মা ভগবানবস্ত্র পরিধান করিয়া যোগিনী বেশে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—তোমাকে চিনি, তুমি চম্পকেশ্বর চন্দ্রধর। তোমার সর্ব্বাঙ্গে প্রহার চিহ্ন দেখিতেছি। পদ্মাকে

পূজা না করিয়া তোমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া ভক্ত শিরোমণি দৃঢ়ব্রত—

চান্দ বলে যা লিখেছে ভবানী শঙ্কর।
শতেক পদ্মার বাদে কিছু নাহি ডর॥

তুমি বলিতেছ আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে, লোকে আমাকে প্রহার করিতেছে, তাহাতে দুঃখ কি ?

চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন গেল অঙ্গের বালাই।
একেশ্বর পথে কভু দুঃখ নহি পাই॥
কিছু মান মারণের দুঃখ নাহি জানি।
সুখ দুঃখ সম করি ভাবে তত্ত্বজ্ঞানী॥
চণ্ডীর চরণ দড় ধরিছি অন্তরে।
ধর্ম্মে মজাইলে মন কেবা কারে মারে॥

যোগিনী কহিলেন, তুমি পরম জ্ঞানী, তবে পদ্মা পূজা কর না কেন ?

যেহি পদ্মা সেহি চণ্ডী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
এক ব্রহ্ম হইতে হইছে তিন জীব॥

মহা তত্ত্বজ্ঞানী—

চান্দ বলে চণ্ডী পদ্মা এক যদি হয়।
চণ্ডীর পূজায় কেন পদ্মা তুষ্ট নয়॥
কেন কানী পদ্মা আসি ভিন্ন পূজা মাগে।
পূজা পাবে পাছে পদ্মা চণ্ডী হোক আগে॥

যোগিনী রূপিনী পদ্মার চক্ষুস্থির হইল। একথায় আর কি বলিবেন। চণ্ডী পদ্মা এক হইলে চণ্ডীর পূজাতেই পদ্মার পূজা হয়। পদ্মা ভিন্ন পূজা চাহেন কেন ? এ কথার উত্তর আছে কি ?

নানা দুর্গতি ভোগ করিয়া চন্দ্রধর অবশেষে নিজ বাটীর সমীপস্থ হইলেন। এখানেও পদ্মা তাঁহার প্রতি অতি ঘৃণিত অত্যাচার করিলেন। চন্দ্রধর তাহাও তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্বের সহিত সহ্য করিলেন।

চন্দ্রধর বাটী আসিয়া লক্ষ্মীধরকে দেখিয়া সুখী হইলেন এবং তাহার বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। উজানী নগরের সাহ সাধুর কন্যা পাত্রী মানোনীত হইল। সাহ সাধুর বাড়ী ঘটক আসিয়াছে, ঘটকের সঙ্গে পাঠক এখানে একবার ক্ষমানন্দ কেতকা দাসের বেহুলা নাচনীর রূপ দেখিয়া লউন্—

বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধূলি।
ঘটক দেখিল তারে আউদর চুলি॥

চন্দ্রধর, পুত্র লক্ষ্মীধর সহ ছদ্মবেশে পাত্রী দেখিতে গেলেন। পদ্মা বিপুলাকে মুক্তেশ্বর তীর্থে স্নান করিতে রাত্রিযোগে স্বপ্নাদেশ করিলেন। প্রভাতে বিপুলা অনুচরীগণ সঙ্গে লইয়া মুক্তেশ্বর চলিলেন। লক্ষ্মীধরের সহিত চন্দ্রধর মুক্তেশ্বরের সন্নিহিত পথে আসিয়া বসিলেন। পদ্মা বিপুলাকে ছল ধরিয়া শাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিধবা ব্রাহ্মণীর বেশে মুক্তেশ্বরের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা এখানে ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাসের, বিজয় গুপ্তের, নারায়ণ দেবের এবং বংশীদাসের বিপুলাকে একে একে আনিতেছি, পাঠক দেখুন। ক্ষমানন্দ কেতকা দাসের বেহুলা ঘাটে আসিয়া,—

ঝাপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী।
মনসার গায়ে পড়ে গোড়ালির পানী॥
বুড়ি ঃ [illegible] । তুই গেলি ছারখারে।
চক্ষে নাহি দেখ তুমি কোন অহঙ্কারে॥

বেহুলা বলেন আমি সায় বেণের ঝী।
বাপের পুকুরে নাই তোর লাগে কি ॥

এইরূপে দুই জনে বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। মনসা শেষে ' বাসরে খাইবে পতি ' এই শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিজয় গুপ্তের বিপুলা আসিয়া ঘাটে মনসাকে দেখিয়া কহিলেন,—

টাট মাজ বাটী মাজ ব্রাহ্মণের যতী।
ঘাট ছাড়ি দেও মোরে পূজি পদ্মাবতী ॥
একেত নাগরী বেহুলা তাহে আছে বল।
লাফ দিয়া পড়িলেক সরোবরের জল ॥
চরণ গোথালি গেল ব্রাহ্মণীর গায়।
শাপ দিয়া ব্রাহ্মণী বলিল উচ্চরায় ॥
শুদ্ধ ভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতী।
বিবাহের রাত্রিতে খাইও নিজ পতি ॥

বেহুলা যাহা বলিলেন, তাহা আমরা বলিব না, বেহুলাই বলুন্—

তোমার শাপেতে বল মোর হবে কি।
দেখিয়াছি কত যতী, রাত্রে করে উপপতি,
আমার সহায় আছে মহাদেবের ঝী ॥

* * * *

ভাই মোর ছয় জন, ধরি দিবে আলিঙ্গন,
বেড়াও পুরুষ অন্বেষণে।
মোরে গালি দিলা যতী, খাই মোর নিজ পতি,
জলে নাম দেখি দুই জনে ॥

নারায়ণ দেবের বিপুলা—

ত্বরিতে চলিয়া গেলা মুক্তেশ্বরের কূলে।
স্নান করি পঞ্চ ঘট বসায় কুতূহলে ॥

ব্রাহ্মণী রূপা পদ্মাবতী বিপুলার নিকটে আইলেন,—

দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
সেহি কালে পদ্মাবতীর জল পৈল গায়॥

পদ্মাবতী কোপে শাপ দিলেন—

কাল রাত্রে বিধবা তুমি হইবা নিশ্চয়।
পৃথিবীতে তোর যেন বংশ নাহি রয়॥

বিপুলা কহিলেন,—"তুমি ভণ্ড তপস্বিনী, দূর হও,"—

চঞ্চল প্রকৃতি তব বেশ্যার আচার।
হাটে মাঠে ফির তুমি করি পরদার॥
যৌবন গৌরবে তুমি ফির নানা স্থানে।
আখির ঠারেতে পুরুষ নিতে পার বশে।

বংশীদাসের বিপুলা দাস দাসী সঙ্গে লইয়া, দোলারোহণে মুক্তেশ্বরের ঘাটে আইলেন। দোলা হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে হাটু পাড়িয়া, নদীকে নমস্কার করিলেন। তৎপর স্নান করিয়া মঙ্গল চণ্ডীর পূজায় বসিলেন। ব্রাহ্মণী বেশ ধারিণী পদ্মাবতী সেই ঘাটের পারে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পূজা সমাপন হইলে, পদ্মা সক্রোধে বিপুলাকে কহিলেন,—

এত দূর হনে আমি আইলুঁ চাহিবার।
রূপের গৌরবে নাহি কৈলা নমস্কার॥
*　　*　　*　　*　　*
দেবতারে মূর্ত্তিমান কে দেখেছে কোথা।
আমি যে ব্রাহ্মণী তব কুলের দেবতা॥
মঙ্গল চণ্ডী পূজিয়া গর্ব্ব তোর চিতে।
বর পাইয়াছ অবিলম্বে বিয়া হ'তে॥
নিশ্চিত হইব বিয়া আমি দিলু শাপ।
বিয়া কালে অবশ্য পাইবা মনস্তাপ॥
কদাপি ছাড়ান নাহি কাল রাত্রি ভাগে।
তব স্বামী দংশিব নাগের কাল নাগে।

ব্রহ্ম তেজ থাকে যদি তুমি হৈবা রাঁড়ী।
রাখিতে না'রিবে তব সে মঙ্গল চণ্ডী॥

বিপুলা কহিলেন, আমি কি করিয়াছি, যে তুমি আমাকে এই নিদারুণ শাপ দিলে। নিজ কর্ম্ম দোষে তুমি বিধবা হইয়াছ, (পতি পরিত্যক্তা পদ্মাকে বিপুলা বিধবা বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন) পরকে বিধবা হওয়ার কথা বলিতে তোমার লজ্জা করে না। তুমি ব্রাহ্মণী নহ, হাড়ী ডোম চণ্ডালিনীও এমন কর্ম্ম করে না। যাহা হউক,—

যদি সতী কন্যা হই সত্য থাকে মোর,
আমিও শাপিলু তোরে শুনহ উত্তর
তোর শাপ যদি ফলে কাল রাত্রি কালে।
তোর ভিক্ষা নাশ হৈব স্বামী না জিয়ালে॥

পাঠক এ বিপুলার সহিত উপরের বেহুলাদের তুলনা করুন্।

চন্দ্রধর পথে বসিয়া বিপুলার সমুদয় কার্য্য দেখিলেন এবং এই কন্যাকেই বিবাহ করাইবেন কল্প করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর শাপের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ করাইবেন, কাল রাত্রে লক্ষ্মী-ধরকে সেই গৃহে রাখিবেন। তাহাতে সর্প প্রবেশ করিতে পারিবে না। চন্দ্রধর লক্ষ্মীধরকে লইয়া সাহ সদাগরের সাক্ষাতে গিয়া, বিবাহের দিবস অবধারণ করিয়া, আপন গৃহে গেলেন এবং শীঘ্র শীঘ্র লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন।

অবধারিত দিবসে মহা সমারোহে লক্ষ্মীধরবিপুলার বিবাহ সম্পন্ন হইল। চন্দ্রধর পরদিবস বাটী আসিয়া, রাত্রে বর কন্যা উভয়কেই লৌহ গৃহে রাখিলেন। পদ্মার কৌশলে কালী নাগ

লৌহ বাসরে প্রবেশ করিয়া লক্ষীধরকে দংশন করিল। লক্ষীধরের মৃত্যু হইল।

বিপুলা, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অনুমতি গ্রহণানন্তর, লক্ষীধরকে পুনর্জ্জীবিত করিতে, কলার ভেলায় চড়িয়া, দেবপুরে যাত্রা করিলেন। তিনি ভেলাতে যোগাসন করিয়া বসিলেন, মৃত পতির শির নিজ উরুর উপর স্থাপন করিলেন এবং ধর্ম্মোদ্দেশে বলিলেন—

যদি মোর সত্য থাকে কায় বাক্য মনে।
উজাইয়া যাও ভোরা দেবের ভুবনে॥

ভেলা উজাইয়া চলিল। বহু বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া ভেলা অনেক দিনে দেবপুরের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থলে বংশীদাস ও অন্যান্য পদ্মাপুরাণ রচকগণের বর্ণনায় পার্থক্য আছে। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত এবং ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাস লিখিয়াছেন,—ভেলা দেবপুরের সমীপস্থ নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিলে, বিপুলা নেতার সহিত আত্মীয়তা করিয়া লইলেন। নেতা তাহাকে দেবপুরে দেবতাগণের সমীপে লইয়া গেলেন। দেবতাগণ প্রকৃত পক্ষে কিছু করিলেন না। সকলই বিপুলাকে পদ্মা দেবীর নিকটে যাইতে বলিলেন। বিপুলা পদ্মার চরণে পড়িয়া, অনেক স্তুতি মিনতি করিলে, পদ্মা প্রসন্ন হইলেন।

এই নেতা ধোপানী সংক্রান্ত প্রসঙ্গটী বংশীদাসের গ্রন্থে নাই। তাঁহার বিপুলা দেবপুরের নিকটস্থ হইয়া, সম্মুখে এক সেতু দেখিলেন। ইহার নাম ধর্ম্মসেতু। দুই দিকে দুটি শোলার খুঁটি, উপরে একগাছি চুল, নিচে অতল গহ্বর। চুলের উপর হাঁটিয়া দেবপুরে যাইতে হয়। বিপুলা স্বয়ং ধর্ম্মের সাক্ষাতে আপনার ধর্ম্মবলে এই সেতু পার হইলেন। পরে ধূস্তর কুসুমাকৃতি

দ্বারে প্রবেশ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সেখানে নৃত্যের সজ্জা ও ও যন্ত্রাদি লইয়া কৈলাসে উপনীত হইলেন। কৈলাসে শিব ধ্যানস্থ, দ্বারে নন্দী উপবিষ্ট। বিপুলা আসিয়া—

তাল টঙ্কারিয়া কৈল মৃদঙ্গে আঘাত।
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ॥

শিব বিপুলার নৃত্য-গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন। দেবদেবীগণ আসিয়া, সভা করিয়া বসিলেন। বিপুলা নৃত্য কবিলেন। দেব সভা পরিতুষ্ট হইল। তখন বিপুলার প্রার্থনা কি, জানাইতে সকলে আদেশ করিলেন। বিপুলা বলিলেন,—দেবী পদ্মাবতী সর্প দিয়া, তাহার স্বামী ও ছয় ভাশুরকে বধ করিয়াছেন, তাহার শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জনসহ জলে নিমজ্জিত করিয়াছেন। এই সকল সে পদ্মা হইতে পাওয়ার প্রার্থনা করে, নতুবা সভায় আত্মঘাতিনী হইবে। বিচার আরম্ভ হইল। বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য বিচারক, স্বয়ং শিব সদস্য হইলেন। বৃহস্পতি বিপুলার কথার সত্যতা সম্বন্ধে পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, পদ্মা বিচার করিয়া বুঝিতে বলিলেন এবং বিপুলাকে গালি দিতে লাগিলেন,—

কোথা হনে আসিয়াছে বাণিয়া ধাঙ্গড়।
নগরীয়া বৈতাল লাজের নাহি ডর॥

* * * *

সভায় সভায় ফিরে নানা বেশে সাজি।
নানা ছলে কথা কয় এই তার পুঁজি॥

এই গালী নীরবে সহ্য করিবেন, বিপুলা তেমন মেয়ে নহেন, প্রত্যুত্তরে তিনিও বলিতে লাগিলেন,—

সবে আমি নাচি গাই এই দোষ করি।
তোমার যে দোষ শুন ঠাকুর ঝিয়ারী॥

*　*　*　*

শঙ্করের কন্যা জানি মুনি কৈল বিয়া।
তখনি ত্যজিয়া গেল কি দোষ পাইয়া॥

*　*　*　*

শঙ্করের কন্যা হেন গর্ব্ব কর মনে।
ই গর্ব্ব না থাকিলে কেবা তোমায় গণে॥
কীটহ মাথায় উঠে পুষ্পের মিশালে।
পাথর দেবতা হয় মহাজনে ছুলে॥

উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তির পর, ইন্দ্র এবং যম সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। তৎপর ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন; এ বিষয়ে তিনি কি জানেন। শিব কহিলেন বিপুলা যাহা যাহা বলিয়াছে সকলই সত্য। তিনি পূর্ব্বাপর অবস্থা সকলই জানেন। কিন্তু—

ই সকল যত কথা সকলই ধান্ধা।
পূজার কারণ পদ্মা রাখিয়াছে বান্ধা॥

চন্দ্রধরের পুত্রবধ ও ডিঙ্গা নিমজ্জনাদি প্রপঞ্চ মাত্র। বাস্তবিক পূজার জন্য পদ্মা এ সকল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। চন্দ্রধর পূজা করিলেই পদ্মা এ সকল দিবেন। পদ্মা লক্ষীধর বিপুলাকে এই কার্য্যের জন্যই মর্ত্ত্যলোকে জন্মাইয়াছেন। এ দুই জনের জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন পদ্মার হস্তে নির্ভর করে। লক্ষীধরের পুনর্জ্জীবন ইচ্ছা করিলে, চন্দ্রধরকে পদ্মার পূজা করিতেই হইবে। মহাদেবের এই নির্দ্দেশ বাক্য শেষ হওয়া মাত্র দেবধ্বনি হইল,—'বিপুলার কার্য্যসিদ্ধি পদ্মায় জিনিল।' মহাদেবের নির্দ্দেশানুসারে—

পত্র লিখয়ে দেবগণে।
ধনে জনে লেখা করি, জীয়াইলে বিষহরী,
চান্দ পূজিবে বলিদানে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুর গোচর, বিপুলা কৈল স্বাক্ষর,
সাক্ষী করি যত দেব ঋষি।
যদি না পূজে এমনে, এহি মতে ধনে জনে,
থাকিব পদ্মার ঘরে আসি॥

দেব সভার নির্দ্ধারণমতে পদ্মা লক্ষীধরকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, অতি বিনীতভাবে মহাদেবকে কহিলেন, আমার বিমাতা চণ্ডী আজ্ঞা না করিলে, চন্দ্রধর কখন আমাকে পূজা করিবে না। এই কথা শুনিয়া মহাদেব পদ্মাকে আনিয়া চণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। চণ্ডী পদ্মার কপালে চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে লইলেন এবং কহিলেন,—তুমি আমি একই প্রকৃতি, চন্দ্রধর তোমার পূজা করিবে।

দেবী পদ্মাবতী অন্য সকল মৃত পুনর্জ্জীবিত এবং কালিদহের গর্ভ হইতে চৌদ্দ ডিঙ্গা উত্তোলিত করিয়া, সকলকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রধরের রাজ্য চম্পক নগরে চলিলেন এবং যথা সময়ে গুঞ্জরী নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপুলা শ্বশুর শ্বাশুড়ীর মন বুঝিবার জন্য ডোমনী বেশে চন্দ্রধরের ভবনে প্রবেশ করিলেন। সনকা ছদ্মবেশী বিপুলাকে দেখিয়াই চিনিলেন। বিপুলা শ্বাশুড়ীকে কহিলেন, আমি পতি ভাশুর সকলকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনে জনে ভরিয়া লইয়া আসিয়াছি। এইক্ষণ শ্বশুর ঠাকুর পদ্মা পূজা করিলে, সকল পাইবেন; নতুবা পদ্মা সকল ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। সনকা মহাব্যাকুল হইয়া চন্দ্রধরের পায়ে গিয়া পড়িলেন এবং পদ্মা পূজার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। পুরুষপুঙ্গব দৃঢ়ব্রত চন্দ্রধর কহিলেন,—

শত পুত্র যায় যদি লখাই সমান।
তেঁহ না পূজিব কালী থাকিতে পরাণ।
চণ্ডিকারে পূজিয়াছি আমি যেই হাতে।
সে হাতের ফুল কি কালীর ভাগ্য পাইতে॥

সনকা নানা কথায় পতিকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে নগরের লোক সকল আসিয়া চন্দ্রধরের নিকট উপস্থিত হইল। যাহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারা তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যাহাদের বন্ধু বান্ধব জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, তাহারা তাঁহার পায়ে পড়িয়া বিনয় করিতে লাগিল, আর সকলে তাহাকে বেড়িয়া কান্দিতে লাগিল। চণ্ডীভক্ত অবিচল চিত্ত—

চান্দ বলে কভু আমি না পূজিব কালী।
চণ্ডীর চরণ বিনে অন্য নাহি জানি॥
কে বলে আপনে ভরা আনিয়াছে ঘরে।
হইলে চণ্ডীর আজ্ঞা কে রাখিতে পারে॥

এই বলিয়া চন্দ্রধর নেত্র নিমীলিত করিয়া, চণ্ডীর ধ্যান করিলেন। চণ্ডী আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, বৎস, তুমি পদ্মার পূজা কর। পদ্মা ও আমি এক, ভিন্ন নহি। আরাধ্য দেবীর আজ্ঞা, অলঙ্ঘ্য। চন্দ্রধর পদ্মার পূজা করিলেন। করিলেন, কিন্তু সেই নদীর কূলে, চন্দ্রাতপতলে। পদ্মাকে তিনি আর নিজ গৃহে আনিলেন না।

পুত্র বধূ বিপুলা ছয় মাস একাকিনী জলে ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। লোকে তাঁহার অপবাদ রটনা করিবে, এই ভাবিয়া চন্দ্রধর বিপুলার অনেক পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শেষ তুলা পরীক্ষা। এই পরীক্ষার মর্ম্ম এই যে সমপরিমিত তুলা হইতেও, যিনি সতী তিনি লঘু হইয়া উপরে উঠিবেন। এই পরীক্ষা কালে বিপুলা

কহিলেন, তাঁহাকে তাঁহার স্বামী তৌলে উঠাইয়া দিবেন; অন্তে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া সতী তৌলেতে উঠিলেন এবং পতি লক্ষ্মীধরকেও তাহাতে উঠাইলেন। উভয়েই তূলা হইতে লঘু হইয়া উপরে উঠিলেন। এই সময়ে শূন্যে পদ্মাবতীর রথ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উভয়কে লইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ইন্দ্রপুরে অপ্সরীমণ্ডলে আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল। মর্ত্ত্যে চম্পক এবং উজানী নগরে বিলাপের রোল পড়িয়া গেল। কি অপূর্ব্ব পরিসমাপন! হর্ষ ও বিষাদের কি সুন্দর সংমিশ্রণ! কল্পনার কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল!!

পুরুষ ও স্ত্রী, এই দুই উপাদানে মানব সমাজ গঠিত। এই দুই উপাদান যত উৎকৃষ্ট হইবে, সমাজ তত দৃঢ়, তত স্থিতিশীল হইবে। যে সমাজের পুরুষ স্বধর্ম্মনিষ্ট, নীতিমান এবং দৃঢ়সঙ্কল্প; যে সমাজের স্ত্রী পতিপ্রাণা, অর্থাৎ নদী যেরূপ পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া, সাগরে গিয়া মিশিয়া এক হয়, সেইরূপ যে সমাজের স্ত্রী পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, পতিতে যাইয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়; সেই সমাজ সময়ের স্রোত অতিক্রম করিয়া চলে। সেই সমাজ বিপ্লবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হয়।

পুরুষ ও রমণী লইয়া আখ্যান কাব্য। যে কবি পুরুষ ও রমণীকে, যার যেই যথোচিত গুণে বিমণ্ডিত করিয়া গড়িতে পারেন, তিনি মহাকবি, তিনি অমর, তিনি সমাজের চিরউপদেষ্টা ও অনুশাসক। তাঁহার আদর্শ চরিত্রগুলি অলক্ষ্যভাবে বংশ পরম্পরায় সমাজস্থ নর নারীকে নিয়ন্ত্রিত করে। তাঁহার এইরূপ অননুভূত অনুশাসনে সমাজ শক্তিশালী হয়। এইরূপ কাব্যই মহাকাব্য। এইরূপ কাব্যকে সময় সসম্মানে বক্ষে বহিয়া লইয়া চলে।

রামায়ণ এবং মহাভারতের মহাকবিদ্বয়ের পরেও, ভারতে অনেক শ্রেষ্ঠ কবি অনেক শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের তুলিতে সীতা, শকুন্তলা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি অনেক রমণী সুচিত্রিত হইয়াছে। আমাদের বংশীদাস পুরুষ ও রমণী, এ উভয়বিধ চরিত্র চিত্রনে অতি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রধর একাধারে সংসারলিপ্ত কর্ম্মবীর, দৃঢ়ব্রত তেজীয়ান মহাপুরুষ এবং একাগ্রচিত্ত পরম ভক্ত। মহাভারতের ভীষ্ম অতি প্রধান চরিত্র। ভীষ্মের সেই প্রাধান্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাজনিত। তিনি দারপরিগ্রহ এবং রাজ্য ভোগ করেন নাই। এ অতি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার। ভীষ্ম অবশ্য মহাপুরুষ। কিন্তু চন্দ্রধরের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার পরীক্ষা, চন্দ্রধরের ত্যাগ স্বীকার অতি অনন্যসাধারণ। দেবী পদ্মাবতী প্রথমতঃ চন্দ্রধরের ছয় পুত্র বিনাশ করিলেন, পরে তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন জন সহ কালিদহ নীরে নিমগ্ন করিয়া তাঁহার দুর্গতির একশেষ করিলেন, তৎপর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, যে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল, তাহাকেও বধ করিলেন, সর্ব্বশেষে তাঁহার পুত্রসকল পুনর্জ্জীবিত করিয়া, তাঁহার চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনে জনে ভরিয়া, তাঁহার সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন। কিছুতেই তাঁহাকে তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারিলেন না। কিছুতেই তাঁহার উপাস্য দেবীর অটল ভক্তি হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না।

বংশীদাসের বিপুলা যেরূপ পতিপ্রাণা পরমা সতী, সেইরূপ স্থিরসঙ্কল্পা তেজস্বিনী যুবতী। কবি বিপুলা চরিত্র অতি বিচিত্র করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। সাবিত্রীর পাতিব্রত্য এবং দ্রৌপদীর

তেজস্বিতা যদি এক আধারে স্থাপন করা যায়, তবে বিপুলা-চরিত্রের বৈচিত্র উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সাবিত্রী পতির সঙ্গে অরণ্যে গিয়াছিলেন, মৃত পতিকে লইয়া ঘোর নিশাতে অরণ্যে ছিলেন এবং যম আসিলে তাঁহার নিকট মৃত পতির প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। বিপুলা মৃত পতিকে লইয়া ভেলক আরোহণে একাকিনী দেবপুরে যাত্রা করিয়াছিলেন, পথে কত ঘোর নিশা কত কষ্টে, কত সঙ্কটে কাটাইয়াছিলেন, তাহার অবধি ছিল না। পতির দেহ যখন বিকৃত হইয়া পূতিগন্ধ বহির্গত হইল, তাঁহার নাসিকায় উহা পদ্মগন্ধ বোধ হইতে লাগিল। তিনি মৃত পতির অস্থিপঞ্জরমাত্র লইয়া দেবপুরে গিয়াছিলেন এবং মনসার বিরুদ্ধে দেব সভায় বিচার প্রার্থনা করিয়া পতিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপুলাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কুরুকুল নির্ম্মূল করিবার জন্য, বিপুলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন মৃত পতি পুনর্জ্জিবিত করিবার জন্য। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কুরুকুল নির্ম্মূল না হইলে তিনি কেশ বন্ধন করিবেন না, বিপুলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন পতি পুনর্জ্জিবিত না হইলে, তিনি নিদ্রা যাইবেন না, আহার করিবেন না। দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপালন কার্য্য পতিগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, বিপুলা প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎপালন কার্য্য নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর তেজস্বিতা আহুতিপ্রাপ্ত হুতাশনবৎ কুরুসভায় প্রজ্জলিত হইয়াছিল, বিপুলার তেজস্বিতা, মধ্যাহ্ণ সূর্য্য সদৃশ স্বর্গ মর্ত্ত্য, তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই স্থানে দেদীপ্যমান হইয়াছিল॥

বংশীদাসের এই দুই মহা চরিত্র কোন বিজাতীয় চরিত্রের ছায়া স্পর্শ করে নাই। তিনি স্বজাতীয় নর নারী হইতেই তাঁহার চরিত্রদ্বয়ের নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যে হিন্দু জাতির মাথার উপর দিয়া ভীষণ রাষ্ট্র বিপ্লব, ঘোর ধর্ম্ম বিপ্লব প্রবল ঝটিকাকারে বহিয়া গিয়াছে; যে হিন্দু জাতি শত অত্যাচার বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে; সেই হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের উপর আদর্শ চন্দ্রধর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং যে হিন্দু রমণী উদ্বাহ সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া, একমাত্র স্বামীতে আত্ম সমর্পণ করে, স্বামীর জীবনে যাহার জীবন থাকে, স্বামীর মরণে যাঁহার মরণ ঘটে, সেই হিন্দু রমণীর পরম পবিত্র চরিত্র অনুধ্যানে অতুলনীয় বিপুলা চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। চন্দ্রধর বাঙ্গালী কবির কল্পনা কাননের হরিচন্দন বৃক্ষ। আর বিপুলা? বিপুলা সেই কাননের দেবদুর্ল্লভ পারিজাত কুসুম!

সম্পাদক।

সূচীপত্র।

দেবখণ্ড।

মানবখণ্ড।

চিত্রসূচী।

পদ্মাপুরাণ।

—:০:—

অধিবাস-লাচাড়ী।

সত্বরে চলরে পবন।

কালি পদ্মার ব্রতে, আসিতে প্রভাতে,

জানাইয়া আইস দেবগণ।

কর্পূর তাম্বূল পাণ, দিও সমার বিদ্যমান,

দণ্ডবৎ প্রণাম করি শেষে

গন্ধ চন্দন দিয়া, একে একে নিমন্ত্রিয়া,

কহিবা পদ্মার অধিবাসে।

আগে যাইও শিবপুরি, যথা বসে হর গৌরী,

কার্ত্তিক গণেশ তান্ সনে।

ভূত প্রভৃতি আর, যতেক পরিবার,

নিমন্ত্রণ করিবা জনে জনে।

তবে যাইও বৈকুণ্ঠে, বিষ্ণুর নিকটে,
তানে দিও কর্পূর তাম্বূল ।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে, গরুড় বাহন রঙ্গে,
দেখিবারে বড়ই আকুল ।
ব্রহ্মারে দিও জ্ঞান, ব্রহ্মাণী সনে তান্,
তবে যাইও ইন্দ্রপুরি ।
সচী রোহিণী রতি, ইন্দ্রপুরি বসতি,
নিমন্ত্রিবা হস্ত যোড় কার ।
তবে যাইও তপোবনে, জরৎকারু যেইখানে,
আস্তিক মুনি তান্ সঙ্গে ।
আর যত মুনিগণ, বসে গন্ধমাদন,
নিমন্ত্রিবা অতিশয় রঙ্গে ।
অনন্তাদি অষ্ট নাগ, পাতালে পাইবা লাগ,
নিমন্ত্রিবা গন্ধ তৈল দিয়া ।
পদ্মার হইবে পূজা, যতেক নাগের রাজা,
সত্বরে আসিবে চলিয়া ।
গৌরী পদ্মা মহামায়া, সাবিত্রী বিজয়া জয়া,
দেবসেনা স্বাহা স্বধা সতী ।
শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা, সত্ত্বে নিমন্ত্রিবা সমা,
নিমন্ত্রিবা গঙ্গা ভাগিরথী ।
কুবের বরুণ আদি, নিমন্ত্রিবা যথা বিধি,
যম শনি অষ্ট লোক পালে ।
গ্রহ নক্ষত্র তারা, বিদ্যাধরী অপ্সরা,
বলিবা আসিতে সকলে ।

এই মতে জনে জনে, যত দেব দেবী গণে,
সকলে করিবা নিমন্ত্রণ।
দ্বিজ বংশীদাসে গান, আজি গীত অবসান,
নিমন্ত্রিয়া পদ্মার চরণ।

পূজার-লাচাড়ী।

নাম গো মনসা দেবি শঙ্কর দুহিতা।
জরৎকারু মুনি পত্নী আস্তিকের মাতা॥
ব্রহ্মার দুর্লভ রথ দিয়াছেন বাপে।
সেই রথে নাম মাগো পূজার মণ্ডপে॥
জালু মালু দুই ভাই কার্ত্তিক গণাই।
সঙ্গে করি নিয়া আইস পাত্র নেতাই॥
উপরে চান্দুয়া দোলে নামায় চামর।
সারি সারি ঘট ভরি দেখিতে সুন্দর॥
চতুর্ভিতে শোভিছে বহুল পদ্ম পাতে।
চাপা কলা তিল চাউল হংস ডিম্ব তাতে॥
পদ্মাপুরাণ দেবি শুন মন দিয়া।
স্তুতি করি গাইনে গায় চরণ ভজিয়া॥
মেষ মাহিষ আদি নানা বলিদান।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মা অধিষ্ঠান॥

বন্দনা।

—:o:—

গণেশ বন্দনা।

বন্দম গণেশ দেব ভবানী নন্দন।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর গজেন্দ্র বদন ॥
এক দন্ত মহাকায় যোগী ব্রহ্মচারী।
সিন্দূরে অরুণ তনু ভুজঙ্গ উত্তরী ॥
সূক্ষ্ম ছাড়ি স্থূলভাব চতুর্ভুজ কায়।
পরম সমাধি লাগি যোগ ধেয়ায় ॥
ইন্দ্র আদি দেব যারে ভাবয়ে সতত।
গণেশ স্মরণে সিদ্ধি হয় মনোরথ ॥
গণেশ প্রধান দেব দেবের দেবতা।
সৃষ্টি সৃজিতে যাকে স্মরন্তি বিধাতা ॥
আদি অন্ত নাহি পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার।
গৌরীর উদরে গণপতি অবতার ॥
নানা রত্ন ঝল মল অঙ্গে ভাল সাজে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় চরণ সরোজে ॥

নারায়ণ বন্দনা।

নম বন্দম্ নম বন্দম্ নম নারায়ণ।
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাহার কারণ॥
শ্যামল সুন্দর হরি পীত বসন।
হৃদয়ে কৌস্তুভ মণি প্রসন্ন বদন॥
নারায়ণ বন্দি গাম মনসা চরণ।
দয়ার ঠাকুর হরি প্রভু সনাতন॥
কলিযুগে মরে নর পাপ পীড়া ব্যাধি।
হরিনাম পরে আর নাহি মহৌষধি॥
হেন হরি চরণে নিমেষ আশা যার।
তাহার ভৃত্যের পদে কোটী নমস্কার॥
রাম নাম দুঅক্ষর চারি বেদে সার।
যে নাম স্মরণে নাহি যমের অধিকার॥
হেন হরি শিরে বন্দম্ সর্ব্বলোক গাত।
নাগ মাতা সানন্দে বন্দম্ পদ্মাবতী॥
সুসেন অশ্বসেন বন্দম্ অনন্ত কর্কট।
তক্ষকাদি চারি নাগ পদ্মার নিকট॥
বাল্মীক মুনিকে বন্দম্ কবিত্বের আশ।
পদবন্দে রামায়ণ যে কৈল প্রকাশ॥
কেলি কদম্ব বন্দম্ আর বৃন্দাবন।
শ্রীহরি যাহাতে আছিলা সর্ব্বক্ষণ॥
দ্বিজ বংশীদাস যাদবানন্দ সুতে।
বাগ্দেবী চরণ বন্দে এক মন চিতে॥

সরস্বতী বন্দনা।

বন্দম দেবি সরস্বতী, মোর কণ্ঠে কর স্থিতি,
ব্যাল্লিশ রাগ লৈয়া সনে।
কর মাও অবধান, মোর কণ্ঠে অধিষ্ঠান,
গীত শুনিব জগজনে॥
শ্বেত চন্দন শোভিতা, শ্বেত বস্ত্র বিভূষিতা,
শ্বেত পদ্মে করিয়া আসন।
শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, যেন চন্দ্র মণ্ডল,
গলে শোভে কাঞ্চন ভূষণ॥
তোমার অনন্ত রূপ, ঘটে ঘটে স্বরূপ,
নানা বাণী কহে নানা রূপে।
জগত জননী তুমি, অধম কিঙ্কর আমি,
আছ মুখে বচন স্বরূপে॥
হৃদয়ে থাকিয়া মোর, যোগাইবা মিত্রাক্ষর,
যেন ভ্রম জিহ্বা নাহি করে।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, সরস্বতী পদ তলে,
গায়নে বায়নে তালধরে॥

ভবানী বন্দনা।

জয় বন্দম্ ভবানী, ভব দুঃখ বিনাশিনী,
সিংহ বাহিনী মহামায়া।
কার্ত্তিক গণেশ মাতা, হিমগিরিরাজ সুতা,
ঈশ্বর ঘরণী অর্দ্ধকায়া॥
মহিষাসুর মর্দ্দিনী, দশভুজা ত্রিনয়নী
পূর্ণ চন্দ্র মুখ মনোহর।
শিরে রত্ন মুকুট, পিঙ্গল জটাজূট,
অর্দ্ধ ইন্দু ভূষিত শিখর॥
অতসী কুসুম আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
স্মিত বক্ত্র সুরঙ্গ অধর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাবর, পীনোন্নত পয়োধর,
প্রথম যৌবন কলেবর॥
খর্গ চর্ম্ম ধনুর্ব্বাণ, শূল শক্তি খরশান,
বজ্রাঙ্কুশ ঘণ্টা কুঠার।
পূর্ণ অস্ত্র দশভুজে, অদ্ভুত রণ সাজে,
বিরাজিত সর্ব্ব অলঙ্কার॥
দক্ষিণ চরণ মূল, রক্ত পদ্ম সমতুল,
সমলগ্নে সিংহ আরোহন।
কিঞ্চিদূর্দ্ধ বামাঙ্গুষ্ঠে, লাগিছে মহিষ পৃষ্ঠে,
দ্বিজ বংশীদাসের রচন॥

পদ্মা বন্দনা।

বন্দম্ জগত গৌরী, শঙ্কর কুমারী,
মায়ারূপে ক্ষিতি অবতার।
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি, যাহাকে কর‍য়ে স্তুতি,
কে জানে মহিমা তোমার॥
হংস পৃষ্ঠে আরোহিনী, চতুর্ভূজা ত্রিনয়নী,
সহস্র ফণী শোভে মস্তকে।
আপনি কল্পিয়া মায়া, অযোনি সম্ভব কায়া,
জয় জয় ধ্বনি নাগ লোকে॥
বাম পাশে পাত্র নেতা, দক্ষিণে সুগন্ধা তথা,
ব্রহ্মার নির্ম্মাণ রথে স্থিতি।
অনন্তাদি অষ্ট নাগ, বেষ্টিত অষ্ট ভাগ,
পদ্ম আসনে পদ্মাবতী॥
আগম পুরাণ গীতা, হরিবংশ মহা পূতা,
চারি বেদ না পায় বিচারি।
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, ধর্ম্ম অর্থ সিদ্ধি হয়,
যুগে যুগে ভজ বিষহরী॥

ব্রহ্মা বন্দনা।

দিশা—ভাবরে ও মন প্রভু নিরঞ্জন।

প্রথমে বন্দিব দেব এক নিরঞ্জন।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পরম কারণ॥
নির্লেপ নির্গুণ প্রভু নাহি রূপ রেখ।
আছে হেন শব্দ মাত্র নাহি পরত্তেখ॥
সকলের ঘটে ঘটে আত্মা রূপে আছে।
ব্রহ্মাদি কীট পতঙ্গ ব্যাপি রহিয়াছে॥
তাহাতে সকল আছে কাতে নাহি ছাড়া।
প্রকৃতি পুরুষে যেন এক নাড়ি জড়া॥
এক প্রদীপ যেন জলে দীপ্তিমান।
তাহাতে অনেক দশা জ্বালে স্থানে স্থান॥
অনন্ত অর্ব্বুদ জলে নাহি তার লেখা।
একত্র হইলে পুনঃ সেই এক শিখা॥
একই নদীর জল ভরে ঘটে ঘটে।
নানা মত কুম্ভ ভরে তেঁহ নাহি ঘাটে॥
একই সাগরে যেন বিম্ব উঠে নানা।
জন্মে ভাঙ্গে পূর্ব্বাপর নাহিক গণনা॥
একই সুবর্ণ যেন গঠে নানা মত।
নানা অলঙ্কার হয় ভাঙ্গিলে একত্ব॥
নাহি তান্ রূপ রেখ নাহি তান্ দেহ।
নিকটে আছয়ে প্রভু নাহি জানে কেহ॥

চক্ষু নাহিক প্রভুর সর্ব্বক্ষণ দেখে ।
আমি তাকে স্তব করিব কোন মুখে ॥
হস্ত নাহিক প্রভু ধরিবারে পারে ।
আপনা পরম সুখে পরিগ্রহ করে ॥
চরণ নাহিক প্রভু ভ্রমে নানা স্থান ।
নাসিকা নাহিক প্রভু পায় নানা ঘ্রাণ ॥
স্কন্ধ মুণ্ড উদর নাহি শরীর নির্ম্মান ।
পরম কারণ হরি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান ॥
অবিনাশ অক্ষয় অভেদ নিরাকার ।
উত্তম অধম নহে অংশ অবতার ॥
জ্ঞান ময় শরীর সে সকল কারণ ।
সকল ব্যাপিত সেই প্রভু সনাতন ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভাব শুদ্ধ মতে ।
দশ অবতার বন্দম্ এক মন চিতে ॥

দশ অবতার বন্দনা ।

বন্দম্ নারায়ণ, পরম কারণ,
দশরূপে দশ অবতার ।
প্রলয় জলেত হরি, মীন রূপে মায়া করি,
চারি বেদ করিলা উদ্ধার ॥

কূর্ম্ম রূপে অবতার, পৃষ্ঠে ধরন্তি ভার,
মায়া করি রৈলা প্রলয়ান্তে।
বরাহর রূপধরি, পাতালে প্রবেশ করি,
বসুমতি ধরিলেন দন্তে॥
নরসিংহ রূপ ধরি, হিরণ্য বিদার করি,
যশ রাখিলা নারায়ণ।
বামন রূপ ধরি, বলিকে ছলিলা হরি,
তিন পদে ধরি ত্রিভুবন॥
পরশুরাম অবতার, ক্ষেত্রী কুল সংহার,
হাতে বাণ ধনুক কুঠার।
পর্ব্বত পাথর কাটি, তীর্থ আনে কোটী কোটী,
ব্রহ্মপুত্র লোক তরাইবার॥
শ্রীরাম রূপ ধরি, ধনুক ভাঙ্গিলা হরি,
সীতা দেবী করিলেন বিয়া।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষস, মারিয়া রাখিলা যশ,
সীতা আনে রাবণ বধিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধরি, কংশ বধিলা হরি,
কালিন্দী ভেদিলা হলবাণে।
বলরূপে নারায়ণ, বধিলা অসুরগণ,
সহস্র-ফণী গুণ যার জানে॥

বুদ্ধ রূপে অবতার, ম্লেচ্ছ কুল সংহার,
কলিযুগে কল্কি অবতার।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, মহাবিষ্ণু পদতলে,
এক বিষ্ণু জগতের সার॥

সর্ব্ব দেব বন্দনা।

পুনঃ পুনঃ প্রণমহুঁ সেই নারায়ণ।
তার পাছে বন্দম্ হরগৌরী দুই জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দম্ তিন দেবা।
চারি যুগ বন্দিলাম মাথে করি সেবা॥
শিব আদি পঞ্চ দেব প্রণমি আসরে।
ষড় ঋতু প্রণমহুঁ ভক্তি পুরঃসরে॥
সপ্ত সগ সপ্ত মহি সপ্ত পাতাল।
সপ্ত সিন্ধু সুরনদী বন্দম্ চিরকাল॥
অষ্ট বসু প্রণমহুঁ নবগ্রহ কাল।
ইন্দ্র আদি শিরে বন্দম্ দশ দিক পাল॥
একাদশ রুদ্র বন্দম্ দ্বাদশ ভানু।
ত্রয়োদশ সিদ্ধ বন্দম্ চতুর্দ্দশ মনু॥
পঞ্চদশ তীর্থ ষোড়শ মাতৃ গণ।
একে একে প্রণমহুঁ সমাইর চরণ॥
দেব দৈত্য সিদ্ধ আদি আরবিদ্যাধর।
ভূত পিশাচ যক্ষ রাক্ষস কিন্নর॥
সমাইর চরণে আগে প্রণমি আসরে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে॥

গোত্রাবলী।

ভগবতী পদে করি শতেক প্রণাম।
অবধান করি শুন গোত্রাবলীর নাম॥
এক চিতে সভাজন শুন মন করি।
মোর গোত্রাবলী কিছু কহিব বিস্তারি॥
বন্দ্য ঘটি গাঁই গোত্র রাঢ়ীর প্রধান।
সাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান॥
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
দাম উদ্ভব ধারা সাম'বেদ পর॥
বংশ বীজ পূর্ব্বে গোঁসাই চক্রপাণি।
ভূত ভবিষ্যত আদি ত্রিকাল যে জ্ঞানী॥
রাড় হৈতে আসিলেন লৌহিত্যের পাশ।
হাজরাদি পাত্রয়ারী গ্রামেত নিবাস॥
সম্বন্ধ করিলেন রত্নাবতী ঠাকুরাণী।
তান্ পুত্র কালিদাস হৈল মহাজ্ঞানী॥
তান পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়।
এক প্রজাপতি বলি সর্ব্বলোকে কয়॥
কুলে শীলে গরিষ্ঠ সম্পদ অতিসয়।
হৃদয়ানন্দ হইল তাহান তনয়॥
তান্ পুত্র যাদবানন্দ সুধী অতিসয়।
দ্বিজ বংশী জন্মিলেক তাহান তনয়॥
দেব গুরু প্রসাদে হইল দিব্য জ্ঞান।
পদ বন্দে রচিলেক পদ্মার পুরাণ॥

পদ্মাপুরাণ কথা শুন এক চিতে।
বিস্তারি কহিব আজি পাঁচালির মতে
যদিবা অশুদ্ধ হয় দেশ ভাষা মতে।
বিজ্ঞ জনে লইবেন পূরিয়া পশ্চাতে।
পুরাণ রচিতে মোর কবিত্বের আশ।
চন্দ্র ধরিতে যেন শিশুর প্রয়াস ॥
বামন যেমন চায় আকাশ ধরিতে।
কদলীর বৃক্ষ যেন সমুদ্র তরিতে ॥
জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥

দেব-খণ্ড।

-:o:-

সৃষ্টি প্রকরণ।

দিশা— আগে বন্দম্ ভবানীর চরণ।
এক চিত্ত হৈয়া সবে শুন পুণ্য কথা।
যেই রূপে সৃষ্টি পূর্ব্বে করিলা বিধাতা ॥
পরাশর নাম মুনি বশিষ্ঠের নাতি।
তান্ ঠাই জিজ্ঞাশিলা মৈত্র মহামতি ॥
তোমাতে শুনিল গুরু করি নানা শ্রম।

বেদ ভেদ মত ইতি আগম নিগম ॥
এখনে শুনিতে মনে এই অভিলাষ।
যাতে মহা পুণ্য হয় পাপ পায় নাশ ॥
কহ কহ মহামুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
কিমতে হইল পূর্ব্বে সৃষ্টির পত্তন ॥
কহ সৃষ্টি না হইতে পূর্ব্বে কে আছিল।
চরাচর ত্রিজগত কাহনে হইল ॥
কিমতে ব্রহ্মাণ্ড হৈল রহিয়াছে কিসে।
কিরূপ আকার তান কিবা গুণ বৈসে ॥
দেবাসুর আদি সব হইল কাহাতে।
সকল শুনিতে ইচ্ছা কহ আদ্য হ'তে ॥
পরাশর বলে বড় হৈয়া হরষিত।
সাধক মহৎ তুমি সাধু বুদ্ধি চিত ॥
ভাল পুণ্য কথা তুমি করিছ স্মরণ।
যে কথা শুনিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
ইহাকে শুনিছি আমি পুলস্ত্যের বরে।
তার কথা আদ্য অন্ত কহিব তোমারে ॥
আমার পিতায়ে পূর্ব্বে তপ করে বনে।
বিশ্বামিত্রের কুচক্রে রাক্ষসে খাইল তানে।
শুনিয়া আমার কোপ হইল অতিশয়।
অগ্নি অস্ত্র ছাড়িলু রাক্ষস হৈতে ক্ষয় ॥
আকাশে পাতালে হৈল অগ্নি অবতার।
সহস্রে সহস্রে হৈল রাক্ষস সংহার ॥

তখনে বশিষ্ঠ আইল আমাবিদ্যা মানে।
বলিলাই পিতামহ বিনয় বচনে ॥
পিতারে রাক্ষসে খাইল কর্ম্ম ভোগ তার
অকারণে অত প্রাণী না কর সংহার ॥
ক্রোধ মহাপাপ থাক ক্রোধ পরিহরি।
যশঃ আর তপশ্যাতে ক্রোধ হয় বৈরি ॥
ইহাকে শুনিছি আমি পুলস্ত্যের বরে।
রাখিল রাক্ষস অস্ত্র ধরিয়া সত্বরে ॥
তখনে পুলস্ত্য আইল ব্রহ্মার তনয়।
আমাকে বলিল আসি করি অনুনয় ॥
মহাবৈরি পিতৃ শত্রু করিতে সংহার।
গুরুর গৌরবে বড় সম্ভ্রম তোমার ॥
এতেকে তোমায় আমি দিলু এই বর।
হইবা পুরাণবেত্তা তুমি মুনি বর ॥
ভূত ভবিষ্যৎ না রহিব অবিদিত।
কল্পান্তর যত কথা হইব বিদিত ॥
তাক্ শুনি বশিষ্ঠ আমাকে দিলাবর।
পুলস্ত্যের এই বর ফলুক সত্বর ॥
এহি মতে জানি আমি পূর্ব্ব বিবরণ।
তোমার প্রসঙ্গে মোর হইল স্মরণ ॥
যে কথা শুনিল আগে দক্ষ আদি মুনি।
কহিল সকল কথা ব্রহ্মা পদ্মযোনি ॥
অপার মহিমা তান্ কে জানিবে অন্ত।
মন দিয়া সেই কথা শুন আদ্যোপান্ত ॥

দক্ষ আদি মুনি সবে কৈল যজ্ঞ কালে।
পুরুষোত্তম রাজার ঠাঁই নর্ম্মদার কূলে॥
পুরুষোত্তমে কহিল সারস্বতের ঠাঁই।
সারস্বত ঋষি তা আমাতে কহিলাই॥
আমিও তোমাতে কহি শুন সাবধানে।
যে মতে হইল সৃষ্টি কহি বিদ্যমানে॥
অপার মহিমা তান্ কে জানিবে তত্ত্ব।
দ্বিজ বংশী গায় বিষ্ণুপুরাণের মত।

লাচাড়ী।

প্রণমহুঁ নিরঞ্জন, আদি ব্রহ্ম সনাতন,
নির্লেপ নির্গুণ নিরাকার।
আত্মা রূপে নিরবধি, কীট পতঙ্গ আদি,
ঘটে ঘটে ব্যাপিত সমার॥
নাহি রূপ নাহি রেখ, সর্ব্বভূতে ব্যাপক,
স্থূল সূক্ষ্ম নারি বলিবার।
গূঢ় গুহ গুপ্তাশয়, কাতে নাই পরিচয়,
আছে পূর্ণ ব্রহ্মের আকার॥
অক্ষয় অব্যয় নিত্য, ভাবাভাব বিবর্জ্জিত,
অচল অমল শুদ্ধাশয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাকে ভাবে নিরন্তর,
মুনিগণে উদ্দেশে ভাবয়॥

যাহার প্রকৃতি গুণে, কর্ম্ম করায় ত্রিভুবনে,
ব্রহ্মা আদি যত চরাচর।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, কে তাঁন্ মহিমা জানে,
সেই বিষ্ণু জগৎ ঈশ্বর ॥

দিশা—হরি মোরে দেও হে অই পদ ছায়া।

বিষ্ণুই সকলের আত্মার স্বরূপ।
যত ইতি চরাচর বিষ্ণুরই রূপ ॥
বিষ্ণুতে সকল বৈসে বিষ্ণুতেই মিশে।
কল্পান্তে বিষ্ণুতে পুনঃ লীন হয় শেষে ॥
সেই বিষ্ণু সৃজে পালে করয়ে সংহার।
বালকের চেষ্টা হেন কর্ম্ম যে তাহার ॥
বাদিয়ার বাজি যেন ক্ষণেকে না থাকে।
এই মত সৃজে সৃষ্টি বিষ্ণুয়ে কৌতুকে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক তান রূপ রেখ নাই।
আছে হেন শব্দ মাত্র চারিদিকে গাই ॥
খায় খাওয়ায় থাকে সবার হৃদয়।
কীট পতঙ্গ আদি সব বিষ্ণুময় ॥
যে জনে যে মতে ভাবে সেই তার জ্ঞান
পরম বৈষ্ণব সেই বিষ্ণুর সমান ॥
যেন মতে পূর্ব্বে সৃষ্টি কৈল নিরঞ্জন।
এতেক পুরাণ কথা শুন দিয়া মন ॥

না আছিল দিবা রাত্রি ভূমি আকাশ।
চন্দ্র সূর্য্য না আছিল তমঃ প্রকাশ॥
শূন্য প্রকৃতিময় নাহি তার রেখা।
ব্রহ্ম পুরুষ মাত্র সবে আছে লেখা॥
নির্লেপ নির্গুণ তান নাহি রাগ রোষ।
তা হৈতে হইল আত্মা প্রধান পুরুষ॥
প্রকৃতির বলে যে পুরুষ অধিষ্ঠান।
এতেকে প্রকৃতি নাম বলয়ে প্রধান॥
সেই যে প্রকৃতি হতে হইল মহৎ।
প্রকৃতিত্র আবরিল সকল জগৎ॥
মহত্বকে প্রকিতিত্র আবরিল পুনি।
তাহাতে জন্মিল শব্দ অনাহত ধ্বনি॥
ধ্বনি হৈতে শব্দ ময় আকাশ হইল।
আকাশের অনুসারে সৃষ্টি উপজিল॥
সেই সৃষ্টি হতে সব হৈল বলবান।
বায়ু হইতে রূপ হৈল জ্যোতি অধিষ্ঠান॥
জ্যোতি হতে হইল যে রসময় জল।
তাহাতে হইল পৃথ্বী ব্রহ্মাণ্ড সকল॥
সেই জল হৈতে গন্ধ হৈল অতিশয়।
ইসকল অন্য অন্য ইন্দ্রিয় বিষয়॥
মহত্বেত হইল ত্রিবিধ অহঙ্কার।
তাহাতে হইল দশ ইন্দ্রিয় বিকার॥
চর্ম্ম চক্ষু নাসা জিহ্বা আর যে শ্রবণ।
ইন্দ্রিয় বিষয় পঞ্চ শরীর কারণ॥

পায়ু উপস্থ পাণি পাদ বাক্য আর।
কর্ম্মেন্দ্রিয় এরা সব শরীরে প্রচার॥
পৃথিবী সৃজিল বায়ু তেজ আকাশ।
শব্দ আদি গুণ মিলি একত্রে নিবাস॥
অস্থি মজ্জা মাংস আর বীর্য্য শোণিত।
বাষট্টি হাজারি নাড়ী তাহাতে জড়িত॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ভয় আলস্য মৈথুন।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা পৈশুন॥
সুখ দুঃখ দয়া মায়া ভয় লজ্জা আর।
হাস্য সুখ ধর্ম্মাধর্ম্ম আহার বিহার॥
জ্ঞান অজ্ঞান জীব পরমের স্থান।
ইসকল মিলি দেখ শরীর নির্ম্মাণ॥
ইসকল দেখি ব্রহ্মারূপে নারায়ণ।
ব্রহ্মাণ্ড সৃজিল পূর্ব্বে সৃষ্টির কারণ॥
প্রকৃতির অধিষ্ঠান পুরুষ অনুকুলে।
মহত্ত্বাদি মিলি অণ্ড সৃজিলেক জলে॥
সাগরেত বিম্ব যেন উঠে জল হ'তে।
প্রকৃতি জলেতে অণ্ড ভাসে তেন মতে॥
পঞ্চাশ কোটী যোজন উর্দ্ধেত বিস্তার।
আর পঞ্চাশ কোটী পাতালে বে-আর॥
আশে পাশে পাথারে দীঘেতে সেই মত।
চাড়ার সদল পঞ্চাশ যোজনের পথ॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত অণ্ড শ্রীফল আকৃতি।
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হৈল তাহতে উৎপত্তি॥

সেই যে অণ্ডের মধ্যে দশ গুণ জল।
তাহা বেড়ি দশ গুণ অগ্নি যে প্রবল॥
অগ্নি বেড়িয়া পুনি বায়ু দশ গুণ।
আকাশ যুড়িয়া যেন শোভে তারাগণ॥
নারিকেল ফল যেন ভিতরেত শাস।
এই মত বাকলে বেড়িছে চারি পাশ॥
ব্রহ্মারূপে নারায়ণ রজো গুণ সেবি।
তাতে থাকি সৃষ্টি করে, মন শক্তি ভাবি॥
দ্বিজ বংশীদাসেরে প্রসন্ন সরস্বতী।
আদ্যে গাইল গীত ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি॥

লাচাড়ী-শ্রীরাগ।

পূর্ণব্রহ্ম নিরাকার, অংশরূপে অবতার,
সৃজে সৃষ্টি পরম কৌতুকে।
রজো গুণ ভাবি মন, ব্রহ্মা রূপে নারায়ণ,
সর্ব্ব সৃষ্টি করে একে একে॥
ধ্যানে বসি প্রজাপতি, সৃজিলেক দিবা রাতি,
চন্দ্র সূর্য্য ধরণী আকাশ।
স্থাবর জঙ্গম আদি, গিরি গুহা নদ নদী,
সত্ত্ব রজ তম যে প্রকাশ॥

ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া আগে, সৃজিলেক ভাগে ভাগে,
সপ্ত স্বর্গ সপ্ত পাতাল।
সপ্ত দ্বীপা বসুমতি, সপ্ত সাগর তথি,
সুমেরু সৃজিল গর্ভ নাল॥
নাভি হতে অন্তরিক্ষ, বাক্যে হইল দশ দিক,
শ্রোত্র মূলে প্রাণ পবন।
সপ্ত ঋষি হইল মনে, সত্য ধর্ম্ম জ্ঞান সনে,
মুখে হৈল অগ্নি ব্রাহ্মণ॥
দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠমূলে, দক্ষ প্রজাপতি হৈলে,
বাম অঙ্গে হৈল তান নারী।
দেব দৈত্য নাগ পক্ষী, ভূত প্রেত যত দেখি,
সকল সৃজিল অধিকারী॥
চারি মুখে চারি বেদ, সৃজিলেন রূপ ভেদ,
যজ্ঞদান দক্ষিণা সহিতে।
গন্ধ ভোগ উপহার, সৃজে নানা প্রকার,
সুখ দুঃখ যার যেহি মতে॥
মাস পক্ষ বৎসর, যোগ তিথি মন্বন্তর,
কল্প বিকল্প কল্পান্তর।
ব্রহ্মাণ্ডেতে যত থাকে, সৃজিলেক একে একে,
দ্বিজ বংশী গায় মনোহর॥

দিশা—ভজরে গোবিন্দ মন, দিন যায়রে বৈয়া।

এহিমতে সকল সৃজিয়া প্রজাপতি।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যত ইতি॥
ব্রহ্মারূপে সৃজে সৃষ্টি বিষ্ণুরে পালন।
অন্ত কালে শিবরূপে করিব নিধন॥
ত্রিজগৎ সংহার করিয়া নারায়ণ।
একার্ণবে নিদ্রাযান অনন্ত শয়ন॥
জাগরণে পুনঃ সৃষ্টি হয় সেহি মনে।
এই মতে হয় সৃষ্টি ব্রহ্মার এক দিনে॥
সেই যে ব্রহ্মার কথা শুনহ শ্রবণে।
নিদ্রায় প্রলয় যার সৃষ্টি জাগরণে॥
পিতৃ লোকের অৰ্দ্ধ রাত্রি মনুষ্যের মাসে।
দেবতার এক দিন পিতৃর বরষে॥
এহি মতে দিন লেখি বৎসর করি মাস।
চারি যুগ গণনায় দেবতার হাস॥
এক সত্তরি যুগে এক মন্বন্তর।
এক ইন্দ্র এক মনু ইহার ভিতর॥
চৌদ্দ ইন্দ্র পাত ব্রহ্মার এক দিনে।
আর এক কাল গেল কল্পান্ত শয়নে॥
ব্রহ্মার দিনে বৎসর লিখি এই মত।
ইব্রহ্মার পরমায়ু বৎসর এক শত॥
তবেহি ব্রহ্মার সনে-ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ।
মহা প্রলয় জলে সব হৈব নাশ॥

এহি মতে কৌতুক করিয়া নারয়ণ।
সৃজিয়াই পুনঃ ভাঙ্গে ভাঙ্গিয়া গঠন॥
পদ্ম কল্প আদি করি করিয়া পত্তন।
হরি কল্পের কথা শুন দিয়া মন॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভাব শুদ্ধমতি।
আদি পুরাণে কৈল ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি॥

নিদ্রা হতে জাগি ব্রহ্মা বসিলেন ধ্যানে।
সৃষ্টি করিবার পুনঃ ভাবিলেন মনে॥
দেখিলা প্রলয় জলে ব্যাপিত সকল।
কি মতে করিব সৃষ্টি নির্লক্ষ্য কেবল॥
জানিল পৃথিবী আছে জলের ভিতরে।
ধ্যানে বসিয়া ব্রহ্মা নারায়ণ স্মরে॥
পুরাণ পুরুষ হরি সৃষ্টির নিমিত্ত।
বরাহর অবতারে হইলা বিদিত॥
সেই যে বরাহ রূপ ধরিয়া শ্রীহরি।
ব্রহ্মার নাসিকা হতে হইলা বাহিরি॥
সেই মতে নারায়ণ গেলা ব্রহ্মার আগে।
মহা ভয়াঙ্কর তনু বাড়িবারে লাগে॥
নীল পর্ব্বত হেন অদ্ভুত শ্রীহরি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজে ধরি॥
স্তুতি করে জলে ব্রহ্মা দেখি নারায়ণ।
বসুমতি উদ্ধারিতে কৈল নিবেদন॥

ব্রহ্মার বচনে হরি প্রবেশিলা জলে।
দেখিলা পৃথিবী দেবী নিমগ্ন সলিলে।
জলে ভাসি যোগী সবে ভাবয়ে ঈশ্বর
পৃথিবী করিল স্তুতি যুড়ি দুই কর ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় বরাহ অবতার।
বরাহের কল্প কথা রচিয়া পয়ার ॥

দিশা—দেখরে চান্দের হাট কদম্বের তলে।

এই মত নারায়ণ দেখিয়া সাক্ষাতে।
পৃথিবী করয়ে স্তুতি ভক্তিনম্র চিতে ॥
যেমতে আমারে পূর্ব্বে করিলা সৃজন।
আপনেহ জান তেঁহ করি নিবেদন ॥
মহাপ্রলয় জলে ব্যাপিল যখন।
আপনে আছিলা করি অনন্ত শয়ন ॥
নাভি কমলেত ব্রহ্মা হৃদয়েত হর।
লক্ষ্মীদেবী পদ সেবা করে নিরন্তর ॥
অনেক অনন্ত যুগ জলেত ভাসিতে।
তোমার কর্ণের মল উপজিল তাতে ॥
সেহি যে কর্ণের মল ব্রহ্মা পায়্যা তারে।
দুই গুটি ডিম্বাকার কৈল দুই করে ॥
সেই দুই গুটি তবে ফেলাইলা জলে।
দুই দৈত্য উপজিল অধিক প্রবলে ॥

প্রথমতঃ মধু দৈত্য হইল উদ্ভব।
মধুপাত্র সনে তবে জন্মিল কৈটভ ॥
তাহার সহিত যুদ্ধ করি বাহুবলে।
বাহু যুদ্ধে মারি দোঁহে ফেলাইলা জলে ॥
জলেত পচিয়া তার মেদ হইল মাংসে।
একত্রে নিমগ্ন হৈয়া সেই জলে ভাসে ॥
তার মেদ হ'তে আমি হইলু মেদিনী।
মেদিনী থুইলা নাম প্রভু চক্রপাণি ॥
আর বার নারায়ণ কূর্ম্ম রূপ হৈয়া।
পাতালে লইলা মোরে পৃষ্ঠেত করিয়া ॥
ভবার্ণবে সেই রূপে করিলা উদ্ধার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
তবে মহা বরাহ শরীরে নারায়ণ।
হরিষে লইয়া ক্ষিতি পদ্মলোচন ॥
জল হ'তে উঠে কিবা নীল পর্ব্বত।
দন্তের উপরে রাখে পৃথিবী সহিত ॥
সপ্ত দ্বীপা বসুমতি সাগর পর্ব্বত।
দন্তের উপরে সব রাখে মহাশক্ত ॥
ইসকল জন্মিলেক কমল কল্প অঙ্গ।
পঙ্কান্তরে হয় যেন চন্দ্রের কলঙ্ক ॥
আনিয়া থুইল পৃথ্বী জলের উপরে।
মহানৌকা সেই ভবার্ণবে তরাইবারে ॥
এই মত সপ্ত ভাগ করি পূর্ব্ব মত।
সুমেরু করিয়া মধ্যে সকল পর্ব্বত ॥

অনেক অনন্ত রূপ ধরি নারায়ণ।
ফণার অগ্রেতে করি লইলা আপন॥
আধারশক্তি মধ্যে প্রকৃতিময় জল।
তার মধ্যে কূর্ম্ম রূপ ঈশ্বর কেবল॥
কূর্ম্মের পৃষ্ঠেতে অনন্ত রূপ হরি।
সহস্র ফণায় পৃথ্বী বাসুকি আছে ধরি॥
স্থানে স্থানে রক্ষা দিছে পর্ব্বত পাষাণ।
সম ভূমি উচ্চ নিচ করিল নির্ম্মাণ॥
আজ্ঞা দিল ব্রহ্মা তাতে সৃষ্টি করিবারে।
যজ্ঞ বরাহ রূপ হইল অন্তরে॥
এহি রূপে পৃথিবী উদ্ধারি নারায়ণ।
ব্রহ্মা রূপে সৃষ্টি করে রজোগুণে মন॥
সৃষ্টি করিতে ব্রহ্মার হইলেক মতি।
মন হতে সৃজিলেক ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
মরীচি অঙ্গিরা ক্রতু অত্রি বশিষ্ঠ।
পুলস্ত্য পুলহ আর দক্ষ তপোনিষ্ঠ॥
ব্রহ্মার দ্বিতীয় কায় এই নয় জন।
প্রজাপতি সম এরা সৃষ্টির কারণ॥
মানসিক প্রজা তবে সৃজিলা বিধাতা।
বলাধিক্য নাহি কার নাহিক বর্দ্ধতা॥
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নাহি সকল সমান।
সৃজিতে মৈথুন ধর্ম্ম করিলা মনন॥
এত ভাবি সৃজিলা সনক সনাতন।
যোগ সিদ্ধ হৈল তারা সৃষ্টে নাহি মন॥

ইহারে দেখিয়া কোপ হইল ব্রহ্মার।
পুনঃ চাহে সৃষ্টি সব করিতে সংহার॥
সেই কোপে ভ্রূমধ্যেত জন্মিল শঙ্কর।
রুদ্র রূপে উপজিল অর্দ্ধ নারীশ্বর॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষের নারী অর্দ্ধ অঙ্গ।
কোটী সূর্য্য প্রভা জিনি রূপের তরঙ্গ॥
দেখিয়া বলিলা ব্রহ্মা পাইয়া সন্তোষ।
আত্মা বিভাগ করি হও স্ত্রী পুরুষ॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান।
এক হৈতে দুই তনু হইল নির্ম্মাণ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষের অর্দ্ধ অঙ্গ নারী।
যত পুরুষ তত নারী সম ভাগ করি॥
এহি কাজে সৃজিলেক স্বায়ম্ভুব মনু।
আপনার বাহু বলে ক্ষাত্রিয়ের তনু॥
সতী নাম কন্যা তারে জন্মাইল পুনি।
তারে কৈল স্বায়ম্ভুব মনুর ঘরণী॥
প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ দুই পুত্র তার।
প্রসূতি আকূতি দুই কন্যা হৈল আর॥
প্রসূতি নাম কন্যা দিলেক দক্ষেরে।
প্রজাপতি তুষ্ট হৈলা পায়্যা আকূতিরে॥
আকূতির হৈল এক পুত্র এক কন্যা।
হইল দম্পতি তারা যজ্ঞ ও দক্ষিণা॥
যজ্ঞ দক্ষিণার পুত্র হৈল দ্বাদশ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কন্যা হৈল সদা মোক্ষ বশ॥

শ্রদ্ধা নামে আর কন্যা অতি রূপবতী।
তাহাতে বর্দ্ধিতা হৈল ধর্ম্ম যত ইতি॥
হিংসা নামে দক্ষের যে অধার্ম্মিকা নারী।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ দানব এ চারি॥
জনমিল ভীতি মায়া বেদনা কপট।
মৃত্যু রোগ জরা ব্যাধি যতেক শঙ্কট॥
তবে ব্রহ্মা সৃজিলেক যজ্ঞের কারণ।
ঘৃত মধু আদি করি ফলমূলাশন॥
ব্রীহি গোধুম তিল যত ধান্য যব।
কলাই মুসূর মুগ মাষ আর সব॥
এহি মতে সৃজে আগে যজ্ঞের উদোগ।
তবে সৃজে যত ইতি দেবতার ভোগ॥
আহার বিহার সব সৃজে অতি রঙ্গে।
তবে সৃজে দৈত্য যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে॥
এহি মতে আকৃতির বংশ বিবর্দ্ধন।
দক্ষের সৃষ্টির কথা শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মা আজ্ঞা দিল দক্ষে সৃষ্টি করিবারে।
পঞ্চশত পুত্র জন্মায় একে বারে॥
নির্জ্জনে ডাকিয়া সেই পুত্র পঞ্চশতে।
আজ্ঞা দিল দক্ষে সৃষ্টি কর নানা মতে॥
বাপের আজ্ঞায় যায় সৃষ্টি করিবারে।
হেন কালে নারদে বলিল তাসবারে॥
কেবল বর্ব্বর তোরা নির্ব্বোধ অত্যন্ত।
অধঃ উর্দ্ধ পৃথিবীর না জানিস্ অন্ত॥

কত বড় পৃথিবী ভ্রমিয়া আইস আগে।
তবে সে উচিত সৃষ্টি সৃজিবার লাগে॥
এই কথা শুনি তারা মুনি বাক্য সার।
চলিগেল পৃথিবীর অন্ত জানিবার॥
পুনি না বাহুরে তারা ভ্রমে অদ্যাবধি।
সাগরে মিশিলে যেন না বাহুরে নদী॥
তা সমার বিলম্বে দক্ষের কষ্ট মনে।
আরও তিন শত পুত্র জন্মায় তখনে॥
দ্বাদশ নামেতে তারা তিন শত ভাই।
সেহি মতে নারদে কহিল সবার ঠাঁই॥
ভাই সব গিয়াছে জানিতে পরিমান।
তার বার্ত্তা লহ আগে অবোধ অজ্ঞান॥
তবে সৃষ্টি কর সবে ভাই ভাই মিলি।
বিদায় হইল মুনি এই কথা বলি॥
সত্য হেন মুনি বাক্য জানি এই মতে।
তারাও চলিয়া গেল ভাই সবের পথে॥
পুনি না বাহুরে তারা অদ্যাবধি ভ্রমে।
নদী না বাহুরে যেন সাগর সঙ্গমে॥
পুত্র সব নাশ দেখি দক্ষ প্রজাপতি।
নারদেরে শাপ দিল ক্রোধ করি মতি॥
গর্ব্ব করি এত পুত্র করিলে বিনাশ।
পুনঃ পুনঃ মুনি না করিও গর্ত্ত বাস॥
এই শাপ নারদেরে দিয়া অধিকারী।
ষাইট কন্যা জন্মাইল পরম সুন্দরী॥

ত্রয়োদশ কন্যা আগে দিল কশ্যপেরে ।
তাম্রা ক্রোধা বিশ্বা বসু নাম অনুসারে ॥
দিতি অদিতি আর সুরভি বিনতা ।
অরিষ্টা সুরসা বিত্রা কদ্রু নাগ মাতা ॥
ইন্দ্র বিবস্বান ভগ আর দিবাকর ।
দ্বাদশ আদিত্য হৈল অদিতির ঘর ॥
দিতির উদরে হৈল যতেক অসুর ।
প্রলম্ব পুতনা বক মুষ্টিক চানুর ॥
দনুর উদরে যত দানব জন্মিল ।
বাসুকি আদি সর্প কদ্রুর ঘরে হৈল ॥
অরুণ গরুড় দুই পুত্র বিনতার ।
বসুর ঘরে অষ্ট বসু হৈল সঞ্চার ॥
বিশ্বার উদরে হৈল দেবতা দ্বাদশ ।
চৌষট্টি আভাসুর আভার ঔরস ॥
সুরভির ঘরে হৈল যত চতুষ্পদ ।
এইমতে বাড়িলেক কশ্যপ সম্পদ ॥
পুনরপি মনে ভাবি দক্ষ প্রজাপতি ।
আর কন্যা শিব ঠাঁই বিয়া দিল সতী ॥
প্রীতি নামে আর কন্যা লইল পুলস্ত্য ।
তার ঘরে বিশ্বশ্রবা আর যে অগস্ত্য ॥
সেহি হতে বাড়িলেক রাক্ষসের কুল ।
ব্রহ্ম হিংসক দেখি হৈল নির্ম্মূল ॥
অনুসূয়া নামে কন্যা অত্রির ঘরণী ।
চন্দ্র জন্মিল আর দুর্ব্বাসা নামে মুনি ॥

চন্দ্র পুত্র বুধ হৈল দুর্ব্বাসা উদাস ।
বুধ হৈতে চন্দ্র বংশ হইল প্রকাশ ॥
জয়ন্তী ভার্য্যা তার পরম তপস্বী ।
জন্মিল বালখিল্য ষাইট হাজার ঋষি ॥
শরীরে ভাস্কর তেজ অঙ্গুষ্ঠ প্রমান ।
মহাযোগী উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মার সমান ॥
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নি সুলক্ষণ ।
বালখিল্য উর্দ্ধবাহু আদি সপ্তজন ॥
অগ্নিরে সৃজিল ব্রহ্মা আপন তনয় ।
স্বাহা নামে কন্যা দিল দক্ষ মহাশয় ॥
পিতৃগণ ব্রহ্মায়ে সৃজিল যত আছে ।
অগ্নিখণ্ড থাকিয়া শোধন কৈল পাছে ॥
স্বধা নামে কন্যা তারে দিল অধিকারী ।
মেনকা জন্মিল তার হিমালয় নারী ॥
খ্যাতি নামে কন্যা ভৃগুরে কৈল দান ।
তার ঘরে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥
ধাতা বিধাতা দুই পুত্র হৈল তার ।
সেহি হতে ভৃগুবংশ হৈল বিস্তার ॥
ইমতে দক্ষের হৈল কন্যা পুত্র নাতি ।
শ্রদ্ধায়ে যে শুনে তার বাড়য়ে সন্ততি ॥
এত দূরে সাঙ্গ হৈল সৃষ্টির পত্তন ।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভাবি নারায়ণ ॥
সৃষ্টির পত্তন কথা সংক্ষেপে কহিয়া ।
সমুদ্র মন্থন কহি শুন মন দিয়া ॥

সমুদ্র মন্থন।

—:o:—

ইহা শুনি জিজ্ঞাসিল মৈত্র মহামুনি
কি মতে হইল লক্ষ্মী ভৃগুর নন্দিনী ॥
শুনেছি লক্ষ্মীর জন্ম সমুদ্র মন্থনে।
খ্যাতির উদরে জন্ম হেন বল কেনে ॥
পরাশরে বলে লক্ষ্মী পূর্ব্বে ভৃগু সুতা।
ব্রহ্ম শাপে নাশ হৈল শুন তার কথা ॥
শঙ্করের অংশ দুর্ব্বাসা নাম মুনি।
উন্মত্ত পাগল প্রায় ভ্রময়ে মেদিনী ॥
রম্ভা নামে বিদ্যাধরী ইন্দ্রের সভায়।
পারিজাত মালা পায়্যা নিজ স্থানে যায় ॥
তার গন্ধে তিন লোক করে আমোদিত।
দেখিয়া মাগিল মুনি উন্মত্ত চরিত ॥
তারে শুনি বিদ্যাধরী নমি যোড় করে।
ভক্তি ভাবে মালা তবে দিল মুনিবরে ॥
সেই মালা দিয়া মুনি আপনার শিরে।
উন্মত্ত আকারে ভ্রমি নানা স্থানে ফিরে ॥
হেন কালে দেবগণ করিয়া সংহতি।
ঐরাবতে চড়ি যায় ইন্দ্র শচীপতি ॥
দেখিয়া দুর্ব্বাসা সেই মালা লৈয়া হাতে।
ইন্দ্রকে দিলেক ফেলি উন্মত্তের মতে ॥

পর্য্যুষিত মালা পায়্যা দেব পুরন্দর ।
থুইলা ঐরাবতের স্কন্ধের উপর ॥
ঐরাবত স্কন্ধে মালা বড় শোভা করে ।
উজ্জ্বল জাহ্নবী যেন কৈলাস শিখরে ॥
একেত উন্মত্ত গজ গন্ধে আমোদিত ।
শুণ্ড অগ্রে লৈয়া মালা ফেলিল ভূমিত ॥
ইহা দেখি মুনির যে ওষ্ঠাধর কাঁপে ।
ইন্দ্রকে বলিতে লাগে অতিশয় কোপে ॥
ওহে ইন্দ্র তুমি মোরে করিলা ইঙ্গিত ।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান মালা ফেলিলা ভূমিত ॥
এহি অধিকারে গর্ব্ব এতই তোমার ।
তুমি হেন কত ইন্দ্র জন্মে কতবার ॥
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান মালা আমি দিলু তোরে ।
ভক্তি করি লইবারে মাথার উপরে ॥
সেই মালা ফেলাইয়া দিলি অহঙ্কারে ।
লক্ষ্মী নাশ হৌক তোর এ তিন সংসারে ॥
ইহা শুনি পুরন্দর ঐরাবত এড়ি ।
মুনিকে স্তবন করে দুই কর যুড়ি ॥
অনেক প্রকার স্তব করিলা বিস্তর ।
কোপে জ্বলে মহামুনি কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
মুনি বলে পুরন্দর ক্ষমা কর এবে ।
অপমান দিয়া পাছে কি করিবে স্তবে ॥
আমি সে গৌতম নহি দয়াল হৃদয় ।
আগে স্ত্রী হরিয়া নিয়া পশ্চাতে বিনয় ॥

দুর্ব্বাসা আমার নাম জান ভাল মতে।
দয়া মায়া নাহি মোর ক্ষমা নাহি চিতে॥
বশিষ্ঠেরে স্তুতি করি বাড়িয়াছে আশা।
সে নহে তোমার লাগ পাইছে দুর্ব্বাসা॥
অন্য মুনি নহি দুর্ব্বাসা নাম মোর।
লোভ মোহ কাম নাহি ক্রোধের সাগর॥
ভ্রুকুটি কুটিল মুখ দেখিয়া কুপিত।
তিন লোক চরাচর হইলেক ভীত॥
হেন মতে তুমি মোরে কৈলা অপজ্ঞান।
স্তুতি করি কেন আর দেও অপমান॥
এতেক বলিয়া মুনি গেল অন্য ভিতে।
ইন্দ্র নিজপুরে গেল চড়ি ঐরাবতে॥
মুনি শাপে লক্ষ্মী নাশ হৈল ত্রিভুবনে।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল দেব ঋষিগণে॥
লজ্জিত হইয়া দেব সনে পুরন্দর।
সবে আসি নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর॥
ব্রহ্মায় শুনিয়া দেব করিয়া সংহতি।
ক্ষীরোদ উত্তর তটে গেলা শীঘ্রগতি॥
সেইখানে গিয়া ব্রহ্মা সমাহিত মন।
আগম উদ্দেশে করে বিষ্ণুরে স্তবন॥
দেব ঋষি সনে স্তুতি করিলা বিস্তর।
চতুর্ভুজ রূপে হরি ব্রহ্মার গোচর॥
জলনিধি সাগরের মধ্যেত শ্রীহরি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভিয়া ছেচারি॥

শ্রীবৎস লাঞ্ছন উরে বনমালা গলে।
শ্যাম অঙ্গ সুশোভিত কিরীট কুণ্ডলে ॥
দেখিয়া সকল দেব হরষিত মন।
আপনার যত দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে।
হরি বিনে গতি নাই ভব তরিবারে ॥

লাচাড়ী-পঠমঞ্জরী রাগ।

মিলিয়া ক্ষীরোদ তীরে, ব্রহ্মায়ে স্তবন করে,
শুন প্রভু দেব নারায়ণ।
দুর্ব্বাসা মুনির মন্ত্রে, লক্ষ্মী নাশ ত্রিভুবনে,
দৈত্যে জিনিল দেবগণ ॥
নাহি দান যজ্ঞ জপ, তপস্বী ছাড়িল তপ,
অধর্ম্ম বাড়িল অতিশয়।
সাধু জনের অতি ভ্রম, না রহিল কুল ধর্ম্ম,
মহালক্ষ্মী ছাড়িল হৃদয় ॥
তুমি দেব অধিপতি, তুমি বিনে নাহি গতি,
ইন্দ্র আদি লইলু শরণ।
অন্নকষ্ট উপবাস, সকল হইল নাশ,
আপনে উদ্ধার নারায়ণ।

শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলিলেন চক্রপাণি,
সাবধানে শুনহ বচন।
দুর্ব্বাসা শাপিল যারে, কে তারে খণ্ডাতে পারে,
উপায় কহিছি তেকারণ॥
পূর্ব্বে অসুরের কোপে, দুর্ব্বাসা মুনির শাপে,
লক্ষ্মী গিছে ক্ষীরোদ সাগরে।
মিলি সব সুরাসুর, সমুদ্র মন্থন কর,
তবে লক্ষ্মী উঠিবে সত্বরে॥
সকলে একত্র হৈয়া, মহৌষধি ফেলাইয়া,
মথি কর ক্ষীরোদের নীর।
বাসুকি করিয়া দড়ি, মন্দার পর্ব্বত বেড়ি,
দেব দৈত্যে টানিও গভীর॥
সত্বরে চলহ তথা, আমি আছি অধিষ্ঠাতা,
তুমি মাত্র উদ্যোগ কারণ।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, আজ্ঞা দিল নারায়ণে,
করিবারে সমুদ্র মন্থন॥

দিশা—চল বিনোদিনী রাই।
মন্থনে চল যাই॥

বিষ্ণুর আজ্ঞায় দেব চলে শীঘ্রগতি।
সন্ধানে মন্ত্রনা করি অসুর সংহতি॥
আনিয়া দিলেক যত বত মহৌষধি।
ক্ষীরোদ সাগর জল হইলেক দধি॥

দেব দৈত্যে মিলি তারে লাগে মথিবার।
বিষ্ণু আসি সহায় হইলা দেবতার॥
কূর্ম্মরূপে নারায়ণ সাগরের ঘরে।
বিশ্বম্ভর রূপ ধরি মন্দার উপরে॥
দেবের সহিতে টানে একরূপে হরি।
আর রূপে দৈত্য অঙ্গে আপনি মুরারি॥
আর রূপে প্রবেশিল বাসুকির অঙ্গে।
মন্দারেতে অধিষ্ঠান মথনের রঙ্গে॥
বাসুকির পুচ্ছেত ধরিল দেবগণে।
বিষ্ণুর কপটে দৈত্যে মুখে ধরি টানে॥
বাসুকির নিশ্বাসে উঠিল বিষানল।
অসুর নির্ব্বল হৈল দেবতা প্রবল॥
এহি মতে নানা রূপ হৈয়া নারায়ণ।
কল্পে কল্পে আদ্য হৈতে সৃজন পালন॥
অনন্ত মহিমা তান কে জানিবে তত্ত্ব।
দ্বিজ বংশী গায় বিষ্ণুপুরাণের মত॥

লাচাড়ী—পাহাড়ী রাগ।—

জয় জয় আনন্দরে এ তিন ভুবন।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হেতু সমুদ্র মন্থন॥
মন্দার পর্ব্বত করি মন্থনের লড়ি।
দেব দৈত্যে টানিছে বাসুকি করি দড়ি॥

ঘন ঘন মন্থনে পর্ব্বতে লৈল পাক।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া উঠে প্রলয়ের ডাক॥
ভাণ্ডে যেন লনি উঠে মন্থনের পাকে।
সুরভি উঠিল আগে পূজে দেব লোকে।
দেখি হরষিত হৈল যত সিদ্ধ মুনি।
উঠিল বারুণী দেবী ঘূর্ণিত লোচনী॥
গন্ধে আমোদিত করি উঠে পারিজাত।
নানা রত্ন মহৌষধি উঠিল পশ্চাৎ॥
পুনরপি দেয় টান হৈয়া হরষিত।
উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া উঠে অপ্সর সহিত॥
বিমল কমল উঠে কৌস্তুভ মণি।
চন্দ্র উঠিল তা পাইল শূলপাণি॥
মথিতে মথিতে বিষ উঠে তার পরে।
নাগ গণে পাইল বিষ উঠিল সাগরে॥
উঠিল ধন্বন্তরি শিঙ্গা ডম্বুর ধরি।
অমৃত সহিত উঠে কমণ্ডলু
দেবগণে দেখে সবে সহ
শান্ত হৈল তিন লোক অমৃত পাইয়া॥
অবশেষে লক্ষ্মী দেবী করে পদ্মমালা।
প্রফুল্ল কমলমধ্যে উঠিলা কমলা॥
লক্ষ্মী দেখি দেবগণে বলে হরি হরি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
সুবর্ণ কলসী ভরি নানা তীর্থ জলে।
স্নান করাইল লক্ষ্মী ব্রাহ্মণ সকলে॥

অম্লান পদ্মের মালা দিয়া তান গলে।
নানা রূপে সাজাইল অতি কুতূহলে॥
হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মী গেলা বিষ্ণু কোলে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় লক্ষ্মীর মঙ্গলে॥

যোড় লাচাড়ী—ভেউরা রাগ।

রঙ্গে নাচে বিদ্যাধরী।
বড় কুতূহলে, লক্ষ্মী লৈয়া কোলে,
আনন্দে নাচে মুরারি॥
হরষিত মতি, নাচে প্রজাপতি,
কমণ্ডলু করে লৈয়া।
শুক সনাতন, ব্রহ্মার নন্দন,
নাচে হরষিত হৈয়া॥
লৈয়া শশধর, নাচে মহেশ্বর,
বিভুতি ভূষণ অঙ্গে।
হরষিত মন, নাচে নাগগণ,
বাসুকি নাচয়ে সঙ্গে॥
ইন্দ্র আদি করি, নাচে ফিরি ফিরি,
অমৃত করিয়া পান।
যত মুনিগণ, সমার নাচন,
মহালক্ষ্মী অধিষ্ঠান॥

সচি রম্ভা রতি, নাচয়ে সংহতি,
গায় বায় রাগ পূরে।
হয় ক্ষণে ক্ষণ, পুষ্প বরিষণ,
গন্ধে আমোদিত করে॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
আনন্দে নাচে সবায়।
সবার কুশল, লক্ষ্মীর মঙ্গল,
দ্বিজ বংশীদাসে গায়॥

পদ।

বিষ্ণুর কোলেতে লক্ষ্মী দেখিয়া অসুরে।
অমৃত ধরিল তারা ধন্বন্তরি করে॥
তখনে মোহিনী রূপ ধরি নারায়ণ।
অসুরে মোহি অমৃত আনিলা আপন॥
বাঁটিয়া দেবতা সবে দিলেন অমৃত।
বিষ্ণুর মায়ায় হৈল অসুর বঞ্চিত॥
অমৃত পাইয়া দেব হইল প্রবল।
না পাইয়া অমৃত সে অসুর সকল॥
পাতালে পলায়ে গেল দেবতার ভয়।
যজ্ঞ ভাগ পাইল ইন্দ্র আপন বিষয়॥
নিজ রাজ্য সিংহাসন পাইল পুরন্দর।
স্তুতি করে লক্ষ্মীরে যুড়িয়া দুই কর॥

তুষ্ট হৈয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রেরে দিলা বর।
কভু না ছাড়িব তোমা জন্ম জন্মান্তর॥
আমার জন্মের কথা সমুদ্র মন্থনে।
যেবা পঠে যেবা শুনে বুঝে যেই জনে॥
ইহ পরলোকে আমি না ছাড়ি সে জনে
এই বর দিয়া লক্ষ্মী হইলা অন্তর।
তিন লোক সনে সুখে রহে পুরন্দর॥
এই মতে সেই লক্ষ্মী ভৃগুর নন্দিনী।
সমুদ্র মন্থনে জন্ম হৈয়াছিল পুনি॥
ভৃগু সুতা নাম তান হৈল মহালক্ষ্মী।
বিষ্ণুর ঘরণী রূপে নাম বিশালাক্ষী॥
যখনে উদ্ভব হরি দিতির উদরে।
তখনে কমলা নাম পাতাল ভিতরে॥
যে কালে ভার্গব নাম আছিল হরির।
আছিল ধরণী নাম তখনে লক্ষ্মীর॥

রাম অবতারে সে লক্ষ্মীর নাম সীতা।
কৃষ্ণ জনমে রুক্মিণী বিদর্ভ দুহিতা॥
আর যথা যথা হরি হৈলা অবতার।
এই মত তথা তথা লক্ষ্মীর প্রচার॥
যথা বিষ্ণু তথা লক্ষ্মী কভু নাহি ছাড়া।
প্রকৃতি পুরুষে যেন এক নাড়ি জড়া॥
এত দূরে সাঙ্গ হৈল সৃষ্টির পত্তন।
লক্ষ্মীর প্রসঙ্গে হৈল সমুদ্র মন্থন॥

পুরাণ সাগর অন্ত নারি বাখানিতে।
সংক্ষেপে কহিলুঁ বিষ্ণুপুরাণের মতে॥
সমুদ্র মন্থন সাঙ্গ হৈল এত দূরে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে॥

দক্ষযজ্ঞ ও সতীর তনুত্যাগ।

——:o:——

সমুদ্র মন্থন সাঙ্গ হৈল এই হনে।
দক্ষের যজ্ঞের কথা শুনহ এখনে॥
পূর্ব্বেত কহিলা ব্রহ্মা পুলস্ত্যের ঠাঁই।
পুলস্ত্য বা নারদ মনিরে কহিলাই॥
পুলস্ত্য কহন্তি কথা কর অবধান।
দক্ষ নামে প্রজাপতি সমার প্রধান॥
শরদ সময়েত উত্থান একাদশী।
মহাযজ্ঞ আরম্ভিলা দক্ষ মহা ঋষি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি কৈল নিমন্ত্রণ॥
ভৃগু আদি জামাইরে কন্যা যত ইতি।
সবে কৈল না কহিল শিব আর সতী॥
আর যত বেদজ্ঞ লইয়া যজ্ঞ করে।
জানিয়া কপালী দোষ না কৈল শিবেরে॥

নারদে কহন্তি বড় অদ্ভুত এ কথা।
দেবেদেব মহাদেব পরম দেবতা ॥
তাকে কেনে না কহিল কহ মুনি বর।
কিবা দোষে জাতিহীন হইল শঙ্কর ॥
পুলস্ত্য বলয়ে শুন আদ্যপুরাণে।
নিদ্রা হতে জাগি হরি উঠিলা যখনে ॥
রজো গুণে ব্রহ্মা হৈল সৃষ্টির কারণ।
উপজিল তার পঞ্চ অদ্ভুত বদন ॥
তাক দেখি মহাদেব বলে কোপ মনে।
কে তুমি পুরুষ তোমা সৃজে কোন জনে ॥
ব্রহ্মা বলে আমি সৃজিয়াছি চরাচর।
কে আমা সৃজিবে আমি আপনি ঈশ্বর ॥
শিব বলে অহঙ্কার বাড়িয়াছে মনে।
আমাতে জন্মিয়া বেটা আমাকে না জানে ॥
আমার সমান হৈব পঞ্চ বদন।
এত বলি কোপে শিব লোহিত লোচন ॥
লইতে ব্রহ্মার শির দুই হাতে ধরি।
কুড়ালে কাটিয়া মুণ্ড দুই খণ্ড করি ॥
পঞ্চ বদন দেখি উপজিল দুঃখ।
মধ্য মুখ কাটিয়া রাখিল চতুর্মুখ ॥
হস্তে কপাল লাগি রৈল এই মতে।
ব্রহ্মহত্যা আসি রৈল শিবের অগ্রেতে ॥
কপাল লাগিল হস্তে শিবের বিশেষ।
পাতক শিবের অঙ্গ করিল প্রবেশ ॥

ব্রহ্মাহত্যা দেখি চিন্তা করে মহেশ্বর।
নানা দেশ নানা তীর্থ ভ্রমে নিরন্তর॥
যমুনাতে স্নানে গেলে যমুনা নির্জ্জলা।
সরস্বতী শুখাইয়া হইল নির্জ্জলা॥
তীর্থ দেখে সর্ব্ব দিকে হইল শুকান।
নারায়ণ স্মরি শিব কৈল মনে ধ্যান॥
ধর্ম্ম পুণ্য বলে শিব গেল সুরপুরি।
সেই খানে শত ধারে আছে সুরেশ্বরী॥
মহাদেব দেখি তীর্থ সেই দিন শোষে।
যে আশ্রমে যায় সেই আশ্রম বিনাশে॥
এই মতে নানা তীর্থ ভ্রমে বহুকাল।
ব্রহ্মহত্যা দূর নহে মোচন কপাল॥
বিষ্ণু ঠাঁই গিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
বিষ্ণু বলে শুন শিব আমার বচন॥
বারাণসী নাম তীর্থ আছে পৃথিবীত।
জগন্নাথ নারায়ণ তথা বসে নিত্য॥
ব্রহ্মহত্যা দূর হবে তাঁহার দর্শনে।
কপাল খসিবে মণিকর্ণিকার স্নানে॥
বিষ্ণুর বচনে শিব বারাণসী গিয়া।
পাতক মোচন করে বিষ্ণুরে দেখিয়া॥
কপাল মোচন হইল মণিকর্ণিকায়।
সেই যে কপালী নাম সর্ব্বলোকে গায়॥
কপাল মোচনী তীর্থ যে কারণে বলি।
এতেকে শিবের নাম হইল কপালী॥

ব্রহ্মহত্যা হতে শিব পাইল নিস্তার।
যেবা পড়ে যেবা শুনে নিষ্পাপ তাহার॥
এই হেতু হীন জাতি জানিয়া নিশ্চয়।
মহাদেবে না বলিল যজ্ঞের সময়॥
সতী দেবী শুনি তবে হইল হতাশ।
শিবের চরণে বলে দ্বিজ বংশীদাস॥

লাচাড়ী—পঠমঞ্জরী রাগ।

দক্ষ নামে প্রজাপতি, পরম সানন্দ মতি,
যজ্ঞ করে লইয়া দেবগণ।
মহা হরষিত চিতে, যত দেব ত্রিজগতে,
একে একে কৈল নিমন্ত্রণ॥
কশ্যপ অবধি মুনি, শুক সনাতন আনি,
নারদাদি যত ব্রহ্ম জাতি।
কন্যার জামাইগণ, সবে কৈল নিমন্ত্রণ,
না বলিল শিব আর সতী॥
শ্মশান নিবাসী হর, অদ্ভুত দিগম্বর,
মুণ্ডমালী সহজে কপালী।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গে, ভূত বেতাল সঙ্গে;
এই দোষে শিবেরে না বলি॥

শিবের ঘরণী সতী, হীন কপালী জাতি,
সতীরে না বলে এই দোষে
করিয়া অতি গৌরব, জামাই নিমন্ত্রি সব,
যজ্ঞ করে পরম সন্তোষে ॥
নিমন্ত্রিতা কন্যাগণ যায় বাপের ভবন
যে যে জন যথা তথা থাকে
বিমানে আকাশ যুড়ি, চলিছে বাপের বাড়ী,
পতি সঙ্গে পরম কৌতুকে
থাকিয়া শ্মশান ঘরে, সতী দেখিল তারে।
বাপ ঘরে যাইতে বিমানে।
ভাবে সতী মনে মনে, যাইতে পিতৃ ভবনে,
বংশী বদন দ্বিজে ভণে.॥

পদ।

গৌতম মুনির কন্যা নাম তার জয়া।
সতীকে দেখিতে আইল মনে করি দয়া ॥
সতী বলে জয়া কেনে আইলা একেশ্বরা।
জয়ন্তী বিজয়া কেন না আইল তারা ॥
জয়া বলে তারা গিছে মাতামহ ঘরে।
তুমি নি যাইবা মাসী আইলু দেখিবারে ॥

কন্যার জামাই সবে কৈল নিমন্ত্রণ।
তোমারে না বলিলেক কপালী কারণ॥
তব পতি মহাদেব দেবের নিন্দিত।
হীন কপালী জাতি উন্মত্ত চরিত॥
এই দোষে শিবেরে না বলিয়াছে মুনি।
তোমারেও না কহিলা তাঁহার ঘরণী॥
ইহারে শুনিয়া সতী দুঃখিত অন্তর।
শিবের গোচরে আসি কহিল সত্বর॥
যজ্ঞ করয়ে বাপে দেবগণ লৈয়া।
ভগ্নীসব আসিয়াছে নিমন্ত্রণ পায়্যা॥
মনের সন্তোষে বাপে করে মহোৎসব।
আজ্ঞা কর যাই আমি দেখিতে উৎসব॥
শিবে বলে নিমন্ত্রণ নাহি যজ্ঞকালে।
হেন স্থানে যাইবা তুমি না পড়িবা ভালে॥
সতী বলে প্রাণনাথ আজ্ঞা দেও যাই।
বাপ ঘরে যাইতে কন্যার দোষ নাই॥
শিবে বলে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিল যখন।
তাতে মোরে না বলিল দক্ষের কারণ॥
অনেক নিন্দিল দক্ষ মোরে মন্দ বলি।
শুনিয়া কুপিল নন্দী পাড়ে গালাগালি॥
দক্ষ শাপে নন্দীর বানর মুখ হ'ল।
পশুমুখ হৈতে নন্দী দক্ষেরে শাপিল॥
ইমতে দক্ষের কথা জানি পূর্ব্বকালে।
মর্য্যাদা বিনাশ হয় ববাহুত গেলে॥

শিবের বচনে সতী না মানে প্রবোধ।
তথাপি চলিয়া যায় মনে বড় ক্রোধ॥
একা দেখি শঙ্কর নন্দীরে দিলা সাথে।
নন্দী চলিল তবে সতীর সহিতে॥
আসিয়া বাপের ঘরে দেখে মহোৎসব।
পতি সঙ্গে আসিয়াছে যত ভগ্নী সব॥
পুরীর নিকটে গিয়া শুনে যজ্ঞ ধ্বনি।
যজ্ঞশালা দেখিলেক সুরপুরী জিনি॥
চতুর্দ্দিকে শোভিয়াছে সুবর্ণ পতাকা।
নবমেঘ সনে যেন বিদ্যুতের রেখা॥
নৃত্য গীত মহোৎসব নানা বাদ্য বাজে।
আসিল হেন সময়ে সতী পুরী মাঝে॥
প্রণাম করিল আসি যত মুনিবর।
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর॥
হেন কালে আসি মিলে দক্ষ প্রজাপতি।
আসি দেখে সভামধ্যে বসিয়াছে সতী॥
বাপেরে প্রণাম কৈলা দেবী মহামায়া।
বলিতে লাগিলা সতী সকরুণ হৈয়া॥
মহাযজ্ঞ কর বাপ লৈয়া দেবগণ।
তাতে কেনে আমারে না কৈলা নিমন্ত্রণ॥
দক্ষ বলে মাতঃ তুমি জগত জননী।
সকল কন্যার মধ্যে তোমারে বাখানি॥
বড় ভাগ্য আসিয়াছ যজ্ঞ কৈলা আমা।
যজ্ঞের কৌতুক দেখ ক্রোধ করি ক্ষমা॥

তোমালাগি রাখিয়াছি বস্ত্র আভরণ।
আনন্দে ভবানী কর তাহা পরিধান॥
এতেক শুনিয়া দেবী হইলা সদয়।
ক্রোধ সম্বরিয়া হইলা আনন্দ হৃদয়॥
হেন কালে এক মুনি আইল আচম্বিত।
দধীচি তাহার নাম সর্ব্বত্র বিদিত॥
পরম আনন্দে আসি মিলি যজ্ঞশালে।
দক্ষরাজে সম্বোধিয়া প্রিয় বাক্যে বলে॥
মুনি বলে দক্ষরাজ তুমি ভাগ্যবান।
কন্যাসব আসিয়াছে লক্ষ্মীর সমান॥
প্রধান দুহিতা তব ভগবতী সতী।
যাকে বিহা করিয়াছে দেব পশুপতি॥
আর আর জামাই তব সকল দেবতা।
হেন ভাগ্যবন্ত রাজা আর নাহি কোথা॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভিছ নাম অশ্বমেদ।
অমর নগর সনে পুরী নহে ভেদ॥
আপনি আছেন ব্রহ্মা যজ্ঞপুরোহিত।
সদস্য যাহাতে আছে যত বেদবিৎ॥
মুর্ত্তিমান কুণ্ড মধ্যে আছে হুতাশন।
যজ্ঞভোগ করেন আপনি নারায়ণ॥
ইন্দ্র যম আদি করি যত দেবঋষি।
হাতে ধনু ধরি যজ্ঞ রাখে দিবানিশি॥
এমত উজ্জ্বল সভা সকলি বাখানি।
তাতে কেন সভামধ্যে নাহি শূলপাণি॥

দক্ষ বলে শিবকে না কৈলু নিমন্ত্রণ ।
জাতিহীন জানি তাকে বলে সর্ব্বজন ॥
চারি জাতি মধ্যে শিব নহে এক জাতি ।
আচার বিচার নাহি নাম পশুপতি ॥
বিপ্র নহেন শিব হাতেত ত্রিশূল ।
ক্ষত্রিয় না হয় তার মাথে জটাচুল ॥
বৈশ্য নহে ধন রত্ন নাহি আপনার ।
শূদ্র নহে নাগ সূত্র গলায় তাহার ॥
ব্রহ্মার মস্তক কাটি করে পাপ কর্ম্ম ।
কপাল লাগিয়া রৈল নাহি কুলধর্ম্ম ॥
চিতা ভস্ম অঙ্গে মাথে সদা দিগম্বর ।
গলায় হাড়ের মালা কণ্ঠে বিষধর ॥
অমঙ্গলশীল তার ভুবনে বিদিত ।
হেন জন যজ্ঞকালে নহেত উচিত ॥
তাকে নিমন্ত্রণ করি নাহি মোর কাজ ।
সকল জামাতাগণে পাইবেক লাজ ॥
এত শুনি দধীচি ঢাকিল দুই কাণ ।
শুনিয়া শিবের নিন্দা হরিলেক জ্ঞান ॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া দিলেক উত্তর ।
কিবা যজ্ঞ কর তুমি কেবল বর্ব্বর ॥
অখিল ভুবনেশ্বর নাহি চিন তারে ।
কোন্ দেবে পারিবেক যজ্ঞ রাখিবারে ॥
নিশ্চয় জানিও আমি কহিনু স্বরূপে ।
কোটী ব্রহ্মা বিষ্ণু যায় ভাসে লোমকূপে ॥

হেন শিব না আসিছে যজ্ঞ মহোৎসবে।
ইযজ্ঞ করিবে নাশ শিবের ভৈরবে ॥
এথাতে থাকিয়া মোর নাহি প্রয়োজন।
ইবলিয়া মুনিবর করিল গমন ॥
দধীচি চলিয়া গেল আপনার স্থানে।
ততক্ষণে ভগবতী ভাবিলেন মনে ॥
ধিক্ মোর জীবন যৌবন অহঙ্কার।
পতি নিন্দা শুনি প্রাণ রাখিছি আমার ॥
কান্দে দেবী মহামায়া গণিয়া হুতাশ।
লাচাড়ি প্রবন্ধে কহে দ্বিজ বংশী দাস ॥

লাচাড়ি।

কান্দে দেবী ভগবতী, অপমান পায়্যা অতি,
পতি নিন্দা না সয় শরীরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবে, যাহার চরণ সেবে,
হেন শিবে দক্ষে নিন্দা করে ॥
নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, মহাদেব বিনে আর,
ত্রিভুবনে আছে কোন জন।
তাকে বলে ছুরক্ষর, শরীরে না সয় মোর,
এই শোকে ত্যজিব জীবন ॥

বাপ মোর ভ্রমজ্ঞানী, না চিনিল শূলপানি,
কার বোলে কৈল উপহাস ।
এই শাপ দিনু তারে, আসিয়া শিবের চরে,
যজ্ঞ তার করুক বিনাশ ॥
যেই মুখে মহেশ্বর, নিন্দা কৈল নৃপবর,
পুনঃ পুনঃ করিয়া কৌতুক ।
নানা বিড়ম্বনা পায়্যা, বাপ থাক প্রাণে জিয়া,
অজ প্রায় হৌক সেই মুখ ॥
এই বলি শোক ভাবি, শরীর ছাড়িলা দেবী,
দেখিয়া কাঁপিল দেবগণ ।
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, নিন্দা হৈল অতিশয়,
তার ফল ফলিবে এখন ॥

দিশা—ভবানী মোরে ছাড়িও না ।
অধম জানিয়া কেন দয়া কৈলা না ॥

(পয়ার)

মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িলা ভূমিতে ।
ক্রন্দনের রোল উঠে দক্ষের সভাতে ॥
ইহা দেখিয়া নন্দী ধাইল সত্বর ।
আসিয়া কহিল বার্ত্তা শিবের গোচর ॥

সতীর মরণে জয়া কান্দে উচ্চরায়।
ক্রন্দন শুনিয়া শিব শীঘ্রগতি যায়॥
আসিয়া দেখিল সতী হইছে মূর্চ্ছিত।
কাটা বৃক্ষের মত পড়িছে ভূমিত॥
কহিল শিবেরে নন্দী দক্ষের বিবরণ।
ক্রোধে অপমানে সতী ত্যজিছে জীবন॥
সতীর মরণে শিব হইল বিকল।
ক্রোধে জ্বলিল যেন জ্বলন্ত অনল॥
অতি কোপে মহাদেব ছিড়িলেন জটা।
তা হইতে জন্মিলেক ভূত এক গুটা॥
বীরভদ্র নাম যার অতি ভয়ঙ্কর।
আর আর লোমে ভূত জন্মিল বিস্তর॥
বীরভদ্র নাম তার অতি ভয়ঙ্কর।
কর যোড় করি বলে শিবের গোচর॥
আজ্ঞা কর এই ক্ষণে সৃষ্টি করি নাশ।
আজ্ঞা কর ত্রিভুবন করি এক গ্রাস॥
আজ্ঞা কর সুমেরু সমুদ্র মধ্যে ফেলি।
পাতালে পৃথিবী নেই এক পদে ঠেলি॥
শিবে বলে বীরভদ্র শুনহ বচন।
দক্ষ যজ্ঞ বিনাশ করহ এইক্ষণ॥
এত শুনি বীরভদ্র হৈল অগ্রসর।
লোমে লোমে জনমিল ভূত বহুতর॥
পৃথিবী কাঁপিতে লাগে তার পদভরে।
অনন্তের সনে কূর্ম্ম সহিতে না পারে॥

সকলের সিংহ মুখ হাতেত ত্রিশূল ।
চলিল দক্ষের যজ্ঞ করিতে নির্ম্মূল ॥
তাহা দেখি মহাভয়ে দক্ষ প্রজাপতি ।
বিষ্ণুর চরণে করে অনেক মিনতি ॥
দেবের দেব জগন্নাথ জীবের জীবন ।
নারায়ণ নরসিংহ পতিত পাবন ॥
পরম কৈবল্য দাতা ত্রিজগত পতি ।
যজ্ঞ পাষণ্ড হতে কর অব্যাহতি ॥
শুনিয়া দক্ষের স্তুতি লক্ষ্মীকান্ত কয় ।
রাখিতে তোমার যজ্ঞ বড়ই সংসয় ॥
বীরভদ্র আসিয়াছে দ্বিতীয় শঙ্কর ।
কার শক্তি তার সনে করিব সমর ॥
তথাপি তোমার কার্য্যে না করিব হেলা ।
দেবগণ লইয়া রাখিব যজ্ঞশালা ॥
সকল দেবেরে ডাকি বলে নারায়ণ ।
রাখহ দক্ষের যজ্ঞ করি প্রাণ পণ ॥
হেন কালে বীরভদ্র বলে ডাক দিয়া ।
আজি বিষ্ণু ঘরে যাও জীবন লইয়া ॥
রাখিতে নারিবা আজি দক্ষ যজ্ঞশালা ।
বালকের মত কিবা পাতিয়াছ খেলা ॥
বিষ্ণু বলে বীর তুমি শঙ্করের কায় ।
আমারে জিনিবা হেন মনে অভিপ্রায় ॥
তথাপি তোমার সঙ্গে যুঝিব এবার ।
রাখিব দক্ষের যজ্ঞ প্রতিজ্ঞা আমার ॥

ইবলিয়া উঠে বিষ্ণু চক্র হাতে করি।
ভৈরবের বুকে চক্র মারিলা শ্রীহরি॥
বুকেত লাগিয়া তার চক্র সুদর্শন।
পুষ্পমালা হৈয়া রৈল দেখে দেবগণ॥
বীরভদ্র তখনে হাতে লইল শূল।
দেখিয়া সকল দেব হইল ব্যাকুল॥
হেন কালে আকাশে হইল দেব বাণী।
ত্রিভুবনে বধ্য নহে দেব চক্রপাণি॥
শুনিয়া ত্যজিলা শূল ভৈরব দুর্ব্বার।
বিনয় করিয়া বিষ্ণু লাগে বলিবার॥
তুমি দেব সদাশিব ভুবনের পতি।
তোমারে জিনিতে পারে কাহার শকতি॥
ইবলিয়া বিষ্ণু গেলা আপনার স্থান।
অনুক্রমে দেবগণ হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বীরভদ্র প্রবেশিল যজ্ঞের মণ্ডলে।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য দূর করি ফেলে॥
তিল কাষ্ঠ ঘৃত যব সব ফেলি দূরে।
ভৈরবের মূত্র দিয়া যজ্ঞ কুণ্ড পূরে॥
এই মতে যজ্ঞশালা করি বিড়ম্বন।
মড়া সতী লৈয়া গেল কৈলাশ ভুবন॥
সতীর লাগিয়া শিব কান্দে হাহাকারে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারে॥

লাচাড়ী।

কান্দে শিব সতী লয়্যা কোলে।

কুক্ষণে বাড়াইলা পায়, দেখিবারে বাপ মায়,

তাতে প্রাণ দিলা কার বোলে॥

দক্ষ নিন্দা কৈল মোরে, দধীচি শুনিয়া তারে,

সভা মধ্যে কৈল অপমান।

নিন্দা কৈল যজ্ঞ কাজে, লজ্জা পাইল দক্ষ রাজে,

তবে কেন তুমি দিলা প্রাণ॥

দেবগণ ছিল তথা, না কহিলা কোন কথা,

রাখিবারে তোমার জীবন।

গলায় বান্ধিয়া তোরে, আমি যাইব দেশান্তরে,

কুশলে রহুক দেবগণ॥

ইবলিয়া পশুপতি গলায়ে বান্ধিয়া সতী,

যাইবারে মনে কৈলা সার।

দেবতা পাইলা ত্রাস, ত্রিভুবন হৈব নাশ,

কে করিব জীবন সংহার॥

সকল দেবতাগণে, মিলিয়া শিবের স্থানে,

বিবিধ প্রকারে কৈল স্তুতি।

দ্বিজ বংশীদাসে বলে, না মানিয়া শিব চলে,

গলায় বান্ধিয়া মড়া সতী॥

পদ বন্ধ।

ব্রহ্মা বলে শিব তুমি অনাদি পুরুষ।
আপনি জানিয়া কেন মনে কর রোষ॥
সৃজন পালন লয় তিন রূপ তুমি।
তোমাতে জন্মিয়া প্রভু কি বলিব আমি॥
তুমি কেনে শোক কর হৈয়া নিরাকার।
সতীরে ছাড়িয়া দেহ করি সংস্কার॥
শুনিয়া ব্রহ্মার স্তুতি কহিলা শঙ্কর।
একেবারে দিতে নারি সতী কলেবর॥
চক্রে কাটুক বিষ্ণু খণ্ড খণ্ড করি।
তবে যদি ক্রমে ক্রমে পাশরিতে পারি॥
এত বলি মহাদেব হইলা বিদায়।
চক্র লয়্যা নারায়ণ পাছে পাছে ধায়॥
যেখানে যে অঙ্গ পড়ে পীঠ সেই স্থানে।
নানা উপহারে পূজা করে দেবগণে॥
ক্রমশঃ সকল অঙ্গ কাটিয়া পাড়িলা।
মুণ্ড গুটা নিলা শিব করিবারে মালা॥
হিমালয় গেলা সেই মুণ্ড লয়্যা হাতে।
মালা করি গলাতে পরিল ভোলানাথে॥
দ্বিজ বংশীদাসে সদা সদয় শঙ্কর।
রচিল পুরাণ পদবন্ধে মনোহর॥

মদন ভস্ম ও হরিহর একাঙ্গ।

-:০:-

দিশা—শ্যাম নাগরে, কি বলিয়া গেল মোরে।

সতী লাগি ভ্রমে শিব বিরহ অন্তরে।
হেন কালে কাম দেব দেখিল তাহারে॥
পুষ্প ধনু হাতে করি পূরিয়া সন্ধান।
হানিল শিবের বুকে সম্মোহন বাণ॥
সম্মোহন অস্ত্রে শিব হইলা মোহিত।
আকর্ষণ বাণে পুনঃ হানিল ত্বরিত॥
বিকল হইল শিব বাণাহত হৈয়া।
সন্তাপন বাণ কাম হানে মর্ম্ম চায়্যা॥
উন্মাদন অস্ত্র পুনঃ হানিলেক শেষে।
উন্মত্ত হইয়া শিব চাহে চারি পাশে॥
কোপে অগ্নি জ্বলিল শিবের ত্রিনয়নে।
সাক্ষাতে দেখিল বাণ হানিছে মদনে॥
তিন চক্ষু হ'তে অগ্নি বারি হৈল কোপে।
ভস্ম হৈল কাম দেব ব্রহ্মার যে শাপে॥
ভস্ম হৈয়া রতিপতি পড়িল তখন।
ব্রহ্মা যে শাপিছে পূর্ব্বে শুন বিবরণ॥

মোহিনী নামে কন্যারে স্বজিল যখন।
তখনে ব্রহ্মারে কামে কৈলা অচেতন ॥
আপনার কন্যা দেখি মদনে বিকল।
মনে মনে প্রজাপতি জানিল সকল ॥
ব্রহ্মা বলে কেন হৈল মোর দুষ্টাশয়।
পাপিষ্ঠ কামের কর্ম্ম অন্য মত নয় ॥
আমারে উন্মাদ কৈল শরীরে প্রবেশি।
শিব সঙ্গে দেখা হৈলে হবে ভস্মরাশি ॥
সেই সে ব্রহ্মার শাপ এখন ফলিল।
বিলাপ করিয়া রতি কান্দিতে লাগিল ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পূতা।
সংক্ষেপে কহিল আদ্য পুরাণের কথা ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে রতি কামের কামিনী।
লোটাইয়া ধরাতলে, প্রভু প্রভু ডাকি বলে,
কি মোরে করিলা শূলপাণি ॥
ভুবন মোহন কাম, প্রভু মোর অনুপম,
কেলি কলা রসের সাগর।
হেন প্রভু না দেখিয়া, ধরাইতে নারি হিয়া,
কি জানি কর্ম্মের দোষ মোর ॥

তনু অতি মনোহর, হস্তে পুষ্প ধনুঃশর,
রূপের গুণের নাহি সীমা।
এমন যৌবন কালে, ভস্ম হৈলা কোপানলে,
কোথায় রাখিয়া গেলা আমা॥
মুই অভাগিনী রতি, হারাইনু প্রাণ পতি,
কোথা পাব প্রভু গুণনিধি।
কোন দোষ কৈল তাত, হারাইলুঁ প্রাণ নাথ,
হরিল দিয়া দারুণ বিধি॥
শিবের চরণ ধরি, কান্দে রতি সুন্দরী,
কেন হেন কৈলা পশুপতি।
করিলা ভস্ম অনঙ্গ, জগতের রস ভঙ্গ,
দ্বিজ বংশীদাসের ভারতী॥

দিশা—কেনে দয়া না হইল ভোলা মহেশ্বরে।

রতির বিলাপ শুনি বলে মহেশ্বর।
না কান্দ না কন্দ রতি আমি দিলুঁ বর॥
অনঙ্গ থাকিলে হয় কামের বিকার।
অনঙ্গ নাহি থাকিলে রস নাহি আর॥
মনের গোচরে থাকে সকল লোকের।
এতেকে অনঙ্গ নাম হইল কামের॥

অনঙ্গ হইয়া তোষে সকল সংসারে।
সধবা হইয়া থাক পূর্ব্ব ব্যবহারে॥
রুক্মিণী উদরে জন্ম কৃষ্ণের ঔরসে।
সম্বর অসুর মারি পরিচয় শেষে॥
প্রদ্যুম্ন হইব নাম আর সম্বরারি।
কত দিন থাক রতি কল্প দুই চারি॥
ইবলি রতিরে শিব করিল বিদায়।
কামাকুল হইয়া পরে নানা স্থানে যায়॥
ইদেখিয়া শিবে দিল বিষ্ণু আলিঙ্গন।
হরি হর এক অঙ্গ হইল তখন॥
অন্তরে অভেদ ভাবি করিয়া ভকতি।
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে যুগল মুরতি॥

লাচাড়ী—ধানসী রাগ।

প্রনমহুঁ হরিহর, অদ্ভুত কলেবর,
শ্যাম শ্বেত একই মূরতি।
অভেদ ভাবিয়া লোকে, দেখিছে অতি কৌতুকে,
মরকতে রজতের জ্যোতি॥
দক্ষিণ শরীরে হরি, বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি,
আধ আধ একই সংযোগে।
ধন্য লোকে দেখে হেন, গঙ্গা যমুনা যেন,
মিলিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে॥

দক্ষিণাঙ্গ অনুপম, সুন্দর জলদ শ্যাম,
বাম তনু নিরমল শশী।
দেখি মুনি মন ভোলে, দুই পর্ব্ব এককালে,
অমাবস্যা আর পৌর্ণমাসী॥
বাম শিরে উভা জটা, লম্বিত পিঙ্গল কটা,
দক্ষিণাঙ্গে কিরীট উজ্জ্বল।
বাম কর্ণে বিভূষণ,
দক্ষিণেত মকর কুণ্ডল॥
অর্দ্ধ ভালেত নয়ন, প্রকাশিত হুতাশন,
কস্তূরী শোভিছে আন পাশে।
কেশর অগুরু সঙ্গে, লেপিত দক্ষিণ অঙ্গে,
বাম অঙ্গে বিভূতি প্রকাশে॥
ত্রিশূল ডম্বুর বরে, শোভিয়াছে বাম করে,
শঙ্খ চক্র দক্ষিণে বিরাজে।
কটির দক্ষিণ পাশে, পরিধান পীত বাসে,
বাম পাশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম সাজে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, মঞ্জীর দক্ষিণ পায়,
ফণী বাম চরণ পঙ্কজে॥

পার্ব্বতীর জন্ম ও তপস্যা

দিশা—আমি আর না জানি।
রাম রাঘব বিনে আর না জানি।

নারদে জিজ্ঞাসে মুনি কহ তদন্তরে।
সতী জনমিল কেন হিমালয় ঘরে॥
পুলস্ত্য বলয়ে হিরণ্যাক্ষের তনয়।
তারক অসুর দেবে কৈল পরাজয়॥
স্বর্গপুরে দেবতা যেখানে যারে পায়।
মুনি ঋষি আদি করি মারিয়া খেদায়॥
ইন্দ্রের বিষয় গেল যজ্ঞ হীন মুনি।
দেবগণ চলি গেলা যথা পদ্মযোনি॥
অসুরের অত্যাচার আত্ম বিড়ম্বন।
ব্রহ্মার গোচরে সবে কৈলা নিবেদন॥
ব্রহ্মা বলে চিন্তিয়াছি উপায় ইহার।
শিব-সতীর এক জন্মিব কুমার॥
মহা পরাক্রান্ত হৈব সমরে দুর্ব্বার।
দুর্জ্জয় অসুরে রণে করিব সংহার॥
ইন্দ্র বলে সতীরে কাটিল চক্রপাণি।
উদাসীন হৈয়া শিব হৈলা তপোমণি॥

কোথাত জন্মিব সতী পতি হৈব হর।
কিমতে মারিব দৈত্য তাহার কুঙর॥
ব্রহ্মা বলে পূর্ব্ব কথা শুন দিয়া মন।
অঙ্গ হতে সতীরে স্বজিলা নারায়ণ॥
সত্ত্ব রজ তম আর যত চরাচরে।
সকল জন্মিল পূর্ব্বে সতীর উদরে॥
মৃত্যু রূপে নিরঞ্জন জলেত ডুবিলা।
আমার নিকটে আসি ভাসিয়া উঠিলা॥
আমি তারে ঢেউ দিয়া দিলুঁ ভাসাইয়া।
বিষ্ণুর নিকটে মড়া ভাসি উঠে গিয়া॥
দুর্গন্ধ পাইয়া বিষ্ণু উঠিলেন তটে।
ভাসিয়া উঠিল মড়া শিবের নিকটে॥
শিবে তারে লাগ প্যায়া লৈল কোলে করি।
তখনে হাসিয়া উঠে নিরঞ্জন হরি॥
হাসিয়া অনাদি প্রভু লাগে বলিবার।
আমি হরি তুমি হর ভিন্ন নাহি আর॥
যোগীশ্বর নাম তব তত্ত্বজ্ঞানী অতি।
তুষ্ট হৈলুঁ তোমারে লইয়া যাও সতী॥
শিবে বলে জন্মে জন্মে সতীর মরণ।
কিমতে লইয়া যাইব বল নারায়ণ॥
তবে অনাদির আজ্ঞা হইল তাহারে।
ছয় বার মৈলা সতী শিবের গোচরে॥
ছয় জন্মে ছয় মুণ্ড নিলা ত্রিলোচন।
এই জন্মে সাত মুণ্ড হইল পূরণ॥

ইজন্মে জন্মিলে সতী পুনঃ মৃত্যু নাই।
স্বরূপ জানিয়া ইন্দ্র কই তোমার ঠাঁই ॥
এত বলি ব্রহ্মা সব দেব লৈয়া চলে।
চণ্ডিকারে স্তুতি করে ক্ষীরোদের কূলে ॥
দ্বিজ বংশীদাস দেবী মনসার দাস।
অপূর্ব্ব পুরাণ গীত করিলা প্রকাশ ॥

লাচাড়ী।

মিলিয়া ক্ষীরোদ কূলে, ব্রহ্মা আদি দেবে বলে,
শুন মা ও জগত জননী।
দুরন্ত দৈত্যর ডরে, দেবগণ রৈতে নারে,
পলাইলা যত ঋষি মুনি ॥
নাহি যজ্ঞ জপ ব্রত, দেবের বিষয় যত,
অসুরে কাড়িয়া নিল বলে।
ধরা এ অসহ্য ভার, সহিতে না পারে আর,
বিপদ তারিণী তোমা বলে ॥
তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি, তুমি ক্ষমা ধৃতি কান্তি,
মহা নিদ্রা ব্রহ্ম স্বরূপিনী।
ব্রহ্ম বীজ মহামন্ত্র, তোমাতে সকল তন্ত্র,
চারি বেদে তোমার বাখানি ॥

অনন্ত শয়ন কালে, মহাবিষ্ণু কর্ণমুলে,
জন্মিল অসুর দুই জন।
সেই মধু কৈটভ, বলে কৈলা পরাভব,
তুমি শক্তি জগত শরণ॥
এই মতে দেবে কয়, দুষ্ট দৈত্যের ভয়,
কর যোড়ে করিয়া ভকতি।
বন্দিয়া পার্ব্বতি পায়, দ্বিজ বংশীদাসে গায়,
প্রসন্ন হইলা ভগবতী॥

চণ্ডিকা শুনিলা দেবতার স্তুতি বাণী।
শূন্য হতে উপজিল হুহুঙ্কার ধ্বনি॥
কি কারণে দেবগণ কহ এত কথা।
ব্রহ্মা বলে শুন মাও ত্রিজগত মাতা॥
ভূত ভবিষ্যত তব নহে অগোচর।
হিমালয় কন্যা হও মহাদেবে বর॥
ভ্রমরের শব্দ যেন হইল তখন।
জনম লইব আমি শুন দেবগণ॥
তখন দেবের স্থানে বলে নারায়ণে।
কুরুক্ষেত্র নাম পীঠ আছে এ ভুবনে॥
অগ্নি স্বাহা আদি করি যত পিতৃগণ।
শ্রাদ্ধ উপহারে সবে কর উপাসন॥

পিতৃলোকের মন হৈতে জন্মিয়াছে কন্যা।
মেনকা সুন্দরী নাম রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতৃগণ তুষ্টকরি সেই কন্যা নিয়া।
হিমালয় ঠাঁই তারে শীঘ্র দেহ বিয়া॥
তবেই যে সতী পূর্ব্বে শিবের নিন্দায়।
ক্ষণেকে ত্যজিল তনু সে মহামায়ায়॥
উমারূপে জনমিবে হিমালয় ঘরে।
তানে বিয়া করিবেন দেব মহেশ্বরে॥
শঙ্করের অংশ ভাগে জন্মিব কুমার।
তান হাতে হৈব দুষ্ট অসুর সংহার॥
ইহা শুনি সত্বরে চলিলা দেবগণ।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া করে পিতৃ আরাধন॥
তুষ্ট হৈয়া পিতৃগণ কন্যা কৈলা দান।
দেবগণে আনি দিল হিমালয় স্থান॥
কন্যা পায়া গিরিরাজ সানন্দিত মনে।
নানাবিধ মহোৎসব করিয়া বিধানে॥
বেদ বিধি আচারে মঙ্গল কার্য্য করি।
হিমালয়ে কৈল বিয়া মেনকা সুন্দরী॥
দক্ষের কুমারী সতী শরীর ছাড়িয়া।
শিবের শরীরেত আছিলা প্রবেশিয়া।
অসুর প্রবল দেখি বধের কারণে।
হিমালয় গৃহে আসি জন্মিলা আপনে।
হিমালয় ঔরসে মেনকার উদরে।
নানাবিধ মহোৎসব গিরিরাজে করে॥

পঞ্চমাসে পঞ্চামৃত দিল সখীগণে।
অষ্ট মাসে অষ্টমী সম্পূর্ণ শুভ দিনে॥
শুভক্ষণে মেনকার গাও যে চলিল।
ধাই নাই আসি সব উপস্থিত হৈল॥
যত সব দেবগণ হরষিত হৈয়া।
যতেক দেবের নারী আসিল চলিয়া॥
ইন্দ্রের সচী আইল চন্দ্রের রোহিণী।
লক্ষ্মী সরস্বতী আইল বিষ্ণুর ঘরণী॥
যতেক অপ্সরী আইল আর বিদ্যাধরী।
মুনিপত্নীগণ আইল চন্দ্রের কুমারী॥
শিবের যতেক গণ নন্দী আদি করি।
ভূত বেতাল যত ভূচরী খেচরী॥
ডাকিনী যোগিনী যত সিদ্ধ মুনিগণ।
সমাই চলিয়া আইল হরষিত মন॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি হইল আগত।
রাশি নক্ষত্র তিথি নবগ্রহ যত॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
শান্ত হৈল তিন লোকে সাধু জনের মন॥
সুগন্ধী শীতল বায়ু বহে ধন ধন।
দশ দিক প্রকাশিত দেবের নাচন॥
দেব লৈয়া পুরন্দরে নানা শাস্ত্র গণি।
ঋষি মুনি জনে করে সবে জয়ধ্বনি॥
লয়ে অধিষ্ঠান আপনি বৃহস্পতি।
রবি শশী ভৃগু আসি করিলেক স্থিতি॥

রোহিণী বৃষের চন্দ্র অষ্টমী পাইয়া ।
ততক্ষণে ধরণীতে জন্মে মহামায়া ॥
তারাবতী রত্নবতী মেনকার ধাই ।
নাড়ীচ্ছেদ করিলেক পঞ্চরত্ন পাই ॥
স্নান করাইল শিশু আনি তীর্থ জল ।
যত কর্ম্ম সমাধান করিল সকল ॥
দ্বিজ বংশীদাসেরে প্রসন্ন সরস্বতী ।
আদ্যে গাইল গীত ভবানী উৎপত্তি ॥

লাচাড়ী—রাগ লহরী ।

সকল দেবের উপকারে ।
শিবের পিরিতী পায়্যা, জন্মিলেন মহামায়া,
উমারূপে হিমালয় ঘরে ॥
দেখিতে সুন্দরী অতি, দাড়িম্ব কদলি কান্তি,
সর্ব্ব ব্যক্ত নাম তান কালী ।
অষ্টভুজা ত্রিনয়নী, কি তান মহিমা জানি,
মস্তকে পিঙ্গল জটাবলী ॥
বসি নিজে বৃহস্পতি, নাম কর্ম্ম যত ইতি,
বেদ মন্ত্র করে উচ্চারণ ।
পর্ব্বত রাজার ঘরে, পার্ব্বতী নাম ধরে,
পঞ্চমাসে অন্নপ্রাসন ॥

কন্যা অতি সুলক্ষণ, রূপে জিনে ত্রিভুবন,
দিনে দিনে হয় বৰ্দ্ধমান।
চারি বরষের কালে, কৌতুকে আঙ্গিনা খেলে,
অন্তরে শিবেরে করে ধ্যান॥
ছয় বৎসরের হৈয়া, পূৰ্ব্ব জনম স্মরিয়া,
তপস্যাতে চলে তপোবনে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, নিবেদি বাপেরে যায়,
শিশুকালে শিব আরাধনে।'

দিশা—গোপাল বনে যায়রে মায়ের প্রাণ লৈয়া

ছয় বৎসরের শিশু ভাবিয়া শঙ্করা
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর॥
তাকে দেখি কহিলাঞি মেনকা সুন্দরী।
কি তপ কর মা উমা ঘরে যাও ফিরি॥
নিতি নিতি যায় মায়ে তপ নিষেধিয়া।
ভুলাইয়া মায়ায় মায়েরে মহামায়া॥
তথাপিও কালী তপ করে নিরন্তর।
শূলপাণি মহাদেব ভাবিয়া শঙ্কর॥
শীতকালে জলে নামিমূলমন্ত্র জপে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু চমকিত জপের প্রতাপে॥

শুখান বৃক্ষের পাতা ভক্ষণ করিয়া।
বায়ু ভক্ষে তেজ ভক্ষে অন্ন তেয়াগিয়া॥
এই মতে নিরবধি করে আরাধন।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল যত দেবগণ॥
হিমালয় কুমারিকে আনিতে হেথায়।
কি কারণে তপ করে কিবা বর চায়॥
ব্রহ্মার বচনে আসি দেখে দেবরাজে।
নিকটে যাইতে নারে তপস্যার তেজে॥
আছুক নিবার কার্য্য চাহন দুষ্কর।
আসিয়া ব্রহ্মার কাছে কহে পুরন্দর॥
ব্রহ্মা বলে এবে আমি জানিলুঁ প্রত্যয়।
শঙ্কর দুর্লভা সতী জন্মিছে নিশ্চয়॥
তুমি সবে নার যার তেজ সহিবার।
বুঝিলাম দেবতার হৈল উপকার॥
এত শুনি দেবগণ রহে অপেক্ষায়।
হিমালয় পুনঃ কন্যা ঘরে লৈয়া যায়॥
হেন কালে নিরাশ্রয় হইয়া শঙ্কর।
সুমেরু আদি পর্ব্বত ভ্রমি নিরন্তর॥
একদিন শিব যদি আইলা হিমালয়।
নিমন্ত্রিয়া গিরিরাজ করিল বিনয়॥
এইখানে রহ গোঁসাই আমার আশ্রম।
তপ কর এথা থাকি স্থান মনোরম॥
এত শুনি মহাদেব রহিল তখনে।
কালী আসি প্রণমিল শিবের চরণে॥

দেখিয়া ঈষদ হাসি বলে পশুপতি।
হের দেখ সেই মোর জন্মিয়াছে সতী॥
সখীগণ সঙ্গে কালী হরষিত হৈয়া।
শঙ্কর মোহিতে যে আইল মহামায়া।
দেখিয়া শঙ্করে বলে ভাবিয়া অন্তরে।
এথা আইল মহামায়া মোহিতে আমারে॥
পাষণ্ড হইল হেথা থাকি কার্য্য নাই।
যোগ চিন্তি নিরাশ্রয়ে অন্য স্থানে যাই॥
এতেক বলিয়া হর হৈলা অন্তর্দ্ধান।
লজ্জিতা হইলা কালী ভাবে অপমান॥
কান্দিয়া বাপের স্থানে কহিল বচন।
শঙ্কর উদ্দেশে আমি ত্যজিব জীবন॥
এতেক বলিয়া পুনঃ চলে তপোবনে।
জটা শিরে বান্ধিয়া বাকল পরিধানে॥
রত্ন অলঙ্কার বস্ত্র ত্যজিয়া সকল।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ বিভূতি কজ্জল॥
মহা কঠোর তপ কৈল আরম্ভন।
সঙ্গে থাকি পরিচর্য্যা করে সখীগণ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভবানী চরণে।
সংক্ষেপে গাইল গীত বামন পুরাণে॥

লাচাড়ি—আহীর রাগ ।

তপ করয়ে চন্দ্রমুখী ।

শিবেতে মজায়্যা মন, ক্ষণে হয় অচেতন,

ক্ষণে উঠে শিব শিব ডাকি ॥

মৃত্তিকায় গড়ি হর, পূজে কন্যা নিরন্তর,

দীপ ধূপ নানা উপহারে ।

আতপ তণ্ডুল সনে, শঙ্কর ভাবিয়া মনে,

দেয় পুষ্প শিবের উপরে ॥

বরদাতা প্রভু হর, মহাযোগী মহেশ্বর,

আদি পুরুষ দিগম্বর ।

আগর চন্দন সনে, শঙ্কর ভাবিয়া মনে,

ঢালি দেয় শিবের উপর ॥

কালীর নির্ম্মল ভাবে, রহিতে না পারে শিবে,

প্রসন্ন হইলা শূলপাণি ।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বেশে, আসিল কালীর পাশে,

দ্বিজ বংশীর মধুরবাণী ॥

(দিশা—অঞ্চলে না ধর নাগর কানাই ।)

দ্বিজ বলে শুন কন্যা আমার বচন ।

এমত সম্পদ ছাড়ি কেনে তপোবন ॥

আমি যে ব্রাহ্মণ দেখ তপস্বী আচার।
ব্রাহ্মণের কুলধর্ম্ম নারি ছাড়িবার॥
রাজার কুমারী তুমি প্রথম যৌবন।
এমত সম্পদ ছাড়ি কেনে তপে মন॥
নারীলোকে তপ করে ধনের আরম্ভী।
রূপ যৌবন ভোগ করিতে সম্পত্তি॥
সে সকল ধন তব আছয়ে বিশেষ।
অকারণে তপে কেন তনু কর শেষ॥
দ্বিজের বচনে কালী লজ্জিতা হইলা।
শশীপ্রভা নাম সখী ডাকিয়া কহিলা॥
যে কারণে বনে কন্যা কহি তব স্থানে॥
মহাদেব পতি হউক এই বাঞ্ছা মনে।
এত শুনি দ্বিজে বলে হাসি উচ্চৈস্বরে।
এমত কুবুদ্ধি কন্যা কেবা দিছে তোরে॥
নবীন বয়স তব যেন চন্দ্রকলা।
কিমতে বঞ্চিবা শিবের সর্প লৈয়া খেলা॥
তব অঙ্গে পাটাম্বর চন্দনে লেপিত।
শিবে পরে ব্যাঘ্র চর্ম্ম বস্ত্র বিবর্জ্জিত॥
গলাতে হাড়ের মালা শ্মশানেত ঘর।
তোমার ত যোগ্য পতি নহে এ শঙ্কর॥
সহজে অজ্ঞান তুমি শুন লো যুবতী।
বুড়া ছাড়ি অন্য চেষ্টা কর ভাল পতি॥
কালী বলে হেন বাক্য না বলিও তুমি।
যেন তেন হোক তেঁহ শিব মোর স্বামী॥

সখী সম্বোধিয়া কালী বলিল তখন।
এথা হতে দূর কর নিন্দুক ব্রাহ্মণ॥
মহাজনে নিন্দা করে সহিতে না পারি।
দেবদেব মহাদেব দেব অধিকারী॥
ইবলিয়া দিল কন্যা তপস্যাতে মন।
সেইক্ষণে সাক্ষাৎ হইলা পঞ্চানন॥
খেটক ডম্বুর শিঙ্গা বৃষ আরোহণ।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র বিভূতি ভূষণ॥
যেই মাত্র স্মরণে সাক্ষাৎ হৈলা হর।
এতেকে শিবের নাম হৈল ভদ্রেশ্বর॥
ভদ্রেশ্বরে পূজা করি সিদ্ধ হৈয়া তথা।
ভদ্রকালী হইলেন গিরিরাজ সুতা॥
হাস্য মুখে কালীকে কহিলা ত্রিপুরারি।
তপে বশ হৈলুঁ তব শুনহ সুন্দরী॥
বাপের আশ্রমে যাও আনন্দিত মনে।
ঘটক পাঠাব আমি বিবাহ কারণে॥
পিতার গৃহেত কালী গেল এই মতে।
মহাদেব চলি গেলা মন্দার পর্ব্বতে॥
যুক্তি করিয়া সব দেবের সংহতি।
সপ্ত ঋষি সবে আনি সহ অরুন্ধতী॥
ঘটক পাঠায়ে দিল হিমালয়পুরে।
সপ্ত ঋষি মিলে গিয়া রাজার দুয়ারে॥
হিমালয়ের দ্বারে আছে গন্ধমাদন।
রাজার গোচরে গিয়া কৈল নিবেদন॥

অরুন্ধতী সহিত আসিছে ঋষি সব।
অনুব্রজি হিমালয় করিলা গৌরব॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিলা সিংহাসন।
প্রণমিয়া করযোড়ে কহিলা বচন॥
আমার আশ্রমে প্রভু কোন প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর মোরে হৈয়া প্রসন্ন বদন॥
তাহা শুনি মুনি সব হরষিত মতি।
সমাগত অঙ্গিরা প্রভৃতি যত ইতি॥
অঙ্গিরা বলিলা অগ্রে শুন গিরিবর।
দেবদেব মহাদেব জানহ শঙ্কর॥
যাহাকে ঈশ্বর বলি চারি বেদে কয়।
সর্ব্ব ভূত সর্ব্ব আত্মা সর্ব্ব জীবময়॥
অশেষ যজ্ঞের পতি দক্ষযজ্ঞ হর।
তিনি পাঠাইয়াছেন কার্য্য গুরুতর॥
এই যে তোমার কন্যা কালী সুবদনী।
যত ইতি চরাচর সমার জননী॥
বিবাহ করিতে ইচ্ছে দেব পঞ্চানন।
বুঝিয়া উত্তর দেহ যদি লয় মন॥
তাহা শুনি হিমালয় প্রসন্ন বদন।
পাঠাইল দূত তবে গন্ধমাদন॥
দ্বিজ বংশীদাসে কয় যাদবানন্দ সুত।
কালীর বিবাহ কথা শুনিতে অদ্ভুত॥

হর পার্ব্বতীর বিবাহ

লাচাড়ি ।

জানাইল গন্ধমাদন ।
যত সব গিরিবর, চল সবে সত্বর,
পার্ব্বতীর বিবাহ কারণ ॥
সুমেরু চলহ রঙ্গে, নীল নিষধ সঙ্গে,
ত্রিকূট চলহ মাল্যবান্ ।
চিত্রকূট মন্দার, হেমকূট কালঞ্জর,
পারিপাত্র হও আগুয়ান ॥
উদয়গিরি চল, লোকালোক অচল,
মহেন্দ্র মলয় শতগিরি ।
বিন্ধ্য গিরি মহাবল, শ্রুত শৃঙ্গ নীলাচল,
যাতে বৈসে কামাখ্যা সুন্দরী ॥
রম্যগিরি নন্দন, চলহ শ্রীচন্দন,
শাল পার্শ্ব অঞ্জনা কেশরী ।
কৈলাস সানন্দ মনে, ক্রৌঞ্চ কুশেশয় সনে,
তালজঙ্ঘ চল অস্তগিরি ॥

রজতাদ্রি হিঙ্গুলীয়া, জম্বুগিরি উড়িষ্যায়া,
ঋষ্যমূক গিরি গোবর্দ্ধন।
চন্দ্রকান্ত রূপেশ্বর, দুর্ব্বাসান গিরিবর,
গৌড়শৃঙ্গ গরুড় আসন ॥
ইমতে পর্ব্বত গণ, সবে কৈল নিমন্ত্রণ,
যথা যথা বৈসে তিন লোকে।
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, সবে আইল হিমালয়,
পার্ব্বতীর বিবাহ কৌতুকে ॥

দিশা—আনন্দে গোপাল চলিল বৃন্দাবন।

যতেক পর্ব্বত আসি হৈল সমুদিত।
সপ্ত ঋষি প্রণমিয়া বসিল ভূমিত ॥
হিমালয় বলে দ্বারী চল আরবার।
মেনকারে আন এথা শৌনব কুমার ॥
শুনিয়া মেনকা আসিল শীঘ্রগাত।
সপ্ত ঋষি প্রণমিল আর অরুন্ধতী ॥
বসিল সকল সভা আনন্দিত হৈয়া।
হিমালয়ে বলে সব জ্ঞাতি সম্বোধিয়া ॥
মুনি সব আসিয়াছে কালীর কারণ।
বিবাহ করিতে ইচ্ছে দেব ত্রিলোচন ॥

যতেক অমাত্যগণ আছ উপস্থিত।
বুঝিয়া উত্তর দেহ যে হয় উচিত॥
শুনিয়া সুমেরু আদি দিলেক উত্তর।
যেন রূপবতী কন্যা তেন মত বর॥
সপ্ত ঋষি ঘটক শঙ্কর প্রেরিতা।
অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাহিক অন্যথা॥
মেনকা বলয়ে শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
আমি যখন তপ করি কন্যার কারণ॥
তখনে কহিলা ব্রহ্মা কন্যা বর দিয়া।
এই কন্যা মহাদেবে করিবেন বিয়া॥
ইহার উদরে যদি জন্ময়ে কুমার।
তিনি রক্ষা করিবেন দেবতা সমার॥
এই মতে জানি আমি ব্রহ্মা মুখবাণী।
দিবাম বিবাহ আসিয়াছে সব মুনি॥
শুনি হিমালয় বলে হৈয়া হরষিত।
কালীর বিবাহ দিব শিবের সহিত॥
মেনকা বলয়ে শুন উমা সুবদনী।
তোমারে করিবে বিয়া দেব শূলপাণি॥
শুনিয়া লজ্জিতা কালী মাথা নাহি তোলে
অরুন্ধতী আসিয়া তুলিয়া লৈল কোলে॥
কপালে চুম্বন দিয়া বলে প্রিয় বাণী।
অবিলম্বে হও তুমি শিবের ঘরণী॥
সপ্ত ঋষি বলে তবে শুন গিরিরাজ।
শীঘ্র হোক বিবাহ বিলম্বে নাহি কাজ॥

উত্তরফাল্গুনী যোগ তিথি সুমঙ্গল।
চন্দ্রতারা যোড়া শুদ্ধ জানিলু সকল॥
কালি অধিবাস পরশ্ব হৈব বিয়া।
বিদায় হইলা সবে হকথা বলিয়া॥
তাহা শুনি মেনকারে আনন্দিত মনে।
তৈল বন্ধন করে মহেন্দ্র সুক্ষণে॥
দ্বিজ বংশীদাসে পুরাণ অনুসারে।
পূর্ব্ব পুরাণ কথা রচিল পয়ারে॥

লাচাড়ী—সোহিণী রাগেন।

তৈল বান্ধিছে নারীগণে।
পর্ব্বত রাজার পুরী, যত সব সুন্দরী,
আসিয়া মিলিল শুভক্ষণে॥
সুমের গিরির নারী, সুবর্ণরেখা সুন্দরী,
স্বরূপাই আইল মহামায়া।
শুদ্ধকালী সুললিতা, জয়ন্তী অপরাজিতা,
বৈজয়ন্তী জয়া বিজয়া।
দিতি অদিতি সীতা, আইল কদ্রু বিনতা,
সুরভি স্বরূপা সুবদনী।
অরুণা অরুন্ধতী, খ্যাতি কৃত্তি সন্ততি,
আর যত রাক্ষস নন্দিনী॥

বিষ্ণু দিলা অনুমতি, আইল লক্ষ্মী সরস্বতী,
শচী রতি আইল ব্রহ্মাণী।
চন্দ্রের সাতাইশ নারী, যত সব বিদ্যাধরী,
বিবাহ মঙ্গল বাদ্য শুনি ॥
চন্দনে লেপিয়া স্থানে, নানা চিত্র আলিপনে,
পাতিল মঙ্গল ঘট বারি।
কাঞ্চন প্রদীপ জ্বলে, সুবর্ণের পাতিলে,
তৈল রান্ধয়ে সুরেশ্বরী ॥
অগুরু চন্দন জ্বালি, বিষ্ণু তৈল দিল ঢালি,
জোকার মঙ্গল চারি পাশে।
গন্ধেক সুগন্ধ আনি, তৈলে দিল সুবদনী,
মন্দ মন্দ চামর বাতাসে ॥
সুবর্ণ সন্ধোকা হাতে, জ্বালি লৈল ইঙ্গিতে,
নামাইল সুবর্ণের ইটে।
তৈল রন্ধন করি, রঙ্গে মেনকা সুন্দরী,
হাসিয়া হাসিয়া পাণ বাঁটে ॥
যত সব নারীলোকে, পরিহাস্য কৌতুকে,
কালীরে তুলিয়া লৈল কোলে।
সিন্দুর কাজল পরি, চলে মঙ্গল জোকারি,
বংশীবদন দ্বিজে বলে ॥

(দিশা—আজি নিশি স্বপনে দেখিলু নন্দলালা।)

শিবপুরে দ্বারী সবে গিয়া শীঘ্রগতি।
মহাদেবে জানাইল কার্য্য যত ইতি॥
তাহা শুনি শূলপাণি প্রসন্ন বদন।
যত সব দেবগণে কৈলা নিমন্ত্রণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চলি আইল অনল পবন।
কুবের বরুণ যম আর হুতাশন॥
যত সব দেবগণ আসিয়া কৈলাসে।
হরষেতে বসিলাইঁ শিবের সম্পাশে॥
মনে মনে মহাদেব করিলা স্মরণ।
বীরভদ্র চলি আইল সহ রুদ্রগণ॥
দেবমাতা অদিতি আইলা ততক্ষণ।
সুরভি সুরসা আর যত মাতৃগণ॥
যত সব দেবীগণ আসিয়া কৈলাসে।
তৈল রন্ধন কৈল গন্ধ অধিবাসে॥
প্রভাতে মঙ্গল কর্ম্ম করি পিতৃলোকে।
আপনি সাজয়ে হর বিবাহ কৌতুকে॥
গোধূলি সমান চন্দ্র উজ্জ্বল কপালে।
অস্থিমালা তুলি দিলা আপনার গলে॥
জটা তুলিয়া বান্ধে করিয়া সুন্দর।
শিশুকালের হুতাশন ঝলকে প্রখর॥
পিঙ্গল জটার মাঝে হইয়া লম্বিত।
ফণা ধরি রহিয়াছে সর্প চতুর্ভিত॥

শ্রবণে কুণ্ডল পরে কাল সর্প দিয়া।
সর্পের কেয়ূর পরে সর্পের বলয়া॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল বিভুতি ভূষণ।
কণ্ঠে বাসুকি নাগে হার সুশোভন॥
বাঘছাল পরিধান অদ্ভুত আকার।
কটী বেড়িয়া পরে জল শঙ্খ হার॥
চরণে নুপূর পরে রাঙ্গা সর্প দিয়া।
ঝুলি কাঁথা ইন্দ্রাসন কক্ষেত লইয়া।
যাত্রা মুখে বসে হর বাঘছাল পাতি।
বৃষ গোটা সাজাইয়া আনে শীঘ্রগতি॥
কপালে বান্ধিল চন্দ্র দর্পণ সুন্দর।
শ্বেত চামর বান্ধে তাহার উপর॥
দুই শৃঙ্গ সাজাইল সুবর্ণের পাতে।
রত্ন বিরচিত চূড়া বান্ধিল মাথাতে॥
গলাতে লম্বিত শোভে মুকুতার দাম।
কনক ঘুঙ্ঘুরাবলী শোভে অনুপম॥
তাহার উপরে ঘণ্টা বান্ধিল উজ্জ্বল।
শ্বেত চন্দনেত অঙ্গ লেপিল সকল॥
চতুষ্পদে পরাইল সুবর্ণের খুরা।
রত্নের নুপূর দিল সোনার ঘুঘুরা॥
লেজেত চামর তাত মুকুতার ঝুরি।
দুই পাশে লম্ব হার শোভে সারি সারি॥
সোনার পাথর দিল পৃষ্ঠেত তুলিয়া।
সুবর্ণের পাটাম্বরে তাহা আচ্ছাদিয়া॥

এই মতে বৃষরে সাজাইয়া শীঘ্রগতি।
তার'পরে বসে হর ব্যাঘ্রছাল পাতি॥
ধ্বজ ধরি আগেতে চলিছে নন্দী দ্বারী।
চতুর্ভিতে দেবগণ মধ্যে ত্রিপুরারি॥
খেটক ডম্বুর শিঙ্গা বায়ে ঘনে ঘনে।
চলিছেন মহাদেব বৃষ আরোহণে॥
পরম শোভিত হর দেবের সমাজে।
নক্ষত্র বেষ্টিত যেন শোভে নিশারাজে॥
ডানি পাশে যোগান ধরিছে নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে গরুড় বাহন॥
বাম পাশে ব্রহ্মা চলে হংস আরোহণ।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি সিদ্ধ মুনিগণ॥
ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র শচীর সহিতে।
উত্তম ধবল ছত্র শোভে তার মাথে॥
যমুনা সরস্বতী তীর্থ দুজনায়।
হাস্তর উপরে থাকি চামর দোলায়॥
আগে চলে রুদ্রগণ মধ্যে ত্রিপুরারি।
তার পাছে দেবগণ অগ্নি আদি করি॥
ধনস্তাদি ষড় ঋতু চড়িয়া বিমানে।
পঞ্চ বর্ণ পুষ্প লৈয়া চলিছে যোগানে॥
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ব্বের গীত।
ভেউর মৃদঙ্গ বাদ্যে ভুবন মোহিত॥
দেব দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
আদিত্য দ্বাদশ কোটী করিছে গমন॥

একাদশ কোটী চলে রুদ্রগণ যতি।
অসংখ্য চলিছে যক্ষ রাক্ষস সংহতি॥
হস্তিত চড়িয়া চলে নানা বাদ্য করি।
সত্বরে মিলিল আসি হিমালয় পুরী॥
যতেক পর্ব্বতে আসি দিল আগুসার।
শ্বশুর উদ্দেশে শিব কৈলা নমস্কার॥
অনুব্রজি জামাতাকে আনিলেক ঘরে।
সিংহাসন পাতি দিল মণ্ডপ ভিতরে॥
সিংহাসনে বৈসে হর বাঘাম্বর পাতি।
চতুর্ভিতে বসিলেক দেব যত ইতি॥
যতেক বরের গণ আসিয়াছে সাজে।
জনে জনে সম্ভাষে সম্ভ্রমে গিরিরাজে॥
অর্ঘিয়া আসন দিয়া পূজিল সকলে।
আনন্দিত দেবগণ অতি কুতূহলে॥
সপ্ত ঋষি কহিলাই হিমালয় ঠাঁই।
শীঘ্র হউক বিবাহ বিলম্বে কার্য্য নাই॥
তাকে শুনি মেনকা যে আনন্দিত মন।
সোহাগ সাধিতে চলে লৈয়া নারীগণ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় কৌতুক প্রচুর।
কালীর বিবাহ কথা শুনিতে মধুর॥

লাচাড়ী—সোহিনী রাগ।

চলিল মেনকা গো সোহাগ সাধিবারে।
আগে পাছে নারীলোক মঙ্গল জোকারে॥
কেহ লৈল পাণ বাটা ঘৃতে জ্বালি বাতি।
কেহ লৈল ভৃঙ্গার কেহবা ধরে ছাতি॥
কেহ কেহ পুষ্প লৈয়া চন্দন ছিটায়।
চামরে বাতাসে কেহ কেহ গীত গায়॥
বিচিত্র সোহাগ ডালা মাথে করি লৈয়া।
লাস লাবণ্যে যায় অঞ্চলে ঢাকিয়া॥
এহি মতে নাচিয়া গাহিয়া সবে যায়।
ঘরে ঘরে অঞ্চল পাতি সোহাগ চায়॥
তুমি গে বড়র ঝি গো সোহাগে আগলী।
তোমার ঘরের সোহাগ পাউক মোর কালী॥
সিন্দূর কজ্জল চাউল হরিদ্রা লবণে।
অর্দ্ধেক ঢালিয়া লয় অঞ্চলের কোণে॥
হাস্য কৌতুক করি যত নারী ভাগে।
মণ্ডপের দ্বারে গিয়া বরের সোহাগ মাগে॥
গুটীক ভস্মের গুঁড়া গুটী ইন্দ্রাশন।
ঝুলি খুলি দিলা শিব লজ্জিত বদন॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে কাংস্য করতালে।
বিদ্যাধরী নাচে গায় জোকার মঙ্গলে॥
সোহাগ সাধিয়া ঘরে আইল সুবদনী।
দ্বিজ বংশীবদনের মধুরস বাণী॥

হর পার্ব্বতীর বিবাহ।

(দিশা—আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে।)

শঙ্কর চলিয়া আইল এই বার্ত্তা পায়্যা।
যত সব নারী দেখিতে আইল ধায়্যা॥
সিন্দুর কাজল গুয়া সব পরিহরি।
চুল না বান্ধিয়া আইসে বস্ত্র না সম্বরি॥
আসিয়া দেখিল হরে দেবতার মাঝে।
নক্ষত্র বেষ্টিত যেন দেখে নিশারাজে॥
দেখিয়া সকল নারী বলে আনে আনে।
এই দেব মহেশ্বর পূজিত ভুবনে॥
এই করিযাছে দক্ষযজ্ঞ বিনাশন।
লাথি মারি ভাঙ্গিয়াছে সমার দশন॥
কাম দেব ভস্ম এই করিয়াছে কোপে।
হিমালয় কুমারিয়ে জানিছে স্বরূপে॥
দেবদেব মহাদেবে স্বামী বর মাগি।
ভাল তপ করিল পার্ব্বতী এর লাগি॥
এতেক বলিয়া সবে প্রদীপ লইয়া।
অর্ঘিয়া জোকার দেয় মঙ্গল করিয়া॥
তত্ক্ষণে মহাদেব হাসিয়া অন্তরে।
চলিল বিয়ার বেদি শ্বশুর মন্দিরে॥
নানা বর্ণ গুঁড়িয়ে বিচিত্র করি বেদি।
পূর্ণ কুম্ভ বসায়াছে দীপ ধূপ আদি॥
আগে ব্রহ্মা পাছে বিষ্ণু মধ্যে ত্রিলোচন।
বেদিতে প্রবেশ কৈল সঙ্গে ঋষিগণ॥

ইন্দ্রে ধরিল ছত্র শঙ্করের শিরে।
যমুনা সরস্বতী চামরে বায়ু করে॥
গীত গায় গায়নে নাচিছে বিদ্যাধর।
সিদ্ধ মুনি সঙ্গে নাচে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
পূর্ব্ব মুখে বসে হর করিয়া আসন।
গলাতে সর্পের হার বিভূতি ভূষণ॥
শঙ্কর বেদিতে আইল হৈল হুলস্থুল।
কালীরে সাজাতে মায় হইল ব্যাকুল॥
উপরে চান্দুয়া টানি দীপ শতে শতে।
খেউরিকাম করাইল আসিয়া নাপিতে॥
নখের উপরে দিল অলক্তের বোল।
মকর ডালেত যেন দাড়িমের ফুল॥
স্নান করাইতে নিয়া বসাল্য আসনে।
শীঘ্র ভরি কাঞ্চন কলসে জল আনে॥
শরীরে মাখিয়া দিল হরিদ্রা পিঠালী।
কৌতুকে মার্জ্জন করে নারী সবে মিলি॥
পঞ্চগব্য দিয়া অঙ্গ শোধন করিয়া।
পরে স্নান করাইল পঞ্চামৃত দিয়া॥
ইক্ষুরস নারিকেল শিশিরের জলে।
উষ্ণ শীতল জল ঢালিয়া শিশালে॥
তৎপরে মৃত্তিকা স্নান করায়্যা সকল।
তার শেষে শিরে ঢালে নানা তীর্থ জল॥
অষ্ট অভিষেক স্নান করিয়া আপনি।
করয়ে ভৃঙ্গার স্নান সহ বাদ্যধ্বনি॥

সহস্র ঝারার জলে নানা পুষ্প দিয়া
সুগন্ধ শীতল জল শিরেত ঢালিয়া ॥
তিত বস্ত্র ছাড়ি পরে উত্তম বসন ।
বিষ্ণু তৈল দিয়া কৈল শরীর মার্জ্জন ॥
দিতি অদিতি আর লক্ষ্মী সরস্বতী ।
সাজাইতে বসিলেক ইচারি যুবতি ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় যাদবানন্দ সুত ।
কালীর বিয়ার কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥

লাচাড়ী ।

সাজে সুন্দরী কালী রত্ন অলঙ্কারে ।
যায় রূপে মুনিগণ মোহিত সংসারে ॥
ঝারিয়া পিঙ্গল কেশ বান্ধিল কবরী ।
তার মধ্যে মালতীর মালা দিল বেড়ি ॥
উপরে তুলিয়া বান্ধে রতন মুকুট ।
মণিরত্ন বেড়িয়া পিঙ্গল জটাজূট ॥
নাসাপুটে পরিলেক মুকতা আবলী ।
গলে গ্রীবাপত্র পরে মদন শিকলী ॥
শ্রুতি মূলে মণিময় মকর কুণ্ডল ।
তার উপর চক্রাবলী অধিক উজ্জ্বল ॥
কাঞ্চুলী পরিল স্তনে লেপিয়া কুঙ্কুমে ।
সুবর্ণ শিখর যেন আচ্ছাদিল হিমে ॥

তার পরে পরে হার নানা রত্নময় ।
হেমগিরি শৃঙ্গে যেন মন্দাকিনী বয় ॥
রত্নের বাউটী তাড় কেয়ূর কঙ্কণ ।
অষ্টভূজে পরে শঙ্খ অতি বিলক্ষণ ॥
নানা রত্ন বাজুবন্ধ হাতে অনুপম ।
শিবের গলার সাপ সৃজিয়াছে কাম ॥
নীবীবন্ধ ঢাকি পরে কটিতে কিঙ্কিণী ।
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাতে করে রুনু ঝুনু ধ্বনি ॥
উৎকট পরিল পদে সোনার নূপুর ।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় কৌতুক প্রচুর ॥

(দিশা—সাজহে শ্যাম নাগর কানাই ।)

এইমতে সুন্দরী সাজিল নানারূপে ।
হিমালয় চলিগেল বিয়ার মণ্ডপে ॥
শুভ্র বস্ত্র পরিধান ধবল উত্তরী ।
জামাই বরিতে যায় হাতে কুশ বারি ॥
বিষ্ণুরে আসন দিয়া অধিক সম্ভ্রমে ।
পাদ্য অর্ঘ আচমনী দিল অনুক্রমে ॥
দক্ষিণ জানু পরশি বৈদিক বিধানে ।
বরণ বাক্য করাইল ব্রহ্মা আপনে ॥
হরষেতে মহাদেবে কৈল অঙ্গিকার ।
নারীলোকে কোলাহল মঙ্গল জোকার ॥
পঞ্চশত প্রদীপ জ্বালিয়া একবারি ।
নারীগণ সঙ্গে আইল মেনকা সুন্দরী ॥

হাতে অর্ঘ লৈয়া গেল বর অধিবার।
দেখে বর বসিয়াছে লেঙ্গটা আকার॥
গলায়ে হাড়ের মালা গায় ভস্ম গুঁড়া।
মাথায় পিঙ্গল জটা সে কালের বুড়া॥
হাসিতে দশন নড়ে মুখে নাইসে রাও।
অধিক কালের বুড়া কাঁপে হাত পাও॥
শুন শুন ওরে সখী দুঃখের কাহিনী।
জামাই দেখিয়া দুঃখ উঠে পুনি পুনি॥
লেঙ্গট বিকট দেখি বড় ভয়ঙ্কর।
সর্পের গর্জ্জন শুনি সখি পাড়ে লড়॥
ভুজঙ্গ ধরে সখীর চরণে বেড়িয়া।
ঘরে যায় নারী সবে বুকে চাপড় দিয়া॥
দেখিয়া মেনকা বলে মুখে দন্ত নাই।
এই বুড়া কি আমার গৌরীর জামাই॥
ইহাকেই বলে কি দেবের দেব আদি।
কালীর কপালে ভাল লিখিয়াছে বিধি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম কুবের বরুণ।
এনা হৈতে ইহাতে অধিক আছে গুণ॥
এথেকে সে হইয়াছে বিবাহের কথা।
এমত বিরূপ কোথা আছয়ে দেবতা॥
ইহা শুনি মহাদেব মনে মনে হাসে।
খানিক কৌতুক করি দয়া হৈল শেষে॥
শাশুড়ী দেখিতে বেশ ধরে পঞ্চানন।
অতি দিব্য রূপ ধরে প্রথম যৌবন॥

কোটী কন্দর্প জিনি শরীরের ঠাম।
ইন্দ্র আদি দেবগণে ধরিছে যোগান॥
ইহা দেখি মেনকা যে লজ্জিত অন্তরে।
মাথায় কাপড় দিয়া চলি গেল ঘরে॥
গোধূলি সময় লগ্ন মাহেন্দ্র পাইয়া।
বারি কৈল চণ্ডিকারে অন্তপ্পট দিয়া॥
ভাই সুদর্শন আর বান্ধব সকলে।
সুবর্ণ আসনে করি কন্যা ধরি তুলে॥
জয়সেন বিরূপাক্ষ তালজঙ্ঘ নন্দী।
শিবেরে তুলিয়া ধরে বীরভদ্র আদি॥
সমানে ধরিয়া অন্তপ্পট দূর করে।
আচম্বিত চন্দ্র সূর্য্য উদয় একেবারে॥
সোনার প্রতিমা হেন দেখে সর্ব্বলোক
শঙ্কর কালীর মনে পরম কৌতুক॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
কালীর বিবাহ রঙ্গ শুনিতে অপার॥

লাচাড়ী—সোহিনী রাগ

কন্যা বর তুলিয়া কৌতুকে।
অন্যে অন্যে পরিচয়, যেমন চন্দ্র উদয়,
প্রকাশ করিল তিন লোকে॥

প্রণাম করিয়া কালী, দর্পণ মাজি বদলি,
কাঞ্চন প্রদীপ লইয়া করে
কটাক্ষের আর্ঘন, শিখি ধরয়ে পেখম,
অষ্ট বাহু তুলি একবারে ॥
ঔষধ প্রকার করি, মহামায়া সুন্দরী,
লীলায়ে শিবের মন হরে
হস্তলেপ নানা পাকে, রঙ্গ দেখে দেবলোকে,
লৌকিক বিধানে ক্রিয়া করে ॥
পারিজাত লৈয়া হাতে তীর্থজল বিন্দু তাতে
মস্তকে পুষ্পের ঝারা দিয়া
আবির কুঙ্কুম সনে, অতিশয় সুলক্ষণে,
মোল মারে শিবের দিকে চায়্যা ॥
শিব শিরে রত্ন মণি, কৌতুকে আনিয়া পুনি,
কর্ণের কুণ্ডল অনুপম।
শিবে হাসি খলখলি, বক্ষের কাঁচুলি তুলি,
ছিড়ি আনে মুকুতার দাম ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়্যা, মুক্তা প্রবাল লয়্যা,
মেলা মেলি কৌতুক অপার।
জবা পুষ্প লয়্যা পাছে, মুষ্টি ভরিয়া সিঁচে,
পৃথিবী হইল রক্তাকার ॥

বেদি ভ্রমে সাতবার, তুলাতুলি জোকার,
নানা বাদ্য বাজে জয়ধ্বনি ।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, নামাইল যজ্ঞশালে,
দেখিছে কৌতুক শূলপাণি ॥

(দিশা—চান্দমুখ দেখ নয়ন যুড়ায় ।)

পূর্ব্ব মুখে বৈসে হর পরম কৌতুকে ।
কাছাকাছি কন্যা বৈসে বরের সম্মুখে ॥
উত্তরাস্যে হিমালয় কুশ হস্তে লয়্যা ।
ব্রহ্মার গোচরে কহে বরে সম্বোধিয়া ॥
আমার অতি দুর্ল্লভ কন্যা রূপবতী ।
পিতৃলোকের আশীর্ব্বাদে জন্মিছে পার্ব্বতী ॥
অগ্নির গোচরে এহি সর্ব্ব অলঙ্কারে ।
পত্নি ভাবে লৈতে আমি দিলাম তোমারে ॥
ইবলি দক্ষিণ হস্ত আনিয়া তখন ।
হস্তে হস্তে সমর্পিয়া কৈল নিবন্ধন ॥
স্বস্তি করি হস্ত পাতি লৈলা শূলপাণি ।
দক্ষিণা দিলেক মূল্য ধেনু পয়স্বিনী ॥
হেন কালে মধুপর্ক আনিলেক আগে ।
যৌতুক দিবার দ্রব্য আনিবার লাগে ॥
হস্তী ঘোড়া দাস দাসী রজত কাঞ্চন ।
মণি মুক্তা প্রবালাদি ভাণ্ডারের ধন ॥
হাসিয়া শঙ্কর বলে শুন গিরিরাজ ।
অকিঞ্চন আমি ইযৌতুকে কিবা কাজ ॥

কেবল ভিক্ষার অন্ন ঘরে নাহি কড়া।
কিমতে পুষিব আমি এই হস্তি ঘোড়া॥
পুষিলে বা উপকার কি করিবে পাছে।
চড়িয়া বেড়াতে মোর বলদই আছে॥
পালঙ্কের কি কার্য্য চৌদলে কার্য্য নাই।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান শ্মশানেত ঠাঁই॥
ক্ষেত্র কৃষি না করি হালেকি প্রয়োজন।
অন্ন নাহি খাই শুদ্ধ গরল ভক্ষণ॥
যৌতুক দিতে চাহিলে শুন আমি বলি।
ভাঙ্গ থুয়া খাইবারে দেও এক ঝুলি॥
তোলা কত বিষ দাও জটা ভাঙ্গের গুড়া।
যারে খাই যুবা হয় আদ্য কালের বুড়া॥
জটা ভাঙ্গ ইন্দ্রাশন ধুতুরার হালী।
আন দেখি কত পার বুঝি ঠাকুরালী॥
হর্বলিয়া লাজা হুম করিল বিধানে।
পাণিগ্রহণ করি বৈসে একাসনে॥
তথা হনে কন্যা বর লইয়া গেল ঘরে।
ক্ষীর ভোজন কৈল শ্বশুর মন্দিরে॥
প্রভাতে বিদায় করি যত দেবগণে।
মন্দার পর্ব্বতে গেলা আপন ভবনে॥
কালীর বিবাহ গীত সাঙ্গ এই হতে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পুরাণের মতে॥

শিবপুরী নির্ম্মান ও গুহ গণেশের জন্ম।

লাচাড়ী।

বিশ্বকর্ম্মা আপনি দেবের অধিষ্ঠান।
সুবর্ণের পুরী ঘর করিল নির্ম্মান ॥
চোষট্টি যোজন যুড়ি পুরীর আরম্ভ।
মরকতে সিড়ী তার ফটিকের স্তম্ভ ॥
হিরা মানিকের বেড়া সুবর্ণের ঘর।
উজ্জ্বল পতাকা উড়ে অতি মনোহর ॥
উপরে চান্দুয়া কত দোলায় চামর।
দুগ্ধ-ফেন হেন শয্যা তাহার ভিতর ॥
নানা গন্ধে সুবাসিত ধূপে অন্ধকার।
কোকিলের কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার ॥
এই মত আশ্রম করিয়া ত্রিলোচন।
দেব লৈয়া যজ্ঞ কৈল গৃহস্থ লক্ষণ ॥
কত কাল বঞ্চে হর কালীর সংহতি।
নিরবধি কেলিকলা ধর্ম্মে নাহি মতি ॥
মহাজন হীন হৈলে সদাই চপল।
আর দিন কালী সঙ্গে বাজিল কোন্দল ॥
শিবেরে বলয়ে দেবী কোপ করি মনে।
ধর্ম্ম লঙ্ঘিলা তুমি জানিয়া আপনে ॥

অধর্ম্মে রত হৈয়া কোন কার্য্য নাই।
তোমার বিদায় আমি বাপঘরে যাই॥
কোপ করি মহাদেব লাগে বলিবার।
আমার অশক্য দিব্য যদি আনি আর॥
হিমালয়া করে শিব দিগম্বর কাছ।
দো না পারি নিত্য নিত্য এই নাছ॥
এই বলি চলে দুর্গা আকাশ গমনে।
সত্বর ল চলি পিতার ভবনে॥
কান্দিয়া মায়ের কাছে বলি যত কথা।
মহাতপ আরম্ভিল গিরিরাজ সুতা॥
জয়ন্তী অপরাজিতা জয়া বিজয়া।
চারি সখী সনে তপ করে মহামায়া॥
এক পায়ে থাকিয়া অঙ্গুষ্ঠ ভর করি।
যোগ ধ্যানে মগ্ন হিমালয়ের কুমারী॥
ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠেতে তপ কৈল আর বার।
শতেক বৎসর তপ করিল ব্রহ্মার॥
তপে বশ মহাদেব আসিলা তখনে।
ব্রহ্মা চলি আইলাঁই কালী বিদ্যমানে॥
ব্রহ্মা বলে বর লহ গিরিরাজ সুতা।
তপেতে নিপুন তুমি অতি পতিব্রতা॥
কালী বলে যদি বর দেহ প্রজাপতি।
কাল অঙ্গ হৌক মোর সুবর্ণ আকৃতি॥
এবমস্তু বলি ব্রহ্মা নিজ স্থানে চলে।
গৌরবেশ হৈল কালী তপস্যার বলে॥

কালা অঙ্গ ছাড়ি হৈল প্রদীপের শিখা।
তপ্ত কাঞ্চন প্রায় চাঁপার কলিকা॥
মহাদেব নিরখিয়া গৌরী মূর্ত্তি তথা।
সত্বরে ঘরেত নিলা হিমালয় সুতা॥
হাস্য পরিহাস্য করি পার্ব্বতীর সনে।
কেলিকলা ভঞ্জে শিব হরষিত মনে॥
একদিন গৌরী সঙ্গে লয়ে সখীগণে।
সরোবরে স্নানে গেলা হরষিত মনে॥
মলা উদ্ধারিয়া অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া।
কৌতুকে পুতুল গড়ে সেই মলা দিয়া॥
চতুর্ভূজ ত্রিনয়ন গজেন্দ্র বদন।
খর্ব্ব স্থূল কলেবর পুরুষ লক্ষণ॥
এই মতে গড়ি রঙ্গে থুইলা ভূমিত।
তাহা দেখি সখীগণে হাসে চতুর্ভিত॥
স্নান করি চলিয়া আইলা দেবী ঘরে।
স্নানের সে স্থান আসি দেখিল শঙ্করে॥
মুরতি পুরুষাকৃতি দেখিতে সুন্দর।
চতুর্ভূজ গজানন খর্ব্ব লম্বোদর॥
শিবে ভাবে চণ্ডীকার পুত্রের আরতি।
মোর বরে হৌক পুত্র নাম গণপতি॥
শিবের বচনে তথা সর্ব্ব দেব মিলি।
বসাল শিবের আগে চারিহস্ত তুলি॥
অদ্ভুত পুতুলা দেখি দেব মহেশ্বর।
কোলে করি লৈয়া গেলা গৌরীর গোচর॥

হাসিয়া শঙ্কর বলে শুনহ পার্ব্বতী।
তোমার আছে যে মনে পুত্রের আরতি॥
মলা দিয়া গড়িয়াছ অদ্ভুত কুমার।
ইতব হইল পুত্র বরে দেবতার॥
তুষ্ট হৈয়া শুন চণ্ডী আমার বচন।
পুত্রের অভীষ্ট তব পূরল অখন॥
এই মতে হর গৌরী চিত্তে হরষিত।
সর্ব্ব অর্থ সিদ্ধি প্রদ গণেশ চরিত॥
সর্ব্ব মঙ্গল গীত দুর্ল্লভ সংসারে।
দ্বিজ বংশী গাহিল পুরাণ অনুসারে॥

লাচাড়ী।

পুনরপি পুণ্য কথা শুন মহামতি।
যে রূপে হইল কার্ত্তিকের উৎপত্তি॥
কুটিলা নদীর তীরে ঘোর শরবনে।
নির্ম্মিল কুমার এক মিলি দেবগণে॥
ইন্দ্রে পাঠাইল কৃত্তিকা ছয় জনে।
দুগ্ধ খাওয়াইতে তথা পার্ব্বতী নন্দনে॥
অপূর্ব্ব কুমার মুখ দেখিতে সমাই।
দেবতা সকলে মিলি তথা চলি যাই॥
তা সমারে শিশু মুখ দেখাবার তরে।
ছয় দিকে ছয় মুখ হৈল একবারে॥
শুনিয়া পার্ব্বতী আসি পুত্র লৈল কোলে।
আনন্দিত দেবগণে হরি হরি বলে॥

ময়ূর বাহন পাইল পার্ব্বতী নন্দন।
সৈনা সামন্ত আদি পাইল অগণন॥
দেবগণে সাজাইল কৌতুকে কুমারে।
ময়ূর বাহনে চড়ি চলে যুঝিবারে॥
যত সৈনা চলিল কহিতে নাহি অন্ত।
তাহা দেখি ধাইলেক অসুর দুরন্ত।
মহা ভয়ঙ্কর রণ হৈল দেবাসুরে।
দুই পক্ষে নানা মত অস্ত্রের প্রহারে॥
তারক অসুর তবে কার্ত্তিকের বাণে।
অন্ধকারে পলাইতে চিন্তি মনে মনে॥
মহা রোষে রড় দিল ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে।
পাছে পাছে কুমার ধাইল শক্তি হাতে॥
অসুর লুকায় দেখি পর্ব্বতের মাঝে।
তাই দেখি মহা অস্ত্র দিল দেব রাজে॥
কুপিয়া কার্ত্তিক পুনঃ শক্তি মেলি হানে।
ভস্ম হৈল তারক সে পর্ব্বতের সনে॥
অসুর মারিয়া অতি উজ্জ্বল কুমার।
শিব কৈলা তানে সেনাপতি দেবতার॥
তখনে খণ্ডিল সব অসুরের ভয়।
যজ্ঞ ভাগ পাইলা ইন্দ্র আপন বিষয়॥
দুই পুত্র হইল কার্ত্তিক গণপতি।
দেখি হরষিত বড় হইলা পার্ব্বতী॥
দ্বিজ বংশীদাস পুরাণ অনুসারে।
গাইল অপূর্ব্ব গীত রচিয়া পয়ারে॥

শিবের পুষ্প বাটী প্রস্থান ও মহামায়ার মায়া ।

লাচাড়ী ।

দুই পুত্র হইল শিবের অনুপম ।
কন্যার কারণে এবে আছে মনস্কাম ॥
শিবে বলে শুন নন্দী আমার উত্তর ।
বৃষ গোটা সাজাইয়া আনহ সত্বর ॥
পুষ্পবাড়ী যাব আমি কমলের বনে ।
চণ্ডীকার দ্বার তুমি রাখিবা যতনে ॥
এই বার্ত্তা পায়্যা চণ্ডী অধিক সত্বরে ।
শিবের গোচরে আসি বলে ধীরে ধীরে ॥
চণ্ডী বলে শুন প্রভু দেব শূলপাণি ।
আমারে ছাড়িয়া কোথা যাইবা হেন শুনি ॥
ভর ঋতুকাল মোর যৌবন সময় ।
তুমি যাইবা আমা ছাড়ি উচিত না হয় ॥
এই মতে বুঝাইয়া অনেক প্রকারে ।
হাতে ধরি লৈয়া গেলা শয়ন মন্দিরে ॥
শয়ন করিল দুর্গা শিবে লৈয়া উরে ।
শিবের কপটে চণ্ডী পড়িলা বিভোরে ॥
যোগ নিদ্রা মহাদেবে করিলা স্মরণ ।
পড়িলা নিদ্রায় চণ্ডী নাহিক চেতন ॥

চৈতন্য নাহিক হেন অনুমানে জানি।
অলক্ষিতে পলাইয়া যান শূলপাণি॥
দ্বিজ বংশী দাস যাদবানন্দ সুত।
গাইল পুরাণ কথা রচিয়া অদ্ভুত॥

লাচাড়ী—নাগোদ রাগ

চলিলেন ত্রিপুরারি, নিদ্রায় ছাড়িয়া গৌরী,
পুষ্প বাঞ্ছা কমলের বনে।
দেবের স্বাধীন কর্ম্ম, পুত্র হৈল অনুপম,
কন্যা হৈতে আকিঞ্চন মনে॥
চলিলেন পঞ্চানন, চণ্ডী রৈল অচেতন,
পশুপক্ষী সব নিদ্রা যায়।
ধ্যান করি জানে শিব, অচেতন সর্ব্ব জীব,
এহি ছিদ্রে কপটে পলায়॥
হইয়া অতি সত্বর, চলি যায় দেশান্তর,
কারণ জানিয়া শূলপাণি।
মূল প্রকৃতি অংশে, পাতালেত কদ্রুবংশে,
জন্ম হেতু আপন নন্দিনী॥
পোহাইল সে রজনী চৈতন্য পায়্যা ভবানী
চমকিত শিবে না দেখিয়া।
ভর যৌবন কাল, প্রভু মোরে ছাড়ি গেল,
কান্দে চণ্ডী বিষাদ ভাবিয়া॥

তপ করি উগ্রতর, পাইলুঁ শঙ্কর বর,
কি হেতু ছাড়িলা শূলপাণি।
পাপ কর্ম্মের ফলে, প্রভু মোরে ছাড়ি গেলে,
কোন দেশে কিছুই না জানি॥
যদি জানি হেন হৈব, আমা ছাড়ি শিব যাইব,
বলদ রাখিতুঁ যত্ন করি।
ঝুলি কাঁথা ইন্দ্রাশন, বাঘছাল বিভূষণ,
সকল না কৈলুঁ কেনে চুরি॥
চণ্ডীর করুণা দেখি, বলয়ে সকল সখী,
স্থির হও না কর ক্রন্দন।
আসিবেন শূলপাণি, না কান্দিও ভব রাণী,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন॥

দিশা—ও ভাইরে সদাশিব ছাড়িল গৌরীরে।

চণ্ডী বলে শুন ভগ্নী লক্ষ্মী সরস্বতী।
ইন্দ্রানী রোহিণী রতি শুন গো রেবতী॥
পরাণ বিদরে মোর শিবে না দেখিয়া।
না জানি কি দোষে মোরে গেলেন ছাড়িয়া॥
জনম অবধি আমি তপ কৈলু যত।
তার দুঃখ কে জানিব কৈতে পারি কত॥
আর যত ক্লেশ মোর অসুর বধিতে।
এককাল সুখে মোর না গেল এমতে॥
তবে যেহ গৃহবাসে বাঞ্ছিবারে সুখ।
শঙ্কর পলায়্যা তাতে দিল মনোদুঃখ॥

অনেক কহিলুঁ শিবে চরণেত ধরি।
আমা ছাড়ি না যাইও প্রভু ত্রিপুরারী॥
প্রথম প্রহর গেল হাস্য পরিহাসে।
দ্বিতীয় প্রহর গেল কেলি কলা রসে॥
নিদ্রায়ে প্রবেশ কৈল তৃতীয় প্রহরে।
শিবের জটা খুলিয়া দিলাম শিয়রে॥
অর্দ্ধেক শাড়ীর পাটে কাঁকালী বেড়িয়া।
নয়নে নয়ন যুড়ি উরে উর দিয়া॥
এতেক প্রবন্ধ করি করিলুঁ শয়ন।
তথাচ না পাইলু কাল পুরুষের মন॥
শিবের ঔরসে পুত্র না হইল আর।
কার্ত্তিক গণেশ তানা অংশ দেবতার॥
একই কন্যার লাগি আছিল আরতি।
হেন কালে আমা ছাড়ি গেলা পশুপতি॥
ইমতে বিলাপ করি চণ্ডী তথা কান্দে।
সখীগণে শান্ত করে বচন প্রবন্ধে॥
না কান্দ না কান্দ চণ্ডী শুনহ উত্তর।
কন্যা পাবা অবিলম্বে আসিব শঙ্কর॥
ধরাধরি করি কেহ ভূমি হ'তে তুলে।
গার ধূলা ঝারে কেহ নেত্তের আঁচলে॥
শান্তাইয়া সখীগণ চলি গেল ঘরে।
তনু ঢালি রৈল চণ্ডী শয়ন মন্দিরে॥
হেন কালে তথা মুনি নারদ আসিল।
হাসিয়া হাসিয়া বাক্য কহিতে লাগিল॥

নারদে বলয়ে মামী কান্দ কি নিমিত্ত।
জলেতে পড়িয়া তব মরণ উচিত।।
তোমা সম রূপে গুণে কেবা আছে আর।
কেনে তোমা শঙ্করে ছাড়য়ে বারেবার।।
ভাল নারী হৈলে কোথা ছাড়য়ে পুরুষে।
স্বামী এড়া হৈলা তুমি আপনার দোষে।।
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি রমনী সকল।
নিরবধি কার ঘরে এমত কোন্দল।।
তোমার বাপেরে বল শিব হ'তে বড়।
আমার মামারে বল জটীয়া ভাঙ্গড়।।
শঙ্করের তত্ত্ব আমি জানি মনে মনে।
তোমা ছাড়ি গেল শিব কমলের বনে।।
একবার গিয়াছিল হৈয়া দেশান্তরী।
গঙ্গারে আনিল তান জটা মধ্যে করি।।
এইবার সেহি মত বুঝি অনুমানে।
আনিব সুন্দরী কন্যা তোমা বিদ্যমানে।।
তবে তুমি হৈবা তান দুচক্ষের বালী।
একই গঙ্গার তরে এত গালাগালী।।
কুপিত হইলা চণ্ডী নারদের বোলে।
শঙ্করে মোহিতে তবে শীঘ্র গতি চলে।।
সেই পথে পদ্মবনে যাইব শূলপাণি।
সেই পথ আগুলিয়া রহিলা ভবানী।।
মনে মনে ভাবি চণ্ডী লাগে বলিবার।
মোর মায়া ছাড়াইতে শক্তি আছে কার।।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আমার মায়াতে মুগ্ধ মন;
মধু কৈটভ দৈত্য হৈয়াছে অচেতন ॥
আমার মায়ায় মুগ্ধ দেবতা অসুর।
আজি শঙ্করের মায়া সব হবে দূর ॥
এত ভাবি মহামায়া করিলা স্মরণ।
জয়া বিজয়া আসিয়া মিলে দুইজন ॥
মনে ভাবি মহামায়া করিলাই স্থির।
বিজয়া হইল নদী অগাধ গভীর ॥
জয়া পুনঃ নৌকা হৈয়া সেই জলে ভাসে।
নৌকা আগে বসে চণ্ডী ডোমনীর বেশে ॥
পিত্তলের অলঙ্কারে করিয়া সাজন।
রাঙ্গা পাট দিয়া কেশে বান্ধিল লোটন ॥
সিন্দূরের বিন্দু কপালে শোভে ভাল।
নৌকার আগেত বৈসে হাতে কেরুয়াল ॥
লোটন বেড়িয়া বান্দে মালতীর মালা।
নিরবধি পাণ খায় হাতে ত ঝাটিলা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আড়াই প্রহর বাদে।
আসিয়া ঠেকিলা শিব চণ্ডীকার কান্দে ॥
দেখিলা অগাধ নদী অতি খর স্রোত।
নৌকার উপরে বসি কামিনী অদ্ভুত ॥
ডাকিয়া শঙ্কর বলে নৌকা আন ঘাটে।
দূরেত যাইতে চাই পার কর ঝাটে ॥
ডাক শুনি মহামায়া আড়চক্ষে চায়।
আসিলা ভাঙ্গর বলি মনে মনে ভায় ॥

মহাদেবে যত কহে ফিরিয়া না চায়।
নানান্ ভঙ্গিমা করি বৈটা ধরি বায়॥
বাক্য চাতুরী করে থাকিয়া ভাসানে।
মোহিল শিবের মন কটাক্ষ সন্ধানে॥
শিবে বলে ডোমনী সত্বরে কর পার।
যাইব কমল বনে পুষ্প আনিবার॥
ঘরে রৈল নারী মোর পরম রূপসী।
তান্‌হি লক্ষণ তোমা'চিনি হেন বাসি॥
ইহেন যৌবন কালে ঘাটের খেয়ানী।
কার কন্যা কার নারী কহ সুবদনী॥
ডোমনী বলয়ে বাপ সে গিরি পাটনী।
স্বরূপাই নাম মোর জাতিয়ে ডোমনী॥
আমার ডোমের নাম রসিয়া ভাঙ্গড়।
আছে আছিবার মত নাদীয়া নাগর॥
নিরবধি ভাঙ্গ খায়্যা সদাই ঝিমায়।
বিনে উপার্জ্জনে নিত্য ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
দেখিয়া গায়েত দুঃখ উঠে পুনঃ পুনঃ।
আজি খেদাইয়া দিলুঁ গায়ের আগুণ॥
ভাঙ্গ খায় মনিষা সে সুরা করে পান।
ছোট বড় যতেক সবার বিদ্যমান॥
বুড়া দেখি মনুষারে খেদায়ে ঘর হ'তে।
আসিয়াছি আপনি ঘাটের খেয়া দিতে॥
সে জনের নাম গোত্র কৈতে অন্ত নাই।
ঠাকুর সকলে জানে আমি স্বরূপাই॥

ভস্ম গায় জটাধারী তপস্বী আচার।
ব্রহ্মচারী উদাসীন যত লোক আর॥
আগে তারা কড়ি দেয় মদা কিনি আনি।
তবে সে করিসে পার খাইয়া বারুণী॥
খেয়া কড়ি না দিয়া কে পার হৈতে চায়।
খেয়া কড়ি বুঝাইয়া তবে চড় নায়॥
শিবে বলে খেয়া কড়ির কি প্রয়োজন।
তা হনে অধিক আছে বহু মূল্য ধন॥
ঘাটেত আনিয়া নাও পার কর আগে।
তবে হি দিবাম পাছে যেহি থাকে লগে॥
এত শুনি মহামায়া হাসিয়া কপটে।
কূলেতে রাখিল নাও শিবের নিকটে॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ধায়্যা পঞ্চানন।
থাপা দিয়া ধরিলাই গায়ের বসন॥
না ছুঁও না ছুঁও মোরে আমি ডোম নারী।
তুমি ভাল জটাধারী ভাল ব্রহ্মচারী॥
ডোমের কুমারী আমি ছুঁলে জাতি নাশ।
বসন ছাড়িয়া শীঘ্র হও এক পাশ॥
ভালই সে সাধু তুমি ভাল জ্ঞান জান।
আছুক খেয়ার কড় বস্ত্র ধরি টান॥
কেনে এত জটা ফোটা বেশ ধরি ফির।
পর নারী দেখি লোভ সম্বরিতে নার॥
শিবে বলে সুবদনী শুন্ কহি তোরে।
চণ্ডিকা সুন্দরী ঘরে ছাড়ি আইলুঁ তারে॥

তোর রূপ দেখিয়া ধরাইতে নারি মন।
তুমি আমি আজি এথা দিব আলিঙ্গন॥
বুকেত চাপড় মারি বলে স্বরূপাই।
এমত তপস্বী বেশে বেড়াও শিবাই॥
আঁচল ছাড়িয়া শিব ধরিলেন হাত।
সেই ক্ষণে মহামায়া হইলা সাক্ষাত॥
দেখিয়া লজ্জিত হৈলা দেব ত্রিলোচন।
অষ্ট ভুজা ত্রিনয়নী প্রথম যৌবন॥
দুপাশে দাঁড়ায়্যা সখী জয়া বিজয়া।
কোথা নদী কোথা নৌকা দূরে গেল মায়া॥
হেট মুণ্ড রহে শিব হইয়া লজ্জিত।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় ভবানী চরিত॥

দিশা—ও সদাশিব তুয়া বিনে আর লক্ষ্য নাই

চণ্ডী বলে লাজ নাই নিলজ তোর মুখে।
দেবের দেবতা বলে কোন্ ছার লোকে॥
সদায় ভিকারী বেশ ভাঙ্গ ধুতুরা খায়্যা।
কুচুনী পাগল কর শিঙ্গা ডম্বুর বায়্যা॥
দিন দিনান্তরে ভক্ষ ঘরে নাহি কড়া।
সবে মাত্র ঝুলী ভরা জটা ভাঙ্গের গুঁড়া॥
রাজার কুমারী আমি বিদিত সংসারে।
আমার নির্ব্বন্ধ ছিল ভিকারীর ঘরে॥

সদাই অন্নের কষ্ট সহন না যায়।
তার মধ্যে বাক্য বিষ কত নৈব গায়॥
বিদায় দেহ আমারে যাই বাপ ঘরে।
তবে তুমি যথা তথা যাও দেশান্তরে॥
শিবে বলে শুন চণ্ডী এত বল কেনে।
তোমা ছাড়ি আর কেবা আছে ত্রিভুবনে॥
প্রধান পুরুষ যেই ইন্দ্র পুরন্দর।
সেই মত তুমি আমি এক সমসর॥
জগতে যতেক নারী তোমারই রূপ।
পুরুষ যতেক দেখ আমার স্বরূপ॥
তুমি আমি সেই দেখ কেহ নহে ভিন্ন।
তুমি যথা আমি তথা দেবতার চিহ্ন॥
তত্ত্ব শুনি চণ্ডিকার হইল স্মরণ।
স্তুতি কার বাম করে ধরিলা চরণ॥
প্রধান পুরুষ তুমি ব্রহ্ম নিরাকার।
তোমার প্রকৃতি আমি ব্যাপিত সংসার॥
এত ভাবি প্রীতি করি স্বয়ম্ভুব মনু।
শিব বাম অঙ্গে দেখে আপনার তনু॥
দেখিয়া ঈষদ হাসি কহিলা বচন।
আমারে করহ কৃপা জগত জীবন॥
শিবে বলে গৃহে দেবী যাও শীঘ্র করি।
কত দিন আসি গিয়া দিগন্তর ফিরি।
শুনিয়া ভবনে দেবী করিলা গমন।
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে ভবানী চরণ॥

নেত্রাবতী ও পদ্মাবতীর জন্ম

লাচাড়ী।

প্রীত বাক্যে চাণ্ডকারে বিদায় করিয়া।
চলিলেন মহাদেব বৃষভে চড়িয়া॥
পথে বিপথে ভ্রমি বৃষ আরোহণে।
উপনীত হৈলা আসি কমলের বনে॥
দেবতার পুষ্পবন দেব অধিষ্ঠান।
দেখিতে সুচারু অতি দেবের নির্ম্মাণ॥
অশোক কিংশুক পুষ্প চাঁপা নাগেশ্বর।
ফুটিয়াছে জাতী যুথী মালতী বিস্তর॥
শ্বেত রক্ত জবা তাতে অতি মনোহর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল দেব মহেশ্বর॥
তার মধ্যে সুশীতল সরোবর জল।
কহ্লার কুমুদ কত শত শতদল॥
নীল কমল সব দেখিতে সুন্দর।
মধু লোভে উড়ে পড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
হংস সারস চক্রবাক যোড়ে যোড়ে।
বৃষ গোটা বান্ধিলেন শ্রীফলের গোড়ে॥
মরকতে বান্ধা ঘাট ফটিকের সিঁড়ি।
বান্ধিয়াছে সুবর্ণে প্রতি গাছের গোড়ী॥
দেবের বিহার স্থান অতি মনোহর।
বিরাজিত মদন বসন্ত সহচর॥

মহামায়ার মায়ায় মোহন সে বন।
দেখিয়া তরুণ হৈল শঙ্করের মন॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভাব শুদ্ধমতি।
সকলের কল্যাণ করুক পদ্মাবতী॥

লাচাড়ী সোহিনী

দেখিয়া কমলবন, হরষিত পঞ্চানন,
নানা রঙ্গে পদ্ম বিকসিত।
নীল উৎপল দল, বিহরে ভৃঙ্গ সকল,
সুরমন গন্ধে আমোদিত॥
দেখি বন মনোরম, ময়ূরে ধরে পেকম,
হংস হংসী কেলিছে সানন্দে।
শারি শুক কুতূহলে, বসিয়া পুষ্পের ডালে,
গীত গায় সুললিত নাদে॥
হরিণ হরিণী মিলি, মহানন্দে করে কেলি,
আর যত জীব জন্তুগণে।
দোহে দোহে দেখি প্রীতি, মুগ্ধ হৈলা পশুপতি,
চণ্ডিকারে পড়ি গেল মনে॥
দেবের দুর্লভ স্থল, পুণ্য বায়ু সুশীতল,
মোহে মন মদনের শরে।
ভাবিছেন মহেশ্বর, কেন আইনু একেশ্বর,
চণ্ডিকারে পাঠাইয়া ঘরে॥

শুনিয়া ভ্রমর গীত, কামে হৈয়া তরলিত,
নাচে শিব আকুল বদনে।
জন্ম হেতু নিজ কায়া, যোগনিদ্রা মহামায়া,
প্রবেশিলা শঙ্করের মনে॥

দিশা—দেখনি কানুরে বাহির হইয়া সজনী

মূলা প্রভৃতি যোগনিদ্রা মহামায়া।
অংশভাগে অবতার হইল তনয়া॥
কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রাবণে উদয়।
নাগ পঞ্চমী দিনে কন্যা জন্ম লয়॥
এতেক জানিয়া শিব বসিলেন ধ্যানে।
পরম পুরুষ তার প্রকৃতির সনে॥
ব্রহ্মেতে মজায়্যা মন প্রকৃতি সহিত।
হইলেন মহাদেব মহা সমাহিত॥
কন্যার কল্পনা তান আছে মনে মনে।
শ্রান্তভাব শঙ্কর হইলা হুতাশনে॥
তাহাতে চক্ষুর জল পড়িল ভূমিত।
কামরূপা কুমারী জন্মিল আচম্বিত॥
পরম পুরুষ সঙ্গে প্রকৃতির মেলা।
নেত্রজলে পদ্মিনী জন্মিল অংশকলা॥
অধিক সুন্দরী কন্যা অতি অনুপমা।
যেন চন্দ্রকলা কিম্বা সোণার প্রতিমা॥

নেত্রহনে জন্মে কন্যা দেখে পশুপতি।
এতেকে রাখিলা তার নাম নেত্রাবতী ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া ভূতনাথে।
নেতারে পাঠায়্যা দিলা কৈলাস পর্ব্বতে ॥
রথে চড়ি নেত্রাবতী করিল গমন।
অষ্টাবক্র মুনি সনে পথে দরশন ॥
হস্ত পদ পৃষ্ঠ মুখ বাঁকা স্কন্ধ মাথা।
অষ্ট অঙ্গ বাঁকা দেখি হাসিলেক নেতা ॥
উপহাস্য দেখি মুনি জ্বলিলেক কোপে।
স্ত্রী দেখিয়া ভস্ম না করিল ব্রহ্মশাপে ॥
শিবের কুমারী জানি কহিলেক হাসি।
অবিলম্বে হও গিয়া কনিষ্ঠের দাসী ॥
স্বামী ঘরে সুখ না করিও চিরদিন।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া থাক পরের অধীন ॥
এই মতে শাপ পায়্যা গেল নেত্রাবতী।
প্রীতি করি রহে গঙ্গা দুর্গার সংহতি ॥
সত্যমাও সনে নেতা রহিলেক তথা।
মন দিয়া শুনহ পদ্মার জন্মকথা ॥
দেবগণ সনে ব্রহ্মা জানিলেন ধ্যানে।
শঙ্কর আসিয়াছেন কমলের বনে ॥
তাহার প্রকৃতি রূপে সেই মহামায়া।
শিবের শরীর হনে উদভূত হৈয়া ॥
জন্ম হেতু নামিয়াছে পাতাল ভুবন।
বিষহরি অবতার সৃষ্টির কারণ ॥

এতেক জানিয়া ব্রহ্মা ভাবি মহাজ্ঞান।
কদ্রুর কোলেত কন্যা করিলা নির্ম্মাণ ॥
ত্রিনয়নী কন্যা ফুল্ল পদ্মের বদন।
ওষ্ঠ অধর নাসা শিবের লক্ষণ ॥
কদ্রুর কোলেত জন্ম অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অর্দ্ধ ভাগ ॥
নাগের লক্ষণ ধরে শিরে অষ্ট ফণা।
রক্ত গৌর কান্তি অঙ্গ অতি সুলক্ষণা ॥
নাগ অলঙ্কারে বস্ত্রে করিয়া সুবেশ।
নানা আভরণে পুনঃ সাজিল বিশেষ ॥
দেখি সুলক্ষণা কন্যা অতি শুদ্ধ চারু।
বিলক্ষণ নাম ব্রহ্মা থুইল জরৎকারু ॥
সমুদ্র মন্থনে বিষ জন্মিল যখনে।
বাসুকির ঠাঁই শিবে রাখিল যতনে ॥
পাতালে শিবের কন্যা জন্মিল নাগিনী।
সেই বিষ পদ্মারে বাসুকি দিল আনি ॥
সেখানে হইল পদ্মা বিষ অধিকারী।
এতেকে হইল নাম জয় বিষহরি ॥
আপনি নির্ম্মিল ব্রহ্মা হইয়া নির্ম্মানী।
এতেকে হইল নাম জয় ব্রহ্মাণী ॥
জগতে প্রচণ্ড রূপ অতি অনুপম।
এই হেতু পদ্মার জগৎ গৌরী নাম ॥
পাতালে জন্মিয়া পুনঃ পদ্মবনে স্থিতি।
এতেকে হইল নাম জয় পদ্মাবতী ॥

কদ্রুর কুলেতে জন্ম অর্দ্ধভাগ নাগ,
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অর্দ্ধভাগ।

PRESS

কদ্রুর কোলে বসায়্যা যত দেবগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে ব্রহ্মায়ে আপনে॥
দ্বিজ বংশীদাসের সুপদবন্ধ পূতা।
সংক্ষেপে গাইল পদ্মা জনমের কথা॥

লাচাড়ী—ধানসী।

জয় জয় পদ্মাবতী, ব্রহ্মায়ে করয়ে স্তুতি,
জয় দেবী জগতের মাতা।
প্রধান পুরুষ আমি, যেই শক্তি সেই তুমি,
মায়ারূপে শঙ্কর দুহিতা॥
তোমার মহিমা যত, চতুর্ম্মুখে কৈব কত,
কহিতে না পারে পঞ্চানন।
যোগস্বামী নারায়ণ, নিদ্রা লাগি অচেতন,
আর কেবা করিব স্তবন।
ব্রহ্মার স্তুতির পরে, স্তুতি করে পুরন্দরে,
দেব ঋষি যত মুনিগণ॥
কূর্ম্ম বাসুকি তথি, মিলিয়া করি ভকতি,
স্তুতি করে যত সব নাগে।
দ্বিজ বংশী বলে সার, বিষহরি অবতার,
প্রত্যক্ষ দেবতা কলিযুগে॥

দিশা—দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি।

করযোড়ে পদ্মা বলে ব্রহ্মার ঠাঁই।
কেবা মাতা কেবা পিতা জানিবারে চাই॥
ব্রহ্মা বলে পিতা তব দেব পশুপতি।
সতমাও আছে তব গঙ্গা ভগবতী॥
পদ্মবনে অবতার জন্ম হৈল তথা।
বাসুকি তোমার ভাই কদ্রু তব মাতা।
ভক্তিয়ে প্রণাম করি কদ্রুর চরণে।
পদ্মবনে চলে পদ্মা পিতা দরশনে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি হরষিত মন।
প্রণমি বন্দিয়া পদ্মা মায়ের চরণ॥
কুর্ম্ম বাসুকির স্থানে হইয়া বিদায়।
বাপেরে ভেটিতে পদ্মা পদ্মবনে যায়॥
দেখিল কমলবন অতি মনোহর।
নানা পক্ষী কেলি করে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
বিকসিত পুষ্পবনে নানা পুষ্পরাশি।
তার মধ্যে তুলে পুষ্প বৃদ্ধ তপস্বী॥
দেখিয়া পদ্মার মনে হৈল গুরুজ্ঞান।
এই যে তুলিছে পুষ্প পুরুষ প্রধান॥
ইহা হ'তে হইয়াছে জগৎ প্রচার।—
আমার জনক এই দেব অবতার॥
এতেকেই সব কথা মনে করি সার।
আপনার মূর্ত্তি ধরে বাপে ভেটিবার॥

চতুর্ভুজা ত্রিনয়ন প্রথম যৌবন।
তপ্ত কাঞ্চন আভা অতি বিলক্ষণ॥
অঙ্গে রত্ন আভরণ গলে গজমতি।
পদ্মের ছটা যেমন শরীরের জ্যোতি॥
হাসিয়া বিকল শিব হরষিত মনে।
পরমা সুন্দরী কন্যা পায়্যা পদ্মবনে॥
নিশ্চয় জানিল কন্যা জগতে দুর্ল্লভা।
নিজ বীর্য্যে উৎপত্তি অযোনি সম্ভবা॥
ব্রহ্মার বচনে মনে হইয়া প্রতীত।
অবিলম্বে সিদ্ধি হৈল মনের বাঞ্ছিত॥
পদ্মাবতী সাধিল পিতার মনস্কাম।
বাপের চরণে ধরি শতেক প্রণাম॥
সদয় হৃদয় হৈয়া দেব শূলপাণি।
কোলে লৈয়া কন্যা দিল মস্তকে চুম্বনী॥
ফুলের করণ্ডী ঘর করিয়া নির্ম্মাণ।
নানা রঙ্গে পদ্ম পুষ্প দিল স্থানে স্থান॥
পদ্মের ভিতরে পদ্মা রাখিয়া বিরলে।
কৈলাস পর্ব্বতে শিব পদ্মা লৈয়া চলে॥
আদি অনাদি দেব পূজিবার তরে।
জাতী যুথী পুষ্প লইল করণ্ডী ভিতরে॥
পথে যাইতে হালুয়া বাছাই লাগ পায়।
দ্বিজ বংশীদাসে মনসার গুণ গায়॥

পদ্মার প্রথম পূজা

দিশা—ও সদাশিব তুমি বিনে আর লক্ষ নাই।

উত্তরে নিষধ দক্ষিণে কালঞ্জর।
তার মধ্যে রম্য গিরি বাছাইর নগর॥
হৃষ্ট পুষ্ট লোক সব সুখময় পুরী।
সেই রাজ্য যুড়িয়া বাছাই অধিকারী॥
মাতা তার মালতী পিতা যে গুণাকর।
সবে মাত্র এক পুত্র শ্রীবৎসধর॥
রাজ্যেত গোধন পালে, কৃষি কর্ম্ম তার।
পঞ্চ শত হাল চসায় অনিবার॥
ক্ষেতে বান্ধিয়াছে উত্তম টঙ্গী ঘর।
তাহাতে বসি চসায় হাল নিরন্তর॥
হাল কর্ম্ম বিনে তার অন্য কর্ম্ম নাই।
এতেকেই লোকে বলে হালুয়া বাছাই॥
বাছাইর দোহাই পড়ে সর্ব্বত্র নগরে।
বিনে তার আজ্ঞা কেহ পথ বৈতে নারে॥
ধনে ধান্যে রাজ্য পূর্ণ গোধন যুথ যুথ।
অতি মনোহর রাজ্য পরম সুকৃত॥

ইহা দেখি অন্তরে ভাবেন শূলপাণি।
এই রাজ্যে কন্যারে করিব পূজ্য মানী ॥
মাতা নাহি কন্যারে পুষিবে কোন জনে।
সংসারে পূজুক তারে আপনার গুণে ॥
এতেক ভাবিয়া শিবে করিলা কপট।
গলিত বৃদ্ধের রূপ ধরিলা বিকট ॥
হাটিতে হালিয়া পড়ে কন্যা আগে লৈয়া।
ধীরে ধীরে চলিলা লড়িতে ভর দিয়া ॥
সকল চাসায় তার লাগ পায়া পথে।
বাছাইর গোচরে নিল কন্যার সহিতে ॥
বৃদ্ধের সহিত দেখি পরমা সুন্দরী।
শিব হেন না জানিয়া উপহাস করি ॥
বলিতে লাগিল কথা বৃদ্ধের গোচর।
কার কন্যা চুরি করি নেও কার ঘর ॥
আপনি গলিত দেখি কন্যা অনুপম।
ধুঁড়া কাকের মুখে যেন পাকা আম ॥
কন্যার পায়্যাছি লাগ নিবাম কাড়িয়া।
এই কন্যা দেহ মোরে করিবারে বিয়া ॥
না হইলে বলে ছলে রাখিবাম কাড়ি।
নিশ্চয় জানিও আমি নাহি দিব ছাড়ি ॥
ইমতে বলে বাছাই পরিহাস্য মনে।
ভুজঙ্গ ধরিতে যায় অবোধ অজ্ঞানে ॥
তিন চক্ষু রাঙ্গা করি পদ্মা কোপে জলে।
তিন চক্ষে বিষ দৃষ্টে বাছাইরে নেহালে ॥

বিষ দৃষ্টে পদ্মা তার বুকে দিল ঘাও।
আচম্বিত ঢলি পড়ে ডাকি বাপ মাও॥
হালুয়া সকলে কান্দে গণ্ড গোল করি।
বার্ত্তা শুনি নড়ে আইল মালতী সুন্দরী॥
আসিয়া দেখে বাছাইর কণ্ঠে প্রাণ নাই।
মালতী মায়ের পুত্র ঢলিছে বাছাই॥
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখি সেইখানে।
বিলাপ করিয়া কান্দে ধরিয়া চরণে॥
কোন্ দোষে পুত্র মোর বধিয়াছ কোপে
কোন্ দেব পরিচয় দেহত স্বরূপে॥
কোন্ দেব অবতার পরিচয় দিয়া।
আপনার ডালী লহ মড়া জিয়াইয়া॥
হরযেতে জয় পদ্মা কহিবারে লাগে।
দ্বিজবংশী দাসে যে অভয় বর মাগে॥

লাচাড়ী।

হরষে বলয়ে পদ্মাবতী।
কার্ত্তিক ভগিনী, শঙ্কর নন্দিনী,
মোর বিষে নাহি অব্যাহতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু জেঠা মোর, পিতা দেব মহেশ্বর,
সতমাও গিরিরাজ সুতা।
আমি জয় বিষহরি, বিষ সর্প অধিকারী,
পরিচয়ে কৈনু তত্ত্ব কথা॥

জন্ম মোর পদ্মবনে, দেশে যাই বাপ সনে,
সতমাও ভেটিবার আশে।
তব পুত্রের বুদ্ধিনাশ, মোকে করে পরিহাস,
প্রাণ দিল আপনার দোষে।।
মোর কোপ বিষানলে, আপনি শঙ্কর ঢলে,
আর কেবা হয় বড় জন।
মোরে দেহ লক্ষ বলি, তবে পাইবা ঠাকুরালী,
পাছে পাবা বাছাইর জীবন।।
মারে বলে ধরি পাও, বিলম্ব না কর মাও,
পুত্র দান দেহ না আমারে।
সবে এক বৎসধর, জিয়াও তারে সত্বর,
লক্ষ বলি দিলাম তোমারে।।
হরষেতে বিষহরি, বজ্র চাপড় মারি,
হুঙ্কারে বিষ নামায় পাতালে।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে, বাছাই উঠিয়া বসে,
পদ্ম দেখি পড়ি গেল ঢোলে।।

দিশা—ও প্রাণ শচীর দুলাল গৌর কিশোর রে।

পদ্মারে দেখিয়া বাছাই সানন্দিত মনে।
করযোড়ে স্তুতি করে মারের চরণে॥
ব্রহ্ম স্বরূপা তুমি জানিলুঁ নিশ্চয়।
যে জনে তোমারে পূজে তার কিবা ভয়॥

জীবন মরণ সব তোমার ইঙ্গিতে।
এইক্ষণে সর্ব্বলোকে দেখিল সাক্ষাতে॥
তোমারে ছাড়িয়া যেহি অন্য দেবে পূজে।
মূঢ় অজ্ঞান সেই কিছু নাহি বুঝে॥
ভদ্রাভদ্র নাহি বুঝি আমি অজ্ঞান।
কি মতে পূজিব তোমা কহত বিধান॥
পদ্মা বলে পূজা মোর না হৈল সংসারে।
এই সে প্রথম পূজা তোমারই ঘরে॥
সাবধানে শুন কহি বিধান যা হয়।
এই মতে সর্ব্বত্র যে আমারে পূজয়॥
কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি এ শ্রাবণ মাসে।
আমারে পূজিবে লোকে পরম সন্তোষে॥
কল্পকার্য্যে প্রাতঃকালে পারে পূজিবারে।
পঞ্চমী পৌর্ণমাসী কিবা রবিবারে॥
এতেক শুনি বাছাই বড় কুতূহলে।
শীঘ্র পূজার স্থান কৈল ঘাটকূলে॥
ছায়া মণ্ডপ করি নানা উপহার।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার॥

লাচাড়ী—বিভাস রাগ।

পদ্মাপূজে শ্রীবৎসধরে।

আসনে হইয়া স্থিত, পদ্মা হৈল হরষিত,
প্রথম পূজায় সংসারে ॥
ছায়ামণ্ডপ যুড়ি, পঞ্চবর্ণ দিয়া গুড়ি,
স্থাপিয়াছে স্বর্ণ ঘটাসন।
সীজ বৃক্ষ ডাল আনি, উপরে চান্দুয়া টানি,
মঙ্গল জোকার ঘন ঘন ॥
ঘৃতের প্রদীপ জালি, দেয় নানা লক্ষ বলি,
চৌদিকে লোকের পাটয়ার।
নৈবেদ্যাদি উপহার, লৈয়া লুপ্প ভার ভার,
যজ্ঞ ধূম্রে ধুপে অন্ধকার ॥
ছাগ মহিষ মেষ, নানা বলি সবিশেষ,
হংস কৈতর আদি করি।
মৎস কচ্ছপ আর, বলি নানা প্রকার,
পদ্মপাত পাতি সারি সারি ॥
গাইছে পুরাণ গীত, বেদ পঠে পণ্ডিত,
জয়ধ্বনি বাদ্য অনুপম।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, বড় হরষিত মনে,
পদ্মা পদে করিয়া প্রণাম ॥

লাচাড়ী

এই মতে পদ্মা পূজে শ্রীবৎসধর।
তুষ্ট হইয়া মনসা তাহারে দিল বর॥
ইহা দেখি নগরের যত গৃহবাসী।
পদ্মারে পূজিয়া ধন পাইল রাশি রাশি॥
অপুত্রের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধ গলিত রোগ খণ্ডে সেইক্ষণ॥
এই মতে পদ্মা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে।
নিজ রূপে মহামায়া বিদিত সংসারে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ভাব শুদ্ধ মনে।
শতেক প্রণাম করি পদ্মার চরণে॥

পদ্মা লইয়া শিবের গৃহে আগমন।

দিশা।—আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে।

পুনরপি বৃষভ চড়িয়া মহেশ্বর।
পূর্ব্বমত নৈয়া পদ্মা করণ্ডী ভিতর॥
আসিয়া মিলিল শিব অতি হরষেতে।
যথা আছে গঙ্গা দুর্গা কৈলাস পর্ব্বতে॥
ফুলের করণ্ডী ঘর দেখি বিচক্ষণ।
গঙ্গা দুর্গা দোঁহে আইলা হরষিত মন॥
অনেক দিবসে হর আসিছেন ঘরে।
কি সন্দেশ আনিয়াছে মো সবার তরে॥
শিবে বলে গঙ্গা দুর্গা মোর মাথা খাও।
এহি করণ্ডী যদি এইক্ষণে খসাও॥
করণ্ডী থুইয়া শিব দেওয়াল উপরে।
স্নান করিবারে গেল সরোবর নীরে॥
আদি অনাদি দেব পূজিবার মনে।
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল সেই সে কারণে॥
এথা যে পার্ব্বতী বলে গঙ্গাদেবীর ঠাঁই।
চল মোরা দুইজনে করণ্ডী খসাই॥

গঙ্গা বলে শিবের আজ্ঞা কে লঙ্ঘিতে পারে।
তুমি যে চতুরা হও না বল আমারে ॥
এত শুনি ভবানী যে কোপ করি মনে।
কপাটী খসাইয়া দুর্গা চলিল তখনে ॥
দেখিল তাহার মধ্যে পরমা সুন্দরী।
চণ্ডী হইতে বড় রূপ জয় বিষহরি ॥
দেখিয়া চণ্ডীর কোপ বাড়িল তখন।
কেশে ধরি দুঃখ দিয়া কৈল বিড়ম্বন ॥
বলিতে লাগিল চণ্ডী ঠুকর মারিয়া।
এখানে সতিনী তুমি আছ লুকাইয়া ॥
পদ্মা বলে ছাড় সতাই বড় দুঃখ পাই।
শঙ্কর আমার বাপ তুমি সে সতাই ॥
পদ্মবন হতে পিতা আনিয়াছে ঘরে।
ভাইসব আর সতমাকে দেখিবারে ॥
চণ্ডী বলে ভাঙ্গড়ারে লজ্জা নাই তার।
একটী ঢেমনি করি আনে একবার ॥
এতবলি কোপে চণ্ডী না করিল আন।
নখাঘাত করি বামচক্ষু কৈল কাণ ॥
চক্ষু ধরি পদ্মা করুণায় কান্দে।
তাহা দেখি গঙ্গাদেবী শঙ্করীকে নিন্দে ॥
গঙ্গা কন কেন চণ্ডী এত সতন্তর।
লঙ্ঘিতে শিবের আজ্ঞা জ্ঞান নাহি তোর ॥
কন্যা জন্মাইল শিব পদ্মবনে গিয়া।
তারে বিড়ম্বিলে শিব বচন লঙ্ঘিয়া ॥

অপমানে মনসা সে ধর্ম্ম সাক্ষী করি
দংশিল চণ্ডীর পায়ে সর্প রূপ ধরি ॥
যেই বিষে মহাদেব আপনা পাশরে।
ঢলিয়া পড়িল দুর্গা হিঙ্গুলালি ঘরে ॥
সিজের ডালেতে পদ্মা রহিল নির্ভরে।
নন্দি আসি বার্ত্তা দিল শিবের গোচরে ॥
পদ্মবন হতে যেই আনিলা করণ্ডী।
তারে খসাইয়া বড় বিড়ম্বিল চণ্ডী ॥
তার ঘায়ে নষ্ট হৈল কার্ত্তিকের মাতা।
নিবেদন কৈলু আমি গৃহাছদ্র কথা ॥
এই বার্ত্তা পাইয়া শিব আইল ত্বরিত।
ঢলিয়া পড়েছে চণ্ডী ঘরে আচম্বিত ॥
চণ্ডীর নিকটে কান্দে কার্ত্তিক গণাই।
মায়ের মরণ দেখি কান্দে দুই ভাই ॥
বাতুল হইল শিব অতিশয় শোকে।
উঠ২ প্রাণপ্রিয়া ঘন ঘন ডাকে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় করুণা পাঁচালী।
শিবের করুণা বলি এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ভাটিয়াল।

কান্দে শিব চণ্ডীর মরণে।
আমারে হে একা থুইয়া, কোথা গেলে প্রাণপ্রিয়া,
জাগি না উত্তর দেহ কেনে ॥

বুকে হাত দিয়া শিব, বলে কণ্ঠে নাহি জীব,
নাকে মুখে নাহিক নিশ্বাস।
দারুণ বিষের জ্বালা, শরীর হইল কালা,
মনসা করিল সর্ব্বনাশ॥
কান্দি পদ্মা কহে বাণী, চক্ষে রক্ত বহেপুনি,
হের দেব পিতা শূলপাণি
কেশে ধরি অপমান, বাম চক্ষু কৈলকাণ,
মোরে বলে নির্লজ্জ সতিনী॥
ডাকি বলে ত্রিপুরারি, শুন মাতা বিষহরি,
হের আইস মোর খাও মাথা।
যদি মোরে জিতে সাধ, ক্ষম চণ্ডী অপরাধ,
জিয়াও তোমার সতমাতা॥
সব মনদুঃখ ক্ষমি, সিজ বৃক্ষ হতে নামি,
চণ্ডীরে জিয়ায় বিষহরি
দ্বিজ বংশী দাসে কয়, নারীলোকে জয় জয়,
হরষিত হৈল ত্রিপুরারী।

দিশা—বৃন্দাবনের মাঝে কানু বাঁশরী বাজায়॥

উঠিয়া বসিল দুর্গা বান্ধিলেক চুল।
কার্ত্তিক গণেশ হর্ষ খণ্ডিলেক রোল॥
পদ্মারে দেখিয়া চণ্ডী হেটমুখে চায়।
চণ্ডীরে দেখিয়া কিছু কহিল গঙ্গায়॥

যখন করণ্ডী খুল বলি সেইকালে।
লঙ্ঘিলে শিবের আজ্ঞা না পড়িব ভালে॥
পাছে যে প্রমাদ হবে না গণিলা তারে।
লঙ্ঘিলে শিবের আজ্ঞা কে খণ্ডিতে পারে॥
গঙ্গার বচনে চণ্ডীর ক্রোধে পেট ফুলে।
কোথা হতে নারদ আইল হেনকালে॥
নারদ বলেন মামী এ কোন বিচার।
বাক্য ছলে দুর্গারে না কর তিরস্কার॥
ছোট বড় যত নারী সবে জানি আমি।
তিনলোক হতে যে প্রধান দুর্গা মামী॥
দুর্গা মামী হতে আর কেহ বড় নাই।
যার ঘরে দুই পুত্র কার্ত্তিক গণাই॥
এতেক বলিয়া মুনি গেল অন্য স্থল।
গঙ্গা দুর্গা দুইজনে বাঁধিল কোন্দল॥
হাসিয়া কৌতুকী শিব যোগ ভাবি মনে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে॥

লাচাড়ি।

হাসিয়া নিকল শিব ইন্দ্রাশন থায়্যা।
গঙ্গা দুর্গা কোন্দল করে মুখামুখি হৈয়া॥
গঙ্গা বলে আলো চণ্ডী লাজ নাই তোর মুখে।
কন্যারে সতীন বল কি বলিবে লোকে॥
পদ্মবন হতে শিব আনিয়াছে ঝি।
তাহারে সতীন বল তোর জ্ঞান কি॥

চণ্ডী বলে নির্লজ্জ লো তোর লাজ নাই।
শিব তোরে বিবাহ করিল কোন ঠাঁই॥
তোর মত নহি আমি পথিক ঢেমনি।
পর্ব্বত রাজার কন্যা আমি সে ভবানী॥
শিবের জটায় থাকি মনমথ কামে।
জটা হতে নামি গেলা সাগর সঙ্গমে॥
বাছিয়া লইলা বর সাগরে চাহিয়া।
শিব থাকিতে এত কদাচার ক্রিয়া।
এক বোল বলিতে সে বলে ছয়বার।
কোন্দল না জানে গঙ্গা আজল বেভার॥
শরীরে না সহে দুঃখ সতীনের জালে।
খসল মাথার কেশ কোপ করি বলে।
গঙ্গা বলে আলো চণ্ডী তুই বড় সতী।
মহিষাসুর চাহিল ভুঞ্জিবারে রতি॥
সতত অসুর লৈয়া ফিরহ পাগলি।
তাতে তুই বড় সতী সোহাগে আগলী॥
হাতে ধরি শুম্ভাসুর লইল গগণে।
একেশ্বর ছিলা পর পুরুষের সনে॥
এত শুনি কোপ করি কহিলা চণ্ডীকা।
আরো খোটা আছে তোর শুন তার লেখা॥
সাধু সদাগর যত পরের পুরুষ।
কোলে লৈয়া রঙ্গ ভঙ্গ তাহে নাহি দোষ।
অন্ধ গলিত যত পাপী রোগী আর।
সকলে তোমাতে মজে অতি কদাচার॥

এইমতে দুইজনে না ভাঙ্গে কোন্দল।
যার যেই মনে লয় বলে বাক্যছল ॥
সকলই মিথ্যা জানি শূলপাণি হাসে।
পায়ে ধরি দ্বন্দ্ব ভাঙ্গে দ্বিজ বংশীদাসে।

দিশা—রসের মাধুরি রাধার বিনোদ শ্যাম কে কৈল চুরি

ব্যাকুল হইয়া দ্বন্দ্ব করে দুইজন।
আউদর চুল করি না পিন্ধে বসন ॥
গঙ্গার কোপেতে হেথা ত্রিলোক টলিল।
একত্রে প্রলয় দেখি জগৎ সকল ॥
চণ্ডীর কোপেতে পৃথ্বী না ধরয়ে ভর।
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে সপ্তসাগর ॥
তাহা দেখি মহাদেব ভাবিয়া প্রমাদ।
হাতে ধরি দুই জনে ভাঙ্গিল বিবাদ ॥
প্রিয় বাক্য বলি হস্ত গায়ে বুলাইল।
অনেক যতনে শিব দ্বন্দ্ব নিবারিল ॥
এত শুনি দুইজন শান্ত একেবারে।
খণ্ডিল সকল দুঃখ শিবের আদরে ॥
প্রীতি করাইয়া গঙ্গা দুর্গার সহিতে।
পদ্মা আনি সমর্পণ কৈল হাতে হাতে ॥
ইহা দেখি হরষিত হৈল গঙ্গা কালী।
চণ্ডীর মনের দুঃখ না ঘুচিল কালি ॥
গঙ্গা দুর্গা হরষিত খুসী তিনলোক।
মন দিয়া শুন পদ্মার বিবাহ কৌতুক ॥

পদ্মাবতীর বিবাহ ।

লাচাড়ী ।

পদ্মার দেখিয়া শিব যৌবন অবস্থা ।
ভাবিলা মনে পদ্মার স্বয়ম্বর কথা ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল চাহিলা একে একে ।
পদ্ম অনুরূপ বর কোথা নাহি দেখে ॥
ব্রহ্মার সভাতে গিয়া দেব মহেশ্বর ।
কহিলা সকল কথা ব্রহ্মার গোচর ॥
পদ্মবনে হৈল কন্যা অযোনি সম্ভবা ।
যোগ্য বর দেখিয়া আপনি দেহ বিভা ॥
ঈষৎ হাসিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন ।
জরৎকারু নাম মুনি আছে মহাজন ॥
সেহি সে পদ্মার বর অনুরূপ পতি ।
তাকে আনি বিহা দেহ চল শীঘ্রগতি ॥
ব্রহ্মার বচনে শিবের তুষ্ট হৈল মন ।
পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলা পঞ্চানন ॥
কোন রাজ্যে কোথা ঘর কার পুত্র নাতি ।
বিবাহ করিতে তার আছে কি আরতি ॥
ব্রহ্মা বলে কহি শুন পূর্ব্ব বিবরণ ।
বিবাহ করিব মুনি কহি যে কারণ ॥

মহাবর নাম মুনি বড় জ্ঞানবন্ত।
তার পুত্র জরৎকারু তপস্বী অত্যন্ত॥
সুখ ভোগ পরিহরি সংসার বাসনা।
নিরাশ্রয়ে ধর্ম্ম চিন্তে ব্রহ্ম উপাসনা॥
দান ভোগ পরিত্যাগ করিবার মনে।
সদাই পরম যোগী শিশুকাল হনে॥
ইহা দেখি পিতৃলোক হইল নিরাশ।
জল পিণ্ড লোপ হয় বংশ বিনাশ॥
যার বংশে পুত্র নাহি শ্রাদ্ধ তর্পণ;
সে বংশে পিতৃলোকের নরকে গমন॥
এহি মতে আছে জরৎকারু মহামতি।
বিবাহ না করে তেনি নাহিক সন্ততি॥
একদিন সেই জরৎকারু মুনিবর।
তীর্থ স্নানে বারাণসী চলিল সত্বর॥
বন পথে যাইতে ব্যাঘ্রের ভয় পায়্যা।
পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে সামাইল ধায়্যা॥
ভীত হৈয়া গহ্বরেত রহিল বিরলে।
অনেকের পরিত্রাহি শুনে হেন কালে॥
ডাক্ শুনি আগু হৈয়া আর কতদূরে।
দেখিলা ওজস্বী গুলা পরিত্রাহি করে॥
হেটেত নরক কুণ্ড উপরে শিখর।
বীরণার ঝোপ ধরি করে লড় বড়॥
এতেক দেখি মুনির হইল বিস্ময়।
তা সমাকে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥

ঊর্দ্ধমুখে তুমি সব বিপরিত কেনে।
বীরণার ঝোপ ধরি নরক ভুবনে॥
তাকে শুনি বলে তারা করি পরিত্রাই।
আমরার দুঃখ কৈও জরৎকারুর ঠাঁই॥
বিবাহ না করে তেনি নাহিক সন্ততি।
এতেকে মোরা সবার এমত দুর্গতি॥
এত শুনি জরৎকারু পায়্যা মহাভয়।
আমি জরৎকারু বলি দিল পরিচয়॥
ইহা শুনি পিতৃলোক কহিল বচন।
আমি সবে দেখহ তোমার পিতৃগণ॥
বংশেত জন্মিয়া তুমি হৈলা কুলাঙ্গার।
তোমার বিকর্ম্মে এত দুঃখ আমরার॥
এহি বীরণার ঝোপ হাতেত ধরিয়া।
নরকে রহিছি তব বংশ না দেখিয়া॥
তুমি আমরারে দেখ নরক ভুবনে।
ইমত নরকে তুমি মজিবা আপনে॥
সংসারে জন্মিয়া বংশ নহিল যাহার।
অঘোর নরক হ'তে না হবে উদ্ধার॥
এত শুনি জরৎকারু লাগিল কহিতে।
এমত বলহ কেনে অজ্ঞানের মতে॥
যার যার কর্ম্মভোগ ভোগয়ে পুরুষে।
একে দোষী নহে অন্য পুরুষের দোষে॥
নিজ কর্ম্ম শুভাশুভে চাহে ভোগিবার।
বিনা ভোগে ক্ষয় নাহি কল্পকোটী আর॥

নিজ কর্ম্মে স্বর্গে কিবা নরকে গমন।
পুত্রে কি করিব তাহা বল কি কারণ ॥
যোগাভ্যাস করি কেহ মুক্তি পদ পায়।
জল পিণ্ডের আশা তার রহিল কোথায় ॥
এতেকে আপন মুক্তি করি আপনায়।
স্ত্রী পুত্র যতেক বল কেহ নহে কার ॥
এতেকেই মিথ্যা মায়া সংসার বাসনা।
আপনার ধর্ম্ম চিন্তি ব্রহ্ম উপাসনা ॥
পিতৃলোকে বলে যত কৈলা সত্য কথা।
সকলই সত্য এতে কিছু নহে মিথ্যা ॥
কিন্তু এতে ধর্ম্ম নাহি জানিয়াছ ভালে।
আগেই উঠিতে চাও উচ্চ বৃক্ষ ডালে ॥
মহামহা জ্ঞানী যত আছয়ে সংসারে।
ধর্ম্মের লাগিয়া কি কর্ম্ম ত্যাগিবারে পারে ॥
প্রথমে অর্জ্জিব বিদ্যা তার পাছে ধন।
তবে বিয়া করিবেক গৃহস্থ লক্ষণ ॥
পুত্র যদি যোগ্য হৈল ধর্ম্মশাস্ত্র জানে।
পুত্র স্থানে ভার্য্যা দিয়া তবে যাইব বনে ॥
অন্তকালে যোগ ভাবি ত্যজিব জীবন।
পুত্র হনে লতা জন্মি বংশের বর্দ্ধন ॥
ইহলোকে পরলোকে পুত্র হনে তরি।
অপুত্রের গতি নাহি বুঝহ বিচারি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম না জানিয়া কর মিথ্যাচার।
বিবাহ করিয়া তুমি জন্মাহ কুমার ॥

মো সবার বাক্য যদি না কর পালন।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করিব এখন ॥
এতেক শুনিয়া তবে কহিলেক পুনি।
পিতৃলোকে ভাঁড়িবারে জরৎকারু মুনি।
শুবে বিয়া করিবাম শুন পিতৃগণ।
সত্য করিয়াছি পূর্ব্বে বিয়ার কারণ ॥
আমার স্বনামে হয় শিবের ঔরসে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা সদা থাকে বশে ॥
সুখ ভঙ্গ না করিব বচন লঙ্ঘন।
ইমতে করিব বিয়া এই নিবেদন ॥
পিতৃগণে বলে মোরা বর দিলু তোমা।
এই মত কন্যা পাইবা অতি অনুপমা ॥
মো সবার বাক্যে বিয়া কর মুনিবর।
হইব তোমার পুত্র ব্রহ্মার সোসর ॥
পুনরপি জরৎকারু কহিল বঞ্চিয়া।
অযাচিত কন্যা পাইলে তবে করি বিয়া ॥
পিতৃগণে বলে ইহা শিষ্টাচার নয়।
বিনে প্রার্থনায় দেখ কোন্ কর্ম্ম হয় ॥
জরৎকারু বলে তবে এই বাক্য সার।
ব্রহ্মা সনে দেখা হৈলে চাহিব একবার ॥
একবার বিনে দুইবার না চাহিব।
না হইলে যোগ স্থানে যোগ চিন্তিব ॥
এইমত সত্য করি পিতৃগণ সনে।
বদরিকাশ্রমে গেল গন্ধমাদনে ॥

ইসব জানিয়া আমি পূর্ব্ব বিবরণ।
জরৎকারু নাম পদ্মার রাখিছি তখন ॥

এতেকে সকল দেব চলহ সত্বর।
তাকে আনি বিয়া দেও এই যোগাবর ॥

ইসকল কথা শুনি কৌতুক অপার।
চলিলেন মহাদেব মুনি আনিবার ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ করিয়া সংহতি।
দ্বিজ বংশী বদনের মধুর ভারতী ॥

লাচাড়ী—সিন্দুরা রাগ।

চলিলেন মহেশ্বর, আনিতে পদ্মার বর
জরৎকারু নাম তপোধন।
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি, চলিলেন শূলপাণি,
গিরিবর গন্ধমাদন ॥

আগে চলে প্রজাপতি, সপ্ত ঋষি সংহতি,
অর্ঘ হস্তে লৈয়া সুরগুরু।
রঙ্গে চলে নারায়ণ, সঙ্গে বিদ্যাধরীগণ,
নৃত্য গীত গাইয়া সুচারু ॥

ক্ষণেকে বিমান গতি, আসিয়া মিলিল তথি,
বদরিকাশ্রমে দেবগণ।
ইন্দ্রিয় নিশ্চল মন, সমাহিত তপোধন,
মহামুনি ধ্যানে নিমগণ ॥

কোটী সূর্য্য আভা হেন, জলন্ত পাবক যেন,
করিয়াছে জগৎ প্রকাশ।
মাথায় পিঙ্গল জটা, অনলক্ষ যোগপাটা,
মুনি শিরে শোভে চারি পাশ॥
ধ্যান ভাঙ্গি জরৎকারু, দেখে ব্রহ্মা সুরগুরু,
সকল দেবতার সংহতি।
গৌরবে বিনীত মনে, জিজ্ঞাসিল জনে জনে,
দ্বিজ বংশীদাসের ভারতী॥

দিশা—কাল কাজল মোর কানাই রে।
কোল করে কাল কানু রাধা লৈয়া উরে॥

পিতৃগণের বাক্য পূর্ব্বে বিবাহ কারণ।
ব্রহ্মারে দেখি মুনির হইল স্মরণ॥
স্বেচ্ছায় ব্রহ্মার ঠাঁই লাগে বলিবার।
বিবাহ করিতে কহ কন্যা আছে কার॥
তাকে শুনি মহাদেব বলে আগু হৈয়া।
দিবাম আমার কন্যা আসি কর বিয়া॥
ইবলিয়া পাদ্য অর্ঘ দিল আচমন।
জামাই বরিল শিবে পদ্মার কারণ॥
মনেত ভাবিয়া পুনঃ কহিলেক মুনি।
বিবাহে সংকট আছে শুন শূলপাণি॥
সুখ ভঙ্গ না করিব বাক্যের লঙ্ঘন।
ই হইলে বিয়া করি করিয়াছি পণ॥

আমার স্বনামা হয় অযোনিসম্ভবা।
লক্ষ্মীর সদৃশা হয় তবে করি বিভা॥
সুখ ভঙ্গ করে যদি বচন লঙ্ঘিয়া।
সত্য কৈনু তখনই যাইব ছাড়িয়া॥
এই সব অঙ্গিকার জানিয়া শঙ্করে।
জামাই লইয়া তবে চলে নিজ ঘরে॥
ইন্দ্ররথ আগে করি চালায় মাতলি।
তাতে বৈসে জরৎকারু মাথে জটাবলী॥
দুই পাশে দেবগণে ঢুলায় চামর।
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত নাচে বিদ্যাধর॥
আর যত মুনিগণ চলিল অপার।
জরৎকারু মুনির বিবাহ দেখিবার॥
মার্কণ্ডেয় জৈমিনি কশ্যপ পরাশর।
চলিলেক বিশ্বামিত্র গৌর মুনিবর।
অগস্ত্য বাল্মীকি ব্যাস কপিল আগুরি।
জমদগ্নি বিশ্বশ্রবা উতঙ্গ ভাণ্ডরি॥
কুশধ্বজ বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আর।
গালব কৌণ্ডিল্য চলে বিয়া দেখিবার॥
কাত্যায়ন চলিছে অসিত দেবায়ণ।
মাতঙ্গ শাণ্ডিল্য চলে হরিষ বদন।
বদরিকাশ্রমবাসী যত ঋষিগণ॥
যত সব সিদ্ধ বৈসে গন্ধমাদন।
কাম্য অরণ্য হতে চলিয়াছে ঋষি।
আর যত মুনি চলে ধর্ম্মারণ্যবাসী॥

কেহ দিগম্বর কার কৌপীন বসন।
বাঘাম্বর পরে কেহ ভস্ম বিভূষণ॥
কেহ পরে মৃগাজিন গাছের বাকল।
জপমালা হাতে কার উত্তরী ধবল॥
ভগবান বস্ত্র কার কমণ্ডলু করে।
গলাতে রুদ্রাক্ষ মালা জটাভার শিরে॥
পাকা চুল দাড়ি গোঁপ ধূসর ধবল।
মৌনব্রতী ব্রহ্মচারী চলিছে সকল॥
এইমত মুনি সব বেড়ি চারি পাশে।
নানা কুতূহলে আসি মিলিল কৈলাসে॥
অতিথির ব্যবহারে পূজিল শঙ্করে।
পাদ্য অর্ঘ মধুপর্ক নানা উপহারে॥
ঘর বান্ধি মহাদেব হরষিত মনে।
আজ্ঞা দিল মনসার তৈল রন্ধনে।
দেবীগণ সঙ্গে লৈয়া মহোৎসব করি।
শুভক্ষণে তৈল রান্ধে গিরির কুমারী॥
মুনিকে করায়া সবে গন্ধ অধিবাস।
নিমন্ত্রিয়া দেবগণ আনিল কৈলাস॥
সোহাগ সাধিতে গঙ্গা চলিল আপনে।
আগে পাছে যোগান ধরিল নারীগণে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ী—সোহিনী রাগ।

সুবেশে সাজিল সুরেশ্বরী।
নানা রঙ্গ কুতূহলে, সোহাগ সাধিতে চলে,
পদ্মার বিবাহে বেশ করি॥
দেবকন্যা সমুদিত, বিদ্যাধরী গায় গীত,
বাদ্য বাজে পরম উল্লাসে।
একে একে সুরপুরী, চলিল সকল নারী,
মঙ্গল জোকার চারি পাশে॥
ব্রহ্মার পুরেত আগে, আঁচল পাতিয়া মাগে,
তবে গেল বিষ্ণুর ভবনে।
পদ্মার হইব বিয়া, খানিক সোহাগ দিয়া,
চল সখী রঙ্গ দরশনে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে, তথায় চলিল রঙ্গে,
শচীর দুয়ারে ইন্দ্রপুরে।
সিন্দূর অলক্তপাত, সোহাগ কজ্জল তাত,
শঙ্খ দিল মনসার তরে॥
শচী বরুণানী আদি, সমার সোহাগ সাধি,
ঘরে চলে শচী ভাগিরথী।
বেদধ্বনি মহোৎসব, আনন্দিত নারী সব,
দ্বিজ বংশীদাসের ভারতী॥

দিশা—আজি কি আনন্দ হইল মধুপুরে।

সোহাগ সাধিয়া গঙ্গা আসিলেন ঘরে।
লোকাচার যত কর্ম্ম করান্য পদ্মারে॥

লৌকিক বিধানে তথা দেব পঞ্চানন ;
নান্দীমুখ আদি করে গৃহস্থ লক্ষণ ॥
বিষলাড় ইন্দ্রাশন সকল ত্যজিয়া ।
কুশ হস্ত বসে হর সঙ্কুচিত হৈয়া ॥
কন্যা দান করিবারে আনন্দিত মতি ।
অতি কুতূহলে স্নান করে পদ্মাবতী ॥
সিংহাসনে বসাইয়া নারী সবে মিলি ।
মার্জ্জন করিয়া গায়ে জল দিল ঢালি ॥
বিধিপূর্ব্বক স্নান করায়্যা সত্বরে ।
মনসার লাগিয়া মঙ্গল কার্য্য করে ॥
বিশ্বকর্ম্মা আনি দিল রত্ন অলঙ্কার ।
সাজ করে পদ্মাবতী বিবিধ প্রকার ॥
সাজাবারে লাগে পদ্মা বিবিধ বিধানে ।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মনসা চরণে ॥

লাচাড়ী—জয়া রাগ

সাজে পদ্মা অন্তরে কৌতুক ।
একে তনু সুলক্ষণ, তাতে রত্ন আভরণ,
প্রকাশ করিল তিনলোক ।
কেশে শোভে পারিজাত, রতন মুকুট তাত,
শোভিয়াছে সিন্দূর কপালে ।
পদ্ম বদন আঁখি, কজ্জলে উজ্জল দেখি,
কটাক্ষে মুনির মন ভুলে ॥

স্বর্ণময় কর্ণফুলি, তদুপরে চক্রাবলী,
গণ্ডযুগে ঝলকে বিজলী।
গলে গজমুক্তা হার, তাতে গ্রিবাপত্র আর,
নাসা অগ্রে মুকুতা আবলী॥
কনক বাহুটী করে, লক্ষ্মীবিলাস শঙ্খ পরে,
কঞ্চুলী ঢাকিছে পয়োধর।
ক্ষীণ কটিদেশ বেড়ি, পরে গঙ্গাজল শাড়ী,
পরণী উড়নী মনোহর॥
চরণে নূপুর সাজে, রুণু ঝুনু বাদ্যবাজে,
উঞ্চট পরিল রত্নময়।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, সাজাইল সখীগণে,
যেন চন্দ্র আকাশে উদয়॥

দিশা—শ্রবণ মঙ্গল শ্যাম মুরলী বাজায়

—:*:—

এই মতে পদ্মারে সাজাল নানা মতে।
বৃহস্পতি চলি গেল জামাই আনিতে॥
চলিলেক জরৎকারু প্রসন্ন বদন।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি চলে ঋষি মুনিগণ॥
পার্ব্বতীর অনুমতি পাইয়া থানিক।
বেখইর গুয়া লৈতে চলিল কার্ত্তিক॥
সঙ্গে চলে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কুমার।
তার সনে দেবপুত্র চলিল অপার॥

আসিয়া দেববালক পথে রৈল আগে ।
হুড়াহুড়ি মুনি দেবে ঠেলাঠেলি লাগে ॥
কার্ত্তিকে বলে বিয়ার আছে লোকাচার ।
বেথৈর গুয়া না দিয়া নার যাইবার ॥
দেবতার বল সে কার্ত্তিক মহাবীর ।
লড়ালড়ি মুনিগণে দুর্ব্বল শরীর ॥
ক্রোধ কার রুষিলেক যত সব ঋষি ।
বালখিল্য আদি করি সকল তপস্বী ॥
অষ্টাবক্র নাম মুনি অঙ্গিরার পুত্র ।
অষ্ট অঙ্গ বাঁকা তার কাঁধে যজ্ঞ সূত্র ॥
বাঁকা কাঁকালি গলা বাঁকা হাত পাও ।
নাক মুখ চক্ষু বাঁকা বাঁকা কাড়ে রাও ॥
খঞ্জিয়া খঞ্জিয়া আসি কার্ত্তিকের আগে ।
লাড়ি ভরে উভা হৈয়া কহিবারে লাগে ॥
কি চাস্ পার্ব্বতী পুত্র ক আমার ঠাঁই ।
মো সবার আগে তোর এতেক বড়াই ॥
বাপ তোর ভাঙ্গড় সে স্বভাবে ভিকারী ।
মাথায় বহিয়া ফিরে আপনার নারী ॥
মুনিপত্নী হরিতে গেছিল তোর বাপে ।
লিঙ্গ খসিয়া পড়ে অঙ্গিরার শাপে ॥
কপালী কারণে দক্ষ যজ্ঞে কৈল হেলা ।
দক্ষ শাপে শ্মশানেত প্রেত লৈয়া খেলা ॥
কালিকার পোলা তুঞি জন্ম শরবনে ।
মো সবার বলাবল তোর বাপে জানে ॥

কার্ত্তিকের পাছে দেখি জয়ন্ত কুমার।
কোপ করি মহামুনি লাগে বলিবার॥
তোর মাও যেবা জন তারে জানি আমি।
যেই বেটা ইন্দ্র হয় তারে বলে স্বামী॥
তোর বাপে হরেছিল বশিষ্টের নারী।
মুনি শাপে কুষ্ঠ হৈল সর্ব্ব অঙ্গ ভরি॥
আরবার দুর্ব্বাসা করিল লক্ষ্মী নাশ।
কেন মুনি আগে আইস মরিবার আশ॥
হাত পাও বাঁকা দেখি অপজ্ঞান মনে।
সর্ব্ব দেব বিনাশিব ইন্দ্র আদি সনে॥
এতশুনি জয়ন্ত উঠিয়া দিল লড়।
কার্ত্তিক হইলা সব দেবের আওড়॥
শীঘ্র করি বৃহস্পতি আসিয়া তখন।
সম্ভাষিয়া গৌরবে আনিলা মুনিগণ॥
শুভক্ষণে জরৎকারু বেদিত প্রবেশে।
হরষেতে মুনিগণ বেড়িল চারি পাশে॥
ইন্দ্রে ধরিল ছত্র বিদ্যাধরী গায়।
দেবে করে পুষ্পবৃষ্টি চামর ঢুলায়॥
শিবের যতেক গণ নন্দী আদি করি।
একেবারে কন্যা বর তুলিলেক ধরি॥
দেব ঋষিগণে করে জয় জয় ধ্বনি।
দ্বিজ বংশী বদনের মধুরস বাণী॥

লাচাড়ী—ধানসী।

—:*:—

মুখ চন্দ্রিকা শুভক্ষণে।

জোকার মঙ্গল ধ্বনি, হরষিত মহামুনি,
হৈল পদ্মাবতী দরশনে॥

অন্তম্পট ঘুচাইয়া, পুষ্প অঞ্জলি লৈয়া,
নমে পদ্মা মুনির চরণে।

দেখি কন্যা শুদ্ধচারু, হরষিত জরৎকারু,
হৃদয়ে হানিল কামবাণে॥

পুনরপি পদ্মাবতী, লইয়া সহস্র বাতি,
সম্মুখে ভ্রমিল বামপাকে।

চন্দনে লেপিয়া ভালে, পুষ্পমালা দিল গলে,
হাসে মুনি পরম কৌতুকে॥

আবির কুঙ্কুম আদি, হস্তলেপ যথাবিধি,
ঔষধ প্রকার লোকাচার।

যত শুভ কর্ম্ম করি, হরষেতে বিষহরি,
প্রদক্ষিণ কৈল সাতবার॥

দেবলোক ঋষিলোক, সবার মনে কৌতুক,
পুষ্পবৃষ্টি হৈল নানারূপে।

দ্বিজ বংশীদাসে কয়, শিবপুরে জয় জয়,
নামাইল ছায়ামণ্ডপে॥

দিশা—মঙ্গল বাদ্য বাজেরে জোকার ধ্বনি পড়ে।—

ছায়ামণ্ডপ স্থানে কন্যা বর আনি।
বিষ্ণুরে আসন দিয়া পূজে শূলপাণি॥

পাদ্য অর্ঘ আচমন মধুপর্ক দিয়া।
সম্প্রদান করিল মহাবাক্য বলিয়া॥
তিল কুশ যব পঞ্চ হরিতকী সনে।
কন্যা দান কৈল শিবে আনন্দিত মনে॥
হস্তে হস্তে সমর্পিয়া কৈল নিবন্ধন।
স্বস্তি বলি মুনি কৈল পাণি গ্রহণ॥
বিবাহ দক্ষিণা দিল ধেনু পয়োস্বিনী।
প্রবাল কাঞ্চন দিল আর মুক্তা মণি॥
এক শত দাসী দিল সর্ব্ব অলঙ্কারে।
দাসীর প্রধান করি দিলেক নেতারে॥
ব্রহ্মশাপ কোন কালে না হয় অন্যথা।
এতেকে পদ্মার সঙ্গে চলিলেক নেতা॥
ব্রহ্মার নির্ম্মাণ রথ হংস বাহন।
উৎসর্গিল মহাদেবে পদ্মার কারণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি করি কুবের বরুণ।
সকলই ধন রত্ন দিল জনে জন॥
গঙ্গা দুর্গা যত দিল কহিতে না পারি।
কার্ত্তিক গণেশে দিল নন্দী আদি করি॥
করিয়া অগ্নিতে হুম যথাবিধি মতে।
ঘরে নিল কন্যা বর সবার সাক্ষাতে॥
ক্ষীর ভোজনের দ্রব্য আনিলা ভবানী।
পঞ্চামৃত ভোজন করিলা মহামুনি॥
প্রভাতে বাসিত কর্ম্ম করি সমাধান।
পদ্মা লৈয়া চলে মুনি আপনার স্থান॥

গৌড়কের যত দ্রব্য হস্তি ঘোড়া রথ ।
আশ্রমে পাঠায়্যা দিলা পদ্মার সহিত ॥
বিশ্বকর্ম্মা পুরী ঘর করিল নির্ম্মাণ ।
পদ্মা সঙ্গে রঙ্গে মুনি আনন্দিত প্রাণ ॥
নানা সুখে রঙ্গে পদ্মা মুনির সহিতে ।
নেতার বিয়ার কথা শুন এক চিতে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে ভবানী চরণ ।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণ ॥

নেত্রাবতীর বিবাহ ।

-:*:-

লাচাড়ী ।

একদিন পদ্মাবতী ঋতু স্নান কাজে ।
গঙ্গাজলে স্নান করে সখীর সমাজে ॥
হেনকালে এক মুনি উগ্রতপা নামে ।
পদ্মারে দেখিয়া বলে ব্যাকুলিত কামে ॥
কে তুমি সুন্দরী বালা প্রথম যৌবন ।
প্রাণ রক্ষা কর মোকে দিয়া আলিঙ্গন ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা কিবা সুরঙ্গ অধর ।
দেখিয়া তোমার রূপ ব্যাকুল অন্তর ॥
পদ্মা বলে দেখি তোমা মহামুনি জন ।
যোগ্য মত নহে তব হেন কুবচন ॥
পতিব্রতা সতী আমি শিবের নন্দিনী ।
জরৎকারু নাম মুনি তাহার ঘরণী ॥

অসতী না হই আমি জানে তিনলোকে।
হেন পাপ কথা তুমি না বলিও মোকে॥
মুনি বলে আজি মোর যে হয় সে হয়।
তোমারে দেখিয়া মোর আকুল হৃদয়॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা ভয় পেয়ে মনে।
মুনি সম্বোধিয়া বলে বিনয় বচনে॥
পদ্মা বলে সখিগণে জিজ্ঞাসিয়া দেখি।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর এইখানে থাকি॥
সখিগণ মধ্যে পদ্মা আসিলেক লাজে।
শিব শিব জপি গেল সখীর সমাজে॥
ভূমিতে বসিল পদ্মা কেশ না সম্বরি।
পড়য়ে চক্ষুর জল কান্দে বিষহরি॥
নেতা বলে মোর বাক্য শুন চন্দ্রমুখী।
তোমার স্বরূপ গুণে আন এক সখি॥
আপনার অলঙ্কারে সাজাইয়া তারে।
মুনিকে সন্তুষ্ট করি চলি যাহ ঘরে॥
জ্ঞানলোপ হৈল মুনি কামাতুর হৈয়া।
না করিব বিচার সন্তুষ্ট হবে পায়্যা॥
ইহা শুনি হাসিয়া বলয়ে বিষহরী।
আমার সদৃশ হও তুমি লো সুন্দরি॥
তোমা বিনা রূপে গুণে কেবা আছে আর।
এবার সঙ্কটে ভগ্নী করহ নিস্তার॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ মুনি সেই মহামতি।
তোমারই যোগ্য ভাল অনুরূপ পতি॥

এতেক শুনিয়া নেতা লজ্জিত বদন।
পদ্মা নিজ অলঙ্কারে করায় সাজন ।।
বাটা ভরি গুয়া ফুল চন্দন সহিতে।
সখি সঙ্গে পাঠাইয়া দিল হরষিতে ।।
মুনিরে দেখিয়া নেতা যুড়ি দুই কর ।
মালা চন্দন দিয়া হৈল স্বয়ম্বর ।।
গন্ধর্ব্ব বিবাহে যেন আছয়ে উচিত।
পাণিগ্রহণ করে মুনি বড় হরষিত ।।
মুনির সঙ্গমে নেতা ঋতুবতী হৈল ।
ভক্তিতে মুনির সেবা অনেক করিল ।।
কতদিনে পুত্র হৈল সর্ব্ব গুণময় ।
মুনি তার নাম রাখে উগ্র ধনঞ্জয় ।।
হেনকালে দৈবযোগে বিপাকে পড়িল ।
কহি শুন ব্রহ্মশাপ পদ্মা যে পাইল ।।
আর একদিন পদ্মা ঋতুমতী হৈয়া ।
গঙ্গাজলে স্নান করে পুণ্যকাল পায়্যা ।।
সেই উগ্রতপা মুনি নেতার সহিতে ।
সম্ভ্রমে পদ্মারে দেখি লাগিল কহিতে ।।
কাহার সুন্দরী তুমি কোন বা দেবতা ।
দুর্গা ভগবতী কিবা সুখ মোক্ষদাতা ।।
তোমার চরণে মোর কোটী নমস্কার ।
তোমার মায়ায় সব মোহিত সংসার ।
তাহ শুনি নেতা বলে হাসি উচ্চৈঃস্বরে ।
আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী স্তুতি কর কারে ।।

পদ্মাবতী নাম জরৎকারুর ঘরণী।
ইহারই সখি আমি শুন মহামুনি ॥
এতেক শুনিয়া মুনি জ্বলিলেক কোপে।
দাসী দিয়া তুমি মোকে ভাণ্ডিলে স্বরূপে ॥
স্বামী গর্ব্ব কর তুমি কপট চরিত।
স্বামী তোরে ছাড়িয়া যাউক আচম্বিত ॥
নেতারে বলয়ে মুনি কোপ করি মনে।
তোর দায় নাহি মোর যাও নিজ স্থানে ॥
এত বলি ধ্যান করি দেখে মহামুনি।
নেতাও সামান্য নহে শিবের নন্দিনী ॥
অষ্টাবক্র মুনি শাপে ভগিনীর দাসী।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানিয়া মুনির হৈল হাসি ॥
শাপ প্যায়া পদ্মার হইল ভয় মনে।
সখীগণ সঙ্গে চলে আপন ভবনে ॥
ধনঞ্জয় চলিলেক মুনির সহিতে।
নেতাও ঘরেত গেল দুঃখ ভাবি চিতে ॥
ঘরে আসি পদ্মাবতী বিরস অন্তর।
অধিক মুনির সেবা করে নিরন্তর ॥
গৃহবাস মুনির মনেত নাহি লয়।
ছাড়িয়া যাইতে মাত্র ছিদ্র বিচারয় ॥
হেনকালে বিপাক ঘটিল আচম্বিত।
আসিয়া পদ্মার দুঃখ হৈল উপস্থিত ॥
দ্বিজ বংশী বদনের পদবন্দ পূতা।
সংক্ষেপে রচিল পদ্মা পুরাণের কথা ॥

জরৎকারু মুনির পদ্মা পরিত্যাগ।

-:*:

লাচাড়ী।

একদিন জরৎকারু পদ্মার সহিতে।
হাস্য পরিহাস করি অতি হরষেতে॥
মায়া করি পদ্মার উরুতে শির দিয়া।
শয়ন করিল অঙ্গে বস্ত্র আচ্ছাদিয়া॥
চন্দন অগুরু অঙ্গে গলে পুষ্পমালা।
নিদ্রা গেল মুনিবর দ্বিপ্রহর বেলা॥
হেনকালে কোথা হনে দৈবের বিপাকে
দারুণ দ্বিজের শাপ ফলিবার পাকে॥
কালীগুর দ্বীপ আছে সমুদ্রের পারে।
তথা বসে কালী নাগ পুত্র পরিবারে॥
গরুড়ের সঙ্গে কালী হারিয়া বিবাদে।
উত্তর হইতে যায় কালিন্দীর হ্রদে॥
নাগের ফণায় সূর্য্য গগনে ঢাকিয়া।
মহি অন্ধকার করি যায় পলাইয়া॥
ব্রহ্মশাপে পদ্মার হইল ভ্রম জ্ঞান।
সন্ধ্যা কাল হৈল জানি দিবা [illegible]॥
সন্ধ্যাপাত হয় দেখি সন্ধ্যাকাল যায়।
চরণ টিপিয়া পদ্মা মুনিকে জাগায়॥

উঠ উঠ মহাপ্রভু সন্ধ্যা হয় পাত।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হৈল অকস্মাৎ॥
কালিন্দীর হ্রদে কালী গেল ততক্ষণে।
জাগিয়া পদ্মারে মুনি বলে কোপমনে॥
অকারণে সুখভঙ্গ করিলা আমার।
তোমাত বিদায় আমি কহি কথা সার॥
পদ্মা বলে জাগাইলু সন্ধ্যা হেন জানি।
সন্ধ্যাপাত হৈলে দোষ শুন মহামুনি॥
মুনি বলে দিবা আছে নহে সন্ধ্যাকাল।
বাক্য লঙ্ঘিলা তুমি না করিলা ভাল॥
আজি হনে তোমার আমার দায় নাই।
তুমি একা সুখে থাক আমি বনে যাই॥
ই বলিয়া চলে মুনি ছাড়ি গৃহবাস।
দণ্ড কমণ্ডল হাতে ধরিয়া সন্ন্যাস॥
ইহা দেখি পদ্মাবতী হইল মূর্চ্ছিত।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ভূমিত॥
দারুণ দ্বিজের শাপ অবশ্যই ফলে।
বিলাপ করিয়া পদ্মা কান্দে শোকাকুলে॥
দ্বিজ বংশী দাসের কবিত্ব শুন চারু।
স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া বনে চলে জরৎকারু॥

লাচাড়ী—সায়র রাগ ।

—:*:—

কান্দে পদ্মা মুনির গোচরে ;
তুমি হেন প্রাণপতি, বুঝিতে না পারি মতি,
কোন দোষে ছাড়ি যাও মোরে ।।
মাও নাহি অভাগিনী, ব্রহ্মার বচনে আনি,
বাপে দিল বিয়া বর চায়্যা ।
দিয়া হেন গুণনিধি, বঞ্চিল দারুণ বিধি,
মরিমু গরল বিষ খায়্যা ।।
পতি ধন পতি প্রাণ, পতি সে নারীর ধ্যান,
পতি বিনে নাহিক উপায় ।
তুমি প্রভু সুপুরুষ, অবলা নারীর দোষ,
একবার ক্ষমিতে যোয়ায় ।।
বিয়া কৈলা যে কারণ, যত কৈল পিতৃগণ,
পুত্র হৈতে মনে ছিল আশ ।
তাতে প্রভু হেন মতি, না হইল সন্ততি,
পিতৃগণ হইল নিরাশ ॥
খসিল অঙ্গের বেশ, দুই ভাগ করি কেশ,
ধরে পদ্মা মুনির চরণে ।
উত্তম সন্ততি হোক, পৃথিবীতে বংশ রোক্,
এই বাসনা আছে মনে ॥
পদ্মার করুণা শুনি, হৃদয়ে চিন্তিল মুনি,
ক্ষণেক রহিল তেকারণে ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ, তুষ্ট হোক পিতৃলোক,
বলে দ্বিজ বংশীবদনে ।।

দিশা—ও মুনি না ছাড়িও মোরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে

পদ্মা বলে শুন প্রভু আমার বচন।
সংসারেত নারী নাহি ছাড়ে কোন জন ॥
মোর পিতা মহাদেব আদ্য মহাযোগী।
তাহার শরীরে নারী অর্দ্ধ অঙ্গে লাগি ॥
জটা মধ্যে গঙ্গাদেবী সতত থাকয়।
পরম সন্ন্যাসী তেঁহ নারী না ছাড়য় ॥
ত্রিলোকের গুরু বিষ্ণু জগৎ ঈশ্বর।
লক্ষ্মী না ছাড়েন তিনি জন্ম জন্মান্তর ॥
চন্দ্রে হরিয়া দেখ নিছিল তারারে।
তথাপিও বৃহস্পতি আনিলেন ঘরে ॥
পুরন্দরে অহল্যার ভাঙ্গিল সতীত্ব।
তাকে আনি গৌতমে করাল প্রায়শ্চিত্ত ॥
এই মতে সংসারেত নারীর কারণ।
স্ত্রীকে কভু না ছাড়িছে মহামুনি জন ॥
পদ্মার বাক্যে মুনির হইল স্মরণ।
পিতৃলোকে যা কহিল পুত্রের কারণ ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া মুনি লাগে বলিবার।
আছয়ে উত্তম পুত্র উদরে তোমার ॥
আস্তিক আস্তিক বলি তিন ডাক ছাড়ি।
পদ্মার নাভিতে হস্ত দিল মন্ত্র পড়ি ॥
আস্তিক বলিবা মাত্র জন্মিল কুমার।
এতেকে আস্তিক নাম হইল তাহার ॥

পুত্র মুখ দেখি মুনির পরম কৌতুক।
নরক হতে মোচন করিল পিতৃলোক॥
তৎক্ষণে জরৎকারু চলে তপোবনে।
পাছে পাছে আস্তিক চলিল বাপ সনে॥
ইহারে দেখিয়া তবে কহিল পদ্মায়।
তুমি বনে যাও পুত্র মোর কি উপায়॥
আস্তিক বলয়ে মাও করি নিবেদন।
অসময় হৈলে মোরে করিও স্মরণ॥
এবলিয়া প্রণমিল মায়ের চরণে।
বাপ সনে চলি গেল গন্ধমাদনে॥
নেতার সহিতে পদ্মা রহিলেক ঘরে।
বার্ত্তা শুনি মহাদেব শান্তিল প্রকারে॥
কালীদহ তীরে পুরী করিল নির্ম্মাণ।
যত সব নাগে আসি ধরিল যোগান॥
চৌদিগে বিষের গড় করিল নির্ম্মাণ।
উপরে না উড়ে পক্ষী বিষে যায় প্রাণ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা যক্ষ রাক্ষসে।
নিকটে না যায় কেহ গরলের ত্রাসে॥
অনন্তাদি অষ্ট নাগ অষ্টদিগে বেড়ি।
হংসবাহণ রথে মধ্যে বিষহরী॥
বামপাশে পাত্র নেতা যোগায় তাম্বুল।
সুগন্ধ চামর হাতে আর গন্ধফুল॥
বড় সর্প অজাগর ধনের ভাঁড়ারী।
বিঘাতিয়া স্বর্ণমিত্র ধামলা কুমারী॥

আগুনিয়া ব্রহ্মজাল আর কেউটিয়া।
বাড়ীর প্রহরী বাড়য়াল যে মাটিয়া।।
কালীদহে রহে পদ্মা এইমত সাজে।
ধনে জনে বাড়ে নিত্য পদ্মা যেই পূজে।।
এইমতে পদ্মাবতী রহিলেন তথা।
মন দিয়া শুনহ চন্দ্রধরের কথা।।
অপূর্ব্ব পুরাণ গীত রচি পদ বন্দে।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় নাচাড়ীর ছন্দে।। *

ইতি দেব খণ্ড।

মানব খণ্ড

——০:*:০——

আদি প্রসঙ্গ

লাচাড়ী—ধানসী রাগ।

—:*:—

পূর্ব্বে পশুসখা নাম, ছিল সর্ব্ব গুণধাম,
ধর্ম্মকাম রাজা চন্দ্রবংশে।
ধর্ম্মেত রাখিয়া মন, সদাকাল প্রজাজন,
পুত্রবৎ পালি সর্ব্ব অংশে॥
ধন জন পুত্র নারী, শেষে সব পরিহরি,
একেবারে ছাড়ি রাজ্য আশা।
তপস্বী আশ্রমে গিয়া, সুখ ভোগ তেয়াগিয়া,
করে অতি কঠোর তপস্যা॥
মনেত ভাবি চণ্ডিকা, তপ করে পশুসখা,
সকল ছাড়িয়া একেশ্বর।
তপস্বীর বেশ ধরি, অতি উগ্র তপ করি,
আবাহনে ভবানী শঙ্কর॥

গঙ্গার কূলেত বসি, তপস্যা করে তপস্বী,
হেনকালে দেখে আচম্বিত।
পক্ষী ছাও দুই গুটী, স্রোতে লৈয়া যায় ভাটী,
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীত॥
দেখিয়া আকুল হৈয়া, ছাও আনে সাঁতারিয়া,
আশ্রমে তপস্বী অনুদিন।
বৃক্ষের কোটরে থুয়্যা, নিজ কর্ম্ম উপেক্ষিয়া,
পুষে ছাও করিল প্রবীণ॥
অনাথ পক্ষীর ছাও, তাকে ডাকে বাপ মাও,
বিপাক ঘটিল দৈবযোগে।
ভ্রমিয়া গহনবনে, পাইয়া নির্জ্জন স্থানে,
ছাও খাইল মনসার নাগে॥
তপস্বী আশ্রমে গিয়া, দুই ছাও না দেখিয়া,
শোকানলে কাতর জীবন।
মনেত ভাবিল সার, কাম্য স্থানে মরিবার,
কাম্যতীর্থে করিল গমন॥
সর্পে যেন আমারে, দংশিতে নাহিক পারে,
দেখিয়া পলায় যেন ডরে।
হইম সর্পের বৈরি, এই কামনা করি,
সেই তপস্বী তথা মরে॥
বৈসে চম্পক দেশে, গন্ধ বাণিক্য বংশে,
ধনঞ্জয় সুত কোটীশ্বর।
সেও সুখী ধনে জনে পুত্র নাহি তেকারণে,
হর গৌরী পুজে নিরন্তর॥

বর দিলা মহেশ্বর, সুপুত্র হইব তোর,
যার যশঃ ঘোষিব সংসার।
আমাতে একান্ত ভক্তি, হইব সে মহামতি,
মোর নামে নাম থুইও তার॥
বর পায়্যা তুষ্ট মন, ঘরে গেল ততক্ষণ,
ভক্তিভাবে পূজিয়া শঙ্কর।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, পূর্ব্ব পুণ্যের কারণে,
তথাতে জন্মিল চন্দ্রধর॥

দিশা—দৈবকী উদরে জন্মিল দামোদর।

—:*:—

পুত্র হৈল কোটীশ্বর হরষিত মনে।
নানাবিধ মহোৎসব করে দিনে দিনে॥
পুত্র হইল হর চণ্ডিকার বরে।
সেই তপস্বী যে কাম্য সাগরে মরে॥
পুত্র পাইয়া মহানন্দে কোটীশ্বর।
শিবের আজ্ঞায় নাম রাখে চন্দ্রধর॥
ষষ্ঠী পূজা আদি করে যতেক মঙ্গল।
জাতকর্ম্ম চূড়াকর্ম্ম করিল সকল॥
বেদ অনুসারে সব করি সংস্কার।
গুরুতে সপিল পরে শাস্ত্র পড়িবার॥
পড়িয়া পণ্ডিত হৈল করি শাস্ত্র শিক্ষা।
গুরুযে ভৈরবী-মন্ত্রে করাইল দীক্ষা॥

পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে হৈল মহামতি ।
পিতার আজ্ঞায় পূজে শঙ্কর পার্ব্বতী ॥
আপনার অঙ্গ হতে খসায়্যা রুধির ।
অঙ্গবলি দিয়া পূজা করয়ে চণ্ডীর ॥
ভক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়া ভবানী শঙ্কর ।
আবির্ভূত হৈয়া তবে দিলেন উত্তর ॥
চান্দ বলে যদি মোরে করিলাই দয়া ।
নিদান সময়ে যেন দেখি পদছায়া ॥
আর এক নিবেদন অন্তরে আছয় ।
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয় ॥
শিবে বলে মহাজ্ঞান দিলাম তোমারে ।
এক বাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহারে ॥
আড়াই অক্ষর মন্ত্র তোমা দিলু আমি ।
অন্তেত কহিলে মাত্র পাশরিবা তুমি ॥
এহি বর দিয়া গেলা ভবানী শঙ্কর ।
সন্তুষ্ট হইয়া ঘরে গেল চন্দ্রধর ॥
দেখিয়া বাপের বড় রঙ্গ হৈল মনে ।
উদ্যোগ করে সত্বর বিয়ার কারণে ॥
দেশে দেশে ভট্ট পাঠাইয়া অনুচর ।
চান্দের বিয়ার সজ্জা করে কোটীশ্বর ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার ।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী।

—:*:—

ভাট পাঠাইল দেশে দেশে।
যেন অনুরূপ বর, কন্যা আছে কার ঘর,
চান্দের বিবাহের উদ্দেশে॥
মাণিকা পাটলী দেশে, গন্ধবণিক্য বংশে,
সুর সার পুত্র শঙ্খপতি।
কুলে শীলে মহাশয়, বণিক্যের বংশে হয়,
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতীয় কন্যা, রূপে গুণে অতি ধন্যা,
নাম তার সনকা সুন্দরী।
পঞ্চ ভাইর ভগিনী, অতিশয় সুলক্ষণী,
রূপে গুণে জিনে বিদ্যাধরী॥
রাশি নক্ষত্র কাল, আসিয়া মিলিল ভাল,
চন্দ্র তারা যোড়া শুদ্ধ লাগে।
যমচক্র সর্পাকারে, করিল শুদ্ধি বিচারে,
নানা মতে ঘটে শুভযোগে॥
ঘটক পাঠায়্যা তথা, কহিল বিয়ার কথা,
সকল নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম করি।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, লগ্ন কৈলশুভক্ষণে,
জ্যোতিষের শাস্ত্র বিচারি॥

দিশা—চলরে গোপাল আনন্দ দেখি গিয়া ।

—:*:—

বিবাহের লগ্ন ধার্য্য করি কোটীশ্বরে
বিধিমতে যতেক মঙ্গল কার্য্য করে ॥
গৌর্য্যাদি মাতৃকা পূজা বসুধারা দান ।
নান্দীমুখ আদি কর্ম্ম করি সমাধান ॥
নানামতে আপনি সাজিয়া চন্দ্রধর ।
যাত্রা করি উঠে মত্ত গজের উপর ॥
সাজিয়া সকল লোক দিল পাটয়ার ।
পাইক রাউত সেনা সাজিল অপার ॥
লক্ষপতি সওদাগর চান্দর মাতুল ।
তার সঙ্গে হস্তী অশ্ব রথ যে বহুল ।
হীরামণি সুরমণি বিহারী বণিক ।
ধনপতি।রত্নপতি শ্রীপতি ধনিক ॥
ভগীরথ দামোদর গোবর্দ্ধন সা ।
বাছাই বাণিয়া চলে চান্দর মাউসা ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত চলে জনে জনে ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন চলে হরষিত মনে ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব করি হুলস্থূলী ।
আসিয়া মিলিল রাজ্য মাণিক্য পাটলী ॥
অগ্রব্রজি আগুসারি নিল সর্ব্ব লোকে ।
শঙ্খপতি কোটীশ্বর মিলিল কৌতুকে ॥

পরম গৌরবে সম্ভাষিল জনে জনে ।
যোড়া কুষ্ঠি লাগাইল দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণে ॥
কন্যা সাজাইয়া ঘরে নানাবিধ মতে ।
ব্রাহ্মণে বরণ বাক্য করে সবে হিতে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার ।
চান্দর বিয়ার রঙ্গ শুনিতে অপার ॥

লাচাড়ী

—:*:—

সনকারে করিয়া থাটেতে ।
শুভক্ষণে করি লেখা, তুলিয়া মুখ চন্দ্রিকা,
মঙ্গল জোকার নাট গীতে ॥
কটাক্ষে সম্ভ্রম করি, পশ্চিম মুখে সুন্দরী,
প্রণাম করিল যোড় করে ।
দেখি সনকার মুখ, হৃদয়ে বাড়িল সুখ,
করয়ে কৌতুক চন্দ্রধরে ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়্যা, মুক্তা প্রবাল লৈয়া,
মেলামেলি কৌতুক অপার ।
সোহাগ কজ্জল আনি, পরাইল সুবদনী,
গলে দিল মালতীর হার ॥
প্রকারে ঔষধ দিয়া, দর্পণাদি বদলিয়া,
হস্তলেপ করিল প্রকার ।
অঙ্গে অঙ্গে তোলাতোলি, পুষ্প লৈয়া মেলামেলি,
প্রদক্ষিণ কৈল সপ্তবার ॥

ঢাক দুন্দুভী কাড়া, ভেরী মৃদঙ্গের সাড়া,
পঞ্চ শব্দে বাদ্য হুলস্থূলী।
সিলই হাওই ছুটে, লক্ষ লক্ষ বাজী উঠে,
তোলপাড় মাণিক্য পাটলী॥
লক্ষপতি সদাগর, নামাইল কন্যাবর,
ছায়ামণ্ডপ যজ্ঞশালে।
নিজ কুল পুরোহিত, জ্ঞাতিবর্গ সমুদিত,
বংশীবদন দ্বিজে বলে॥

দিশা—আনন্দে নন্দিত নন্দের নন্দন।

লক্ষপতির পুরোহিত আচার্য্য পুরন্দর।
কোটীশ্বরের পুরোহিত পণ্ডিত শুভঙ্কর॥
মিশ্র শ্রীপতি সার্ব্বভৌম শিরোমণি।
বিদ্যানিধি দিগ্বিজয়ী মহা মহাগুণী॥
বৈদান্তিক বিশারদ যত বেদবিত।
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী আচার্য্য পণ্ডিত॥
চতুর্ভিতে বসিলেক পণ্ডিত মণ্ডলী।
হইল ইন্দ্রের সভা মাণিক্য পাটলী॥—
ছায়া মণ্ডপেত বর বসে পূর্ব্ব মুখে।
কাছাকাছি কন্যা বসে বরের সম্মুখে॥
উত্তরান্তে কুশ হস্তে বসিলেক কৃতি।
কর্ম্ম করায় পুরোহিত হাতে লৈয়া পুথি॥

সাধু ভবানাত্তাং বলি বাক্যের সৌষ্ঠব।
সাধ্বমাস ইত্যান্তরে করিল গৌরব॥
পাদ্য অর্ঘ আচমনী মন্ত্র পূর্ব্বক।
পুনরপি আচমনী দিয়া মধুপর্ক॥
অগ্নি স্থাপন করি কুশণ্ডিকা স্থান।
মহাবাক্য বলিয়া করিল সম্প্রদান॥
তিল কুশ যব পঞ্চ হরিতকী সনে।
পূর্ব্ব পুণ্যে শঙ্খপতি কন্যা দিল দানে॥
স্বস্তি করি হস্ত পাতি লৈলা চন্দ্রমণি।
দক্ষিণা দিলেক মূল্য ধেনু পয়োস্বিনী।
দাস দাসী ভূমিদান রজত কাঞ্চন।
পঞ্চাশ মাণিক্য দিলা বাণিজ্য কারণ॥
সুবর্ণের বাটা দিলা পাণের থলিয়া।
উৎসর্গিল জলধর নামে চাণ্ডলীয়া॥
বেড়া লেঙ্গা দুর্জ্জনা আর হিরাধর।
অনুক্রমে গণি দিল পঞ্চটী নফর॥
কালী কাজলী সালী দুর্ব্বলী মেথলী।
পঞ্চ জন দাসী দিল সোহাগে আগলী॥
সনকার মায়ে দিল বস্ত্র উপাদিক।
আর আর জনে দিল একেক মাণিক॥
বরণ পূর্ব্বক যথা কুল পুরোহিত।
কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে হমে ঘৃত॥
প্রথমে করিল হম মহাব্যাহৃতি।
সর্ব্ব প্রায়শ্চিত্ত হম পঞ্চ আহুতি॥

তবে পিতৃ হুম পুনঃ করিয়া বিধান ।
লাজা হুম করি কৈল যজ্ঞ সমাধান ॥
সপ্ত মণ্ডলিকা করি শিলা আরোহণ ।
বেদিকা ভ্রমণ করি কৈল চন্দ্রাসন ॥
সুবর্ণ দক্ষিণা দান সব সম্পাদিয়া ।
হরষেতে ঘরে চলে কন্যা বর লৈয়া ॥
নানাবিধ মহোৎসব করি কোটীশ্বরে ।
পুত্রবধূ লৈয়া চলে আপনার পুরে ॥
চম্পক নগর যুড়ি জয় জোকার ।
নানা মত দান ধর্ম্ম কৌতুক অপার ॥
পুত্র বিয়া করাইয়া রাজা কোটীশ্বর ।
অভিষেক করি দিল রাজ্য অধিকার ।
পিতা হৈতে পুত্র হৈল গুণী সর্ব্বগুণে ।
দাতা ভোক্তা পণ্ডিত সকল ধর্ম্ম জানে ।
রাজভোগে বাড়িল সম্পদ অতিশয় ।
বৈরিয়ে লঙ্ঘিতে নারে ভবানী সদয় ॥
কতদিনে মাতা পিতা মরে কাল পায়্যা ।
শত পুত্র কার্য্য করে এক পুত্র হৈয়া ॥
রজত কাঞ্চন দান জলভূমি আদি ।—
করিল দান সাগর শ্রাদ্ধ যথা বিধি ॥
অধিক সম্পদ বাড়ে হর গৌরী বরে ।
অনুক্রমে ছয় পুত্র হৈল তার ঘরে ॥
শ্রীকর শ্রীধর গুণাকর গুণধাম ।
মধুকর দুর্গাবর যজ্ঞীবর নাম ॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব হেন বাড়ে ছয়জন।
দেখি সনকার বড় আনন্দিত মন।।
হস্তি আরোহণে কিবা ঘোড়ায় পৃষ্ঠেত
মল্ল বিদ্যা ধনুর্ব্বিদ্যা সবে সুশিক্ষিত ।।
বাপের ভৈরবী মন্ত্রে করে উপাসন।
দেখি চন্দ্রধর অতি হরষিত মন ।।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় রচিয়া পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ।।

লাচাড়ী

কতদিনে সদাগর মনেত ভাবিয়া।
সভা করি বসিলেক পাত্র মিত্র লৈয়া ।।
সকলেরে সম্বোধিয়া বলে অধিকারী।
সবে যদি বলহ বাগান তবে করি ।।
ভাল ভাল করি বলে গুভাই পণ্ডিত।
রাজা তুমি বাগানত করণ উচিত।
শুভক্ষণে লগ্ন কৈল আনি বিপ্রগণ।
বাড়ীর উত্তর অংশে কৈল ভদ্রাসন ।।
দীঘে পাশে আরোপিয়া যোজনেক যুড়ি।
পুরীর উত্তরেত কৈল বাগান বাড়ী ।।
*গড়খাই করিলেক চুলজ রোপিয়া।
কোণে কোণে বাঁশ রোয়ে পাগার ভজিয়া ।।

বাহিরেত লাগায় কদম্ব সারি সারি ।
তেঁতুল চালিতা রোয়ে ভরিয়া উয়ারি ।
বাড়ীর ভিতরে পুনঃ দিয়া গড়খাই ।
কলা লাগাইল যত লেখা জোকা নাই ।
চারিদিগে গড় করি সিজে মান্দারে ।
দুর্গম করিল কেহ লঙ্ঘিতে না পারে ।
তার মধ্যে লাগাইল নানা মিষ্ট ফল ।
রোপিল তমাল তাল শাল শরল ॥
লাগাইল দাড়িম্ব কাঁটাল আম্র বেল ।
জামীর লেবু লাগায় গুয়া নারিকেল ॥
লাগায় ডেফল গাব তার অবশেষে ।
রোপিল খাজুর বৃক্ষ তার চারি পাশে ॥
তার পাছে খরমুজ বদরী শ্রীফল/
ভুবী গৈয়ব আদি লাগায় সকল ॥
নারাঙ্গ কমলা রোয়ে সোলঙ্গ শাকর ।
মিঠা জাম্বী নানা কলা লাগায় বিস্তর ॥
নানাবিধ আনারস লাগাইল শেষে ।
রোপিল চালিতা জাম তার এক পাশে ॥
জামীর কাগজী মুগ লাগায় প্রচুর ।
আদালেম্বু কাঁটালেম্বু লাগায় কর্পূর ॥
লাগাইল মৌকরা আদি আমলকী ।
ধুতরসা থৈকর বয়েড়া হরীতকী ॥
হরিদ্রা আদা লাগায় আইল করিয়া ।
স্থানে স্থানে বস্থগন্ধা লাগায় ছান্দিয়া ॥

বাড়ীর মধ্যেত দিল দীঘি পুকুরী।
তার পাশে লাগাইল নারিকেল সারি॥
তাহার অন্তরে পুষ্প চাঁপা নাগেশ্বর।
রোপিল জবা ধুতুরা পূজিতে শঙ্কর॥
সারি সারি রোপিল বকুল সেফালিকা।
রোপিল বিবিধ শ্বেত রক্ত মল্লিকা॥
জাতী যূথী মালতী লাগায় সারি সারি।
লাগাইল নানাবিধ লবঙ্গ কস্তূরী॥
শ্বেত কৃষ্ণ করবী সে দেখিতে সুন্দর।
আর যত গন্ধফুল লাগায় বিস্তর॥
চান্দড় ঈশর মূল আর নাগদনা।
ঔষধ লাগায় যত নাহিক গণনা॥
যত কিছু ফল মূল আছে ইভুবনে।
সকল দেখিতে পাবা চান্দর বাগানে॥
এই মতে বাগানে লাগায়্যা বৃক্ষ সব।
পরম কৌতুকে চান্দ করে মহোৎসব॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ী—গোষ্ঠ রাগ

হাসে চান্দ লাগায়্যা বাগান ।
ইন্দ্রের নন্দন বন, হেন মত বিলক্ষণ,
নানারূপে করিছে নির্ম্মাণ ॥
চারি পাশে জলাশয়, কমল উৎপলময়,
কেলি করে হংস চক্রবাকে ।
পিকে করে কুহু রব, গুঞ্জরে ভ্রমর সব,
শিখীগণে কেকা রবে ডাকে ॥
ফলবন্ত বৃক্ষ ভাল, স্থানে স্থানে রাখাল,
পাইক প্রহরী বাগানী ।
সৈকায়ে বান্ধয়ে সিঁড়ী, প্রত্যেক গাছের গোড়ি
যতনে তাহাতে সিঞ্চে পানী ॥
বসাইল বাজার, যতেক দোকানদার,
দাড়িয়া মণ্ডল পাটয়ারী ।
বাগানের উপার্জ্জনে, ভাণ্ডার ভরিল ধনে,
হরষেতে চান্দ অধিকারী ॥
লাগাইয়া ই'বাগান, মনে কৈল অনুমান,
ছ পুত্রের বিবাহ কারণে ।
ছয় কন্যার উদ্দেশে, চর গেল দেশে দেশে,
বলে দ্বিজ বংশীবদনে ॥

দিশা—দেখ লো সই রঘুকুলমণি।

যুবরাজ দেখি ঘরে ছয়টী কুমার।
উদ্যোগ করিল বাপে বিয়া করাবার॥
বাচস্পতি সদাগর বিজয় নগরে।
সীতা নাম কন্যা বিয়া করিল শ্রীকরে॥
বিহারীয় সাধু সে কাঞ্চনপুরে ঘর।
তারা নামে কন্যা বিয়া করিল শ্রীধর॥
ভগীরথ সদাগর কমলাক্ষপুরী।
গুণাকর বিয়া কৈল কন্যা মন্দোদরী॥
উড়িষ্যা নগরে সাহা কুলীন প্রধান।
বিয়া কৈল মধুকরে জয়া নাম তান্॥
বিজয়া কন্যার নাম কৃষ্ণসাহা ঘরে।
আনন্দে বিবাহ করে কৈল ষষ্ঠীবরে॥
অমরা নগরে সাহা বাস নন্দী গ্রামে।
বিয়া কৈল দুর্গাবরে মহামায়া নামে॥
ছয় পুত্র বিবাহ করায়্যা চন্দ্রধরে।
পরম আনন্দে নানা মহোৎসব করে॥
কতদিনে মন্ত্রনা করিয়া সদাগর।
বাণিজ্য করিতে চলে উত্তর সফর॥
যুবরাজ ছয় পুত্র রাজ্যের রক্ষক।
হাতি ঘোড়া পাইক আর সকল কটক॥
রত্নাবতী সফর পাইল ছয় মাসে।
হরিকেশব রাজা সেই রাজ্যে বসে॥

নায়ে পাড়া দিয়া ঘাটে দিয়া পুরস্কার ।
ত্বরিত গমনে গেল রাজা ভেটিবার ॥
আপনার সুখে চান্দ করে বিকি কিনি
এথা মাতা মনসার শুনহ কাহিনী ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে ।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবারে ॥

কাজির বিড়ম্বনা ।

——০:*:০——

লাচাড়ী ।

আপনার রাজ্য ছাড়ি হরষিত হৈয়া ।
নেতার সহিত পদ্মা বেড়ায় ভ্রমিয়া ॥
এইরূপে নেতা পদ্মা ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
গোধন রক্ষক সবে দেখিলাই পথে ।
নেতার নিকটে পদ্মা লাগে বলিবার ।
গোরক্ষক আগে চাই পূজা লইবার ॥
পদ্মাবতী দেখি সেই গোধন সকল ।
রাখাল সকলে সব নেয় দিতে জল ॥
বলিলাই তা সবারে বিনয় বচনে ।
বিধবা ব্রাহ্মণী দুই যাই পুষ্পবনে ॥

শ্রান্ত হইয়াছি বড় নারি হাটিবার।
কিছু দুগ্ধ দেও বাছা পান করিবার॥
ইহা দেখ তারা সবে দিলেক উত্তর।
তোমরাকে দিলে দুগ্ধ কোন্ ফল মোর॥
অনাচারী ব্রাহ্মণীরা দুগ্ধ চাহ এথা।
রাখাল সকলে মিলি ভাঙ্গিবাম মাথা॥
ইবলিয়া গোঠে তারা লৈয়া চলে জলে।
গোধন স্থাপিল পদ্মা আপনার বলে॥
উঠিতে না পারে গাভী দেখিল রক্ষকে।
প্রণাম করিয়া বলে পদ্মার সম্মুখে॥
কে তুমি বিধবা মাও হও কোন্ দেবী॥
তোমার কপটে নারি তুলিবারে গাভী।
এতেক শুনিয়া দেবী বলে পদ্মাবতী॥
শঙ্করের কন্যা আমি শুন মূঢমতি॥
এতশুনি ভয় পায়া যত গোপগণ।
ঘট স্থাপি পূজা করে আনিয়া ব্রাহ্মণ॥
পদ্মার কপটে তবে উঠিল গোধন।
দেখি হরষিত হৈল গো-রক্ষকগণ॥
ইহা দেখি ভক্তিভাবে যত গোপগণ।
দীপ ধূপে বলিদানে করয়ে পূজন॥
নানামতে করে তথা বাদ্য নাট গীত।
হেনকালে এক কাজি আসি উপস্থিত॥
আপনিই কাজি সেই গোষ্ঠি তার জোলা।
কিতাব কোরাণ পড়ি করে কাজিয়ালা॥

নগরে ফিরে হিন্দুর পূজা করি মানা ।
ভূত পূজা বলি তারে করে বিড়ম্বনা ॥
তার যত গোষ্ঠী জোলা কলিমা জানিয়া ।
কাজির ভাই কাজির শালা সব হৈল মিঞা ॥
তাতের সাজ ঘরে থুয়্যা যত তানা বানা ।
কাজি নামে যেখানে সেখানে খায় খানা ॥
ভিটী হেন পাগ মাথে মুখে লম্বা দাঁড়ি ।
সহজে কমিন আরো খল হৈছে পড়ি ॥
হিন্দুয়ানী মানা করে গাঞে গাঞে বাইতে ।
গো-রক্ষকে পদ্মা পূজে দেখিল তা পথে ॥
পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি ।
আসন করণ্ডী ভাঙ্গি কৈল খান চারি ॥
তার মাঝে এক জন জাতি মুসলমান ।
সে বলে উচিত নহে রাখ হিন্দুয়ান ॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে ॥
যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্ম্মজ্ঞানে ।
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই ।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য্য নাই ॥
ইহা শুনি কেহ না রাখিল তার কথা ।
ভূত পূজা বলি কৈল পঞ্চ অবস্থা ॥
কালু মিঞা নাম টকিয়া জোলার পুত্র ।
সে বলে মার ফেলাও গোয়ালের গোত্র ॥
তাহান্ খালাত ভাই নাম হাজি মিঞা ।
পা পোছার বেটা টুনিয়া জোলার ভাগ্যা ॥

তাঞী বলে হিন্দু মারিয়া কার্য্য নাই।
আগুণ লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই॥
এই সব যুক্তি তারা করই বসিয়া।
হেনকালে গোপ সব আইল সাজিয়া॥
ধর ধর মার মার বলে গোপগণে।
মিঞা সব পলাইল ভয় পায়্যা মনে॥
বনে ঝোপে গেল তারা লড়ালড়ি পাড়ি।
মিনা কাজি পলাইতে ধরিলেক বেড়ি॥

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
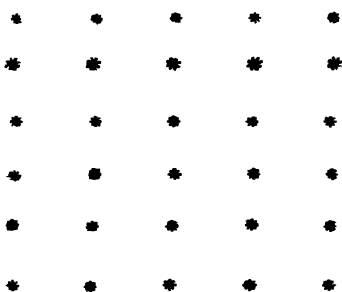
তার পরে ছাড়ি দিল দুর্ব্বল দেখিয়া।
স্নান করি পদ্মা পূজে হরষিত হৈয়া॥
মিনা কাজি পলাইল গণিয়া প্রমাদ।
হাসনের কাছে গিয়া করিল ফৈরাদ॥
সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত।
লাড়্কা করিয়া সনে সুখে খায় ভাত॥
হুসেন কনিষ্ঠ ভাই মর্ত্তুজার সনে।
খোদা দিল রুসুমৎ বসি এক খানে॥

এহি সবে লইয়া হাসলে খানা খায়।
হেনকালে মিনা কাজি আসিল তথায়॥
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে দুঃখ আপনার।
দ্বিজ বংশী দাসে রচে মধুর পয়ার॥

লাচাড়ী

শুন সাহেব আমার উত্তর।
তোমার হুকুমে আমি, সকল বিলাতে ভ্রমি,
তাতে হৈল এত দুঃখ মোর॥
জঙ্গলে নদীর কূলে, মিলিয়া সব রাখালে,
নাট গীত মহোৎসব করি।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া, পঞ্চ উপচার দিয়া,
ভূত পূজে বলে বিষহরী॥
বিলাতে আমি যাইতে, তাহারে দেখিলুঁ পথে
মনে মোর হইলেক গোসা।
ভাঙ্গিবারে ঘট বারি, দিলে বড় পাঞ্জা করি,
হাতেত তুলিয়া নৈলু আশা॥
সে আশার বাড়ি দিয়া, সকল ঘট ভাঙ্গিয়া,
কাজিগিরি করিলু জাহির।
আসিয়া গোয়াল যত, আমারে চোরের মত,
মারিয়াছে না করি খাতির॥

যত সব ভাই ছিল, তারা পলাইয়া গেল,
আমারে পাইয়া করে খুন।
খাওন্দ তোমারে মানি, খোদার সমান জানি,
কদমেত করিনু মালুম॥
শুন শুন হজরত, মোর দুঃখ কত মত,
হৈল সব নসিবের দোষে॥

* * * * * *

* * *

হাসনে শুনিয়া কথা, মর্ম্মেত লাগিল ব্যথা,
সাজ সাজ বলে ডাক ছাড়ি।
দ্বিজ বংশী দাসে কয়, ইতব উচিত নয়,
শেষে পাইবা অপমান ভারি॥

পদবন্ধ।

সাজ সাজ বলিয়া হাসন পাড়ে ডাক।
এক ডাকে বাহিরিল খোজা তিন লাখ॥
খলিপা দেওয়ান কাজি খোজার প্রধান।
তার সনে সাজি আইল হাজার পাঠান॥
বড় বড় তাজি ঘোড়া করি নানা সাজ।
সেখ জাদা সব চলে যেন গজরাজ॥
খন্‌কার রফিক্ সাজে মিনা কাজির ভাই।
তার সনে লাটকিয়া লেখা জোকা নাই॥

পাওজামা নিমা টুপী পরি কটীবন্ধ ।
হাসন সৈদের সাজে সাত ফরজন্দ ॥
আকন্দ হাসন কাজি হৈল আগুয়ান ।
তালিপ মুর্‌সিদে আর ধরিছে যোগান ॥
ঘন ঘন সাড়া কাটি পড়িল নগরে ।
এক জন মুসলমান না রৈল সহরে ॥
আসিয়া মিলিল সবে পদ্মা পূজা স্থান ।
ই দেখি হিন্দুআনের উড়িল পরাণ ॥
কেহ পলাইয়া গেল কেহ দিল লড় ।
কেহকে মারিল পাড়ি করে ধড় ফড় ॥
পূজা ভাঙ্গি ঘট বারি ভাঙ্গিয়া ফেলায় ।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য পাড়ে দুই পায় ॥
ব্রাহ্মণের জাতি নাশ করিবার ছলে ।
কর্ণেত কলিমা পড়ে যবন সকলে ॥

* * * * *
* * * * *
* * * * *

তদন্তরে সব গুলা চলি গেল ঘর ॥
হেনকালে নেতা বলে শুন বিষহরী ।
এত অপমান আর সহিতে না পারি ॥
যদি তুমি না কর ইহার প্রতিকার ।
তোমারে সংসার মাঝে কে পূজিব আর ॥
এহি কথা শুনি পদ্মা হৈল ক্রুদ্ধ মন ।
অষ্ট নাগে সেইক্ষণে করিলা স্মরণ ॥

অষ্ট নাগ আসি বলে করি মহাস্তুতি।
কোন কার্য্যে স্মরণ করিছ পদ্মাবতী॥
ইহা শুনি পদ্মা বলে শুন নাগগণ।
অবিলম্বে দংশ সবে সকল যবন॥
নাগগণে ইহা শুনি বলিল সত্বর।
ইহা না পারিব মোরা করিল উত্তর॥
আজ্ঞা কর ইন্দ্র সনে পারি যুঝিবার।
এই ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সাপে দেও ভার॥
হেনকালে এক নাগ বিষতিয়া নাম।
পদ্মার সম্মুখে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর মোরে দংশিতে যবন।
এইক্ষণে দংশি দিব চিন্ত কি কারণ॥
অষ্ট নাগে স্মরিয়াছ এই অল্প কাজে।
তারা কি দংশিবে শুনি আমি মরি লাজে॥
ছোট ছোট নাগ যত আছয়ে ভুবনে।
সেই মোর পরিবার বড় নাগ বিনে॥
সেই সব নাগ লৈয়া করিয়া গমন।
সহরে করিব গিয়া বিষ বরিষণ॥
ইবলিয়া বিষতিয়া চলে মত্ত হইয়া।
হাসন কাজির হাটি উত্তরিল গিয়া॥
বড় বড় ফণা ধরি যত সর্পগণ।
বিষে অন্ধকার কৈল কাজির ভুবন॥
পুরী খণ্ড সকল বেড়িল চারি পার্শে।
একেক কাজিরে ধরে দশে বিশে ত্রিশে॥

হাতে পায়ে গলায় বান্ধিয়া লেজে বেড়ি।
শীতলা বোড়ার বিষে পাড়ে গড়াগড়ি॥
মুখ দিয়া ফেণা উঠে পরাণ সংশয়।
তৌবা তৌবা বলিয়া খোদার নাম লয়॥
বড় বড় বাড়োয়াল বিঘতিয়ার ডরে।
বিবি সবে লড়ালড়ি বাড়ীর ভিতরে॥
বিঘতিয়া বোড়া নাগ বড়ই ইতর।
লাফ দিয়া সামাল ইজারের ভিতর॥

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

খাটে বিছানায় নাগ করে হুড়াহুড়ি।
মাথে হাতে বিবি সবে কান্দে ডাক ছাড়ি
বিবি সৈদানী মিঞা বৃদ্ধ খন্দকার।
বিষের জ্বালায় সবে দেখে অন্ধকার॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদ্মার চরিত্ত।
হেন দেবে বলাইয়া এত বিপরীত॥

লাচাড়ী

কান্দে কাজি স্মরিয়া খোদায়।
দারুণ বিষের জ্বালে, বুক ভিজে মুখ লালে,
ভূমিতলে গড়াগড়ি যায়।

সাত কবজন্দ মোর, বিষে হৈল কালঞ্জর,
দেখি প্রাণ না যায় ধরান।
আতসে দহে যে বুক, বিরস বিবির মুখ.
কেনে আছে আমার পরাণ ॥
মামুদ সরিপ্ আলি, তারা পড়িয়াছে ঢলি,
বেটীর দামাদ চারি জন।
নবির দখল ছাডি, সবে যায় গড়াগড়ি.
দেখি দুঃখ না যায় সহন ॥
কাবিল ফাজিল মির, মাহাম্মদ জাহাজির,
ফকির মামুদ সুলতান্।
রছুল জাফর ভাই, ঢলি পড়ে এক ঠাঁই.
দেখিয়া নিকলে মোর জান ॥
ফতেমা নুরজান্ আদি, সায়বাণী সৈয়দ জাদি.
বান্দী গোলাম যত আর।
বিষে সবে ঢলি পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি.
কাজির ঘটিল সর্ব্বনাশ।
পদ্মা পূজা করি মানা, এত হৈল বিড়ম্বনা,
খেদে কহে দ্বিজ বংশী দাস।

পাদবন্ধ।

কি করিলা খোদাতাল্লা পয়র্ অধিকার।
একদিনে সর্ব্বনাশ করিলা আমার ॥

খসম্ দামাদ বেটা আর পরিজন ।
সব নিয়া আমারে রাখিলা কি কারণ ।
এই মত আর্ত্তনাদ করিয়া বিস্তর ।
বুড়ী সৈদানী কান্দে বাড়ীর ভিতর ॥
কাজিরে দেখিয়া কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া ।
মিছা কাজিয়ালী দোষে জান দিলা মিঞা ॥
আর করিও না কভু হিন্দুয়ানী মানা ।
হিন্দুর দেব পরতক্ষ মুখে উঠে ফেণা ॥
নাগের ঘায়ে প্রাণ যায় গড়াগড়ি যাও ।
মুখের সাজা মুখে পাইলা হাজার তোবা খাও ॥
কাজ নাই কাজীয়ালী হিন্দুর দেব পূজ ।
দেব সনে হারামজাদি কিছু নাহি বুঝ ॥
এই মতে পড়ি কান্দে হাসনের মায় ।
পদ্মারে স্মরণ করি গড়াগড়ি যায় ॥
কলি যুগে মাও তুমি সাক্ষাৎ দেবতা ।
হিন্দু কি যবন তুমি সকলের মাতা ॥
কমিন কাজির দোষে করিলা প্রলয় ।
লক্ষ বলি দেই তুমি হও গো সদয় ॥
বিবির কান্দনে পদ্মা দিলাই অভয় ।
হাসন হুসেন জীয়ে হেনই সময় ॥
নাগ সব দূরে গেল কাজিগণ ছাড়ি ।
সব সৈন্য জীয়া উঠে গায় ধূলা ঝাড়ি ॥
কটক সহিতে জীল যবনের রাজা ।
ভক্তিয়ে পদ্মারে দিল নব লক্ষ পূজা ॥

স্নান করি কাজি সবে ফেলি মোছ দাঁড়ি।
শত দণ্ডবৎ করে ভূমিতলে পড়ি॥
পূজা প্যায়্যা নাগ মাতা হৈয়া হরষিত।
নানা বর দিলা সবে যার যে বাঞ্ছিত॥
তথা হনে পদ্মাবতী চলিলা সত্বরে।
দ্বিজ বংশী দাসে ভণে মধুর পয়ারে॥

বিবাদের অঙ্কুর।

-:*:-

লাচাড়ী।

চলিলেন জয় বিষহরী।
হাতাহাতি দুই ভগ্নী, ভূমি হ'তে উঠে অগ্নি,
বিষের অনলে দিপ্তি করি॥
ভ্রমিয়া কৌতুক পর, দেখিয়া নানা নগর,
লাস বিলাস গতি চলে।
পথেত করিয়া মায়া, ছাড়িয়া দেবের কায়া,
যতি রূপে খেওয়া ঘাটে মিলে॥
চম্পক নগর দেখি, বলে পদ্মা চন্দ্রমুখী
কহ নেতা ইকার নগর।
এথা বসে কোন রাজা, কোন্ দেবে করে পূজা,
ই-নগর দেখিতে সুন্দর॥

বিচিত্র নির্ম্মাণ পুরী, সব ঘর সারি সারি,
স্থানে স্থানে শোভে পুষ্পবন।
নানা পক্ষী কোলাহল, কেলি করে অলিদল,
যেন দেখি ইন্দ্রের ভুবন॥
সুন্দর পুরুষগণ, নারী সব বিলক্ষণ,
পাইক কটক যে অপার।
নগরের মধ্যে গড়, গজ সব বড় বড়,
স্থানে স্থানে সহর বাজার॥
নেতা বলে পদ্মাবতী, গন্ধবণিক জাতি,
ধনঞ্জয় সুত কোটীশ্বর।
তার পুত্র চন্দ্রধর, সর্ব্ব গুণে গুণাকর,
তার এই চম্পক নগর॥
পূর্ব্ব পুরুষ হনে, অন্য দেব নাহি জানে
সর্ব্বকাল পূজে হর গৌরী।
শঙ্করের বরদানে, পাইয়াছে মহাজ্ঞানে,
সনকা সুন্দরী পাটেশ্বরী॥
শুনিয়া নেতার বাণী, কহিলা জয় ব্রহ্মাণী,
দেখি চল চান্দের নগর।
চল ভগিনী সত্বর, বিলম্ব নাহিক কর,
দেখি পূজে কিনা চন্দ্রধর॥
নেতা পদ্মা সহরষে, বিধবা ব্রাহ্মণী বেশে,
মায়া করি চলিলা কপটে।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, গেলা সেই নদী কূলে,
জালু মালু খেওয়ানী যে ঘাটে॥

দিশা—ভাবরে ও মন, প্রভু নিরঞ্জন

—:•:—

বিধবা ব্রাহ্মণী বেশ ধরি বিষহরী।
ধীরে ধীরে চলিলেন চান্দের নগরী॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধান জটাভার মাথে।
স্ফটিকের জপমালা লইলেন হাতে॥
এই মতে নেতা পদ্মা চলিলা কপটে।
আসিয়া মিলিলা দোঁহে নদীর নিকটে॥
পদ্মা বলে শুন কহি ঘাটের খেওয়ানী।
অবিলম্বে পার কর বিধবা ব্রাহ্মণী॥
জাল বায় জালু মালু গুঞ্জরী ভাসিয়া।
ডাক দিয়া বলে তারা নৌকাতে বসিয়া॥
বড় নৌকা আজি ঘাটে নাহি আমরার।
ছোট নাও আনিয়াছি জাল বাহিবার॥
দুই জন বিনে ইথে তিন নাহি ধরে।
ডুবিলে সঙ্কট পাছে চলি যাও ঘরে॥
পদ্মা বলে ধরিবেক না ভাব বিস্ময়।
ত্বরা পার করিলে বড়ই পুণ্য হয়॥
চলিয়াছি ভিক্ষারে চন্দ্রধরের পুরী।
শুনিলে বলিব ভাল সনকা সুন্দরী॥
ইহা শুনি জালু নাও লাগাইল ঘাটে।
চারিজন আঁটিলেক পদ্মার কপটে।
নেতা পদ্মা জালু মালু এহি চারি জন।
দেখিয়া বিস্ময় জালু ভাবিল তখন॥

জালু বলে আজি নায়ে ধরে চারি জনে।
এনাত মনুষ্য নহে বুঝি অনুমানে॥
কোন দেবে চলিছে কপট রূপ ধরি।
পরিচয় দেহ মাও দেবের কুমারী॥
পদ্মা বলে একবার জাল ফেলাইয়া।
কোন দেব হই আমি বুঝ বিচারিয়া॥
তাকে শুনি জালু জাল ফেলে একবার।
সুবর্ণের পঞ্চ ঘট উঠিল পদ্মার॥
রত্ন সিংহাসন মধ্যে সুবর্ণের ঝারী।
চতুর্ভুজা রূপেতে বিরাজে বিষহরী॥
এই মত দেখি তারা আস্তিকের আই।
মাথে লৈয়া ঘটবারি নাচে দুই ভাই॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদ্মার চরণে।
দুঃখ দারিদ্র খণ্ডে যাহার স্মরণে॥

লাচাড়ী।

পাইয়া ঘট বারি, দেখিয়া বিষহরী,
নাচয়ে জালু মালু রঙ্গে।
জগতের জননী, শঙ্করের নন্দিনী,
বন্দিল পুলকিত অঙ্গে॥
লইয়া ঘট বারি, নাচয়ে ফিরি ফিরি,
দেখিয়া আস্তিকের মাতা।
হস্ত যুগল তুলি, ধরিয়া পুটাঞ্জলি,
গদগদ স্বরে কহে কথা॥

চন্দ্রধরের পুরে, ই-চম্পক নগরে,
বৈসি মোরা ধীবর জাতি।
চল মাও নগরে, জালু মালুর ঘরে,
কর মা মোর ঘরে স্থিতি॥
হৈয়া হরষ মতি, চলিলা পদ্মাবতী,
নেতার সহিত তথায়।
মনের হরষেতে, পদ্মার চরণেতে,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—আমি আর না জানি রাম রাঘব বিনে।

ঘরে আনি জালু মালু সেই ঘট বারি।
এক মনে ভক্তিভাবে পূজে বিষহরী॥
ছায়ামণ্ডপ করি পাতে ঘটাসন।
পঞ্চ বর্ণ গুঁড়ি দিয়া বিচিত্র আলিপন॥
হংস ডিম্ব চাঁপা কলা দিয়া পত্রপাত।
আতব তণ্ডুল তিল ঘৃত মধু ভাত।
হংস কৈতর বলি মহিষের কেড়া।
ধামা গুড় গুড় বাদ্য বাজে ভেরী কাড়া॥
ধনে জনে সম্পদ তার হৈল বিস্তর।
তাহারে দেখিল গিয়া যতেক ধীবর॥
যেবা যে কামনা করে পায় সেই বর।
দারিদ্রতা ঘুচে ধন পায় বহুতর॥

অপুত্রার পুত্র হৈল নির্দ্ধনের ধন।
অন্ধ গলিত রোগ খণ্ডিল বন্ধন ॥
এই মতে পদ্মা পূজা চম্পক নগরে।
সনকা শুনিল তারে থাকি নিজ ঘরে ॥
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া চলে মহাদেবী।
হেন দেবে এড়ি কেন অন্য দেবে সেবি ॥
এত বলি সখী সঙ্গে চলিলা ত্বরিত।
জালু মালুর বাড়ীত হইলা উপনীত ॥
দুই ভাগ করি কেশ পড়িয়া ভূমিত।
যোড় হাতে বলে মাও এ কেমন রীত ॥
জাতিয়ে ধীবর এরা ঘাটের খেওয়ানী।
এথা কেন মোর ঘরে আইস ব্রহ্মাণী ॥
হরষেতে পদ্মাবতী কৈলা অঙ্গিকার।
সনকা লইয়া চলে পদ্মা পূজিবার ॥
হরষেতে চলিলাই সনকা সুন্দরী ॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে জোকার মঙ্গল।
চারিপাশে নারী লোকে নানা কুতূহল ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ ছত্র ধরে।
আনি নাগাইল ঘট আপনার ঘরে ॥
যতনে আনিয়া ঘট স্থাপিল আসনে।
করযোড়ে ভক্তিভাবে পূজে রাত্র দিনে ॥
নানা উপহারে পূজা করে পদ্মাবতী।
উপরে চান্দুয়া টানি ঘৃতে জ্বালি বাত্তি ॥

তুষ্ট হৈয়া সনকারে পদ্মা দিলা বর।
ধনে জনে কুশলে আসুক চন্দ্রধর ॥
শঙ্খ সিন্দূরে কাল গোঁয়াইও সুখে।
স্বামীর কুশল তব হোক তিনলোকে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মনসা কিঙ্করে।
হইল পদ্মার পূজা চম্পক নগরে ॥

লাচাড়ী।

চন্দ্রধর সাধু গেছে উত্তর সফরে।
বহু ধন মিলে জয় মনসার বরে ॥
ধনে জনে ভরা আনি লাগাইল ঘাটে।
পঞ্চ শব্দ বাজাইয়া নাও হ'তে উঠে ॥
আঘিয়া তুলিল ভরা অতি যত্ন করি।
ভাণ্ডার বান্ধিয়া থুইল ভরিয়া উয়ারী ॥
পুরীর ভিতরে আসি দেখে পদ্মাবতী।
আপনে সাক্ষাৎ পাত্র নেতার সংহতি ॥
তত্ত্ব জানি চান্দ আসি দেখে সন্নিধান।
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী ঘটে অধিষ্ঠান ॥
করযোড়ে ভক্তি ভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি ॥
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা ॥

তোমার অনন্ত মায়া কে জানিতে পারে।
লক্ষ বলি দিয়া কালি পূজিব তোমারে॥
এই বলি চন্দ্রধরে করিয়া কামনা।
পদ্মা পূজিবার তরে করয়ে ভাবনা॥
সংযম করিয়া পরে করিল শয়ন।
রাত্রি শেষে চন্দ্রধরে দেখিল স্বপন॥
স্বপ্নে আসি মহামায়া চান্দর শিয়রে।
বসিয়া সাক্ষাৎ হৈয়া বলে ধীরে ধীরে॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় কৌতুক প্রচুর।
জন্মিল চান্দ পদ্মার বিবাদ অঙ্কুর॥

লাচাড়ী—ভূপালী রাগ।

স্বপ্ন দেখে চম্পকের নাথে।
বিপাকে ঘেরিল তোকে, নিদ্রা যাও কোন সুখে,
মহামায়া কহিলা সাক্ষাতে॥
শেষ প্রহর রাতি, বলিলাই ভগবতী,
শুন পুত্র রাজা চন্দ্রধর॥
কোথা হনে কদাচার, লক্ষ্মী নাশ করিবার,
সনকা আনিল তব ঘর।
দুষ্ট দেবী বিষহরী, পূর্ব্ব জন্মে তব বৈরি,
ঘরে আইল দুষ্ট মায়া পাড়ি।
যদ্যপি চাও কল্যান, কর তার অপমান,
মারি দড় হেঁতালের বাড়ি॥

পূর্ব্ব জন্মে সত্য করি, হইলা সর্পের বৈরি,
তারে তুমি পাশরিলা কেনে।
হেঁতাল দিলাম হাতে, সদাই রাখিবা সাথে,
পদ্মা পলাইব দরশনে॥
স্বপনে হেঁতাল পায়্যা, পূর্ব্ব জন্ম স্মরিয়া,
উঠিলেক জাগিয়া প্রভাতে।
দ্বিজ বংশী দাসে গান, মহামায়া অন্তর্দ্ধান,
বাদ কৈর পদ্মার সহিতে॥

দিশা—আমি জীবনারে আমি জীব না।
নন্দের গোবিন্দ বিনে আর জীব না॥

স্বপ্ন দেখি সদাগর উঠিল প্রভাতে।
পূর্ব্ব জন্ম স্মরি তার ক্রোধ বাড়ে চিতে॥
পূজার মণ্ডপে আইল সর্প সর্প বলে।
মারিল নির্ঘাত বাড়ি পদ্মার কাঁকালে।
অন্তরিক্ষে উঠে পদ্মা রথে ভর করি॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিল ঘটবারি॥
যতেক পূজার সজ্জ পাড়ে ডুগু পায়।
ভিটা সনে ঘর ভাঙ্গ জলেত ভাসায়॥
বাড়ী ঘর কুড়া দিয়া করিল পবিত্র।
ব্রাহ্মণে করাল সনকারে প্রায়শ্চিত্ত॥
স্ত্রী বলিয়া না করিল মস্তক মুণ্ডন।
পঞ্চ গব্য দিয়া অঙ্গ করিল শোধন॥

ঢোল দিয়া আজ্ঞা দিল নগরে নগরে ।
যেজনে পদ্মারে পূজে দণ্ড দিব তারে ॥
গাঞে গাঞে সাড়া দিয়া বলে অধিকারী ।
সর্প পাইলে যে না মারে সে আমার বৈরি ।
এক গুটী সর্প মারি যে দেয় আমারে ।
হাতে পায়ে তাড় খাড়ু পরাইব তারে ॥
এত মতে পদ্মা সঙ্গে আরম্ভিল বাদ ।
পাইয়া চণ্ডীর বর অভয় প্রসাদ ॥
মনসা চান্দর হাতে পায়্যা অপমান ।
ভাবিলাই আমি তার কাটিব বাগান ॥
বাগান কাটিলে চান্দ পাবে মনোদুঃখ ।
ছয় পুত্র বধি পাছে দিব পুত্রশোক ॥
পুত্রশোক পায়্যা চান্দ পূজিব আমারে ।
মরিব সতাই তবে পুড়িয়া অন্তরে ॥
পদ্মা বলে নেতারে বিলম্বে নাহি কাজ ।
কাটিবারে বাগান করহ নাগ সাজ ॥
পদ্মার বচনে নেতা করিল স্মরণ ॥
আসি মহা আনন্দে মিলিল নাগগণ ॥
বড় বড় সর্প থাকে পর্ব্বত শিখর ।
অহিরাজ মহিরাজ সর্প অজাগর ॥
কালা পাণ্ডু কাঁশতাল যতেক প্রধান ।
আসিয়া পদ্মার আগে ধরিল যোগান ॥
যত সর্প চলি আইল নাহিক গণনা ।
চন্দ্র সূর্য্য আচ্ছাদিয়া বিস্তারিয়া ফণা ॥

থর্ থর্ ডাক্ ছাড়ি যায় সদাগর
অন্তরীক্ষে পদ্মাবতী রথে কৈলা ভর

ঝড় বাতাসের হেন নাগের গর্জ্জন।
নাগ লৈয়া চলে পদ্মা সে বাগান বন॥
আসিয়া বাগান বন বেড়ে চারিপাশে।
এক গাছে বেড়ি ধরে দশে বিশে ত্রিশে॥
মনুষ্য শরীর ধরি সর্প রূপ ছাড়ি।
কুড়াল হাতে করি কাটে বাগান বাড়ী॥
বড় বড় গাছ কাটি কৈল এক ঢালা।
মুহূর্ত্তেকে বাগান করিল মুড়িবালা॥
যতেক বাগানী তারা পলাইল ডরে।
শীঘ্র করি জানাইল চান্দর গোচরে॥
নাগবল সনে পদ্মা চতুর্ভিতে বেড়ি।
কাটিয়া পাড়িল তবে সে বাগান বাড়ী॥
সর্পের লাগিয়া তুমি অন্বেষণ কর।
কত সর্প বাগানে মিলেছে আসি হের॥
সর্প নাম শুনি চান্দ অগ্নি হেন জ্বলে।
মুক্তকেশে নড় দিল লইয়া হেঁতালে॥
ধর ধর ডাক ছাড়ি যায় সদাগর।
অন্তরিক্ষে পদ্মাবতী রথে কৈলা ভর॥
পক্ষী হৈয়া কত নাগ উড়িল আকাশে।
কত নাগ রহিল পদ্মার চারি পাশে॥
লতা পাতা মুণ্ডে দিয়া কত রৈল লুকি॥
জলেত পড়িয়া কত দিলেক ডাবুকি।
সরিতে না পারে যেহি অতি আথে বেথে।
পলাইয়া রৈল গিয়া উন্দুরের গাতে॥

মুণ্ডিমালা দেখি চান্দ সে বাগান বাড়ী।
তাতে হাত কচলাইয়া মুচরয়ে দাঁড়ি॥
ডাক দিয়া বলে কাণী পলাইলে ডরে।
লাগ না পাইলু তোর নাক কাটিবারে॥
দ্বিজ বংশী দাসে রচে পদবন্ধ পুতা।
হরি সে পরম ধর্ম্ম আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ী।

কাটিয়া বাগান বাড়ী, পদ্মা রহে রথে চড়ি,
চৌদিকে পলায় নাগগণ।
চান্দ বলয়ে বাগানী, কোথা গেল লঘু কাণী,
লাগ পাইলে লইতুঁ জীবন॥
আমার বাগান কাটি, কোথা পলাইল বেটী,
লাগ তার না পাইলু এথা।
আমি কাটি নাক কাণ, তবে হয় প্রতিদান,
এবে আর কি কহিব কথা॥
করি চান্দ শিব ধ্যান, স্মরিলেক মহাজ্ঞান,
মূল মন্ত্র জপে যোড় হাতে।
কাটা বৃক্ষ যত পড়া, উঠিয়া লাগিল যোড়া,
ফলে ফুলে প্রতি পাতে পাতে॥
যত ফুল পড়িয়াছে, উঠিয়া লাগিল গাছে,
পুনরপি হইল বাগান।
পূর্ব্বে যেমত ছিল, সেই অনুরূপ হৈল,
লাজে পদ্মা ভাবে অপমান॥

জীয়ায়া পুনঃ বাগান, দিলা বাজুনীয়া জান,
বিষরী মুড়ান বাস্ত বায়।
বিষহরী রথ ভরে, নেতা সঙ্গে যুক্তি করে,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—যাদব সোণা ধন বাছারে কানাই।

পদ্মা বলে শুন নেতা যুক্তি কহি সার
তুমি বিনা জিজ্ঞাসিতে লক্ষ নাহি আর
বাগান জীয়াল চান্দ মহাজ্ঞান বলে।
এই মন্ত্রে জীয়াইব ছয় পুত্র মৈলে॥
তার সনে বিবাদ করিয়া নাহি কাজ।
অপমান পাইলু মুই দেবের সমাজ॥
নেতা বলে শুন ভৈন জয় বিষহরী।
কপট করিয়া চল মহাজ্ঞান হরি॥
তা হইলে চান্দের হইব বুদ্ধি নাশ।
ছয় পুত্র তার পাছে করিমু বিনাশ॥
কন্যা রূপে তুমি গিয়া তপ কর বনে।
মৃগ রূপে যাইব আমি চান্দর ভুবনে॥
হরিণ দেখিয়া চান্দ ধাইব সত্বরে।
কপটে আনিয়া দিব তোমার গোচরে॥
তার সনে প্রীতি করি হর মহাজ্ঞান।
সত্বরে চলহ ভগ্নী না ভাবিও আন॥

নেতার বচনে পদ্মা কন্যা রূপ ধরি।
বনে বসি তপ করে পরমা সুন্দরী॥
মায়ায় আশ্রম সৃজি জলের নিকটে।
অধিক কঠোর তপ করয়ে কপটে॥
মৃগ রূপে নেতা গেল চান্দর গোচরে।
টঙ্গীতে থাকিয়া তারে দেখে চন্দ্রধরে॥
চিত্র বিচিত্র দেখি হরিণের অঙ্গ।
ধরিতে চান্দর মনে বড় হৈল রঙ্গ॥
ধনুঃ শর হাতে করি পাছে পাছে ধায়।
ক্ষণে দেখা দেয় মৃগ ক্ষণেকে লুকায়॥
এত মত মায়া করি লৈয়া গেল দূরে।
যেই খানে সুন্দরী কপট তপ করে॥
দেখিয়া নির্জ্জন বনে পরমা সুন্দরী।
জিজ্ঞাসে মোহিত হৈয়া হরিণ পাশরি॥
কে তুমি সুন্দরী কহ থাক কোন স্থানে।
এমত যৌবন কালে কেনে তপোবনে॥
এই মতে চান্দ সাধু করে জিজ্ঞাশন।
কামদেবে পদ্মাবতী করিলা স্মরণ॥
আসিলেন কামদেব বসন্ত সহিতে।
মোহিত করিল বন পুষ্প ধনু হাতে॥
সখা বসন্তের সহ কাম অধিষ্ঠান।
কন্যার কপটে চান্দে হানে ফুলবাণ॥
কামে বিমোহিত হৈয়া বলে সদাগর।
কি কারণ তপ কর দেহ না উত্তর॥

কন্যা বলে আমি শম্ভু রাজার নন্দিনী।
বাপে মোর জন্ম নাম থুইলা ব্রহ্মাণী॥
জ্যেষ্ঠা ভগিনী মোর জগত মোহিনী।
মনের সন্তোষে পিতা নাম থুইল জানি॥
অতি শিশুকালে বাপে বিয়া দিল তানে।
সিন্ধুরাজ পুত্র সনে বিখ্যাত ভুবনে॥
তাহারে দংশিল মনসার কাল নাগে।
আমি বিয়া না করিলু সেই অনুরাগে॥
মহাজ্ঞান জানে হেন পাই একজন।
তবে বিয়া করিবাম করিয়াছি পণ॥
মহাজ্ঞান জানয়ে সর্পের হয় বৈরি।
তবে সে ভগ্নীর ধার শোধিবারে পারি॥
না হইলে তপ করি তাজিব জীবন।
বিধবা ভগ্নীর দুঃখ না যায় সহন॥
একেত পদ্মার মায়া আরো পাইল কামে।
হাসিয়া বলিল চান্দ আকুল সঙ্গমে॥
আমি জানি মহাজ্ঞান সর্প পাইলে মারি!
তোমারই যোগ্য পতি শুনহ সুন্দরী॥
আমারে করহ বিয়া না ভাবিও আন।
সদাই শুনিবা বাদ্য বিষরী মুড়ান॥
হেঁতালে কাঁকালি ভাঙ্গিয়াছি একবার।
আরবার লাগ পাইলে শোধিতাম ধার॥
কন্যা বলে যত কথা কহ মহাশয়।
মহাজ্ঞান জান হেন কি মতে প্রত্যয়॥

কেমন সে মহাজ্ঞান কহ দেখি চাই।
কিবা গাছ কিবা মাছ সন্দেহ খণ্ডাই॥
মহাজ্ঞান জান হেন যদি জানিলাম॥
এইখানে তোমা পদে করিব প্রণাম॥
চান্দ বলে মহাজ্ঞান শুন এক মনে।
আড়াই অক্ষর মন্ত্র কহি তব কাণে॥
হরষিত হৈল পদ্মা মহাজ্ঞান পায়্যা।
পুনরপি চন্দ্রধরে কহিলা হাসিয়া॥
এই নাকি মহাজ্ঞান অক্ষর আড়াই।
ইহাতেই মড়া জীয়ে প্রত্যয় না যাই॥
ইহা শুনি চান্দ দিল মাছে গুটা মারি।
ইহারে জীয়ায়্যা আগে বুঝহ সুন্দরী॥
মহাজ্ঞান স্মরি পদ্মা দিল জলপড়া।
বর্ত্তিয়া তখনি মাছি উঠি দিল উড়া॥
চান্দরে বলয়ে পদ্মা তুমি সুপুরুষ।
মহাজ্ঞান পায়্যা মনে পাইলুঁ সন্তোষ॥
মহাজ্ঞান দিলা মোরে না ভাবিলা আন।
এতেক বলিয়া পদ্মা হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
কোথায় হরিণ গেল কোথায় সুন্দরী।
অন্তরিক্ষে হাসে পদ্মা রথে ভর করি॥
ফিরিয়া চাহিয়া চান্দ কিছু নাহি দেখে।
কোপ করি বলে পদ্মা ছলিল আমাকে॥
বিষাদ ভাবিয়া চান্দ গেল নিজ ঘরে।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে॥

লাচাড়ী—পাহাড়ী রাগ

বিষাদ ভাবয়ে অধিকারী।
আমি যদি হেন জানি, এই কন্যা লঘুকাণী,
তবে কি আমাতে যায় সারি ॥
আমি যারে চাহি নিত্য, সে আমার মোহে চিত্ত,
না বুঝিলু ছল ব্যবহার।
কেবল পীরিতি বোলে, বিয়া করিবার ছলে,
মহাজ্ঞান হরিল আমার ॥
শিবে দিল মহাজ্ঞান, আমি যে সেবক তান,
শতেক পদ্মার নাহি ভয়।
যা হইল কর্ম্মদোষে, কাতর হইব কিসে,
নিত্য মোরে ভবানী সদয় ॥
এতেক ভাবিয়া মনে, মহামায়া স্মরণে,
ঘরে গেল চন্দ্র চূড়ামণি
স্বপ্নে আসি ভগবতী, চান্দরে দিলা যুকতি,
মধুর দ্বিজ বংশীর বাণী ॥

দিশা—কেনে নিদয় হইলা শঙ্কর ভবানী।

মনোদুঃখে আছে চান্দ জানিয়া চণ্ডিকা।
স্বপ্নে আসি কহিলা চান্দরে দিয়া দেখা ॥
মহাজ্ঞান নিল পদ্মা কপট আচারে।

মনে দুঃখ না ভাবিও শুন কহি তোরে ॥
কি করিতে পারে তোমা কাণী লঘু জাতি।
আপনার মতে থাক শান্ত কর মতি।
মহাজ্ঞান গেল তব অঙ্গের নিছনী।
উপদেশ কহি তাহা শুন চন্দ্রমণি ॥
ধন্বন্তরি নাম ওঝা বসে শঙ্খপুরে।
কর তুমি তার সনে মিত্রতা সত্বরে ॥
মহাজ্ঞান জানে সেই সামান্য না হয়।
গাড়ুরী বিষয় কাণী রাজার তনয় ॥
তার সঙ্গে মৈত্র কৈলে বড় হৈবা প্রীত।
কাণীরে না দিবা পূজা তেঁহ কদাচিত ॥
তুমি পূজা কৈলে পদ্মা পূজিব সংসারে।
মোর বৈর লঘু কাণী কহিলু তোমারে ॥
এত বলি মহামায়া নিজ স্থানে গেলা।
হরষেতে চন্দ্রধর প্রভাতে উঠিলা ॥
পাত্র মিত্র সকলে স্বপ্নের কথা কৈয়া।
ধন্বন্তরে আনাইলা সংবাদ জানায়্যা ॥
পরম গৌরবে দোঁহে করিলা মিত্রতা।
ব্যবহার দিল যত কি কহিব কথা ॥
স্বপ্নে মোরে কৈলা চণ্ডী হইয়া সদয়।
তোমা সনে প্রীতি করি থাকিতে নির্ভয় ॥
এতেকে তোমার সনে করিলু মিতালি।
ই-বলিয়া দুই মিত্রে করে কোলাকোলী ॥

ধন্বন্তরি বলে বড় পাইলু সন্তোষ।
শিবের সেবক তুমি বড় সুপুরুষ ॥
আমিও শিবের দাস কহিলু নিশ্চিত।
তুমি আমি ভিন্ন নহে অতি সন্নিহিত ॥
ই-বলিয়া ধন্বন্তরি হইল বিদায়।
আগু বাড়ি দিয়া চান্দ অন্তঃপুরে যায় ॥
মহাজ্ঞান হরি পদ্মা হাসে খলখলি।
কৌতুকে নেতার সঙ্গে করি কোলাকোলি ॥
পদ্মা বলে পাত্র নেতা শুনহ বচন।
তোমার যুক্তিয়ে কৈলু মহাজ্ঞান হরণ ॥
বধিব চান্দর এবে পুত্র যে সকল।
জীয়াইতে নাহি সে মহাজ্ঞানের বল ॥
ছয় পুত্র বধূ ঘরে তারা হৌক রাঁড়ি।
তবে সে খণ্ডিব দুঃখ হেঁতালের বাড়ি ॥
পাণ্ডু নাগে বলে পদ্মা পাণ ফুল দিয়া।
চান্দর ছ পুত্র আন সত্বরে দংশিয়া ॥
পদ্মার আদেশে পাণ্ডু চলিল সত্বরে।
গুপ্তবেশে চলি আইল চম্পক নগরে ॥
ছ পুত্রের ছয় টঙ্গী চান্দুয়া বিছান।
সুখে বাড়িয়াছে তারা চন্দ্রের সমান ॥
রাজ সুখে ছয় ভাই নিদ্রার বিভোলে।
পাণ্ডু নাগে ছয় পুত্র দংশি নিশাকালে।
অলক্ষিতে চলি আইল পদ্মা বিদ্যমান
মা মা বলিয়া তারা ত্যজিল পরাণ

তাকে শুনি সনকা সত্বরে গেল ধায়্যা।
দেখে পুত্র বধূ কান্দে প্রভু লৈয়া কোলে॥
বিলাপ করিয়া কান্দে সনকা সুন্দরী।
না বান্ধে মাথার কেশ বস্ত্র না সম্বরি॥
বিষম পদ্মার সনে হইয়াছে বাদ।
ছয় পুত্র মরিছে জীবার নাহি সাধ॥
চান্দ বলে শান্ত হও না করিও ব্যথা।
জীয়াইব পুত্র মোর কত বড় কথা॥
ধন্বন্তরি ওঝা আনি পুত্র জীয়াইলে।
পাড়িব তবে কাণীর চুণ কালি গালে॥
এত বলি চন্দ্রধর কহিল ত্বরিত।
ডাক দিয়া আনি তার শুভাই পণ্ডিত॥
ধন্বন্তরি নাম ওঝা বান্ধব আমার।
ত্বরিত গমনে আন পুত্র জীয়াবার॥
এত শুনি শুভাই পণ্ডিত চলে ধায়্যা।
সুবর্ণের দোলা লৈয়া ওঝার লাগিয়া॥
ত্বরিত গমনে আসি মিলে শঙ্খপুরে।
শীঘ্র জানাইল ওঝা ধন্বন্তরি বরে॥
চম্পক নগরে বসে রাজা চন্দ্রধর।
তোমার করয়ে তেনি ভরসা বিস্তর॥
ছয় কুমার তান দংশিয়াছে নাগে।
তেকারণে মোরে পাঠায়াছে তোমা আগে॥

ইহা হৈতে বড় কার্য্য নাহি আর তায়্।
আপনি জানিয়া শীঘ্র করহ প্রয়াণ॥
এতেক শুনিয়া তবে ওঝা ধন্বন্তরে।
কমণ্ডুল্ লৈল আর ঔষধের ঝুড়ি॥
বিচিত্র সর্পের ছাল বান্ধিল মাথায়।
ব্যাঘ্রের উপরে চড়ি জয়ঢাক বায়॥
কখন ঘোড়াতে চড়ে কখন দোলায়।
ছয় কুড়ি শিষ্য তার আগে পাছে যায়॥
হাসিতে খেলিতে গেল চম্পক নগরে।
আগুবাড়ি ওঝারে আনিল চন্দ্রধরে॥
পরম গৌরবেতে করিল সম্ভাষণ।
ধন্বন্তরি আগে আনে মড়া ছয় জন॥
কামদেব অনুরূপ ছয়টী কুমার।
হাসি ওঝা মহাজ্ঞান লাগে জপিবার॥
কমণ্ডলু হাতে করি মহাজ্ঞান বলি।
শিবের চরণ স্মরি দিল জল ঢালি॥
মূল মন্ত্র জপি মারে গামছার বাড়ি।
উঠিয়া বসিল তারা গার ধূলা ঝাড়ি॥
ছয় পুত্র জীয়াইল দেখি চন্দ্রধরে।
ওঝার উপরেতে সুবর্ণ বৃষ্টি করে॥
যোগ্য ব্যবহার করি করিল বিদায়।
হরষেতে ধন্বন্তরি নিজ পুরে যায়॥
জীয়ায়্যা চান্দর পুত্র গেল ধন্বন্তরি।
নেতা বলে শুন ভগ্নী জয় বিষহরী॥

এহি ওঝা পৃথিবীতে থাকে যতদিন ।
তাবত না দেখি আমি জিনিবার চিন্ ॥
পদ্মা বলে আগে আমি ধন্বন্তরি বধি ।
মনের সাধে তবে চান্দর বাদ সাধি ॥
নেতা বলে ওঝা সে তক্ষক নাগ জিনে ।
কোন্ নাগে ধনন্তরি বধিব জীবনে ॥
পদ্মা বলে নেতা তুমি কহ অসম্ভব ।
কহ শুনি কিমতে তক্ষক পরাভব ॥
নেতা বলে পরীক্ষিৎ নামে রাজা ছিল ।
তক্ষকে দংশিতে তাকে ব্রহ্মশাপ হৈল ॥
তাহাকে রাখিতে ওঝা যায় শীঘ্রগতি ।
পথেত বিবাদ হৈল তক্ষক সংহতি ॥
সেইখানে তক্ষকে জিনিল ধন্বন্তরি ।
মন দিয়া শুন কহি তাহাক্ বিস্তারি ॥
সে কথা শুনিলে হয় পাতক বিনাশ ।
মনসা চরণে গায় দ্বিজ বংশীদাস ॥

পরীক্ষিৎ প্রসঙ্গ

——:*:——

লাচাড়ী—পঠমঞ্জুরী রাগ

শান্তনু রাজার নাতি, ধর্ম্মশীল মহামতি,
পাণ্ডু রাজা ব্যাসের নন্দন
তান্ পুত্র সদাচার, বিষ্ণুঅংশে অবতার,
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ জন
অর্জ্জুন শরীর ধরি, ক্ষিতিতলে অবতরি,
কুরুকুল করিলা বিনাশ।
নর নারায়ণ ছলে, জন্মিয়া ভারত কুলে,
চন্দ্রবংশ করিলা প্রকাশ ॥
সেই অর্জ্জুন তনয়, অভিমন্যু মহাশয়,
তান্ পুত্র পরীক্ষিৎ রাজা
জানিয়া কুলের ধর্ম্ম, বেদ অনুসারে কর্ম্ম,
পুত্রবৎ পালে সব প্রজা ॥
একদিন পরীক্ষিতে, চড়িয়া কাঞ্চন রথে,
হাতে লৈয়া দিব্য ধনুঃশর
সৈন্য সামন্ত সঙ্গে, মৃগয়া করিতে রঙ্গে,
চলি গেল অরণ্য ভিতর
মারিলেক মৃগ শত, ব্যাঘ্র ভল্লুক কত,
তাতে বিধি হইলা বিমুখ

১৪

কাল পুরুষ কোপে, মায়া হরিণ রূপে,
দেখা দিলা রাজার সম্মুখ ॥
মৃগ দেখি নৃপবর, ধনুকে যুড়িয়া শর,
হরিণে হানিতে যায় ধায়্যা ।
পাছে পাছে মহারাজ, প্রবেশিল বন মাঝ,
মৃগ পলাইল প্রাণ লৈয়া ॥
মুনি দেখি তপোবনে, জিজ্ঞাসিল তান্ স্থানে,
কোন পথে গিয়াছে কুরঙ্গ ।
ধ্যানে বসি আছে মুনি, উত্তর না দিল জানি,
সমাধি হইব তার ভঙ্গ ।
মহাযোগী তপোধন, পরব্রহ্মগত মন,
উত্তর না দিল কোন মতে ।
রাজার জন্মিল তাপ, না জানিল ব্রহ্মশাপ,
মুনিরে লাগিল বিড়ম্বিতে ॥
জপ সজ্জা যত সঙ্গে, দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গে,
অঙ্গ বস্ত্র উত্তরী ফেলায় ।
মড়া সর্প সন্নিধানে, তুলি লৈল ধনুগুণে
বেড়ি দিল মুনির গলায় ॥
ভণ্ড তপস্বী জ্ঞানে, উত্তর না দিল কেনে,
এত বলি করয়ে দুর্গতি ॥
কাল হৈল উপস্থিত, ঘরে চলে পরীক্ষিৎ,
দ্বিজ বংশী দাসের ভারতী ॥

দিশা—রাম বল ভাইরে।

এই মতে ঘরে গেল অর্জ্জুনের নাতি।
ব্রহ্মশাপ পাইল কেনে শুন তার গতি ॥
মাতঙ্গ মুনির পুত্র শৃঙ্গদেব নাম।
ব্রহ্মার সভাতে বেদ পঠে অবিশ্রাম ॥
ষাইট সহস্র বর্ষ বসে ব্রহ্মপুরে।
সে দিন বিদায় হৈল ব্রহ্মার গোচরে।
পিতৃ দরশন ষাইট সহস্র বৎসরে।
এতেকে চলিল মুনি হরষ অন্তরে ॥
তাহান্ বিদায়ে ব্রহ্মা হাসে মনে মনে ॥
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ পাইব আজি দিনে ॥
অন্তর্যামি প্রজাপতি জানিলা অন্তরে।
বিদায় হইয়া মুনি চলিলা সত্বরে ॥
আসিয়া মিলিল শৃঙ্গ সেই তপোবনে।
যেখানে মাতঙ্গ মুনি বসিয়াছে ধ্যানে ॥
পরব্রহ্মে নিমগন ইন্দ্রিয় নিশ্চল।
মহাদীপ্ত তেজোবন্ত পরম নির্ম্মল ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কুতুহলে।
তখনে দেখে পিতার মড়া সর্প গলে ॥
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু নানা বিড়ম্বন।
মড়া সর্প গলে তুলি দিছে কোন জন ॥
যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিবা অসুর দেবতা।
মুনি বিড়ম্বিতে পারে কাহার যোগ্যতা ॥

কোন জনে হেন কর্ম্ম কৈল অহঙ্কারে।
ইন্দ্র চন্দ্র হইলেও সংহারিব তারে ॥
আমি পুত্র থাকিতে পিতার ইদুর্গতি।
নিশ্চয় শাপিমু তারে দড় কৈলু মতি ॥
এতবলি শৃঙ্গদেব করি আচমন।
ব্রহ্মশাপ দিতে পুনঃ বলিল বচন।
মোর পিতৃ গলে যেই মড়া সাপ দিল।
জীবন যৌবন গর্ব্বে গুরুকে লঙ্ঘিল ॥
মুনি পুত্র যদি হই কণ্ঠে বেদ থাকে।
সপ্ত রাত্রি মধ্যে তাকে দংশুক তক্ষকে ॥
মোর বিদ্যাবল তপোক্রিয়া যদি থাকে।
বাক্য মোর ব্যর্থ যেন নহে তিনলোকে ॥
এত বলি কোপ সম্বরিল আপনার।
দুর কৈল মড়া সর্প পিতার গলার ॥
ধ্যানেত থাকিয়া মুনি চিন্তিল অন্তরে।
পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ পাইল নির্ভরে ॥
রাজার বিনাশ ভাবি সকরুণ মনে।
পুত্রকে বলিতে লাগে বিরস বদনে ॥
কেনে হেন কর্ম্ম পুত্র কৈলা অতিশয়।
ব্রহ্মশাপ দিলা বড় নির্দ্দয় হৃদয়।
পাণ্ডব কৌরব কুলে একই সন্তান।
পূর্ব্বেই ক্ষমেছি আমি এ দোষ তাহান্ ॥
তুমি পুত্র কৈলা বড় কুলের কলঙ্ক।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিয়া নিঃশঙ্ক ॥

পিতার বচনে মুনি লজ্জিত বদন।
যা হইল অখণ্ডন বিধির লিখন॥
তখনে মাতঙ্গ মুনি পাঠাইলা চর।
কহিতে সকল গিয়া রাজার গোচর।
মোর পুত্র ব্রহ্মশাপ দিয়াছে রাজাকে।
সপ্ত রাত্রি মধ্যে তাকে দংশিব তক্ষকে॥
রাজা হৈয়া দোষ গুণ পাছে না গণয়।
ক্ষণেকে সঙ্কট হৈল পরাণ সংশয়॥
তিনলোকে ব্রহ্মশাপ কভু নহে আন।
আপনার পরিত্রাণ চিন্তক কল্যাণ॥
এই বার্ত্তা কৈল চরে মুনির সম্বাদ।
চমকিত পরীক্ষিৎ ভাবিয়া বিষাদ॥
কিবা শূন্যে আছে কিবা আছে পৃথিবীত।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ভূমিত॥
দ্বিজ বংশী দাসে কয় ভাগবত সার।
অপূর্ব্ব পুরাণ গীত রচিয়া পয়ার॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

ভাবে রাজা বিষাদ অন্তরে।
অজ্ঞানে করিলু পাপ, ব্যর্থ নহে ব্রহ্মশাপ,
কি জানি কুমতি হৈল মোরে॥
সংহার কালেত হিত, বুদ্ধি হয় বিপরীত,
কাম ক্রোধে জ্ঞান বিনাশে।

ব্রহ্ম হিংসা অকারণে হেন মোর লয় মনে,
নিকট বন্ধন কাল পাশে ॥
ধর্ম্ম রাজা যুধিষ্ঠির, ধার্ম্মিক পুণ্য শরীর,
সশরীরে গেল স্বর্গপুরে ।
হেন বংশে মোর জন্ম, করিলু কুৎসিত কর্ম্ম,
ব্রহ্মদণ্ড আমার উপরে ॥
মৃগ রাজা ত্রিকালস, ব্রহ্মশাপে হৈল ভস্ম,
চন্দ্রের কলঙ্ক ব্রহ্মশাপে ।
নল হৈল অজাগর, সহস্রাক্ষ পুরন্দর,
আমারে রাখিব কার বাপে ॥
সগরের গোএ পাপে, ভস্ম হৈল ব্রহ্মশাপে,
অগোত্র হইল জলনিধি ।
স্বর্য্যের নন্দন কর্ণে, অস্ত্র পাশরিল রণে,
অহল্যা হইল শিলা ব্যাধি ॥
যাদব ছাপান্ন কোটী, না রহিল এক গুটী,
ব্রহ্মশাপ বিষম অনলে ।
মহারাজা দশরথ, ব্রহ্মশাপে হৈল হত,
বলি রাজা গেল রসাতলে ॥
দুর্ব্বাসা মুনির মন্যে, লক্ষী নাশ ত্রিভুবনে,
পক্ষী হৈল ইন্দ্র বিদ্যাধরী ।
ভস্মরাশি হৈল কাম, বিষ্ণুর শরীর রাম,
রহিলেন আপনা পাশরি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন অধিকারী, গজেন্দ্র শরীর ধরি,
ব্রহ্মশাপে ভ্রমিল কাননে ।

হাহা গন্ধর্ব্ব বীর, সেও হইল কুম্ভীর,
কাল ব্রহ্মশাপের কারণে ।;
কুবেরের দুই সুত, বৃক্ষ হৈল অদ্ভুত,
যমল অর্জ্জুন তরুরূপে ।
দারুণ ব্রাহ্মণ ঘায়, চণ্ডী হৈল শিলাকায়,
গজ কচ্ছপ ব্রহ্মশাপে ।।
দণ্ড নামে নরপতি, সগোত্র বান্ধব জাতি,
ভস্ম হৈল পুরী খণ্ড সনে ।
রাজ্য হইল বন, রাক্ষসে লৈল ভবন,
ছিল শাপ দারুণ ব্রাহ্মণে ।।
বিশ্বকর্ম্মা গুণীবর, শাপেত হৈল বানর,
কুম্ভিরিণী হৈল গন্ধকালী ।
নেত্রা পদ্মা দুই ভগ্নী, পতিহীনা বিরহিনী,
নিদারুণ ব্রাহ্মণের গালি ।
কামে মত্ত শূলপাণি, শোল শত রমণী,
বেশ্যা ধরি কৈলা অপমান ।
ব্রহ্মশাপ বজ্রাঘাত, তান্ লিঙ্গ হৈল পাত,
আপনা পাশরে হনুমান ।।
কহিতে বিদরে বুক, পাণ্ডু রাজার পরলোক,
যযাতির তনু হৈল জরা ।
ব্রহ্মশাপের তরে, গড়ুরের পাখা ঝরে,
দেবযানী হৈল স্বতন্তরা ।
আর আর মহাশয়, ব্রহ্মশাপে হৈল ক্ষয়,
আমারে ঠেকাল সেই দায় ।

দ্বিজ বংশী দাসে বলে, রাজারে পুরিল কালে,
রাম বল তরিতে উপায় ॥

দিশা—ওহে রাজা কৃষ্ণ কথা শুনিবা
যদি বৈষ্ণব রাখ দ্বারে।

এতেক ভাবিয়া রাজা চিন্তাযুক্ত মন।
ডাক দিয়া আনিলেক পাত্র মিত্র গণ ॥
ধৌম্য আদি করি যত রাজ পুরোহিত।
মুনি সব আনিলেক যতেক পণ্ডিত ॥
বীর সব আনিলেক রাজ্যের রক্ষক।
হস্তি ঘোড়া ঠাট যত রাজ্যের কটক ॥
ইষ্ট অমাত্য আর যত বন্ধুগণে।
অশেষ প্রকারে চিন্তে রাজার কারণে ॥
ব্রহ্মশাপ পাইয়াছে রাজা পরীক্ষিৎ।
দেখিবারে ব্যাসদেব আসিলা ত্বরিত ॥
যজ্ঞ সূত্র কমণ্ডলু অতি শুদ্ধমতি।
নির্ম্মল কৃষ্ণ বরণ শরীরের জ্যোতি ॥
মাথায়ে পিঙ্গল জটা মৃগ চর্ম্মধারী।
বেদ শাস্ত্র পঠন্তি সুনিষ্ঠা ব্রতাচারী ॥
ব্যাসেরে দেখিয়া সভা উঠিল সম্ভ্রমে।
দণ্ডবৎ হইলেক বিধি অনুক্রমে ॥

যোড় হস্তে পরীক্ষিতে কৈল নিবেদন।
পাদ্য অর্ঘ আচমনী দিলেক আসন॥
শুন ব্যাসদেব তুমি জগতের গুরু।
অকস্মাৎ হৈল মোর উৎপাতের সুরু॥
মৃগয়া করিতে গেলু অরণ্য ভিতরে।
তাতে ব্রহ্মশাপ হৈল আমার উপরে॥
সপ্ত রাত্রি মধ্যে আমা তক্ষকে দংশিব।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নহে অবশ্য ফলিব॥
মরণের নাহি ভয় আছয়ে মরণ।
না ভজিনু নারায়ণ কমল লোচন॥
না করিলু দান ধর্ম্ম কুলের আচার।
নাহি জানি কোন্ গতি হইব আমার॥
রাজার কথা শুনি ব্যাসের হৈল হাস।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ইতিহাস॥
দুই প্রহরের মধ্যে মরণ জানিয়া।
খট্টাঙ্গ নৃপতি স্বর্গে গেলেন চলিয়া॥
মৃগয়া করিছে রাজা অরণ্য ভিতরে।
নারদে আসিয়া কৈল রাজার গোচরে॥
কি সুখে আছহ রাজা মৃগয়াতে মন।
দুপ্রহর আছে সবে তোমার জীবন॥
রাজা বলে কি করিমু কহ মুনি মোরে।
কি মতে তরিব আমি এ ঘোর সংসারে॥
মুনি বলে হস্তি ঘোড়া যত আছে ধন।
সকল করহ দান আনিয়া ব্রাহ্মণ॥

এতেক শুনি খট্টাঙ্গ ধর্ম্ম শুদ্ধমতি ।
যত ছিল হস্তি ঘোড়া যুদ্ধের সম্পত্তি ॥
অন্নদান গোদান যে রজত কাঞ্চন ।
গ্রাম ভূম উৎসর্গিল ভাণ্ডারের ধন ।
এইমত যত পারে দুই প্রহর দিনে ॥
নানা দান করি রাজা বসিলেক ধ্যানে ॥
পরব্রহ্মতে মন নিয়োজিয়া সব ।
নারদের উপদেশে তরি গেলা ভব ॥
দুপ্রহর মধ্যে তার হৈল হেন গতি ।
তোমার আছয়ে দেখি সপ্ত দিবা রাতি ॥
পুণ্য হেও ভাগবৎ করহ শ্রবণ ।
গঙ্গা অন্তর্জ্জলেত করহ কুশাসন ॥
সংযম করহ তুমি নিরাহার হৈয়া ।
নিরবধি শুনিবা ভাগ্‌বত মন দিয়া ॥
ইহারে শুনিয়া যত মহামুনি সবে ।
পারম কারুণ্য রসে তরি গেলা ভবে ॥
পরীক্ষিতে বলে তবে যুড়ি দুই হাত ।
ইহাক্ শ্রবণ কেবা করাব আমাত ॥
ব্যাস বলে শুকদেব আমার তনয় ।
পরম বৈষ্ণব পুণ্য ভাগমত ময় ॥ –
রাজা বলে শুকদেবের অব্যাহত গতি ।
এক দণ্ড এক স্থানে না থাকে সুমতি ॥
তেনি হেন স্বামী আমি পাইব কোথাত ।
আমার আছয়ে মাত্র সপ্ত দিবা রাত ॥

ব্যাস বলে যেই খানে হরিগুণ কথা।
সেই খানে শুকদেব আছয়ে সর্ব্বথা॥
হরিগুণ আলাপন শুনয়ে যথায়।
তথায় থাকয়ে মুনি গাভীবৎস প্রায়॥
এতশুনি মহা হরষিত হৈলা সব।
হরি হরি হরি ধ্বনি করে মহারব॥
হরিধ্বনি শুনি বড় হরষিত মনে।
অন্তরিক্ষে শুকদেব আঁইলা সেখানে॥
শতেক সূর্য্যের তেজ বালক চরিত।
মুক্তকেশ দিগম্বর শঙ্কা বিবর্জ্জিত॥
পরম পবিত্র তনু ভস্ম অঙ্গ ভাগ।
সর্ব্বক্ষণ হরিগুণ ভাবিতে সজাগ॥
বালক সকলে নাচে হাততালি দিয়া।
ধূম্রকেতু হেন অঙ্গ লেঙ্গট দেখিয়া॥
সদা আনন্দিত সে হরিগুণ গাইতে।
বাপের চরণে প্রণমিল যোড় হাতে॥
পরীক্ষিৎ আদি করি ব্যাস এড়ি সবে।
প্রণমিল ব্যাস পুত্রে পরম গৌরবে॥
পাদ্য অর্ঘ আচমনী দিলেক আসন।
বসিলেন দিগম্বর প্রসন্ন বদন॥
ব্যাস বলে শুকদেব শুনহ বচন।
রাজাকে করাও তুমি ভাগবত শ্রবণ॥
তোমার সমান আর নাহি তিনলোকে।
এ ঘোর সংসার ভয় খণ্ডাতে রাজাকে॥

এত বলি ব্যাসদেব হৈলা অন্তর্দ্ধান।
পরীক্ষিৎ রাজা তবে চিন্তিছেন ত্রাণ॥
ইষ্ট মিত্র বীরভাগ আনিয়া যতেক।
জন্মেজয়ে আনি কৈলা রাজ্যে অভিষেক॥
পাত্র মিত্র সকলেত রাজ্য সমর্পিয়া।
চলিলা গঙ্গার ঘাটে নিবৃত্ত হইয়া॥
বজ্রজাল আদি করি রচিল বিষম।
করিল নির্ম্মল স্থান সর্পের দুর্গম॥
হস্তি ঘোড়া আর ঠাট চৌদিগে প্রহরী।
ভাল ভাল বীর যত রহিলেক দ্বারী॥
গঙ্গা অন্তর্জ্জলেত করিয়া কুশাসন।
আরম্ভিল ভাগবত করিতে শ্রবণ॥
শুকদেব মুখ হনে হরি কথা রসে।
নিত্য উপবাস তেঁহ ক্ষুধা না পরশে॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি সে পরম গতি ভব তরিবার॥

তক্ষক ধন্বন্তরির কথা।

-:-*-:-

লাচাড়ী।

এহি মতে পুণ্য কথা করয়ে শ্রবণ।
পাত্র মিত্র সবে এথা করিল মন্ত্রণ॥

সদায় কল্যাণকারী ধৌম্য পুরোহিত।
সময় অনুসারে বলে উপায় উচিত॥
পাণ্ডব কৌরব কুলে এক পরীক্ষিৎ।
এখনে উপায় নানা চিন্তিতে উচিত॥
উপায় করিলে যদি নাহি জন্মে ফল।
জানিব অদৃষ্ট মন্দ অভাগ্য কেবল॥
সর্প হত জন যদি বুদ্ধিমান হয়।
মন্ত্র মহৌষধি তবে যতনে আনয়॥
ধন্বন্তরি নাম ওঝা বৈসে শঙ্খপুরী।
রাজার কারণে তাকে আন শীঘ্র করি॥
না হৈলে তক্ষক হ'তে না দেখি নিস্তার।
ধন্বন্তরি আসিলে তাহার অল্প ভার॥
এত শুনি পাত্রগণে করিল উত্তর।
বড় অদ্ভুত কথা কৈলা দ্বিজবর॥
কার পুত্র ধন্বন্তরি বৈসে কোন্ স্থানে।
তক্ষকের প্রতিকার কোন্ বিদ্যা জানে॥
ধৌম্য বলে পূর্ব্ব কথা শুন মন করি।
যে কারণে পৃথিবীতে জন্মে ধন্বন্তরি॥
পূর্ব্বকালে জন্ম তার সমুদ্র মথনে।
দেবতার সম সেহি সকল ভুবনে॥
পৃথিবীতে জন্মে সেহি মনুষ্য শরীর।
নানা মতে উপকারী সকল প্রাণীর॥
পৃথিবীতে ব্যাধি পীড়া হইলে প্রবল।
ব্যাধিয়ে পীড়িত জীব দেখিয়া সকল॥

অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ্য বৃষ্টি অতিশয়।
অকালেত মরে লোক বিষ সর্প ভয়॥
ইহা দেখি সদয় আপনি নারায়ণ।
নিজ অংশে ধন্বন্তরি জন্মাল আপন॥
কাশীরাজ গৃহেত জন্মিলা পৃথিবীত।
অশেষ প্রকারে হৈল পৃথিবীর হিত॥
তন্ত্র মন্ত্র ঔষধের হৈবা অধিকারী।
জগতে বিখ্যাত হৈবা শঙ্খ গাড়ুরী॥
এই বর দিলা হরি লোকের কারণে।
তথা হনে অংশ রূপে জন্মিলা ভুবনে॥
কাশী নৃপতির পুত্র দীর্ঘতপা নাম।
তার পুত্র ধন্বন্তরি গুণে অনুপম॥
শিলা সুন্দরী সেই রাজার মহিষী।
পুত্র প্রসবিল যেন পুর্ণিমার শশী॥
দেবের দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
মুদ্রি বস্ত্রে মহৌষধে হৈল উপাসন॥
দ্বিজ বংশী দাসের মধুর পদবন্ধ।
ধন্বন্তরি জনমের লাচাড়ীর ছন্দ॥

লাচাড়ী।

ব্রহ্মা অংশে ভাগ করি, জন্মিলেক ধন্বন্তরি,
ভুবন বিজয়ী বৈদ্যগুরু।
বিধি হৈল সুপ্রসন্ন, লোকের হিতের জন্য,
অকালে জন্মিল গুরুচারু॥

বনিতা পুরুষ সবে, মাতে নানা মহোৎসবে,
কাশী রাজা হরষিত মন।
সর্ব্বলোকে উপকার, ধন্বন্তরি অবতার,
আনন্দিত হৈল সর্ব্বজন ॥
মুনি মন্ত্রে মহৌষধ, জন্মিলেক নানাবিধ,
রোগ পীড়া সকল উপায়।
ডাকিনী যোগিনী জ্বর, ভূত প্রেত নিশাচর,
নাম শুনি মস্তক নোওয়ায় ॥
দিনে দিনে বর্দ্ধমান, জন্মিল উত্তম জ্ঞান,
কঠিনী প্রদানে শুভদিনে।
বলে দ্বিজ বংশীদাস, জ্ঞান হৈল সুপ্রকাশ,
পূর্ব্বের জনমের কারণে ॥

দিশা—জন্মিলরে শ্রীহরি তুলিয়া লও কোলে।

এই মতে ধন্বন্তরি জন্মিল সংসারে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হৈল সে রাজার ঘরে ॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের সমান।
কাশী রাজা মহোৎসবে কৈল নানা দান ॥
শাস্ত্র অনুসারে সব কৈল সংস্কার।
গুরুর নিকটে দিল শাস্ত্র জানিবার ॥
আগম নিগম পঠে ভাগবত পূতা।
নানান পুরাণ পঠে ভগবদ্ গীতা ॥

সকল সংহিতা পঠে কাব্য পরকাশ ।
জানিল সকল শাস্ত্র যত ইতিহাস ।।
বেদান্ত পঠিয়া পঠে যোগান্ত বিচার ।
কালিকা সাধন কৈল অনেক প্রকার ।।
তুষ্ট হৈয়া মহাদেব বর অধিষ্ঠাতা ।
মহাজ্ঞান দিলা আর গাড়ুরী সংহিতা ।।
বিদর্ভ রাজার কন্যা নামেত কমলা ।
শুভক্ষণে বিয়া কৈল যেন চন্দ্রকলা ।।
ধনে জনে সম্পদ হইল অতিশয় ।
নানা দেশ ভ্রমিয়া করিল দিগ্বিজয় ।।
গো-মুণ্ডের ঠাটা তারে সিংহছালে ছায়া ।
ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে চড়ি ফিরে জয়ঢাক বায়া ।।
হুঙ্কারে সাগর চালে পৃথিবী কাঁপায় ।
নাগে বাঘে নাম শুনি মস্তক নোয়ায় ।।
ভূত প্রেত পিশাচ পলায় দেখি ডরে ।
বৃক্ষও নামায় মাথা দেখিয়া ওঝারে ।।
হুঙ্কারে পাড়িয়া সে বৃক্ষের ফল খায় ।
পুনরপি পাড়া ফল বৃক্ষেত লাগায় ।।
ভূচরী খেচরী যত ডাকিনী যোগিনী ।
রোগ পীড়া ব্যাধি খণ্ডে তার নাম শুনি ।।
বড় সর্প ধরিয়া গাড়ুরী মন্ত্র বলে ।
নিরবধি লইয়া খেলায় নানা ছলে ।।
বিষ কাড়ি লয় যত বড় বড় সাপ ।
বান্ধে হাতে গলায় নাহি থাকে তাপ ।।

উদয় কাল ভুজঙ্গ শিবের জটায়।
তারে আনি মন্ত্রবলে ধরিয়া খেলায়॥
একদিন বিপাকে ঠেকিল দৈবযোগে।
পাইল মুনির শাপ দংশিবারে নাগে॥
দ্বিজ বংশী দাসেরে প্রসন্ন সরস্বতী।
পদবন্ধে গাইল ধন্বন্তরি উৎপত্তি॥

লাচাড়ী।

শিব শিরে চন্দ্রমণি, তদুপরে মন্দাকিনী,
তদুপরে হুতাশন জ্বলে।
তদূর্দ্ধে উদয় নাগ, কে তার পাইব লাগ,
তারে আনি খেলে মন্ত্রবলে॥
শিবের জটায় থাকে, ব্রহ্মায়ে না পায় তাকে,
সেই সর্প লইয়া খেলায়।
পায়্যা অতি জ্ঞান ভার, করে ওঝা অহঙ্কার,
মৃত্যুপথে আপনি মুখায়॥
অপমানে অতিশয়, পাইয়া প্রাণেত ভয়,
গেল নাগ মুনির সদনে।
ক্রোধেত অধীর হৈয়া, ধন্বন্তরি গেল ধায়্যা,
সর্প ধরে মুনি বিদ্যমানে॥
ধ্যান ভাঙ্গি মুনিবর, বলিলা করি উত্তর,
উচিত ই নহে ধন্বন্তরি।

আমার গৌরব চাও, ই-সর্প ছাড়িয়া যাও,
খেল গিয়া আর সর্প ধরি ॥
ক্রোধেত হৈয়া আকুল, না শুনি মুনির বোল,
সর্প ধরি লৈয়া যাইতে চায়।
বলিলেন মহামুনি, লঙ্ঘিলে আমার বাণী,
মৃত্যু তব ই-সর্পের ঘায় ॥
শুনিয়া মুনির শাপে, ধন্বন্তরি মনস্তাপে,
সর্প এড়ি মুনি বিদ্যমানে।
স্তবন বিনয় করি, বলিলা চরণে ধরি,
ভণে দ্বিজ বংশীবদনে ॥

দিশা—ডুবি রইলাম ভব নদী মাঝে।

শাপ হেও ধন্বন্তরি ভয় পায়্যা মনে।
মুনিকে স্তবন করে ধরিয়া চরণে।।
অনেক স্তবনে তুষ্ট হৈলা মুনিবর।
পুনরপি হাসিয়া ওঝাকে দিলা বর।।
ওহে ধন্বন্তরি তুমি শুন সাবধানে।
এই ছিদ্র কথা না কহিও কার স্থানে ॥
উদয় কালে ছাড়ি দেহ শিবের জটায়।
আছুক অন্যের কার্য্য ব্রহ্মা নাহি পায় ॥
আর জনে কি জানিব উদ্দেশ ইহার।
দৈবে যদি দংশে তার শুন প্রতিকার ॥

সন্ধ্যাকালে করে যদি ব্রহ্মরন্ধ্রে ঘাও।
রাত্রির ভিতরে যদি ঔষধ না পাও ॥
তাতে যদি মৃত্যু হয় তেঁহ দিল্‌ বর।
মরিয়া থাকিবা তুমি দ্বাদশ বৎসর ॥
পুনরপি ইমতে জন্মিবা পৃথিবীত।
দেবতার কার্য্যে হৈবা ভুবন পূজিত ॥
বিদায় হইয়া ওঝা মুনির চরণে।
ততক্ষণে চলি গেলা আপন ভবনে ॥
মনে মনে ধন্বন্তরি ভাবিয়া উপায়।
বাড়ীর দক্ষিণে আনি ঔষধ লাগায় ॥
এই মতে আছে ওঝা সদা শঙ্খপুরে।
যার নাম শুনিয়া তক্ষক পলায় ডরে ॥
সেই ধন্বন্তরি ওঝা আছে পৃথিবীত।
রাজারে রাখিতে তারে আনিতে উচিত ॥
এত শুনি সকলে মন্ত্রণা কৈল সার।
ত্বরিত পাঠাল চর ওঝা আনিবার ॥
সত্বর গমনে চর গিয়া শঙ্খপুরী।
ঝাট জানাইল যথা ওঝা ধন্বন্তরি ॥
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ পাইয়াছে বনে।
দংশিব তক্ষক নাগে তানে সপ্ত দিনে ॥
রাজার রক্ষণে তুমি চলহ সত্বর।
বিলম্ব না কর এথা কার্য্য ঘোরতর ॥
এত শুনি ধন্বন্তরি বিষহর তুলি।
কমণ্ডুল লৈল আর ঔষধের ঝুলী ॥

বিচিত্র সর্পের ছাল বান্ধিয়া মাথায় ।
ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠেত চড়ি জয়ঢাক বায় ॥
চলিল ছকুড়ি শিষ্য ধন্বন্তরি সঙ্গে ।
মন্ত্র মহৌষধি যত লৈয়া সব রঙ্গে ॥
অস্থি সঞ্চারিণী আর জীব সঞ্চারিণী ।
জ্যোতিরূপা তেজোময়ী বিশল্যকরণী ॥
ঝুলী ভরি লৈলা চারি ঔষধের মূল ।
গাড়ুরী মন্ত্রের পুথী লইয়া বহুল ॥
হড়পী ভরিয়া সর্প লৈলা ভারে ভারে ।
সত্বরে চলিয়া যায় রাজা রাখিবারে ॥
এই মতে ধন্বন্তরি করিল গমন ।
মন দিয়া শুনহ তক্ষক বিবরণ ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে ।
হরিনাম সার কর ভব তরিবারে ॥

লাচাড়ী ।

হিমাদ্রি কৈলাস দুই পর্ব্বতের সার ।
তথাত তক্ষক বসে অগ্নি অবতার ॥
পরীক্ষিতে ব্রহ্মশাপ তথা থাকি শুনি ।
হরষিতে নাগরাজ কহিল আপনি ॥
যখনে অর্জ্জুন গেল খাণ্ডব দহিতে ।
মোর পুত্র বধিয়াছে জননী সহিতে ॥
আর পুত্র কর্ণ সনে সর্পমুখ বাণ ।
তাহারেও বাধলেক কর্ণ বিদ্যমান ॥

সেহি হ'তে মনে মোর আছয়ে সন্তাপ।
তার নাতি পরীক্ষিতে পাইল ব্রহ্মশাপ।।
এইকালে পুত্র ধার শোধিতে উচিত।
এত বলি নাগ রাজ চলিল ত্বরিত।।
লুকাইয়া মায়াবলে করিল গমন।
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে মনসা চরণ।।

লাচাড়ী—ধানসী।

চলিল তক্ষক নাগ, ফলাইতে ব্রহ্মশাপ,
পরীক্ষিৎ রাজার ভবন।
লুকাইয়া মায়াবলে, দ্বিজ বেশে কুতুহলে,
অন্তরিক্ষে করিল গমন।।
হিমাদ্রি কৈলাস যুড়ি, চতুর্দ্দিকে লেজে বেড়ি,
চিরকাল তথাতে বসয়।
যাহার চক্ষুর পাকে, দিবাকর তেজ ঢাকে,
রাত্রি দিবা নাহি পরিচয়।।
নাকের নিশ্বাসে যার, হয় অগ্নি অবতার,
ভস্ম হয় পর্ব্বত পাষাণ।
যক্ষ দৈত্য সুরাসুরে, সম্মুখে রহিতে নারে,
কি সহিব মনুষ্যের প্রাণ।।
অগ্নির সমান বীর, অগ্নির বর্ণ শরীর,
আট কোটী নাগ অনুচর।
পঞ্চ শত ফণা শিরে, সমুদ্র শোষিতে পারে,
বায়ুবেগে চলিল সত্বর।।

আসিয়া নিকট দেশে, কপট ব্রাহ্মণ বেশে,
প্রবেশিল নগর সম্মুখে।
দ্বিজ বংশী দাসে বলে, বসি বট বৃক্ষ মূলে,
দেশ কাল বুঝিতে কৌতুকে॥

দিশা—রমণী মোহন বেশ ধর হে রাম।

এই রূপে তক্ষক ব্রাহ্মণ বেশ ধরি।
পথে লাগ পাইলেক ওঝা ধন্বন্তরি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া ওঝা ভূমিতে নামিল।
গাঁই গোত্র জিজ্ঞাসিয়া প্রণাম করিল॥
ধন্বন্তরি বলে গুরু করি নিবেদন।
কোথা হনে আগমন কি নাম ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজে বলে নাম মোর উগ্রতপা যতি।
বদরিকাশ্রমে বসি ব্যাসের সংহতি॥
দেখিবারে চলিয়াছি পরীক্ষিৎ রাজা।
তোমার কি নাম সত্য কহ শুনি ওঝা॥
ধন্বন্তরি বলে মোর ঘর শঙ্খপুরী।
শিবের সেবক আমি নাম ধন্বন্তরি॥
তক্ষকে দংশিব জানি রাজা পরীক্ষিৎ।
তাহারে রাখিতে অতি চলিছি ত্বরিত॥
ছয় কুড়ি শিষ্য মোর অনুচর সঙ্গে।
সর্প মারি বিষ খাই চাক বাই রঙ্গে॥

ধনঞ্জয় কর্কট তক্ষক উৎপল।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আদি যত নাগবল ॥
শঙ্খ আর মহাপদ্ম যতেক প্রধান।
আমার সাক্ষাতে সব মেড়ুক সমান ॥
দ্বিজ বলে ধনন্তরি বল আযুক্ত।
মিথ্যা বলি ভাঁড় কেনে আপন মহত্ত ॥
খুড়া বোড়া দংশিলেই সে মড়া জিয়াও।
কভু নাহি দেখিয়াছ তক্ষকের ঘাও ॥
সাক্ষাৎ তক্ষক নাগ অগ্নি অবতার।
কোথায় বাদিয়া তুমি গাড়ুরী বিদ্যার ॥
মহাজনে মিথ্যা কয় শুনিতে কুৎসিত।
ই-কারণে হয় কিছু বলিতে উচিত ॥
কোপ করি ধন্বন্তরি ভাবে মনে মনে।
ই কভু ব্রাহ্মণ নহে বুঝি অনুমানে ॥
ব্রাহ্মণের মুখে এত দুরক্ষর বাণী।
শরীরে না সয় দুঃখ জ্বলিল আগুনি ॥
ওঝা বলে তুমি যে সে আমি চিনিলাম।
মাগিবারে চলিয়াছ কোথায় ভাদাম ॥
গলা চড়িলে অক্ষরের লেশ নাহি পেটে।
লম্ব সাট মারিয়া বেড়াও হাটে মাঠে ॥
আমার বড়াই আমি কি কহিব তোরে।
আমার বিক্রম জানে ব্রহ্মা হরি হরে ॥
কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ॥

পতিতের দান লৈতে না কর বিচার।
হাড়ি ডোম চণ্ডাল যজাও কদাচার॥
কাকড়ার মাটি দিয়া কর দীর্ঘ কোটা।
কাঁকালির মধ্যে রাখ ভাঙ্গা লাউ গোটা॥
মাথায় বেড়িয়া বান্ধ রাত্রিবাস ধড়ি।
মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াও বাড়ী বাড়ী॥
মুষ্টি এক উনা হৈলে না কর ভোজন।
তিন হাঁড়ি অন্নে হয় উদর পূরণ॥
ধুঁয়া দেখি ফিরহ নদীর পারে পারে।
মড়া মৈল বলি যাও দক্ষিণার তরে॥
শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া।
বান্ধা দিয়া খায়্যা যাও স্ত্রীর হুবুড়া॥
স্তত্র পুথী হাতে লৈয়া চণ্ডিপাঠ গাও।
সত্য মিথ্যা বাক্য বলি যজমান ভাঁড়াও॥
শূদ্র সেবক লইয়া কর হুড়াহুড়ি।
পঞ্চ উপচারে খায়্যা যাও গালিপাড়ি॥
বাক্য চাতুরি করি দিবাতে মাগিয়া।
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল গৃহস্থ দেখিয়া॥
টাঁই টিউরি করি থাক অপেক্ষায়।
ভাল ব্যক্তি হয় যদি রন্ধন করায়॥
পরদ্রব্য পাইয়া ডাগর পেট ভর।
রাত্রিতে না আসে নিদ্রা উঠ_ বৈস্ কর॥
প্রভাত সময় গিয়া বাহ্য কর পথে।
মার্গ শুধাইয়া যায় জল বিচারিতে॥

আচার বিচার নাই অহিত ব্রাহ্মণ।
গায়ত্রীর লেশ নাই সন্ধ্যা দেবার্চ্চন ॥
আমি ওঝা ধন্বন্তরি অন্য জন নই।
গলায় আছয়ে সূতা তেকারণ সই ॥
আর জন হৈলে তার মুড়িতাম মাথা।
গরু আর ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের দেবতা ॥
আমার যে গুণ সব জানে হর গৌরী।
তুমি ছারে কি জানিবা কড়ার ভিকারী ॥
তুমিত স্বরূপ কভু না হও ব্রাহ্মণ।
দুই জিহ্বা দেখি তব সর্পের লক্ষণ ॥
কোন্ সর্প চলিছ কপট রূপ ধরি।
নিশ্চয় জানিলু বেটা ভণ্ড দুরাচারী ॥
আপনার নিজ রূপ ধর ব্যক্ত হৈয়া।
না হইলে এথা মন্ত্রে থুইব বান্ধিয়া ॥
কুপিয়া তক্ষক নাগ অগ্নি হেন জ্বলে।
দুই চক্ষু ঘুরাইয়া বলে তেজোবলে ॥
আমিই তক্ষক নাগ তোমার হন্তক।
চিরদিন বিচারিয়া লাগ পাইলু তোক্ ॥
আজি পাঠাইয়া দিমু যমের ভুবনে।
এহি বলি নিজ রূপ ধরে ততক্ষণে ॥
পর্ব্বত শরীর ধরে পঞ্চ শত ফণা।
নাকে মুখে বাহিরিল অগ্নি কণা কণা ॥
মন্ত্র বলে রৈল ওঝা আপনা সম্বরি।
ডাকিয়া তক্ষকে বলে শুন ধন্বন্তরি ॥

এই দেখ বৃক্ষ গুটা পর্ব্বত প্রমাণ ;
ভস্ম করি রাখ কৃত তোর মহাজ্ঞান ॥
তবে সে জানিব রাজা জীয়াবি নিশ্চয় ।
ইহাতেই তোর মোর জয় পরাজয় ॥
ওঝা বলে সত্য কৈলা এই বাক্য সার ।
ইহাতে যে হারে তারে করি গঙ্গা পার ॥
শুনিয়া তক্ষক নাগ অতি ক্রোধ ভরে ।
এড়িলেক কালকূট বৃক্ষের উপরে ॥
শুখাইল বৃক্ষ গুটা গরলের জ্বালে ।
পুনরপি কোপ করি বৃক্ষে বিষ ঢালে ॥
পঞ্চ শত ফণায়ে করিয়া অন্ধকার ।
ভস্ম কৈল বৃক্ষ গুটা পর্ব্বত আকার ॥
উড়াইয়া দিল বৃক্ষ নাকের নিশ্বাসে ।
তক্ষক বিক্রম দেখি ধন্বন্তরি হাসে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে পদ্মার চরণে ।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে ॥

লাচাড়ী—ধানসী।

আমি সে তক্ষক, তোমার হন্তক,
শুন ধন্বন্তরি বেজ ।
বৃক্ষ কৈলু ছাই, রাখ দেখি চাই,
বুঝি মহাজ্ঞান তেজ ॥

করি লম্ব সাট, ফির হাট মাঠ,
নাহি বুঝ কাজাকাজ।
ধুড়া বোড়া খাও, মড়ায় জিয়াও,
নাম ধর বৈদ্যরাজ॥
হাসি ধন্বন্তরি, বলে দর্প করি,
কি বল ভণ্ড তপস্বী।
বল সত্য করি, যদি আমি পারি,
দিবে কত ধনরাশি॥
আজি পরাজয়, করিমু নিশ্চয়,
এই বাক্য মোর সার।
তখন তক্ষকে, আঁখির নিমেষে,
বিষে কৈল অন্ধকার॥
নাকেত নিশ্বাসি, কৈল ভস্মরাশি,
পর্ব্বত সমান তরু।
বায়ে উড়াইতে, ধরি তাহা হাত,
রাখে ধন্বন্তরি গুরু॥
মহামন্ত্র বলি, জল দিল ঢালি,
হুঙ্কার ছাড়িয়া তেজে।
বৃক্ষ সেই মতে, হৈল ফুল পাতে,
তক্ষক পড়িল লাজে॥
বৃক্ষ জিয়াইয়া, তক্ষকে জিনিয়া,
রঙ্গে জয়ঢাক বায়॥
উপহাস করি, নাচে ধন্বন্তরি,
বংশীদাস দ্বিজে গায়॥

দিশা—জগন্নাথ ভজরে ছাড়রে কুমতি।

ওঝা বলে তক্ষক হৈ হেট মুণ্ড কেনে।
এতেক বড়াই পূর্ব্বে কৈলা কি কারণে॥
তুমি নাগ রাজা তোমা জিনিলু ইঙ্গিতে।
বিনে ধন দিয়া ঘরে না পার যাইতে॥
আপনা না জান তুমি আপনার বলে।
বান্ধিয়া রাখিব মন্ত্রে এই বৃক্ষ মূলে॥
ভস্ম বৃক্ষ জিয়াইলু এই মন্ত্র তেজে।
দেখিয়া নাগের রাজা ভাবে মহা লাজে॥
তক্ষকে বলয়ে ওঝা শুনহ বচন।
তোমা সম জ্ঞানী নাহি এ তিন ভুবন॥
আমি যে তক্ষক নাগ হৈলু পরাভব।
আমার বচন শুনি রাখহ গৌরব॥
পরীক্ষিত রাজার হইছে আয়ু শেষ।
দৈবযোগে ব্রহ্মশাপ পাইছে বিশেষ॥
নিশ্চয় মরিব রাজা ব্রাহ্মণের গালে।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নহে অবশ্যই ফলে॥
ফিরিয়া ঘরেত যাও লৈয়া ধন জন।
ব্রহ্মশাপ রক্ষা হৌক ব্রাহ্মণ বচন॥
কিঞ্চিৎ তোমার আছে ব্রাহ্মণের ভয়।
তেকারণে বলি ইহা উচিত না হয়॥

এত শুনি ধন্বন্তরি চাহিল লেখিয়া।
দেখিল পরীক্ষিতের আয়ু গণিয়া॥
দেখিলা পরম হংশ নাহি নিজ ঘরে।
জ্যোতির্ম্ময় না দেখিলা নিরঞ্জন পুরে॥
এইমনে কোন স্থানে না দেখি জীবন।
ঘরে চলে ধন্বন্তরি লৈয়া ধন জন॥
হিরা মণি মাণিক্যাদি মুকুতা প্রবাল।
বহু ধন দিল আর দিল মণি মাল॥
শিষ্য সবে ধন লইল বোঝা বান্ধিয়া।
ঘরে চলে ধন্বন্তরি জয়ঢাক বায়্যা॥
এই মতে ফিরাইয়া ওঝা ধন্বন্তরি।
চলিলেক তক্ষক সন্ন্যাসী বেশ ধরি॥
ভগবান বস্ত্র পরি কমণ্ডলু করে।
পরম তপস্বী বেশে চলেধীরে ধীরে॥
ধ্বনির সঞ্চার নাহি পবনের গতি।
কমল মুদ্রিত হয় ভ্রমরের স্থিতি॥
নিজপুরে গেল ওঝা শিষ্যগণ সনে।
কার্য্য স্থিঘটিত হয় দৈবের ঘটনে॥
চলিলা গোবিন্দ যেন বলিকে ছলিতে।
রাবণ সন্ন্যাসী যেন সীতাকে হরিতে॥
দ্বিজ বংশী দাসে ভণে মধুর পয়ারে।
হরি নাম তরি ভবসিন্ধু তরিবারে॥

সর্প সত্র

——ঃ-*-ঃ——

লাচাড়ী।

এই বেশে মিলে মুনি রাজার দুয়ারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজার গোচরে॥
রাজা বলে শীঘ্র করি আন অভ্যন্তরে।
মহা ভাগ্যে আসি মিলে ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥
ব্রাহ্মণে আসিতে কেবা করে নিবারণ।
হেলায় শ্রদ্ধায় পুণ্য দেখিলে ব্রাহ্মণ॥
এত শুনি দ্বারী গিয়া আনিল গোচরে।
আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজ তুলি দুই করে॥
মহারাজা পরীক্ষিতের হৌক পুণ্য রাশি।
বদরিকাশ্রম হতে আসিছি সন্ন্যাসী॥
সম্পূর্ণ পুরাণ শুন করিয়া কামনা।
এতেকে আসিছি কিছু লইতে দক্ষিণা॥
ব্যাসের মুখে শুনিয়া তোমার সম্বাদ।
অকাল বদরি ফল আনিছি প্রসাদ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা নমস্কার করি।
বড়ই কৌতুকে লৈল অকাল বদরি॥
অদ্ভুত দেখিয়া ফল হস্ত পাতি লৈল।
মুনির সাক্ষাতে ফল শোধিতে লাগিল॥

ফলের মধ্যেত নাগ ছিল কীট হৈয়া।
শোঙ্গিতে কামড় দিল মৃত্যু কাল পায়্যা॥
সপ্ত দিবস মধ্যে ভাগবত শুনিতে।
গঙ্গার অন্তর জল মধ্যেত থাকিতে॥
ভাদ্র মাসে রোহিণী অষ্টমি শুক্লপক্ষে।
মধ্যাহ্নে মঙ্গলবারে দংশিল তক্ষকে॥
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার।
সিংহাসন হৈতে পড়ে যেমন অঙ্গার॥
শরীর পড়িল গঙ্গার অন্তর্জলে।
স্বর্গে গেল মহারাজা নিজ কর্ম্ম ফলে॥
কোথায়ে ব্রাহ্মণ আর বদরিকা ফল।
অন্তরিক্ষে তক্ষক গেল নিজ স্থল॥
জন্মেজয়ের মাতা রাজার মহিষী।
বিলাপ করিয়া কান্দে ভূমিতলে বসি॥
প্রভুর মরণ শুনি হইল ব্যাকুল।
বিলাপ করিয়া কান্দে আউদর চুল॥
দ্বিজ বংশী দাসের সুমধুর পয়ার।
গাইল পাঁচালী গীত ভাগবত সার॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে কন্যা সারদা সুন্দরী। ই
দারুণ দ্বিজের গালে, নিজ কোল কৈল খালি,
চন্দ্রবংশ সকল আন্ধারি॥

উত্তরার গর্ভে তোমা, বধি ছিল অশ্বত্থামা,
অপাণ্ডবা করিতে ভুবন।
মায়ের স্মরণ জানি, রাখিলেন চক্রপাণি,
আপনি আসিয়া নারায়ণ ॥
কিক্ষণে মৃগয়া কাজে, গেলা প্রভু বনমাঝে,
তাতে হৈল বিধির ঘটন।
ধার্ম্মিক সুধীর হৈয়া, সমাহিত তপস্বীয়া,
বিনা দোষে কৈলা বিড়ম্বন ॥
পাণ্ডব কৌরব দল, সব মহাবীর মৈল,
তুমি রৈলা বংশের সন্ততি। .
বিপ্র করি অপজ্ঞান, ক্ষণেকে হারালা প্রাণ,
কে আর পালিব বসুমতি ॥
কিবা কায় বাক্য মনে, কিবা সপ্ন জাগরণে,
তোমা বিনে অন্য নাহি জানি।
অনাথা করিয়া মোকে, গেলা তুমি পরলোকে,
কি মতে বঞ্চিব অভাগিনী ॥
ই:মোর রূপ যৌবন, রাজ্য পাট সিংহাসন,
তুমি বিনে সব অকারণ।
মুই নারী অভাগিনী, হারাইলু শিরোমণি,
বলে দ্বিজ বংশীবদন ॥

দিশা—অসার জীবন ধন সব মিছা মায়া।
জলের বিম্ব যেমন দর্পণের ছায়া॥

এই মতে তক্ষকে দংশিল পরীক্ষিতে।
জন্মেজয় মহারাজা হইলা ক্ষিতিতে॥
ধর্ম্ম মতে ধরণী শাসিয়া বাহুবলে।
নানা দান পুণ্য রাজা কৈল ধরাতলে॥
ব্যাস বাক্য না রাখিয়া অশ্বমেধ কৈল।
সেই অশ্বমেধে রাজার ব্রহ্মদণ্ড হৈল॥
শরীরেত রোগ হৈল ব্রহ্মদণ্ড পাপে।
সর্ব্বাঙ্গ গলিত হৈল চিন্তে মনস্তাপে॥
ব্যাস ঋষি আসিয়া কহিলা প্রতিকার।
সঙ্গে মহাভারত ভাগবত শুনিবার॥
শুনাইল ভাগবত বৈশম্পায়ন।
অরোগ হইল তবে রাজার নন্দন॥
ব্রহ্মবধ পাপ খণ্ডে যে কথা শুনিলে।
বৈশম্পায়নে তাহা শ্রবণ করালে॥
পূর্ব্ব পুরুষের কথা শুনিল সকল।
বাপের মরণ শুনি হইল বিকল॥
তক্ষকে দংশিল তাকে কপট করিয়া।
পথে ফিরাইল ওঝা বহুধন দিয়া॥
ক্রোধেত ব্যাকুল রাজা এই কথা শুনি।
বৈশম্পায়নের স্থানে কহিলেক পুনি॥

মোর বাপে তক্ষক দংশিল এই মতে ।
কপট করিয়া ওঝা ফিরাইল পথে ॥
ভস্ম বৃক্ষ জিয়াইল যেই মন্ত্র বলে ।
অবশ্য পিতায় ওঝা জিয়াত আসিলে ॥
তারে ধনরাশি দিয়া করিল বিমুখ ।
শুনিয়া তোমার মুখে উপজিল শোক ॥
ব্রহ্মশাপ কারণে দংশিতে যুয়ায় ।
ওঝা ফিরাইল কেনে হেন ছলনায় ॥
এতকেই পিতৃ সত্রু তক্ষক আমার ।
এই ক্ষণে সব সর্প করিমু সংহার ॥
সর্প সত্র যজ্ঞ আমি করিমু নিশ্চয ।
নিষ্পাপী ভাবিয়া অতি আনন্দ হৃদয় ॥
তক্ষক চণ্ডালে বড় করিছে অন্যায় ।
মোর পিতা বধিয়াছে দুষ্ট ছলনায় ॥
তক্ষক বধিতে তাতে প্রতিজ্ঞা আমার ।
পিতৃ বৈর উদ্ধারিতে করি অঙ্গিকার ॥
সর্প সত্র যজ্ঞের গুরু করহ ব্যবস্থা ।
আপনি করহ যজ্ঞ হৈয়া অধিকর্ত্তা ॥
ব্যাস বলে তক্ষক ব্রাহ্মণ জাতি হয় ।
আমিত করিতে নারি ব্রহ্মবধ ভয় ॥
ই যজ্ঞের বিধি আর পৃথিবীতে নাই ।
স্বর্গে মাত্র আছে জানি বৃহস্পতির ঠাঁই ॥
উপদেশ কহি আমি তোমার কারণে ।
উতঙ্ক নামেত মুনি আছে তপোবনে ॥

তাহার বাপেরে পূর্ব্বে দংশিলেক সাপে।
সে শক্রতা উদ্ধারিতে মনের সন্তাপে॥
লোহার লগুড় হস্তে তপস্যা ত্যজিয়া।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরে সর্প বিচারিয়া॥
বনে বৃক্ষ বিচারিয়া যথা সাপ পায়।
লোহার দণ্ডের ঘায়ে মারিয়া ফেলায়॥
এই মতে ব্যাকুল সে সদা সর্প লাগি।
তাকে আনি যজ্ঞ কর সমদুঃখ ভাগী॥
এত শুনি জন্মেজয় সত্বরে সম্বাদি।
আনিল উতঙ্ক মুনি সর্পের বিবাদি॥
অর্ঘ্য আসন দিয়া বসায়্যা গৌরবে।
হাসিয়া মুনির স্থানে বলে ব্যাসদেবে॥
সর্প সত্র যজ্ঞ তুমি কর মহাশয়।
পিতৃ শক্র বিনাশিতে হইছে সময়॥
যত সব রাজা ছিল পৃথিবী মণ্ডলে।
এই যজ্ঞ কেহ না করিছে কোন কালে॥
আগে মাত্র একবার কৈল পুরন্দর।
বৃহস্পতি হনে বিধি আনি মুনিবর॥
ইকর্ম্ম করিমু মুনি করে অঙ্গিকার।
বিধি আনি সর্প সব করিমু সংহার॥
ইবলিয়া স্বর্গে মুনি গেল শীঘ্রগতি।
আনিল বৃহস্পতি হনে যজ্ঞের পুথি॥
যজ্ঞের আরম্ভ আসি করিল সত্বর।
আনাইল রাশি রাশি কাষ্ঠ সুবিস্তর॥

নির্ম্মল উত্তম কুণ্ড দশ হাত প্রমিত।
যোনিব লক্ষণ কৈল মেখলা শোভিত॥
তিল ধান্য যব আনাইল রাশ বাশি।
দশ দুগ্ধ ঘৃত গুড় ভরিয়া কলসী॥
করিয়া যজ্ঞেব স্থান হইল দীক্ষিত।
নানা স্থান হতে মুনি হৈল উপস্থিত॥
এই মতে যজ্ঞ রাজা করে পিতৃশোকে।
কান্দিয়া পদ্মাব স্থানে কহিল তক্ষকে॥
জন্মেজয় নৃপতি উতঙ্ক মুনি আনি।
সর্প হত্যা যজ্ঞ করে পিতৃ শক্র জানি॥
কি মতে রাখিবা মাও আমার জীবন।
বেদ মন্ত্র পঠে কোপে দারুণ ব্রাহ্মণ॥
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়।
শুনিতে যজ্ঞের নাম ভয়ে প্রাণ যায়॥
এতশুনি পদ্মাবতী কষ্ট ভাবি মনে।
তক্ষকে লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে॥
পদ্মা বলে ইন্দ্র তুমি সৃষ্টির রক্ষক।
মরণ সঙ্কট কালে রাখহ তক্ষক॥
তক্ষক আমার পুত্র প্রাণেব সমান।
তুমি বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ॥
পদ্মার বাক্যে ইন্দ্র অভয় বর দিয়া।
আপনার সিংহাসনে রাখিলা ঢাকিয়া।
নিজ স্থানে আসি পদ্মা চিন্তে মনে মং
আস্তিকের বরদান পড়িল স্মরণে॥

বলিয়াছে আস্তিকে যখন যায় বন।
সঙ্কট কালেতে তারে করিতে স্মরণ॥
আসিল আস্তিক পদ্মা স্মরণ করিতে।
কি কর্ম্ম করিব মাঅ বলে যোড় হাতে॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে পদ্মা শঙ্কর নন্দিনী।
আস্তিকে লইয়া কোলে, মুখানি মুছিয়া তোলে,
মুই বড় জনম দুঃখিনী॥
জন্ম হৈল পদ্মবনে, মাঅ নাহি তেকারণে,
যত দুঃখ দিয়াছে সতাই।
নখাঘাতে চক্ষু কাণ, আর যত অপমান,
তুমি বিনে কৈতে লক্ষ্য নাই॥
মুনিকে আনি বরিয়া, বাপে মোকে দিল বিয়া,
সন্ততি হইব এ কারণে॥
সুখভোগ না করিল, গৃহবাসে না বঞ্চিল,
বিনা দোষে মুনি গেল বনে।
তুমিও তাহার সনে, গেলা পুত্র তপোবনে,
এক দিন না করিলা দয়া।
আমি থাকি একেশ্বরী, এ দুঃখ সহিতে নারি,
মরিমু গরল বিষ খায়া॥

আমি পুত্র পুত্রবতী, জরৎকারু হেন পতি,
বাপ হর জগৎ ঈশ্বর।
ইসকল বিদ্যমানে, তেঁহ মোরে দোষে আনে,
কি জানি কর্ম্মের দোষ মোর ॥
একই তক্ষক সবে, পোষে মোকে পুত্র ভাবে,
তার লাগি রাজা জন্মেজয়।
সর্প সত্র যজ্ঞ করে, তক্ষক বধের তরে,
তুমি পুত্র খণ্ডাহ সংশয় ॥
পদ্মার করুণা শুনি, বলিল আস্তিক মুনি,
স্থির হও না কর ক্রন্দন।
তক্ষকে রাখিব আমি, শোক না করিও তুমি,
বলে দ্বিজ বংশীবদন।

দিশা—আমার কি হৈব বল উপায়

পদ্মা বলে বাপু মুই জনম দুঃখিনী।
বিয়া করি বিনা দোষে ছাড়ি গেল মুনি ॥
তুমিও মুনির সঙ্গে গেলা তপোবনে।
সবে সে তক্ষকে মোরে পালে রাত্রি দিনে
তার লাগি অতি কোপে রাজা জন্মেজয়।
সর্প সত্র যজ্ঞ আরম্ভিছে অতিশয়।
তার বাপে তক্ষকে দংশিল ব্রহ্মশাপে।
পিতৃ শত্রু বিনাশিতে যজ্ঞ করে কোপে ॥

বড়ই সঙ্কট হৈল না দেখি এড়ান।
যেমতে তক্ষক রহে কর পরিত্রাণ ॥
সে না থাকিলে আমি পশিব অনলে।
গলায় কাটারি কিম্বা ঝাপ দিব জলে ॥
পদ্মার বচন শুনি বলিল আস্তিকে।
তক্ষকে রাখিব আমি তুমি থাক সুখে ॥
তক্ষক রাখিব আর যত নাগগণ।
আমি পুত্র থাকিতে না চিন্তা কি কারণ ॥
হরষেতে পদ্মাবতী পুত্র লৈল কোলে।
কপালে চুম্বন দিয়া আশীর্ব্বাদ বলে ॥
প্রণাম করিয়া মুনি মায়ের চরণে।
ত্বরাম্বিত হইয়া চলিল যজ্ঞ স্থানে ॥
শতেক সূর্য্যের তেজ জিনিয়া মূরতি।
জ্বলন্ত অনল হেন শরীরের জ্যোতি ॥
তাম্র কমণ্ডুল করে মাথে জটাভার।
যোগ-পট্ট সুন্দর পিন্ধন কৃষ্ণসার ॥
শিবের দৌহিত্র মুনি পদ্মার তনয়।
ইন্দ্র আদি দেখি যারে ভকতি করয় ॥
এ হেন আস্তিক মুনি দেখি বিদ্যমানে।
বিনয়ে প্রণতি করে ভাগ্য হেন মানে ॥
পদ্মার উদরে জন্ম শঙ্করের নাতি।
মহামুনি জরৎকারু তাহান্ সন্ততি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিলেক আসন।
যোড় হস্তে জন্মেজয়ে কৈল নিবেদন ॥

বড ভাগ্য মোর আজি জানিলুঁ নিশ্চিত ।
যজ্ঞকালে মহামুনি আসি উপস্থিত ॥
হাসিয়া বলয়ে মুনি তুমি মহারাজ ।
মহা মহা মুনি আইল তোমার সমাজ ॥
যজ্ঞের আরম্ভ শুনি মুখেত সবার ।
এথা আসিয়াছি কিছু ভিক্ষা মাগিবার ॥
মহারাজ বংশে তুমি অতি সুপণ্ডিত ।
দিবার পারহ তুমি মনের বাঞ্ছিত ॥
রাজা বলে আজ্ঞা কর প্রসন্ন বদনে ।
যেহি ইচ্ছ সেহি আমি দিব এইক্ষণে ॥
মুনি বলে স্বস্তি কৈলুঁ তোমা বিদ্যমান ।
কার্য্য কালে মাগিলে করিবা তুমি দান ॥
আপনার কার্য্য কর পরম সন্তোষে ।
এথায়ে বসিলুঁ আমি যজ্ঞ অবকাশে ॥
এত বলি রৈল মুনি চাহিয়া সময় ।
শাস্ত্রের বিধানে যজ্ঞ করে জন্মেজয় ॥
সকল বৈদিক কর্ম্মে আপনিহি কর্ত্তা ।
ধৌম্য ঋষি আচার্য্য উতঙ্ক মুনি হতা ॥
ব্রাহ্মণ হইল তবে মুনি কাত্যায়ন ।
বেদজ্ঞ হইল আর সব মুনিগণ ॥
শ্রুব ভরি ঘৃত লয় তিল ধান্য উরে ।
হুময় উতঙ্ক মুনি মন্ত্র অনুসারে ॥
কাম্য সমুচ্চয় কুণ্ডে মহাঅগ্নি জলে ।
অত্যন্ত প্রবল অগ্নি ঘৃতের মিশালে ॥

সর্প সত্র যজ্ঞের অদ্ভুত বিবরণ।
মন্ত্র পড়ি আহুতিতে আনে সর্পগণ॥
যে সর্পের নাম ধরি মন্ত্র পঠে হুমে।
কুণ্ডেত আসিয়া পড়ে বংশাবলী সনে॥
সঙ্কল্প পূর্ব্বক মুনি হুময়ে আহুতি;
শত শত সর্প আসি পড়ে চতুর্ভিতি॥
মহাক্রোধে বেদ মন্ত্র পড়ে ডাকছাড়ি।
সহস্র সহস্র নাগ আসি মরে পুড়ি॥
কোথা হনে আসে সর্প দেখন না যায়।
কুণ্ডেত পড়িয়া মাত্র গড়াগড়ি যায়॥
পুনঃপুনঃ মহামুনি হুঙ্কারে উত্থান।
কোটী কোটী পোড়া সর্পে ভরে যজ্ঞস্থান॥
ইহারে দেখিয়া রাজা বলে অতি রোষে॥
এত সর্প চলি আসে তক্ষক না আসে॥
শুনিয়া উতঙ্ক মুনি জানিলেন ধ্যানে।
তক্ষক পলায়া আছে ইন্দ্রের সদনে॥
এত সব বেদ মন্ত্র করি নিবারণ।
বেদে বিরোধ করি করিছে রক্ষণ॥
ইহা শুনি জন্মেজয় কোপ করে চিত্তে।
ইন্দ্রেক আহুতি লৈল তক্ষক সহিতে।
বেদ লঙ্ঘিল ইন্দ্র অতি পাপমতি।
ইবলিয়া হাত তুলি লইল আহুতি॥
সঙ্কল্প করিয়া মুনি বেদমন্ত্র পড়ে।
তক্ষক সনে ইন্দ্রের সিংহাসন নড়ে॥

অতি যত্ন করে ইন্দ্র না পারে রহিতে ॥
মন্ত্র বলে টানি আনে অর্দ্ধার্দ্ধ পথে ॥
ইন্দ্র তক্ষক সনে স্বাহা বলিতে ।
উঠিয়া আস্তিক মুনি ধরিলেন হাতে ॥
এহি আহুতি রাজা ভিক্ষা যে আমার ।
যা চাহি দিবা পূর্ব্বে করিছ অঙ্গিকার ॥
স্বস্তি করি তোমাতে রহিছি হস্ত পাতি ।
আমার বাসনা রাজা এহি যে আহুতি ॥
এত শুনি জন্মেজয় হরিষ অন্তরে ।
দিলেক আহুতি দান আস্তিকের করে ॥
আহুতি পাইয়া মুনির বড় রঙ্গ মনে ।
ইন্দ্র তক্ষক রৈল মুনির কারণে ॥
তবেই দক্ষিণা দিতে করিল সন্ধান ।
পূর্ণাহুতি দিয়া কৈল যজ্ঞ সমাধান ॥
রাজা বলে যজ্ঞ কৈলুঁ তক্ষক কারণ ।
মাগিয়া আস্তিক মুনি রাখিল জীবন ॥
তক্ষক বধিলে লোকে যে যশ ঘোষিত ॥
তা হনে অধিক যশ মুনি হৈলে প্রীত ॥
ক্রোধ হতে পাপ হয় শাস্ত্রের বিচার ।
সকল ধর্ম্মের মধ্যে ক্ষমা ধর্ম্ম সার ॥
তক্ষক না মৈল যদি দৈবের কারণ ।
এতগুলা সর্প বধি কোন প্রয়োজন ॥
আস্তিক মুনিরে রাজা বলিল হাসিয়া ।
যত সর্প মারিয়াছি দেহ জিয়াইয়া ॥

রাজার আজ্ঞায় মুনি বড় হরষিতে ।
যোড় হস্তে মহাজ্ঞান লাগিল জপিতে ॥
বেদ মন্ত্র পঠি মুনি ঢালি দিল জল ।
ভস্ম হনে বর্ত্তিয়া উঠিল নাগদল ॥
যত যত মরা সর্প গোত্রাবলী বংশে ।
বর্ত্তিয়া উঠিয়া সবে আস্তিকে প্রশংসে ॥
পাতাল হনে বাসুকি উঠি সেই কালে ।
লক্ষ চুমা দিয়া বলে তুলি লৈয়া কোলে ॥
সফল তোমার জন্ম পদ্মার উদরে ।
কদ্রু বংশ রক্ষা কৈলা তুমি পুত্রবরে ॥
ধনঞ্জয় কর্কট তক্ষক উৎপল ।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আদি যত নাগবল ॥
সঙ্খ মহাপদ্ম আর যত সব নাগে ॥
কর যোড়ে স্তুতি করে আস্তিকের আগে ॥
হাসিয়া আস্তিকে বলে যত বিষধর ।
এক বাক্যে সত্য কর আমার গোচর ॥
উষজ্ঞের প্রসঙ্গ হইব যেই খানে ।
এ প্রসঙ্গ ভক্তি ভাবে শুনে যেই জনে ॥
আস্তিক আস্তিক বলি স্মরে যেই নরে ।
তার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া পলাইবা সত্বরে ॥
চল এবে সর্পগণ চলহ অরণ্যে ।
আস্তিকের সনে সত্য থাকে যেন মনে ॥
জন্মেজয় রাজার সে যজ্ঞ অবসানে ।
চলিল সকল সর্প বাসুকির সনে ॥

একত্রে সকল নাগ কিবা ছোট বড়।
সবে মিলি সত্য কৈল এক বাক্যে দড় ॥
আস্তিকের নাম শুনিতে যদি পায়।
পাতালে পলায়্যা যাইব ইন্দুরের প্রায় ॥
সর্প সত্র যজ্ঞের প্রসঙ্গ হয় যথা।
তক্ষক নাগের পরিত্রাণের এ কথা ॥
শুনিয়া যে সর্প নাহি পলাইবে দূরে।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া যেন সেই নাগ মরে ॥
বাসুকি বলয়ে আর নাহিক অপেক্ষা।
অগ্নি হতে যেই জন বংশ কৈল রক্ষা ॥
মাতঙ্গ মুনির শাপ তক্ষক উপরে।
জন্মেজয় রাজার যজ্ঞের অনুসারে ॥
আজি হতে মাতঙ্গের শাপ নাহি তার।
আস্তিক মুনির কাজে পাইল নিস্তার ॥
এত বলি কোলে তুলি করিয়া চুম্বন।
চলিল বাসুকি নাগ আপন ভবন ॥
আর যত নাগ গেল যার যেই স্থানে।
চলিল আস্তিক মুনি তবে তপোবনে ॥
এই সব পুণ্য কথা শুনে যেই নর।
সর্প ভয় নাহি তার জন্ম জন্মান্তর ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় আস্তিক চরিত।
পদে পদে পুণ্য কথা রচিয়া অমৃত ॥

লাচাড়ি—পঠমঞ্জরী

ধন্য ধন্য আস্তিক কুমার।
দয়া করি মহাভাগ, রাখিল তক্ষক নাগ,
কদ্রু বংশ করিল উদ্ধার॥
আস্তিকে লইয়া কোলে, চুম্বন দিয়া কপালে,
আশীর্ব্বাদ করিল জননী।
মায়ের শোধিতে ঋণ, দীর্ঘজীবি চিরদিন,
মা যাউক তোমার নিছনি॥
সচি সনে পুরন্দরে, করযোড়ে স্তুতি করে,
প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত, মুনি ঋষি হরষিত,
আনন্দিত হৈল ত্রিভুবন॥
যত সব সর্পগণ, হৈল আনন্দিত মন,
সত্য করি হইল বিদায়।
পদ্মার বন্দি চরণ, হইয়া আনন্দ মন,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

ধন্বন্তরি বধ

—:-*-:-

দিশা—ওহে মরলীধর মরলী বাজাও

নেতা বলে শুন পদ্মা জয় বিষহরী ।
এই মতে তক্ষকে জিনিল ধন্বন্তরি ॥
এই ওঝা পৃথিবীতে থাকে যতদিন ।
তাবত না দেখি ভৈন জিনিবার চিন্ ॥
আমি এক যুক্তি দেই শুন বিষহরী ।
কি ছার কার্য্যের লাগি আবিষ্কার করি
বিষ করি ধন্বন্তরি নাহি করে জ্ঞান ।
বিষতে রন্ধন করে বিষে করে স্নান ॥
বড় বড় নাগে শুনি ইসকল কথা ।
ধন্বন্তরি নাম শুনি নাহি তোলে মাথা ।
তবে এই যুক্তি এক আছে বিষহরী ।
গোয়ালিনী বেশে চল ওঝার উয়ারি ॥
কপট করিয়া তুমি গোয়ালিনী বেশে ।
দধির পসরা লও সাজাইয়া বিষে ॥

হেটে কালকূট দিয়া উপরে দধি সর ।
ক্ষীর ক্ষীরসরে রাখ পসার ভিতরে ॥
সন্তুষ্ট হইব ওঝা দধি ক্ষীর পায়্যা ।
না করিব বিচার মরিব বিষ খায়্যা ॥
যুক্তি মানি সত্বরে চলিল বিষহরী ।
কপটে লইয়া বিষ দধির পসারী ॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীরসার করিয়া পসার ।
ওঝার ভবনে চলে দধি বেচিবার ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদবন্ধ পুঁথা ।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা ॥

লাচাড়ি

চলে পদ্মা ওঝার ভবনে ।

কপটে পসার লয়্যা, চলিছে গোপের মায়্যা,
ধন্বন্তরি বধিবারে মনে ॥

বান্ধিছে ঢালুয়া খোপা, রাঙ্গা পাটের থোপা,
নাকে নথ হাতে বাজু তার ।

পিন্ধন পাটের শাড়ি, চলিছে ওঝার বাড়ী,
হাতে গুয়া কাঁখেত পসার ॥

প্রথম বয়েস নারী, রূপ লাবণ্য ভারি,
ঠাম ঠমকা দেখাইয়া।
ডাকি বলে গোয়ালিনী, ক্ষীর ক্ষীরসার ননী
মিঠা দধি কে খাবা কিনিয়া ॥
যে দধি আমার আছে, খাইলে বুঝিবা পাছে,
ডাকিছে চিকন গোয়ালিনী।
আগত স্বাগত হয়, আজি হনে পরিচয়,
নিত্যই করিমু বিকি কিনি ॥
ওঝার ছকুড়ি শিষ্য, দেখিয়া ভুলিল দৃষ্য,
অপরূপ গোয়ালিনীর ঠামে।
দ্বিজ বংশী দাসে গায়, পসার লুটিয়া খায়,
বিষম বিষরী বিদ্যমানে

দিশা—রমণী মোহন বেশ ধরহে শ্যাম।

ওঝার ছয়কুড়ি শিষ্য অধিক প্রচণ্ড।
সর্প মারি বিষ খায় যেন যমদণ্ড ॥
মন্ত্র ঔষধে তারা বিজয়ী সংসারে।
কাড়িয়া লুটিয়া খাইতে না হারে বিচারে ॥

একেত গোয়ালা মায়্যা প্রথম বয়স।
বাক্য চাতুরি করি মিলাইয়া রস॥
ঠাম ঠমকা দিয়া দেয় হাত নাড়া।
মোহ গেল শিষ্য সব গাড়ুরীর পাড়া॥
পদ্মার কপট মায়া নারে বুঝিবার।
দধি দুগ্ধ খাইলেক লুটিয়া পসার॥
কেহ পরিহাস করি টানয়ে বসন।
কেহ বলে গোয়ালিনী দেহ আলিঙ্গন॥
মাথে হাত দিয়া কেহ খসাইল খোপা।
কেহ বলে গোয়ালিনী বড়ই সুরূপা॥
অন্তরে কৌতুক পদ্মা কান্দয়ে কপটে।
ঝাট করি ধায়্যা যায় ওঝার নিকটে॥
আইলুঁ তোমার পুরে দধি বেচিবার।
তব শিষ্য দধি কাড়ি খাইল আমার॥
ওঝা বলে গোয়ালিনী কহ সত্য করি।
কোন রাজ্যে কোথা ঘর কি নাম সুন্দরী॥
গোয়ালিনী বলে নাম আমার কমলা।
গোয়ালা ছাড়িয়া গেল অতি শিশু বেলা॥
দধি দুগ্ধ বেচি খাই মথুরা নগরে।
আইলুঁ তোমার পুরে দধি বেচিবারে॥
তাতে তব শিষ্য মোর লুটিল পসার।
তোমার নগরে দধি না বেচিব আর॥
ওঝা বলে গোয়ালিনী তুমি মোর সই।
পাইবা উচিত কড়ি ঘাটাবার নই॥

আপনার যত মূল্য লহত গণিয়া।
তুমি বিনে আর কাত না খাব কিনিয়া॥
হেনকালে চরে আসি বার্ত্তা দিল জ্ঞান।
দধি খায়্যা শিষ্য সব ত্যজিছে পরাণ॥
দধি দুগ্ধ নহে ইযে কালকূট বিষ।
খাইয়া চলিছে তারা ছয়কুড়ি শিষ্য॥
এতশুনি বিষহরী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কোপ করি উঠে ওঝা অগ্নির সমান॥
কপটে আসিয়া পদ্মা ছলিল আমারে।
লাগ না পাইলু তার নাক কাটিবারে॥
তক্ষকের বিষ আমি করি কীট জ্ঞান।
আর কোন্ বিষ খাটে মোর বিদ্যমান॥
কপটে আসিল পদ্মা ছলিতে আমারে।
শিষ্য সব মরা দেখি মহাজ্ঞান স্মরে॥
মন্ত্র পড়িয়া মারে গামছার বাড়ি।
উঠিয়া বসিল সবে গার ধুলা ঝাড়ি॥
শিষ্য সব জিয়াইয়া হাসে ধন্বন্তরি।
রথ ভরে লজ্জায় পড়িল বিষহরী॥
নেতা বলে শুন বৈন না ভাবিও লাজ।
প্রবন্ধ করিয়া এবে সাধিবাম কাজ॥
শুনিছি ওঝার স্ত্রীর নাম যে কমলা।
মৃত্যু শুদ্ধি লইবাম পাতিয়া সহিলা॥
পুষ্প লৈয়া যাইব আমি মালিনীর বেশে।
সহিলা পাতিতে কথা কহিব বিশেষে॥

সহিলার দ্রব্য তুমি কর ভাল মতে ।
যত্ন করি আসি আমি সহিলা পাতিতে
এতেক বলিয়া নেতা করিল গমন ।
মালিনীর বেশে চলে ওঝার ভবন ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে ।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবারে ॥

লাচাড়ি ।

হরিষে চলিলা নেতা কমলার পুরে ।
কপট মালিনী বেশে ওঝা ছলিবারে ॥
কমলা বলিল আগো শুন মালী ঝি ।
কোথা হনে আসিয়াছ নাম তোর কি ॥
নেতা বলে মোর নাম সুগন্ধা মালিনী ।
আসিলুঁ তোমার ভাল ব্যবহার শুনি ॥
গিরিবর রাজার কন্যা নাম কমলা ।
সদায় আকুল তান্ পাতিতে সহিলা ॥
তানঁ অনুরূপ সই কোথা নাহি পাই ।
তেকারণে সম্বাদ কহি তোমার ঠাঁই ॥
তান সম রূপে গুণে তোমারে সে দেখি ।
তুমি কি পাতিবা সই কহ চন্দ্রমুখি ॥
কমলা বলে মালিঝি বৈস আরো খানি ।
আমার মনের কথা তুমি কৈলা জানি ॥

সহিলা পাতিতে মোর মনে বড় সাধ ।
কোন্ খানে ভালমতে না পাই সম্বাদ ॥
এখানে পাতিমু সই তোমার বচনে ।
বড় ভাল বাসিব তোমারে এ ঘটনে ॥
কমলার বাক্যে নেতা মনে মনে হাসে ।
পদ্মার চরণে গায় দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—বন্ধু কালিয়া সোণারে ।

নেতা বলে আমার বিলম্বে কার্য্য নাই ।
এহি সময় আমি শীঘ্র করি যাই ॥
নেতারে করিল কন্যা ভাল ব্যবহার ।
তোমার ঘটনে পারি সই পাতিবার ॥
বিদায় হৈয়া নেতা আসিল শীঘ্রগতি ।
শুনি সহিলার সজ্জা করে পদ্মাবতী ॥
নানা রূপ বস্ত্র সঙ্গে লইয়া বিস্তর ।
সহিলার সাজে পদ্মা চলিল সত্বর ॥
সুবেশে সাজিয়া রঙ্গে চলে নারীগুলা ।
শত শত সুখপাল সহস্রেক দোলা ॥
পালঙ্কে চলিছে কেহ হাটিয়া পায়েতে ।
সারি সারি মঙ্গল গাইছে চারিভিতে ॥
আগে ব্রাহ্মণীগণ পাছে অন্যনারী ।
দুসারি বান্ধিয়া মধ্যে চলে বিষহরী ॥

কেহ ছত্র ধরে কেহ দোলায় চামর।
কেহ কেহ তাম্বুল যোগায় নিরন্তর॥
নারীগণ চারি পাশে চলে নানা সাজে।
নৃত্য গীত জোকার মঙ্গল বাদ্য বাজে॥
রোহিত কাতল মৎস্য আর পান পাদী।
ছড়া ভরি রাঙ্গী গুয়া নাহিক অবধি।
মটি ভরি দধি তৈল ভার বান্ধি কলা॥
আবির চন্দন চুয়া গন্ধরাজ বেলা॥
এই মতে আইল পদ্মা সহিলার সাজে।
কমলা করিল সাজ অন্তঃপুর মাঝে॥
সুন্দর পতাকা ঘট দীপ শতে শতে।
ডাইনে বামে দুই সারি সাজাইল পথে॥
শীতল পাটীর পরে নেতের বিছানে।
যার যেই অনুক্রমে বসে স্থানে স্থানে॥
দোলা হৈতে নামিয়া যতেক নারীলোকে।
নেতের বিছানে আসি বসিল কৌতুকে॥
সই দেখি কমলা হইল অগ্রসর।
হাতাহাতি কোলাকোলী মঙ্গল জোকার॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে হরি বল ভাই।
ভবসিন্ধু তরিবারে আর লক্ষ্য নাই॥

লাচাড়ী

শঙ্খপুরে কৌতুক অপার।
প্রাণ সই সই বলি, দুই সয়ে কোলাকোলী,
নারীগণে দেহন্তি জোকার ॥
মালা বদল করি, সিন্দুর কাজল পরি,
দুই সই বসে একাসনে।
কর্পূর সহিত পান, লৈয়া গুয়া খান খান,
মুখে তুলি দেয় একে আনে ॥
আর সব নারীলোকে, রঙ্গ দেখে কৌতুকে,
সহিলা মঙ্গল গীত গায়।
কেহ নাচে কেহ হাসে, কেহ কেহ চারিপাশে,
মন্দ মন্দ চামর ঢুলায় ॥
সহিলা পাতিয়া দোহে, হাতাহাতি কথা কহে,
পদ্মার কপট মায়াছলে।
বলে দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মার মনেত হাস,
মৃত্যু পথ আপনিই মিলে ॥

পদ

সহিলা পাতিয়া দোঁহে বসে একাসনে
একে অন্যে কথা কয় সহাস্য বদনে ॥

পদ্মাবতী বলে শুগো শুন প্রাণ সই।
তোমার সহিত প্রীতি তেকারণে কই॥
তোমাকে দেখিয়া বড় হইল সন্তোষ।
তেঁই এক দুঃখ হয় ভাবি এক দোষ॥
তোমার প্রাণের পতি ওঝা ধন্বন্তরি।
নিরবধি খেলা করে সর্প ধরি ধরি॥
বড়ই বিষম ইযে কাল লৈয়া খেলা।
ইহাতে না জানি কিবা হয় কোন্ বেলা॥
কোন দিন কোন্ খানে পর্ব্বত কাননে।
ভাল মন্দ হৈলে তুমি জানিবা কেমনে॥
বড় বড় সর্প আনি ধরিয়া খেলায়।
কোন্ সাপের ঘায় জানি প্রাণ হারায়॥
কমলা বলয়ে সই কহি তোমার ঠাঁই।
ধন্বন্তরি ওঝার মরণ কভু নাই॥
তক্ষক জিনিয়া যেই বিজয়ী সংসারে।
হেন ওঝা দংশিবারে কোন্ সর্পে পারে॥
এক কথা তান্ কাছে শুনিয়াছি ভালে।
দিব্য দিয়া প্রভু মোরে কহিছে বিরলে॥
ব্রহ্মশাপ পাইল ওঝা সাপ খেলাইতে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে উদয় কাল নাগে দংশিতে॥
নহে দিবা নহে রাত্রি সন্ধ্যার সময়।
রাত্রির ভিতরে যদি ঔষধ আনয়॥
তবে তার মৃত্যু আর না হইবে জানি।
এতেকে ঔষধ ওঝা লাগাইছে আনি॥

এহেতু না করি চিন্তা ওঝার লাগিয়া।
হয় নয় সখি তুমি বুঝহ ভাবিয়া॥
উদয় কাল নাগ থাকে শিবের জটায়।
আছুক অন্যের কার্য্য ব্রহ্মায়ে না পায়॥
হেন সর্প আনিবারে শক্তি আছে কার।
ভগীরথে কত তপ করিল ব্রহ্মার॥
বিষ্ণুকে তপস্যা কৈল সহস্র বৎসর।
দশ হাজার বর্ষ তপে প্রসন্ন শঙ্কর॥
তবে সে আনিল গঙ্গা জটামধ্য হতে।
সে জটার উদয়কাল কে পারে আনিতে॥
ইসকল মর্ম্ম কথা কে জানিতে পারে।
এতেকে ওঝার মৃত্যু নাহিক সংসারে॥
তোমাতে কহিলুঁ কথা কভু না ভাঙ্গিও।
আমার সবত সই মনেত রাখিও॥
হাসিয়া কৌতুকে পদ্মা মৃত্যু তত্ত্ব পায়্যা।
আপন ভবনে চলে বিদায় হইয়া॥
সখিগণ সঙ্গে করি নিজ স্থানে আসি।
কার্য্য সিদ্ধি হৈল ভাবি মনে মনে হাসি॥
নেতা বলে পদ্মা গো বিলম্ব নহে ভাল।
শিবপুরে গিয়া আনহ উদয় কাল॥
হরষিত পদ্মাবতী নেতার বচনে।
সত্বরে চলিয়া গেল শিবের ভবনে॥
পদ্মা দেখি মহাদেব বড়ই আদরে।
রত্নসিংহাসন দিয়া বসাইল তারে॥

শিবে বলে মনসা কুশল বার্ত্তা কও।
জামাই ছাড়িয়া গেল কি মতে আছও॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা বাপের মুখেতে।
মুকত করিয়া কেশ কান্দে বিপরীতে॥
হাসিয়া বলয়ে শিব কান্দ কি লাগিয়া।
কে তোমা বলিছে মন্দ কহত ভাঙ্গিয়া॥
পদ্মা বলে বাপ আমি কব আর কি।
আমার বিপক্ষ হৈল হিমালয় ঝি॥
চান্দরে শিখায়্যা দিয়া বিবাদ করায়।
তার পক্ষে ধন্বন্তরি হইছে সহায়॥
শরীরে না সয় দুঃখ কহি তব ঠাঁই।
ধন্বন্তরি বধিতে উদয় কাল চাই॥
নিশ্চয় মরিব ওঝা নাহিক খণ্ডন।
কাল সর্প ঘায়ে ব্রহ্মশাপের কারণ॥
ধন্বন্তরি বধিলেই বাদ জিন আমি।
ব্রহ্মশাপ রক্ষা হৌক আজ্ঞা কর তুমি॥
পদ্মার বাক্যে শিবের দয়া উপজিল।
হইব ওঝার মৃত্যু কারণ জানিল॥
শিবে বলে উদয় কাল দিলাম তোমারে।
আমি এক কথা বলি রাখিবা ইহারে॥
ধন্বন্তরি না থাকিলে সৃষ্টি নাশ হয়।
বাদ জিনিলে ওঝা জিয়াইবা নিশ্চয়॥
হরষিত পদ্মাবতী উদয় কাল পায়্যা।
বিদায় হইয়া তবে গেল নাগ লয়্যা॥

উদয় কাল নাগে বলে শুন বিষহরী।
যত্ন করি ঔষধ লাগাইছে ধন্বন্তরি ॥
গন্ধে তার রৈতে নারি যোজনের পথে।
কিমতে যাইব বল ওঝার পুরিতে ॥
পদ্মা বলে নেতা গো সত্বরে চল ধায়্যা।
গাভী রূপ ধরি আন ঔষধ হরিয়া ॥
নাগ কন্যা হও তুমি শিবের কুমারী।
ঔষধ আনিতে ভৈন চল শীঘ্র করি ॥
তিল মাত্র আর তুমি না করিও ব্যাজ।
সত্বরে নাশ ঔষধ সিদ্ধি হৌক কাজ ॥
এতেক শুনিয়া নেতা করিল গমন।
গাভীরূপ ধরি চলে ওঝার ভবন ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর ॥

লাচাড়ি।

শুনিয়া পদ্মার কথা, গাভীরূপ ধরি নেতা,
চলি যায় ওঝার ভবনে।
দেখিতে দেখিতে যায়, মাথা তুলি ঘাস খায়,
ঔষধ হরিবার মনে ॥
অনেক প্রবন্ধে আনি, ঔষধ লাগাছে জানি,
টঙ্গীর দক্ষিণে নিজ বাড়ী।

বিপথে আসিয়া তাতে, বেড়া ভাজি অলক্ষিতে,
ডালে মূলে খাইল উপাড়ি ॥
ঔষধ চিবায়্যা খায়, ধন্বন্তরি কোপে ধায়,
দণ্ড কমণ্ডুল হাতে করি।
গোবধ পাতক ভাবি, না মারে কপট গাভী,
ঔষধ খাইয়া যায় সারি ॥
যার গন্ধে বিষ হরে, তক্ষক পলায় ডরে,
ছ-মাসের মড়া উঠে জিয়া।
অধিক বিরলে থাকে, ছয় কুড়ি শিষ্যে রাখে,
সে ঔষধ গাই যায় খায়্যা ॥
আমারে বঞ্চিল বিধি, হারাহলু হেন নিধি,
মাথে হাতে কান্দে ধন্বন্তরি।
দ্বিজ বংশী দাসে বলে, ওঝার পুরিল কালে,
উদয় কালে ডাকে বিষহরী ॥

দিশা—শিব বিনে আর লক্ষ্য নাই

ঔষধ হরিয়া নেতা আইল শীঘ্রগতি।
উদয়কাল উদয়কাল ডাকে পদ্মাবতী ॥
সত্বরে আনিয়া পদ্মা বিষের ঝাপনি।
পঞ্চ তোলা বিষ দিল মাপিয়া আপনি ॥
বিষে মত্ত নাগ যায় ওঝার ভবনে।
মুখামৃত দিল পদ্মা নাগের বদনে ॥

সানন্দে পদ্মার পদে হইয়া বিদায়।
ব্যক্ত হইয়া যাইতে নারে গুপ্তভাবে যায়॥
সন্ধ্যাকালে আসি তবে বাড়ীর দক্ষিণে।
কিমতে পশিব নাগ চিন্তে মনে মনে॥
এমন সময়ে ওঝা আসনে বসিয়া।
তপ্ত জলে স্নান করে তাম্রকুণ্ড দিয়া॥
সুগন্ধি শীতল জলে করি আচমন।
শুচি হৈয়া পূর্ব্ব মুখে করে দেবাৰ্চন॥
তিলক করিয়া লৈয়া ধুতি ও উত্তরী।
সায়ংকাল পায়্যা সন্ধ্যা করে ধন্বন্তরি॥
সন্ধ্যা সমাপনে পুনঃ মন্ত্র জপ করে।
ভ্রমরের রূপে নাগ প্রবেশিল ঘরে॥
মুনির সে ব্রহ্মশাপ মনেত জানিয়া;
ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশিল কাল সন্ধ্যা পায়্যা॥
ব্রহ্মরন্ধ্রের ঘায় আকুল পরাণ।
উড়িয়া উদয়কাল গেল নিজ স্থান॥
কাতর হইল অতি ওঝা ধন্বন্তরি।
বিষেতে ছাইল তনু স্মরে হরি হরি॥
আমারে ছলিল পদ্মা কপট মায়ায়।
ব্রাহ্মণের শাপ বুঝি ফলিবারে চায়॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় বল হরি হরি।
বিষে ছটফট করে ওঝা ধন্বন্তরি॥

লাচাড়ি—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে ওঝা কাল বিষের জ্বালে।
জানিলু আমি নিশ্চয়, ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নয়,
দংশিল মোরে উদয়কালে॥
শিবের জটার নাগ, ব্রহ্মা নাহি পায় লাগ,
হেন নাগ আনে কোন্ দৈবে।
হেন বুঝি অনুমানে, মনসারই কারণে,
আমারে নিদয় মহাদেবে॥
ব্রহ্মশাপ দিয়া মুনি, উপায় কহিল পুনি,
আছে মোর সে কথা স্মরণ।
দংশিলে উদয়কালে, রাত্রি ঔষধ পাইলে,
তবে আর নাহিক মরণ॥
সে ঔষধ বিষহরী, গাভী হৈয়া নিল হরি,
আর আছে কৈলাস পর্ব্বতে॥
শিষ্যগণে আন ডাকি, রাত্রি ভিতরে থাকি,
কে পারিব ঔষধ আনিতে॥
ধনা-মনা চল ধায়্যা, কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া,
ঔষধ চিনিবা যেই রীতি।
দেখিবা পর্ব্বতে গেলে, ঔষধ স্বতেজে জ্বলে,
বিনা দীপে প্রকাশিত রাতি॥
দুই গোটা পোড়া মাছ, ছুঁয়াইলে গাছ গাছ,
মৎস্য জিয়ে যে গাছ ছুঁইলে।

সেই গাছ উপাড়িয়া, আন ডালে মূলে লৈয়া,
বংশীবদন দ্বিজে বলে ॥

দিশা—এথা নাইরে যাদুমণি।
না শুনি তার মুরলীর ধ্বনি ॥

ধন্বন্তরি বলে ধনা চলহ সত্বর।
বিষের জ্বালায় মোর দহে কলেবর ॥
প্রাণ থাকিতে ঔষধ যত্ন করি আনি।
ব্রহ্মরন্ধ্রের ঘায়ে বাটিয়া দেও খানি ॥
তবে যদি দেখিলা আমার শ্বাস নাই।
নাকে মুখে চক্ষে কর্ণে দিও ঠাঁই ঠাঁই ॥
রাত্রির ভিতরে আন তবে প্রাণ রয়।
সূর্য্য উদয় হৈলে মরণ নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনা মনা চলিল ত্বরিতে।
দুই গোটা পোড়া মাছ লৈল ছুঁয়াইতে ॥
তাক শুনি নেতা বলে পদ্মার গোচর।
ঔষধ আনিতে যায় ধন্বন্তরির চর ॥
যেমতে রাত্রির মধ্যে ঔষধ না পায়।
পদ্মাবতী তার কিছু চিন্তহ উপায় ॥
এতশুনি পদ্মাবতী সত্বরে চলিল।
পর্ব্বত অন্তরে গিয়া ঔষধ হরিল ॥

যেই পথে ধন্বন্তরির শিষ্য দুই জনে।
সেই পথে দেখা দিল ধনা মনার সনে॥
বলিল আমিও শিষ্য গাড়ুরী ওঝার।
গিছিলাম পর্ব্বতে ঔষধ আনিবার॥
দুই গোটা পোড়া মাছ আনে মোর সনে।
ঔষধ লৈয়া যাই তোমরা যাও কেনে॥
তোমরা সত্বরে চল ফিরি ঘরে যাই।
রাত্রির ভিতরে গিয়া ঔষধ দিতে চাই॥
এত শুনি ধনা মনা চলে হরষিতে।
শেষ হৈয়া গেল রাত্রি যাইতে আসিতে॥
ধন্বন্তরির কাছে আসি ভাবিল বিস্ময়।
বিষে অচেতন ওঝা প্রভাত সময়॥
সূর্য্য উদয় যবে হইল নির্ভরে।
বাহির হইল প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে॥
প্রাণ ত্যজিল যদি ওঝা ধন্বন্তরি।
বিলাপ করিয়া কান্দে কমলা সুন্দরী॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর॥

লাচাড়ি।

কান্দে কমলা নারী প্রভু প্রভু করি।
পদ্মা চান্দর বাদে মৈল ধন্বন্তরি॥

তক্ষক জিনিয়া যেই জয়ঢাক বায়।
প্রাণ দিল ওঝা উদয় কালের ঘায়॥
বিধির নির্ব্বন্ধে প্রভু হারাইল প্রাণি।
গৃহ ছিদ্র কথা কৈলু মুই অভাগিনী॥
ছমাসের মরা জিয়ে মহাজ্ঞানের বলে।
তোমারে জিয়াতে ওঝা নাহি ক্ষিতিতলে॥
মুনি মন্ত্র মহৌষধি ব্যর্থ মহাজ্ঞান।
ব্রাহ্মণের শাপে কভু নাহিক এড়ান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত প্রভু রূপে জিনি কাম।
সর্ব্বলোকে উপকারী সর্ব্ব গুণধাম॥
তুমি হেন সুপুরুষ সংসারেতে নাই।
আপনার কর্ম্মদোষে হারালু গোঁসাই॥
কমলা কান্দিতে কান্দে যত সব রাঁড়ী।
ছয় কুড়ি শিষ্য কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে কান্দে সর্ব্বলোক।
ধন্বন্তরি ওঝা মৈল পদ্মার কৌতুক॥

দিশা—কান্দিও না লো কমলা সুন্দরী।

ধন্বন্তরি ওঝা মৈল এই বার্ত্তা পায়্যা।
জ্ঞাত কুটুম্ব যত শীঘ্র আইল ধায়্যা॥
সত্বরে আইল তবে নিমাই পণ্ডিত।
প্রভাকর কেশাই সে হরি পুরোহিত॥
দিবাকর পীতাম্বর পদ্মনাথ আর।
পণ্ডিত সকলে মিলি করিল বিচার॥
চিতা সংস্কার কৈল গুঞ্জরীর তীরে।
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে পোড়াইবারে॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কিবা চাহ আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া ওঝা করে ছারকার॥
অস্থি চর্ম্ম না থাকিলে কেমনে জিয়াবে।
পশ্চাতে শিবের ঠাঁই অপযশ পাবে॥
নেতার বচনে পদ্মা হইল সন্ন্যাসী।
বাঘাম্বর পরিধান গায়ে ভস্মরাশি॥
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে উদাস চরিত।
আসিয়া চিতার স্থানে হৈল উপস্থিত॥
ডাক দিয়া তাসবারে কহিল হাসিয়া।
ধন্বন্তরি ওঝারে পোড়াহ কি লাগিয়া॥
কোথায় শুনেছ ধন্বন্তরির মরণ।
সর্পে দংশিয়াছে ব্রহ্মশাপের কারণ॥
ভেরুয়া বান্ধিয়া ভাসাইয়া দেহ জলে।
অবশ্য জিয়াবে ওঝা গুণী জনে পাইলে॥

সন্ন্যাসী বচনে তারা মনেত ভাবিয়া ।
ভেরুয়া বান্ধিয়া ওঝা দিল ভাসাইয়া ॥
ধন্বন্তরি ভাসি যায় দক্ষিণ সাগরে ।
ভাটীদিকে গিয়া নেতা তুলিল সত্বরে ॥
অস্ত্র পাখালিয়া লইলেন শুকাইয়া ।
ধনা ব্রাহ্মণীর ঘরে রাখিলেন গিয়া ॥
ধন্বন্তরি বধ হৈল হাসয়ে মনসা ।
জিনিব চান্দর বাদ হইল ভরসা ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥

লাচাড়ি ।

ধন্বন্তরি জিনি, শঙ্কর নন্দিনী,
নাচে হরষিত মনে ।
গেল অবসাদ, বিষম বিবাদ,
জিনিব চান্দর সনে ॥
যত নাগদলে, নাচে কুতূহলে,
মৈল ধন্বন্তরি ওঝা ।
তক্ষকের হাসি, বদন প্রকাশি,
হরষিত নাগরাজা ॥
যে সব কারণ, ওঝার মরণ,
শুনি রাজা চন্দ্রধরে ।

পদ্মার কারণে, ফিরে স্থানে স্থানে,
সর্প মারিবার তরে ॥
লঘুজাতি কাণী, পাশরিল জানি,
কাঁকালী ভাঙ্গিলুঁ তার।
মনেত যা আছে, নাগ পাইলে কাছে,
শোধিব ওঝার ধার ॥
এই বোল বলি, পাড়ে গালগালি,
শুনিয়া মনসা হাসে।
পদ্মার চরণ, করিয়া স্মরণ,
ভণে দ্বিজ বংশীদাসে ॥

চন্দ্রধরের ছয় পুত্রবধ।

দিশা—আমার মনের দুঃখ পরাণে সে জানে।

পদ্মা বলে শুন নেতা বচন আমার।
ছয় নাগে দংশুক চান্দর ছকুমার ॥
ছয় পুত্রশোক চান্দ পাউক একদিনে।
ধন্বন্তরি নাই জিয়াইব কোন জনে ॥
পদ্মার বচনে নেতা সাবহিত হৈয়া।
একেবারে ছয় নাগ আনে ডাক দিয়া ॥

পাণ্ডু নাগ শ্যামলা কাছিমা কাঁশতাল।
জলচর কৈউটিয়া আর ব্রহ্মজাল ॥
ছয় নাগ দেখি পদ্মা ঈষদ হাসিয়া।
ছয় তোলা বিষ আনি দিলেন মাপিয়া ॥
বিষে মত্ত হৈয়া নাগ চলিল সত্বরে।
গুপ্ত ভাবে রৈল সবে গুঞ্জরীর পারে ॥
চান্দর প্রধান পুত্র নাম শ্রীকর।
বাহির খণ্ডেতে বসি থাকে নিরন্তর ॥
শ্যামলা আসিয়া বৃদ্ধ বিপ্র রূপ ধরি।
পুষ্প মালা হাতে দিল আশীর্ব্বাদ করি ॥
ভ্রমরের রূপ হৈয়া পুষ্পে থাকি নাগে।
শোঁকিতে কামড় দিল নাসিকার আগে ॥
মুখে না আইসে রাও বিষেত ছাইল।
সর্পঘাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে ঢলিল ॥
তাহার কনিষ্ঠ ভাই শ্রীধর নাম।
ঘোড়ার পৃষ্ঠেত থাকি খেলায় চৌগাম ॥
সেই কালে পাণ্ডু নাগ পক্ষী রূপ হৈয়া।
কপালেত দিয়া ঘাও গেল উড়া দিয়া ॥
দারুণ সর্পের ঘায় শ্রীধর সহজে।
ঘোড়া হতে ঢলিয়া পড়িল বিষ তেজে ॥
সর্ব্বলোক অনুপম নাম গুণাকর।
পক্ষী শিকার করে হাতেত পিঞ্জর ॥
শুনিয়া পক্ষীর ডাক বনে বনে ধায়।
পাইয়া কাছিমা নাগে পায়ে কামড়ায় ॥

বিষে আবরিল তনু নিকলিল ঘাম।
তৃতীয়ে ঢলিল পুত্র গুণাকর নাম ॥
বালক সকল সঙ্গে লৈয়া মধুকরে।
নিরবধি বাজ বহরী বন্ধি করে ॥
বাজ পক্ষী রূপ ধরি কাঁশতাল নাগে।
উড়া দিয়া পড়ে গিয়া মধুকর আগে ॥
বাজ দেখি মধুকরে অতি ব্যগ্র হৈয়া।
হস্ত পাতি ডাক দিল মাংস দেখাইয়া ॥
একে চায় আরে পায় হস্ত মধ্যে পড়ি।
আঙ্গুলে কামড় দিয়া পুনঃ গেল উড়ি ॥
কণ্টকিত হৈল গাও বিষে আবরিল।
চতুর্থেত মধুকর ঢলিয়া পড়িল ॥
ষষ্ঠিবর নামে পুত্র অতি যুবরাজ।
জলক্রীড়া করে সেই সরোবর মাজ ॥
জলচর কৈউটিয়া পায়্যা সেই কালে।
বুকেত আঘাত করি অলক্ষিতে চলে ॥
ধরাধরি করিয়া তুলিল জল হৈতে।
ষষ্ঠীবর পঞ্চমে ঢলিল এই মতে ॥
দুর্গাবর নামে সকলের ছোট ভাই।
মল্ল ক্রীড়া বিনে তার অন্য কাজ নাই ॥
গুপ্তবেশে আসি তথা নাগ ব্রহ্মজাল।
চরণে আঘাত করি দংশিল ছাওয়াল ॥
খেলুয়াল সব কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া।
ষষ্ঠমেত দুর্গাবর পড়িল ঢলিয়া ॥

ছয় পুত্র চান্দর মরিল একেবারে।
ধরাধরি করি সবে আনিল বাহিরে ॥
বার্ত্তা শুনি সনকা সত্বরে আল ধায়্যা।
বিলাপ করিয়া কান্দে পুত্র কোলে লয়্যা ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পুথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা।

লাচাড়ি—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে সোনাই পুত্র পুত্র বলি।
রূপে অতি অনুপম, জিনিয়া বিনোদ কাম,
হেন পুত্র কারে দিলু ডালি ॥
দশ মাস বয়্যা ভার, লালিনু পালিনু আর,
বাড়াইলু অনেক ভরসে।
সদায় যুড়ায় আঁখি, ছয় পুত্র মুখ দেখি,
তারে হারাইলু কোন দোষে।
কে দিল দারুণ গালি, মোর-বুক কৈল খালি,
কাড়ি নিল মোর গুণনিধি ॥
ছয় রাঁড়ী দেখি ঘরে, কেমনে ধরামু তারে,
অভাগীয়ে লাগিল রে বিধি ॥
সোনাই বলে প্রভু শুন, ধরি তব ও চরণ,
বিবাদ না কর অধিকারী।

যদি রৈবা ধনে জনে, পদ্মা পূজ একমনে,
সদয় হইব বিষহরী ॥
চান্দ বলে রাম রাম, হেন অনুচিত কাম,
চণ্ডিকা পূজিলু যেই হাতে।
সে হাতের ফুল পানী, পাইতে ভাগ্য করে কাণী,
কি বলিমু চণ্ডীর সাক্ষাতে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল, তেকারণে পুত্র মৈল,
তার লাগি কান্দি নাহি কাজ।
কাতর হইলু জানি, হাসিবেক লঘু কাণী,
সে মোর অধিক দুঃখ লাজ ॥
শুনিয়া চান্দর বাণী, দুই হাতে মুণ্ড হানি,
কান্দে সোনাই পুত্রের নৈরাশে।
পদ্মার সহিত বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
কান্দি বলে দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—বাছা কোলে আয়রে।
হিয়ার মাজারে তোরে রাখি ॥

চান্দ বলে শুন তেড়া বচন আমার।
কাণীর উচ্ছিষ্ট পুত্র শীঘ্র কর পার ॥
বাগানের কলা কাটি ভেরুয়া বান্ধিয়া।
বিলম্ব না কর শীঘ্র দেহ ভাসাইয়া ॥

চান্দর আজ্ঞায় তেড়া চলিলেক ঝাটে।
কলা কাটি ভেলা বান্ধে গুঞ্জরীর ঘাটে
কারোয়ার দিয়া ভেলা কৈল পুর সাজ।
একেবারে তুলিলেক ছয় যুবরাজ ।।
নগরের লোকে কান্দে রাজ্য হৈল খালি
মধ্য নদী করি ভেলা দূরে দিল ঠেলি ।।
বাঁক বিবাকে ভেলা যায় ভাটি স্রোতে।
অন্তরিক্ষে গিয়া নেতা রাখে অলক্ষিতে ।।
বিষে আবরিয়া গাও যুগবলে লয়্যা।
শরীর রাখিল যেন নিদ্রা যায় শুয়্যা ।।
ধনা রাক্ষসীর ঘর সমুদ্রের কূলে।
তার ঠাঁই গছাইয়া থুইল নিরলে ।।
পদ্মার নিকটে আইল হরষিত মন।
নেতা পদ্মা গলাগলি হাসে দুই জন ।।
ছয় পুত্র মৈল চান্দর শূন্য হৈল ঘর।
ক্রন্দনের রোল উঠে পুরীর ভিতর ।।
চান্দ বলে ঝাট চল হিরাধর স্যানা।
বধূ সবে শাস্তিয়া ক্রন্দন কর মানা ।।
আমার পুরীতে যেই কান্দে ডাক ছাড়ি।
মারিয়া খেদাও দিয়া পাছেলার বাড়ি ।।
ছয় পুত্র মৈল মোর তাতে নাই শোক।
শুনিয়া হাসিব কাণী সেই বড় দুখ ।।
চান্দ বলে প্রাণপ্রিয়া শুনহ সোনাই।
মৈল পুত্র গেল আর কান্দি কার্য্য নাই ।।

যেখানে যা হইবার যেই দণ্ড পলে।
ভাল মন্দ জন্ম মৃত্যু অবশ্যই ফলে॥
যত দিন সংসারে থাকিব যত জন।
বিধাতা লিখেন তার জীবন মরণ॥
তাহার অধিক কেহ রহিতে না পারে।
মিছা কাজে কেনে বল পদ্মা পূজিবারে॥
এইমতে সনকারে বুঝায়্যা বিস্তর।
ছয় পুত্রের শ্রাদ্ধ করে তেরাত্রীর পর॥
দ্বিজ বংশীদাসে রচে পদবন্ধ পুথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা।

বাণিজ্যের উদ্যোগ।

শুচি হৈয়া দিব্য বস্ত্র করি পরিধান।
পাত্র মিত্র লয়্যা সাধু করিল দেওয়ান॥
টঙ্গী বান্ধিয়াছে চান্দ গুঞ্জরীর ঘাটে।
শ্বেত চামরে ছানি মকমল পাটে॥
নেতের বিছানা করি তাহার ভিতর।
সভা করি কৌতুকে বসিল সদাগর॥
জালুয়ার জাল বায় গুঞ্জরীর কূলে।
নানাবিধ মৎস্য মারে দেখে কুতূহলে॥
ডিঙ্গা সব দেখি সাধুর কৌতুক প্রচুর।
ছোটাঘটী দুর্গাবর আর শঙ্খচূর॥

উদয়গিরি উদয়তারা সমুদ্রউথান।
গঙ্গাপ্রসাদ রাজবল্লভ বিদ্যমান॥
মাণিকা মেড়ুয়া লক্ষ্মীপাশা হংসধল।
দেখিল কাজলরেখা আগল পাগল॥
এই মতে ডিঙ্গা সবে নেহালিয়া চায়।
হেন ডিঙ্গা লয়্যা আমি না করি সদায়॥
একখানি ডিঙ্গা মোর বান্ধিতে যুয়ায়।
পাত্র মিত্র পুরোহিতে যুক্তি দেহ সার।
নিশ্চয় জানিয়া কহ ডিঙ্গা বান্ধিবার॥
তাকে শুনি বলিলেক সুভাই পণ্ডিত।
রাজা তুমি ডিঙ্গা তব বান্ধন উচিত॥
বাপ হতে যে পুত্রে অধিক কর্ম্ম করে।
কুলের নন্দন বলি ঘোষয়ে সংসারে॥
এতশুনি হরষিত হৈল সদাগর।
ডাকি আনাইল সূত্রধর গিরিবর॥
হাসিয়া বলিল তারে পাণ ফুল দিয়া।
মন পবন কাষ্ঠ আন তালাসিয়া।
যতেক সুথার লয়্যা করহ গমন।
যেই খানে পাও গাছ সে মন পবন॥
তবে সে বান্ধিব ডিঙ্গা মনের হরষে।
না হইলে সূত্রধর না রাখিব দেশে॥
রাজার আদেশে তবে চলে গিরিবর।
শোল শত সূত্রধর সহ মিত্রবর॥

দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে ॥

লাচাড়ী—ধানসী রাগ।

হইয়া সত্বর, চলে গিরিবর,
সূত্রধর সঙ্গে লয়্যা।
মন পবন, করে অন্বেষণ,
গিরি বন বিচারিয়া ॥
হিমালয় গিরি, দেখে যত্ন করি,
সুমেরু গন্ধমাদন।
বিন্ধ্য নীলাচল, বিচারি সকল,
না পায় মন পবন ॥
না পাইল কাঠ, চান্দর সে ঠাট,
কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া।
বৃদ্ধ বেশ ধরি, আসি ত্রিপুরারি,
কহেন মৃদু হাসিয়া ॥
অদ্ভুত অচলে, সমুদ্রের কূলে,
মন পবন আছে।
লক্ষ বলি দিয়া, শঙ্কর পূজিয়া,
তবে সে যাইবা কাছে ॥
তার চারি ডাল, ভৈরব রাখাল,
সদায় যতনে রাখে।

কাটিতে যে যায়, ভৈরবে খেদায়,
চক্ষে নাহি বৃক্ষ দেখে ॥
বৃদ্ধের বচনে, গিরিবর মনে,
করিল বিস্ময় জ্ঞান।
দ্বিজবংশী গায়, বার্ত্তা দিতে যায়,
চর চান্দ বিদ্যমান ॥

দিশা—গোপাল ধীরে ধীরে চল পথ নিরখিয়া
উঝুট লাগিব পায় পাষাণ ঠেকিয়া ॥

বসিয়াছে চন্দ্রধর সভার ভিতরে।
এহেন সময় আসি বার্ত্তা কয় চরে ॥
গিরি গুহা বিচারিলু পর্ব্বত কানন।
তেঁই না পাইলু কাষ্ঠ মন পবন ॥
হেনকালে তথা এক বৃদ্ধ আসি বলে।
অদ্ভুত পর্ব্বতে চল সমুদ্রের কূলে ॥
তথায় আছে যে বৃক্ষ দেব অধিষ্ঠান।
গুহ গজানন হর পার্ব্বতীর স্থান ॥
বারক্ষেত্র অজাগরে রাখে ভূত সনে।
যে যায় কাটিতে গাছ না দেখে নয়নে।
লক্ষ বলি দিয়া শিব শঙ্করী পূজিলে ॥
তবে সে মন পবন সেই বৃক্ষ মিলে।

এতেক বচন শুনি রাজা চন্দ্রধর।
হর গৌরী পুজিবারে গেল পুজা ঘর॥
ছাগ মহিষ মেষ লক্ষ বলিদানে।
জবা বিল্বদলে পুজে দেব পঞ্চাননে॥
তুষ্ট হৈয়া শঙ্কর চান্দর ভক্তিভাবে।
কাটিতে উত্তর ডাল আজ্ঞা দিল তবে॥
শোল শত সুথারে উত্তর ডাল কাটি।
ছেও দিয়া ভাগে ভাগে করিলেক ভিটি॥
বড় বড় কাছি বান্ধি ভাসাইল জলে।
আনিয়া তুলিল গাছ গুঞ্জরীর কূলে॥
পারেত তুলিয়া গিরি পাইল গুয়া পান।
রাত্রি দিবা পাট চিড়ি কৈল খান খান॥
যশাই দৈবজ্ঞ আনি লগণ করিয়া।
শুভক্ষণে দাড়া বিন্ধে মাহেন্দ্র পাইয়া॥
চান্দ বলে চলহ গোপাল নিরবর।
পানী চরি আইস দেখি কালীদ সাগর॥
চান্দর আজ্ঞায় চলে মির্বর গোপাল।
কালীদহ বলি তবে চলিল সকাল॥
সানাই দুন্দভি বাজে পাইকে সারি গায়।
পানী চরি মির্বর রাজার আগে যায়॥
কালীদ সাগরে দেখি দশতাল পানী।
অষ্ট সপ্ত পঞ্চ তাল যথা তথা আনি॥
এত শুনি সদাগর সানন্দিত মন।
পরম উৎসবে করে ডিঙ্গার বন্ধন॥

আসিয়া নিকট দেশে, কপট ব্রাহ্মণ বেশে,
প্রবেশিল নগর সম্মুখে।
দ্বিজ বংশী দাসে বলে, বসি বট বৃক্ষ মূলে,
দেশ কাল বুঝিতে কৌতুকে॥

দিশা—রমণী মোহন বেশ ধর হে রাম।

এই রূপে তক্ষক ব্রাহ্মণ বেশ ধরি।
পথে লাগ পাইলেক ওঝা ধন্বন্তরি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া ওঝা ভূমিতে নামিল।
গাঁই গোত্র জিজ্ঞাসিয়া প্রণাম করিল॥
ধন্বন্তরি বলে গুরু করি নিবেদন।
কোথা হনে আগমন কি নাম ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজে বলে নাম মোর উগ্রতপা যতি।
বদরিকাশ্রমে বসি ব্যাসের সংহতি॥
দেখিবারে চলিয়াছি পরীক্ষিৎ রাজা।
তোমার কি নাম সত্য কহ শুনি ওঝা॥
ধন্বন্তরি বলে মোর ঘর শঙ্খপুরী।
শিবের সেবক আমি নাম ধন্বন্তরি॥
তক্ষকে দংশিব জানি রাজা পরীক্ষিৎ।
তাহারে রাখিতে অতি চলিছি ত্বরিত॥
ছয় কুড়ি শিষ্য মোর অনুচর সঙ্গে।
সর্প মারি বিষ খাই চাক বাই রঙ্গে॥

ধনঞ্জয় কর্কট তক্ষক উৎপল।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আদি যত নাগবল॥
শঙ্খ আর মহাপদ্ম যতেক প্রধান।
আমার সাক্ষাতে সব মেড়ুক সমান॥
দ্বিজ বলে ধনন্তরি বল আযুকত।
মিথ্যা বলি ভাঁড় কেনে আপন মহত্ত॥
ধুড়া বোড়া দংশিলেই সে মড়া জিয়াও।
কভু নাহি দেখিয়াছ তক্ষকের ঘাও॥
সাক্ষাৎ তক্ষক নাগ অগ্নি অবতার।
কোথায় বাদিয়া তুমি গাড়ুরী বিদ্যার॥
মহাজনে মিথ্যা কয় শুনিতে কুৎসিত।
ই-কারণে হয় কিছু বলিতে উচিত॥
কোপ করি ধন্বন্তরি ভাবে মনে মনে।
ই কভু ব্রাহ্মণ নহে বুঝি অনুমানে॥
ব্রাহ্মণের মুখে এত দুরক্ষর বাণী।
শরীরে না সয় দুঃখ জ্বলিল আগুনি॥
ওঝা বলে তুমি যে সে আমি চিনিলাম।
মাগিবারে চলিয়াছ কোথায় ভাদাম॥
গলা চড়িলে অক্ষরের লেশ নাহি পেটে।
লম্ব সাট মারিয়া বেড়াও হাটে মাঠে॥
আমার বড়াই আমি কি কহিব তোরে।
আমার বিক্রম জানে ব্রহ্মা হরি হরে॥
কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল।
ভাল মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল॥

পতিতের দান লৈতে না কর বিচার।
হাড়ি ডোম চণ্ডাল যজাও কদাচার॥
কাকড়ার মাটি দিয়া কর দীর্ঘ ফোটা।
কাঁকালির মধ্যে রাখ ভাঙ্গা লাউ.গোটা॥
মাথায় বেড়িয়া বান্ধ রাত্রিবাস ধড়ি।
মুষ্টি ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াও বাড়ী বাড়ী॥
মুষ্টি এক উনা হৈলে না কর ভোজন।
তিন হাঁড়ি অন্নে হয় উদর পূরণ॥
ধুঁয়া দেখি ফিরহ নদীর পারে পারে।
মড়া মৈল বলি যাও দক্ষিণার তরে॥
শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া।
বান্ধা দিয়া খায়্যা যাও স্ত্রীর ছুবুড়া॥
সূত্র পুথী হাতে লৈয়া চণ্ডিপাঠ গাও।
সত্য মিথ্যা বাক্য বলি যজমান ভাঁড়াও॥
শূদ্র সেবক লইয়া কর হুড়াহুড়ি।
পঞ্চ উপচারে খায়্যা যাও.গালিপাড়ি॥
বাক্য চাতুরি করি দিবাতে মাগিয়া।
সন্ধ্যাকালে যাও ভাল গৃহস্থ দেখিয়া॥
টাঁই টিউরি করি থাক অপেক্ষায়।
ভাল ব্যক্তি হয় যদি রন্ধন করায়॥
পরদ্রব্য পাইয়া ডাগর পেট ভর।
রাত্রিতে না আসে নিদ্রা উঠ_সৈস্ কর॥
প্রভাত সময় গিয়া বাহ্য কর পথে।
মার্গ শুখাইয়া যায় জল বিচারিতে॥

আচার বিচার নাই অহিত ব্রাহ্মণ।
গায়ত্রীর লেশ নাই সন্ধ্যা দেবার্চ্চন ॥
আমি ওঝা ধন্বন্তরি অন্য জন নই।
গলায় আছরে সূতা তেকারণ সই ॥
আর জন হৈলে তার মুড়িতাম মাথা।
গরু আর ব্রাহ্মণ যে শূদ্রের দেবতা ॥
আমার যে গুণ সব জানে হর গৌরী।
তুমি ছারে কি জানিবা কড়ার ভিকারী।
তুমিত স্বরূপ কভু না হও ব্রাহ্মণ।
দুই জিহ্বা দেখি তব সর্পের লক্ষণ ॥
কোন্ সর্প চলিছ কপট রূপ ধরি।
নিশ্চয় জানিলু বেটা ভণ্ড দুরাচারী ॥
আপনার নিজ রূপ ধর ব্যক্ত হৈয়া।
না হইলে এথা মন্ত্রে থুইব বান্ধিয়া ॥
কুপিয়া তক্ষক নাগ অগ্নি হেন জ্বলে।
দুই চক্ষু ঘুরাইয়া বলে তেজোবলে ॥
আমিই তক্ষক নাগ তোমার হন্তক।
চিরদিন বিচারিয়া লাগ পাইলু তোক্ ॥
আজি পাঠাইয়া দিমু যমের ভুবনে।
এহি বলি নিজ রূপ ধরে ততক্ষণে ॥
পর্ব্বত শরীর ধরে পঞ্চ শত ফণা।
নাকে মুখে বাহিরিল অগ্নি কণা কণা ॥
মন্ত্র বলে রৈল ওঝা আপনা সম্বরি।
ডাকিয়া তক্ষকে বলে শুন ধন্বন্তরি ॥

এই দেখ বৃক্ষ গুটা পর্ব্বত প্রমাণ ;
ভস্ম করি রাখুকৃত তোর মহাজ্ঞান ॥
তবে সে জানিব রাজা জীয়াবি নিশ্চয়।
ইহাতেই তোর মোর জয় পরাজয় ॥
ওঝা বলে সত্য কৈলা এই বাক্য সার।
ইহাতে যে হারে তারে করি গঙ্গা পার ॥
শুনিয়া তক্ষক নাগ অতি ক্রোধ ভরে।
এড়িলেক কালকূট বৃক্ষের উপরে ॥
শুখাইল বৃক্ষ গুটা গরলের জ্বালে।
পুনরপি কোপ করি বৃক্ষে বিষ ঢালে ॥
পঞ্চ শত ফণায়ে করিয়া অন্ধকার।
ভস্ম কৈল বৃক্ষ গুটা পর্ব্বত আকার ॥
উড়াইয়া দিল বৃক্ষ নাকের নিশ্বাসে।
তক্ষক বিক্রম দেখি ধন্বন্তরি হাসে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে পদ্মার চরণে।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে ॥

লাচাড়ী—ধানসী।

আমি সে তক্ষক, তোমার হন্তক,
শুন ধন্বন্তরি বেজ।
বৃক্ষ কৈলু ছাই, রাখ দেখি চাই,
বুঝি মহাজ্ঞান তেজ ॥

করি লম্ব সাট, ফির হাট মাঠ,
নাহি বুঝ কাজাকাজ।
খুড়া বোড়া ঘাও, মড়ায় জিয়াও,
নাম ধর বৈদ্যরাজ॥
হাসি ধন্বন্তরি, বলে দর্প করি,
কি বল ভণ্ড তপস্বী।
বল সত্য করি, যদি আমি পারি,
দিবে কত ধনরাশি॥
আজি পরাজয়, করিমু নিশ্চয়,
এই বাক্য মোর সার।
তখন তক্ষকে, আঁখির নিমেখে,
বিষে কৈল অন্ধকার॥
নাকেত নিশ্বাসি, কৈল ভস্মরাশি,
পর্ব্বত সমান তরু।
বায়ে উড়াইতে, ধরি তাহা হাত,
রাখে ধন্বন্তরি গুরু॥
মহামন্ত্র বলি, জল দিল ঢালি,
হুকার ছাড়িয়া তেজে।
বৃক্ষ সেই মতে, হৈল ফুল পাতে,
তক্ষক পড়িল লাজে॥
বৃক্ষ জিয়াইয়া, তক্ষকে জিনিয়া,
রঙ্গে জয়ঢাক বায়॥
উপহাস করি, নাচে ধন্বন্তরি,
বংশীদাস দ্বিজে গায়॥

দিশা—জগন্নাথ ভজরে ছাড়রে কুমতি

ওঝা বলে তক্ষক হৈ হেট মুণ্ড কেনে।
এতেক বড়াই পূর্ব্বে কৈলা কি কারণে॥
তুমি নাগ রাজা তোমা জিনিলু ইঙ্গিতে।
বিনে ধন দিয়া ঘরে না পার যাইতে॥
আপনা না জান তুমি আপনার বলে।
বান্ধিয়া রাখিব মন্ত্রে এই বৃক্ষ মূলে॥
ভস্ম বৃক্ষ জিয়াইলু এই মন্ত্র তেজে।
দেখিয়া নাগের রাজা ভাবে মহা লাজে॥
তক্ষকে বলয়ে ওঝা শুনহ বচন।
তোমা সম জ্ঞানী নাহি এ তিন ভুবন॥
আমি যে তক্ষক নাগ হৈলু পরাভব।
আমার বচন শুনি রাখহ গৌরব॥
পরীক্ষিত রাজার হইছে আয়ু শেষ।
দৈবযোগে ব্রহ্মশাপ পাইছে বিশেষ॥
নিশ্চয় মরিব রাজা ব্রাহ্মণের গালে।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নহে অবশ্যই ফলে॥
ফিরিয়া ঘরেত যাও লৈয়া ধন জন।
ব্রহ্মশাপ রক্ষা হৌক ব্রাহ্মণ বচন॥
কিঞ্চিৎ তোমার আছে ব্রাহ্মণের ভয়।
সেকারণে বলি ইহা উচিত না হয়॥

এত শুনি ধন্বন্তরি চাহিল লেখিয়া।
দেখিল পরীক্ষিতের আয়ু গণিয়া॥
দেখিলা পরম হংশ নাহি নিজ ঘরে।
জ্যোতির্ম্ময় না দেখিলা নিরঞ্জন পুরে॥
এইমনে কোন স্থানে না দেখি জীবন।
ঘরে চলে ধন্বন্তরি লৈয়া ধন জন॥
হিরা মণি মাণিক্যাদি মুকুতা প্রবাল।
বহু ধন দিল আর দিল মণি মাল॥
শিষ্য সবে ধন লইল বোঝা বান্ধিয়া।
ঘরে চলে ধন্বন্তরি জয়ঢাক বায়্যা॥
এই মতে ফিরাইয়া ওঝা ধন্বন্তরি।
চলিলেক তক্ষক সন্ন্যাসী বেশ ধরি॥
ভগবান বস্ত্র পরি কমণ্ডলু করে।
পরম তপস্বী বেশে চলেধীরে ধীরে॥
ধ্বনির সঞ্চার নাহি পবনের গতি।
কমল মুদ্রিত হয় ভ্রমরের স্থিতি॥
নিজপুরে গেল ওঝা শিষ্যগণ সনে।
কার্য্য বিঘটিত হয় দৈবের ঘটনে॥
চলিলা গোবিন্দ যেন বলিকে ছলিতে।
রাবণ সন্ন্যাসী যেন সীতাকে হরিতে॥
দ্বিজ বংশী দাসে ভণে মধুর পয়ারে।
হরি নাম তরি ভবসিন্ধু তরিবারে॥

সর্প সত্র।

———:-*-:———

লাচাড়ী।

এই বেশে মিলে মুনি রাজার দুয়ারে।
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজার গোচরে॥
রাজা বলে শীঘ্র করি আন অভ্যন্তরে।
মহা ভাগ্যে আসি মিলে ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥
ব্রাহ্মণে আসিতে কেবা করে নিবারণ।
হেলায় শ্রদ্ধায় পুণ্য দেখিলে ব্রাহ্মণ॥
এত শুনি দ্বারী গিয়া আনিল গোচরে।
আশীর্ব্বাদ করে দ্বিজ তুলি দুই করে॥
মহারাজা পরীক্ষিতের হৌক পুণ্য রাশি।
বদরিকাশ্রম হতে আসিছি সন্ন্যাসী॥
সম্পূর্ণ পুরাণ শুন করিয়া কামনা।
এতেকে আসিছি কিছু লইতে দক্ষিণা॥
ব্যাসের মুখে শুনিয়া তোমার সম্বাদ।
অকাল বদরি ফল আনিছি প্রসাদ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা নমস্কার করি।
বড়ই কৌতুকে লৈল অকাল বদরি॥
অদ্ভুত দেখিয়া ফল হস্ত পাতি লৈল।
মুনির সাক্ষাতে ফল শোধিতে লাগিল॥

ফলের মধ্যেত নাগ ছিল কীট হৈয়া।
শোঙ্গিতে কামড় দিল মৃত্যু কাল পায়া ॥
সপ্ত দিবস মধ্যে ভাগবত শুনিতে।
গঙ্গার অন্তর জল মধ্যেত থাকিতে ॥
ভাদ্র মাসে রোহিণী অষ্টমি শুক্লপক্ষে।
মধ্যাহ্নে মঙ্গলবারে দংশিল তক্ষকে ॥
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার।
সিংহাসন হৈতে পড়ে যেমন অঙ্গার ॥
শরীর পড়িল গঙ্গার অন্তর্জলে।
স্বর্গে গেল মহারাজা নিজ কর্ম্ম ফলে ॥
কোথায়ে ব্রাহ্মণ আর বদরিকা ফল।
অন্তরিক্ষে তক্ষক গেল নিজ স্থল ॥
জন্মেজয়ের মাতা রাজার মহিষী।
বিলাপ করিয়া কান্দে ভুমিতলে বসি ॥
প্রভুর মরণ শুনি হইল ব্যাকুল।
বিলাপ করিয়া কান্দে আউদর চুল ॥
দ্বিজ বংশী দাসের সুমধুর পয়ার।
গাইল পাঁচালী গীত ভাগবত সার ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে কন্যা সারদা সুন্দরী। ধু

দারুণ দ্বিজের গালে, নিজ কোল কৈল খালি,

চন্দ্রবংশ সকল আন্ধারি ॥

উত্তরার গর্ভে তোমা, বধি ছিল অশ্বথামা,
অপাণ্ডবা করিতে ভুবন।
মায়ের স্মরণ জানি, রাখিলেন চক্রপাণি,
আপনি আসিয়া নারায়ণ ॥
কিক্ষণে মৃগয়া কাজে, গেলা প্রভু বনমাঝে,
তাতে হৈল বিধির ঘটন।
ধার্ম্মিক সুধীর হৈয়া, সমাহিত তপস্বীয়া,
বিনা দোষে কৈলা বিড়ম্বন ॥
পাণ্ডব কৌরব দল, সব মহাবীর মৈল,
তুমি রৈলা বংশের সন্ততি।
বিপ্র করি অপজ্ঞান, ক্ষণেকে হারালা প্রাণ,
কে আর পালিব বসুমতি ॥
কিবা কায় বাক্য মনে, কিবা সপ্ন জাগরণে,
তোমা বিনে অন্য নাহি জানি।
অনাথা করিয়া মোকে, গেলা তুমি পরলোকে,
কি মতে বঞ্চিব অভাগিনী ॥
ই-মোর রূপ যৌবন, রাজ্য পাট সিংহাসন,
তুমি বিনে সব অকারণ।
মুই নারী অভাগিনী, হারাইলু শিরোমণি,
বলে দ্বিজ বংশীবদন ॥

দিশা—অসার জীবন ধন সব মিছা মায়া।
জলের বিম্ব যেমন দর্পণের ছায়া॥

এই মতে তক্ষকে দংশিল পরীক্ষিতে।
জন্মেজয় মহারাজা হইলা ক্ষিতিতে॥
ধর্ম্ম মতে ধরণী শাসিয়া বাহুবলে।
নানা দান পুণ্য রাজা কৈল ধরাতলে॥
ব্যাস বাক্য না রাখিয়া অশ্বমেধ কৈল।
সেই অশ্বমেধে রাজার ব্রহ্মদণ্ড হৈল॥
শরীরেত রোগ হৈল ব্রহ্মদণ্ড পাপে।
সর্ব্বাঙ্গ গলিত হৈল চিন্তে মনস্তাপে॥
ব্যাস ঋষি আসিয়া কহিলা প্রতিকার।
সঙ্গে মহাভারত ভাগবত শুনিবার॥
শুনাইল ভাগবত বৈশম্পায়ন।
অরোগ হইল তবে রাজার নন্দন॥
ব্রহ্মবধ পাপ খণ্ডে যে কথা শুনিলে।
বৈশম্পায়নে তাহা শ্রবণ করালে॥
পূর্ব্ব পুরুষের কথা শুনিল সকল।
বাপের মরণ শুনি হইল বিকল॥
তক্ষকে দংশিল তাকে কপট করিয়া।
পথে ফিরাইল ওঝা বহুধন দিয়া॥
ক্রোধেত ব্যাকুল রাজা এই কথা শুনি।
বৈশম্পায়নের স্থানে কহিলেক পুনি॥

মোর বাপে তক্ষক দংশিল এই মতে ।
কপট করিয়া ওঝা ফিরাইল পথে ॥
ভস্ম বৃক্ষ জিয়াইল যেই মন্ত্র বলে ।
অবশ্য পিতায় ওঝা জিয়াত আসিলে ॥
তারে ধনরাশি দিয়া করিল বিমুখ ।
শুনিয়া তোমার মুখে উপজিল শোক ॥
ব্রহ্মশাপ কারণে দংশিতে যুয়ায় ।
ওঝা ফিরাইল কেনে হেন ছলনায় ॥
এতেকেই পিতৃ সত্রু তক্ষক আমার ।
এই ক্ষণে সব সর্প করিমু সংহার ॥
সর্প সত্র যজ্ঞ আমি করিমু নিশ্চয় ।
নিষ্পাপী ভাবিয়া অতি আনন্দ হৃদয় ॥
তক্ষক চণ্ডালে বড় করিছে অন্যায় !
মোর পিতা বধিয়াছে দুষ্ট ছলনায় ॥
তক্ষক বধিতে তাতে প্রতিজ্ঞা আমার ।
পিতৃ বৈর উদ্ধারিতে করি অঙ্গিকার ॥
সর্প সত্র যজ্ঞের গুরু করহ ব্যবস্থা ।
আপনি করহ যজ্ঞ হৈয়া অধিকর্ত্তা ॥
ব্যাস বলে তক্ষক ব্রাহ্মণ জাতি হয় ।
আমিত করিতে নারি ব্রহ্মবধ ভয় ॥
ইযজ্ঞের বিধি আর পৃথিবীতে নাই ।
স্বর্গে মাত্র আছে জানি বৃহস্পতির ঠাঁই ॥
উপদেশ কহি আমি তোমার কারণে ।
উতঙ্ক নামেত মুনি আছে তপোবনে ॥

তাহার বাপেরে পূর্ব্বে দংশিলেক সাপে
সে শত্রুতা উদ্ধারিতে মনের সন্তাপে ॥
লোহার লগুড় হস্তে তপস্যা ত্যজিয়া।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরে সর্প বিচারিয়া ॥
বনে বৃক্ষে বিচারিয়া যথা সাপ পায়।
লোহার দণ্ডের ঘায়ে মারিয়া ফেলায় ॥
এই মতে ব্যাকুল সে সদা সর্প লাগি।
তাকে আনি যজ্ঞ কর সমদুঃখ ভাগী ॥
এত শুনি জন্মেজয় সত্বরে সম্বাদি।
আনিল উতঙ্ক মুনি সর্পের বিবাদি ॥
অর্ঘ্য আসন দিয়া বসায়্যা গৌরবে।
হাসিয়া মুনির স্থানে বলে ব্যাসদেবে ॥
সর্প সত্র যজ্ঞ তুমি কর মহাশয়।
পিতৃ শত্রু বিনাশিতে হইছে সময় ॥
যত সব রাজা ছিল পৃথিবী মণ্ডলে।
এই যজ্ঞ কেহ না করিছে কোন কালে ॥
আগে মাত্র একবার কৈল পুরন্দর।
বৃহস্পতি হনে বিধি আনি মুনিবর ॥
ইকর্ম্ম করিমু মুনি করে অঙ্গিকার।
বিধি আনি সর্প সব করিমু সংহার ॥
ইবলিয়া স্বর্গে মুনি গেল শীঘ্রগতি।
আনিল বৃহস্পতি হনে যজ্ঞের পুথি ॥
যজ্ঞের আরম্ভ আসি করিল সত্বর।
আনাইল রাশি রাশি কাষ্ঠ সুবিস্তর ॥

নির্ম্মল উত্তম কুণ্ড দশ হাত প্রমিত।
যোনির লক্ষণ কৈল মেখলা শোভিত॥
তিল ধান্য যব আনাইল রাশি রাশি।
দধি দুগ্ধ ঘৃত গুড় ভরিয়া কলসী॥
করিয়া যজ্ঞের স্থান হইল দীক্ষিত।
নানা স্থান হনে মুনি হৈল উপস্থিত॥
এই মতে যজ্ঞ রাজা করে পিতৃশোকে।
কান্দিয়া পদ্মার স্থানে কহিল তক্ষকে॥
জন্মেজয় নৃপতি উতঙ্ক মুনি আনি।
সর্প হত্যা যজ্ঞ করে পিতৃ শত্রু জানি॥
কি মতে রাখিবা মাও আমার জীবন।
বেদ মন্ত্র পঠে কোপে দারুণ ব্রাহ্মণ॥
তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়।
শুনিতে যজ্ঞের নাম ভয়ে প্রাণ যায়॥
এতশুনি পদ্মাবতী কষ্ট ভাবি মনে।
তক্ষকে লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে॥
পদ্মা বলে ইন্দ্র তুমি সৃষ্টির রক্ষক।
মরণ সঙ্কট কালে রাখহ তক্ষক॥
তক্ষক আমার পুত্র প্রাণের সমান।
তুমি বিনে কে আর করিব পরিত্রাণ॥
পদ্মার বাক্যে ইন্দ্র অভয় বর দিয়া।
আপনার সিংহাসনে রাখিলা ঢাকিয়া॥
নিজ স্থানে আসি পদ্মা চিন্তে মনে মনে।
আস্তিকের বরদান পড়িল স্মরণে॥

বলিয়াছে আস্তিকে যখন যায় বন।
সঙ্কট কালেতে তারে করিতে স্মরণ॥
আসিল আস্তিক পদ্মা স্মরণ করিতে।
কি কর্ম্ম করিব মাঅ বলে যোড় হাতে॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে পদ্মা শঙ্কর নন্দিনী।
আস্তিকে লইয়া কোলে, মুখানি মুছিয়া তোলে,
মুই বড় জনম দুঃখিনী॥
জন্ম হৈল পদ্মবনে. মাঅ নাহি তেকারণে,
যত দুঃখ দিয়াছে সতাই
নখাঘাতে চক্ষু কাণ, আর যত অপমান,
তুমি বিনে কৈতে লক্ষ্য নাই॥
মুনিকে আনি বরিয়া, বাপে মোকে দিল বিয়া,
সন্ততি হইব এ কারণে॥
সুখভোগ না করিল, গৃহবাসে না বঞ্চিল,
বিনা দোষে মুনি গেল বনে
তুমিও তাহার সনে, গেলা পুত্র তপোবনে,
এক তিল না করিলা দয়া।
আমি থাকি একেশ্বরী, ই দুঃখ সহিতে নারি,
মরিমু গরল বিষ খায়্যা॥

আমি পুত্র পুত্রবতী, জরৎকারু হেন পতি,
বাপ হর জগৎ ঈশ্বর।
এসকল বিদ্যমানে, তেঁহ মোরে দোষে আনে,
কি জানি কর্ম্মের দোষ মোর ॥
একত্র তক্ষক সবে, পোষে মোকে পুত্র ভাবে,
তার লাগি রাজা জন্মেজয়।
সর্প সত্র যজ্ঞ করে, তক্ষক বধের তরে,
তুমি পুত্র খণ্ডাহ সংশয় ॥
পদ্মার করুণা শুনি, বলিল আস্তিক মুনি,
স্থির হও না কর ক্রন্দন।
তক্ষকে রাখিব আমি, শোক না করিও তুমি,
বলে দ্বিজ বংশীবদন।

দিশা—আমার কি হৈব বল উপায়।

পদ্মা বলে বাপু মুই জনম দুঃখিনী।
বিয়া করি বিনা দোষে ছাড়ি গেল মুনি ॥
তুমিও মুনির সঙ্গে গেলা তপোবনে।
সবে সে তক্ষকে মোরে পালে রাত্রি দিনে ॥
তার লাগি অতি কোপে রাজা জন্মেজয়।
সর্প সত্র যজ্ঞ আরম্ভিছে অতিশয়।
তার বাপে তক্ষকে দংশিল ব্রহ্মশাপে।
পিতৃ শত্রু বিনাশিতে যজ্ঞ করে কোপে ॥

বড়ই সঙ্কট হৈল না দেখি এড়ান।
যেমতে তক্ষক রহে কর পরিত্রাণ॥
সে না থাকিলে আমি পশিব অনলে।
গলায় কাটারি কিম্বা ঝাঁপ দিব জলে॥
পদ্মার বচন শুনি বলিল আস্তিকে।
তক্ষকে রাখিব আমি তুমি থাক সুখে॥
তক্ষক রাখিব আর যত নাগগণ।
আমি পুত্র থাকিতে না চিন্তা কি কারণ॥
হরষেতে পদ্মাবতী পুত্র লৈল কোলে।
কপালে চুম্বন দিয়া আশীর্ব্বাদ বলে॥
প্রণাম করিয়া মুনি মায়ের চরণে।
ত্বরাযত হইয়া চলিল যজ্ঞ স্থানে॥
শতেক সূর্য্যের তেজ জিনিয়া মূরতি।
জলন্ত অনল হেন শরীরের জ্যোতি॥
তাম্র কমণ্ডলু করে মাথে জটাভার।
যোগ-পট্ট সুন্দর পিন্ধন কৃষ্ণসার॥
শিবের দৌহিত্র মুনি পদ্মার তনয়।
ইন্দ্র আদি দেখি যারে ভকতি করয়॥
এ হেন আস্তিক মুনি দেখি বিদ্যমানে।
বিনয়ে প্রণতি করে ভাগ্য হেন মানে॥
পদ্মার উদরে জন্ম শঙ্করের নাতি।
মহামুনি জরৎকারু তাহান্ সন্ততি॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিলেক আসন।
যোড় হস্তে জন্মেজয়ে কৈল নিবেদন॥

বড ভাগ্য মোর আজি জানিলুঁ নিশ্চিত ।
যজ্ঞকালে মহামুনি আসি উপস্থিত ॥
হাসিয়া বলয়ে মুনি তুমি মহারাজ ।
মহা মহা মুনি আইল তোমার সমাজ ॥
যজ্ঞের আরম্ভ শুনি মুখেত সবার ।
এথা আসিয়াছি কিছু ভিক্ষা মাগিবার ॥
মহারাজ বংশে তুমি অতি সুপণ্ডিত ।
দিবার পারহ তুমি মনের বাঞ্ছিত ॥
রাজা বলে আজ্ঞা কর প্রসন্ন বদনে ।
যেহি ইচ্ছ সেহি আমি দিব এইক্ষণে ॥
মুনি বলে স্বস্তি কৈলুঁ তোমা বিদ্যমান ।
কার্য্য কালে মাগিলে করিবা তুমি দান ॥
আপনার কার্য্য কর পরম সন্তোষে ।
এথায়ে বসিলুঁ আমি যজ্ঞ অবকাশে ॥
এত বলি রৈল মুনি চাহিয়া সময় ।
শাস্ত্রের বিধানে যজ্ঞ করে জন্মেজয় ॥
সকল বৈদিক কর্ম্মে আপনিহি কর্ত্তা ।
ধৌম্য ঋষি আচার্য্য উতঙ্ক মুনি হৃতা ॥
ব্রাহ্মণ হইল তবে মুনি কাত্যায়ণ ।
বেদজ্ঞ হইল আর সব মুনিগণ ॥
শ্রুব ভরি ঘৃত লয় তিল ধান্ত উরে ।
হুময় উতঙ্ক মুনি মন্ত্র অনুসারে ॥
কাম্য সমুচ্চয় কুণ্ডে মহাঅগ্নি জলে ।
অত্যন্ত প্রবল অগ্নি ঘৃতের মিশালে ॥

সর্প সত্র যজ্ঞের অদ্ভুত বিবরণ ।
মন্ত্র পড়ি আহুতিতে আনে সর্পগণ ॥
যে সর্পের নাম ধরি মন্ত্র পঠে হুমে ।
কুণ্ডেত আসিয়া পড়ে বংশাবলী সনে ॥
সঙ্কল্প পূর্ব্বক মুনি হুময়ে আহুতি ;
শত শত সর্প আসি পড়ে চতুর্ভিতি ॥
মহাক্রোধে বেদ মন্ত্র পড়ে ডাকছাড়ি ।
সহস্র সহস্র নাগ আসি মরে পুড়ি ॥
কোথা হনে আসে সর্প দেখন না যায় ।
কুণ্ডেত পড়িয়া মাত্র গড়াগড়ি যায় ॥
পুনঃপুনঃ মহামুনি হুঙ্কারে উত্থান ।
কোটী কোটী পোড়া সর্পে ভরে যজ্ঞস্থান ॥
ইহারে দেখিয়া রাজা বলে অতি রোষে ॥
এত সর্প চলি আসে তক্ষক না আসে ॥
শুনিয়া উতঙ্ক মুনি জানিলেন ধ্যানে ।
তক্ষক পলায়া আছে ইন্দ্রের সদনে ॥
এত সব বেদ মন্ত্র করি নিবারণ ।
বেদে বিরোধ করি করিছে রক্ষণ ॥
ইহা শুনি জন্মেজয় কোপ করে চিত্তে ।
ইন্দ্রেক আহুতি লৈল তক্ষক সহিতে ।
বেদ লঙ্ঘিল ইন্দ্র অতি পাপমতি ।
ইবলিয়া হাত তুলি লইল আহুতি ॥
সঙ্কল্প করিয়া মুনি বেদমন্ত্র পড়ে । '
তক্ষক সনে ইন্দ্রের সিংহাসন নড়ে ॥

অতি যত্ন করে ইন্দ্র না পারে রহিতে ॥
মন্ত্র বলে টানি আনে অর্দ্ধার্দ্ধ পথে ॥
ইন্দ্র তক্ষক সনে স্বাহা বলিতে ।
উঠিয়া আস্তিক মুনি ধরিলেন হাতে ॥
এহি আহুতি রাজা ভিক্ষা যে আমার।
যা চাহি দিবা পূর্ব্বে করিছ অঙ্গিকার ॥
স্বস্তি করি তোমাতে রহিছি হস্ত পাতি ।
আমার বাসনা রাজা এহি যে আহুতি ॥
এত শুনি জন্মেজয় হরিষ অন্তরে ।
দিলেক আহুতি দান আস্তিকের করে ॥
আহুতি পাইয়া মুনির বড় রঙ্গ মনে ।
ইন্দ্র তক্ষক রৈল মুনির কারণে ॥
তবেই দক্ষিণা দিতে করিল সন্ধান ।
পূর্ণাহুতি দিয়া কৈল যজ্ঞ সমাধান ॥
রাজা বলে যজ্ঞ কৈলুঁ তক্ষক কারণ ।
মাগিয়া আস্তিক মুনি রাখিল জীবন ॥
তক্ষক বধিলে লোকে যে যশ ঘোষিত ॥
তা হনে অধিক যশ মুনি হৈলে প্রীত ॥
ক্রোধ হতে পাপ হয় শাস্ত্রের বিচার ।
সকল ধর্ম্মের মধ্যে ক্ষমা ধর্ম্ম সার ॥
তক্ষক না মৈল যদি দৈবের কারণ ।
এতগুলা সর্প বধি কোন প্রয়োজন ॥
আস্তিক মুনিরে রাজা বলিল হাসিয়া ।
যত সর্প মারিয়াছি দেহ জিয়াইয়া ॥

রাজার আজ্ঞায় মুনি বড় হরষিতে।
যোড় হস্তে মহাজ্ঞান লাগিল জপিতে॥
বেদ মন্ত্র পঠি মুনি ঢালি দিল জল।
ভস্ম হনে বর্ত্তিয়া উঠিল নাগদল॥
যত যত মরা সর্প গোত্রাবলী বংশে।
বর্ত্তিয়া উঠিয়া সবে আস্তিকে প্রশংসে॥
পাতাল হনে বাসুকি উঠি সেই কালে।
লক্ষ চুমা দিয়া বলে তুলি লৈয়া কোলে॥
সফল তোমার জন্ম পদ্মার উদরে।
কদ্রু বংশ রক্ষা কৈলা তুমি পুত্রবরে॥
ধনঞ্জয় কর্কট তক্ষক উৎপল।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আদি যত নাগবল॥
সঙ্খ মহাপদ্ম আর যত সব নাগে॥
কর যোড়ে স্তুতি করে আস্তিকের আগে॥
হাসিয়া আস্তিকে বলে যত বিষধর।
এক বাক্যে সত্য কর আমার গোচর॥
ইযজ্ঞের প্রসঙ্গ হইব যেই খানে।
এ প্রসঙ্গ ভক্তি ভাবে শুনে যেই জনে॥
আস্তিক আস্তিক বলি স্মরে যেই নরে।
তার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া পলাইবা সত্বরে॥
চল এবে সর্পগণ চলহ অরণ্যে।
আস্তিকের সনে সত্য থাকে যেন মনে॥
জন্মেজয় রাজার সে যজ্ঞ অবসানে।
চলিল সকল সর্প বাসুকির সনে॥

একত্রে সকল নাগ কিবা ছোট বড় ।
সবে মিলি সত্য কৈল এক বাক্যে দড় ॥
আস্তিকের নাম শুনিতে যদি পায় ।
পাতালে পলায়্যা যাইব ইন্দুরের প্রায় ॥
সর্প সত্র যজ্ঞের প্রসঙ্গ হয় যথা ।
তক্ষক নাগের পরিত্রাণের এ কথা ॥
শুনিয়া যে সর্প নাহি পলাইবে দূরে ।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া যেন সেই নাগ মরে ॥
বাসুকি বলয়ে আর নাহিক অপেক্ষা ।
আগ্র হতে যেই জন বংশ কৈল রক্ষা ॥
মাতঙ্গ মুনির শাপ তক্ষক উপরে ।
জন্মেজয় রাজার যজ্ঞের অনুসারে ॥
আজি হতে মাতঙ্গের শাপ নাহি তার ।
আস্তিক মুনির কাজে পাইল নিস্তার ॥
এত বলি কোলে তুলি করিয়া চুম্বন ।
চলিল বাসুকি নাগ আপন ভবন ॥
আর যত নাগ গেল যার যেই স্থানে ।
চলিল আস্তিক মুনি তবে তপোবনে ॥
এই সব পুণ্য কথা শুনে যেই নর ।
সর্প ভয় নাহি তার জন্ম জন্মান্তর ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় আস্তিক চরিত ।
পদে পদে পুণ্য কথা রচিয়া অমৃত ॥

লাচাড়ি—পঠমঞ্জরী

ধন্য ধন্য আস্তিক কুমার।
দয়া কার মহাভাগ, রাখিল তক্ষক নাগ,
কদ্রু বংশ করিল উদ্ধার॥
আস্তিকে লইয়া কোলে, চুম্বন দিয়া কপালে,
আশীর্ব্বাদ করিল জননী।
মায়ের শোধিতে ঋণ, দীর্ঘজীবি চিরদিন,
মা যাউক তোমার নিছনি॥
সাচ সনে পুরন্দরে, করযোড়ে স্তুতি করে,
প্রশংসা করয়ে দেবগণ।
গন্ধর্ব্বে গাইছে গীত, মুনি ঋষি হরিষিত,
আনান্দিত হৈল ত্রিভুবন॥
যত সব সর্পগণ, হৈল আনন্দিত মন,
সত্য করি হইল বিদায়।
পদ্মার বান্দ চরণ, হইয়া আনন্দ মন,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

ধন্বন্তরি বধ

-:-*-:-

দিশা—ওহে মরলীধর মরলী বাজাও

নেতা বলে শুন পদ্মা জয় বিষহরী।
এই মতে তক্ষকে জিনিল ধন্বন্তরি॥
এই ওঝা পৃথিবীতে থাকে যতদিন।
তাবত না দেখি তৈন জিনিবার চিন্॥
আমি এক যুক্তি দেই শুন বিষহরী।
কি ছার কার্য্যের লাগি আবিষ্কার করি।
বিষ করি ধন্বন্তরি নাহি করে জ্ঞান।
বিষেতে রন্ধন করে বিষে করে স্নান॥
বড় বড় নাগে শুনি ইসকল কথা।
ধন্বন্তরি নাম শুনি নাহি তোলে মাথা॥
তবে এই যুক্তি এক আছে বিষহরী।
গোয়ালিনী বেশে চল ওঝার উয়ারি॥
কপট করিয়া তুমি গোয়ালিনী বেশে।
দধির পসরা লও সাজাইয়া বিষে॥

হেটে কালকূট দিয়া উপরে দধি সর।
ক্ষীর ক্ষীরসরে রাখ পসার ভিতরে॥
সন্তুষ্ট হইব ওঝা দধি ক্ষীর পায়্যা।
না করিব বিচার মরিব বিষ খায়্যা॥
যুক্তি মানি সত্বরে চলিল বিষহরী।
কপটে লইয়া বিষ দধির পসারী॥
দধি দুগ্ধ ক্ষীরসার করিয়া পসার।
ওঝার ভবনে চলে দধি বেচিবার॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদবন্ধ পুঁথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ি

চলে পদ্মা ওঝার ভবনে।
কপটে পসার লয়্যা, চলিছে গোপের মায়্যা,
ধন্বন্তরি বধিবারে মনে॥
বান্ধিছে চালুয়া খোপা, রাঙ্গা পাটের থোপা,
নাকে নথ হাতে বাজু তার।
পিন্ধন পাটের শাড়ি, চলিছে ওঝার বাড়ী,
হাতে গুয়া কাঁখেত পসার॥

প্রথম বয়েস নারী, রূপ লাবণ্য ভারি,
ঠাম ঠমকা দেখাইয়া ।
ডাকি বলে গোয়ালিনী, ক্ষীর ক্ষীরসার ননী
মিঠা দধি কে খাবা কিনিয়া ।।
যে দধি আমার আছে, খাইলে বুঝিবা পাছে,
ডাকিছে চিকন গোয়ালিনী ।
আগত স্বাগত হয়, আজি হনে পরিচয়,
নিত্যই করিমু বিকি কিনি ।।
ওঝার ছকুড়ি শিষ্য, দেখিয়া ভুলিল দৃস্য,
অপরূপ গোয়ালিনীর ঠামে ।
দ্বিজ বংশী দাসে গায়, পসার লুটিয়া খায়,
বিষম বিষরী বিদ্যমানে ।।

দিশা—রমণী মোহন বেশ ধরহে শ্যাম ।

ওঝার ছয়কুড়ি শিষ্য অধিক প্রচণ্ড ।
সর্প মারি বিষ খায় যেন যমদণ্ড ।।
মন্ত্র ঔষধে তারা বিজয়ী সংসারে ।
কাড়িয়া লুটিয়া খাইতে না হারে বিচারে ।।

একেত গোয়ালা মায়্যা প্রথম বয়স।
বাক্য চাতুরি করি মিলাইয়া রস ॥
ঠাম ঠমকা দিয়া দেয় হাত নাড়া।
মোহ গেল শিষ্য সব গাড়ুরীর পাড়া ॥
পদ্মার কপট মায়া নারে বুঝিবার।
দধি দুগ্ধ খাইলেক লুটিয়া পসার ॥
কেহ পরিহাস করি টানয়ে বসন।
কেহ বলে গোয়ালিনী দেহ আলিঙ্গন ॥
মাথে হাত দিয়া কেহ খসাইল খোপা।
কেহ বলে গোয়ালিনী বড়ই স্বরূপা ॥
অন্তরে কৌতুক পদ্মা কান্দয়ে কপটে।
ঝাট করি ধায়্যা যায় ওঝার নিকটে ॥
আইলুঁ তোমার পুরে দধি বেচিবার।
তব শিষ্য দধি কাড়ি খাইল আমার ॥
ওঝা বলে গোয়ালিনী কহ সত্য করি।
কোন রাজ্যে কোথা ঘর কি নাম সুন্দরী ॥
গোয়ালিনী বলে নাম আমার কমলা।
গোয়ালা ছাড়িয়া গেল অতি শিশু বেলা ॥
দধি দুগ্ধ বেচি খাই মথুরা নগরে।
আইলুঁ তোমার পুরে দধি বেচিবারে ॥
তাতে তব শিষ্য মোর লুটিল পসার।
তোমার নগরে দধি না বেচিব আর ॥
ওঝা বলে গোয়ালিনী তুমি মোর সই।
পাইবা উচিত কড়ি খাটাবার নই ॥

আপনার যত মূল্য লহত গণিয়া।
তুমি বিনে আর কাত না খাব কিনিয়া।।
হেনকালে চরে আসি বার্ত্তা দিল জ্ঞান।
দধি খায়্যা শিষ্য সব ত্যজিছে পরাণ।।
দধি দুগ্ধ নহে ইযে কালকূট বিষ।
খাইয়া চলিছে তারা ছয়কুড়ি শিষ্য।।
এতশুনি বিষহরী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
কোপ করি উঠে ওঝা অগ্নির সমান।।
কপটে আসিয়া পদ্মা ছলিল আমারে।
লাগ না পাইলু তার নাক কাটিবারে।।
তক্ষকের বিষ আমি করি কীট জ্ঞান।
আর কোন্ বিষ খাটে মোর বিদ্যমান।।
কপটে আসিল পদ্মা ছলিতে আমারে।
শিষ্য সব মরা দেখি মহাজ্ঞান স্মরে।।
মন্ত্র পড়িয়া মারে গামছার বাড়ি।
উঠিয়া বসিল সবে গার ধুলা ঝাড়ি।।
শিষ্য সব জিয়াইয়া হাসে ধন্বন্তরি।
রথ ভরে লজ্জায় পড়িল বিষহরী।।
নেতা বলে শুন ভৈন না ভাবিও লাজ।
প্রবন্ধ করিয়া এবে সাধিবাম কাজ।।
শুনিছি ওঝার স্ত্রীর নাম যে কমলা।
মৃত্যু শুদ্ধি লইবাম পাতিয়া সহিলা।।
পুষ্প লৈয়া যাইব আমি মালিনীর বেশে।
সহিলা পাতিতে কথা কহিব বিশেষে।।

সহিলার দ্রব্য তুমি কর ভাল মতে।
যত্ন করি আসি আমি সহিলা পাতিতে।
এতেক বলিয়া নেতা করিল গমন।
মালিনীর বেশে চলে ওঝার ভবন॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবারে॥

লাচাড়ি।

হরিষে চলিলা নেতা কমলার পুরে।
কপট মালিনী বেশে ওঝা ছলিবারে॥
কমলা বলিল আগো শুন মালী ঝি।
কোথা হনে আসিয়াছ নাম তোর কি॥
নেতা বলে মোর নাম সুগন্ধা মালিনী।
আসিলুঁ তোমার ভাল ব্যবহার শুনি॥
গিরিবর রাজার কন্যা নাম কমলা।
সদায় আকুল তান্ পাতিতে সহিলা॥
তান অনুরূপ সই কোথা নাহি পাই।
তেকারণে সম্বাদ কহি তোমার ঠাঁই॥
তান সম রূপে গুণে তোমারে সে দেখি।
তুমি কি পাতিবা সই কহ চন্দ্রমুখি॥
কমলা বলে মালিঝি বৈস আরো খানি।
আমার মনের কথা তুমি কৈলা জানি॥

সহিলা পাতিতে মোর মনে বড় সাধ ।
কোন্ থানে ভালমতে না পাই সম্বাদ ॥
এখানে পাতিমু সই তোমার বচনে ।
বড় ভাল বাসিব তোমারে এ ঘটনে ॥
কমলার বাক্যে নেতা মনে মনে হাসে ।
পদ্মার চরণে গায় দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—বন্ধু কালিয়া সোণারে ।

নেতা বলে আমার বিলম্বে কার্য্য নাই ।
এহি সময় আমি শীঘ্র করি যাই ॥
নেতারে করিল কন্যা ভাল ব্যবহার ।
তোমার ঘটনে পারি সই পাতিবার ॥
বিদায় হৈয়া নেতা আসিল শীঘ্রগতি ।
শুনি সহিলার সজ্জা করে পদ্মাবতী ॥
নানা রূপ বস্ত্র সঙ্গে লইয়া বিস্তর ।
সহিলার সাজে পদ্মা চলিল সত্বর ॥
সুবেশে সাজিয়া রঙ্গে চলে নারীগুলী ।
শত শত সুখপাল সহস্রেক দোলা ॥
পালঙ্গে চলিছে কেহ হাটিয়া পায়েতে ।
সারি সারি মঙ্গল গাহন্তি চারিভিতে ॥
আগে ব্রাহ্মণীগণ পাছে অন্যনারী ।
দুসারি বান্ধিয়া মধ্যে চলে বিষহরী ॥

কেহ ছত্র ধরে কেহ দোলায় চামর।
কেহ কেহ তাম্বুল যোগায় নিরন্তর॥
নারীগণ চারি পাশে চলে নানা সাজে।
নৃত্য গীত জোকার মঙ্গল বাদ্য বাজে॥
রোহিত কাতল মৎস্য আর পান পাদী।
ছড়া ভরি রাঙ্গী গুয়া নাহিক অবধি।
মটি ভরি দধি দৈল ভার বান্ধি কলা॥
আবির চন্দন চুয়া গন্ধরাজ বেলা॥
এই মতে আইল পদ্মা সহিলার সাজে।
কমলা করিল সাজ অন্তঃপুর মাঝে॥
সুন্দর পতাকা ঘট দীপ শতে শতে।
ডাইনে বামে দুই সারি সাজাইল পথে॥
শীতল পাটীর পরে নেতের বিছানে।
যার যেই অনুক্রমে বসে স্থানে স্থানে॥
দোলা হনে নামিয়া যতেক নারীলোকে।
নেতের বিছানে আসি বসিল কৌতুকে॥
সই দেখি কমলা হইল অগ্রসর।
হাতাহাতি কোলাকোলী মঙ্গল জোকার॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে হরি বল ভাই।
ভবসিন্ধু তরিবারে আর লক্ষ্য নাই॥

লাচাড়ী।

শঙ্খপুরে কৌতুক অপার।
প্রাণ সই সই বলি, দুই সয়ে কোলাকোলী,
নারীগণে দেহন্তি জোকার॥
মাল্য বদল করি, সিন্দুর কাজল পরি,
দুই সই বসে একাসনে।
কর্পূর সহিত পান, লৈয়া গুয়া খান খান,
মুখে তুলি দেয় একে আনে॥
আর সব নারীলোকে, রঙ্গ দেখে কৌতুকে,
সহিলা মঙ্গল গীত গায়।
কেহ নাচে কেহ হাসে, কেহ কেহ চারিপাশে,
মন্দ মন্দ চামর ঢুলায়॥
সহিলা পাতিয়া দোহে, হাতাহাতি কথা কহে,
পদ্মার কপট মায়াছলে।
বলে দ্বিজ বংশীদাস, পদ্মার মনেত হাস,
মৃত্যু পথ আপনিই মিলে॥

পদ।

সহিলা পাতিয়া দোঁহে বসে একাসনে
একে অন্যে কথা কয় সহাস্য বদনে॥

পদ্মাবতী বলে ওগো শুন প্রাণ সই।
তোমার সহিত প্রীতি তেকারণে কই॥
তোমাকে দেখিয়া বড় হইল সন্তোষ।
তেঁই এক দুঃখ হয় ভাবি এক দোষ॥
তোমার প্রাণের পতি ওঝা ধন্বন্তরি।
নিরবধি খেলা করে সর্প ধরি ধরি॥
বড়ই বিষম ইযে কাল লৈয়া খেলা।
ইহাতে না জানি কিবা হয় কোন্ বেলা॥
কোন দিন কোন্ খানে পর্ব্বত কাননে।
ভাল মন্দ হৈলে তুমি জানিবা কেমনে॥
বড় বড় সর্প আনি ধরিয়া খেলায়।
কোন্ সাপের ঘায় জানি প্রাণ হারায়॥
কমলা বলয়ে সই কহি তোমার ঠাঁই।
ধন্বন্তরি ওঝার মরণ কভু নাই॥
তক্ষক জিনিয়া যেই বিজয়ী সংসারে।
হেন ওঝা দংশিবারে কোন্ সর্পে পারে॥
এক কথা তান্ কাছে শুনিয়াছি ভালে।
দিব্য দিয়া প্রভু মোরে কহিছে বিরলে॥
ব্রহ্মশাপ পাইল ওঝা সাপ খেলাইতে।
ব্রহ্মরন্ধ্রে উদয় কাল নাগে দংশিতে॥
নহে দিবা নহে রাত্রি সন্ধ্যার সময়।
রাত্রির ভিতরে যদি ঔষধ আনয়॥
তবে তার মৃত্যু আর না হইবে জানি।
এতেকে ঔষধ ওঝা লাগাইছে আনি॥

এহেতু না করি চিন্তা ওঝার লাগিয়া।
হয় নয় সখি তুমি বুঝহ ভাবিয়া॥
উদয় কাল নাগ থাকে শিবের জটায়।
আছুক অন্যের কার্য্য ব্রহ্মায়ে না পায়॥
হেন সর্প আনিবারে শক্তি আছে কার।
ভগীরথে কত তপ করিল ব্রহ্মার॥
বিষ্ণুকে তপস্যা কৈল সহস্র বৎসর।
দশ হাজার বর্ষ তপে প্রসন্ন শঙ্কর॥
তবে সে আনিল গঙ্গা জটামধ্য হতে।
সে জটার উদয়কাল কে পারে আনিতে॥
ইসকল মর্ম্ম কথা কে জানিতে পারে।
এতেকে ওঝার মৃত্যু নাহিক সংসারে॥
তোমাতে কহিলুঁ কথা কভু না ভাঙ্গিও।
আমার সবত সই মনেত রাখিও॥
হাসিয়া কৌতুকে পদ্মা মৃত্যু তত্ত্ব পায়্যা।
আপন ভবনে চলে বিদায় হইয়া॥
সখিগণ সঙ্গে করি নিজ স্থানে আসি।
কার্য্য সিদ্ধি হৈল ভাবি মনে মনে হাসি॥
নেতা বলে পদ্মা গো বিলম্ব নহে ভাল।
শিবপুরে গিয়া আনহ উদয় কাল॥
হরষিত পদ্মাবতী নেতার বচনে।
সত্বরে চলিয়া গেল শিবের ভবনে॥
পদ্মা দেখি মহাদেব বড়ই আদরে।
রত্নসিংহাসন দিয়া বসাইল তারে॥

শিবে বলে মনসা কুশল বার্ত্তা কও।
জামাই ছাড়িয়া গেল কি মতে আছও॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা বাপের মুখেতে।
মুকত করিয়া কেশ কান্দে বিপরীতে॥
হাসিয়া বলয়ে শিব কান্দ কি লাগিয়া।
কে তোমা বলিছে মন্দ কহত ভাঙ্গিয়া॥
পদ্মা বলে বাপ আমি কব আর কি।
আমার বিপক্ষ হৈল হিমালয় ঝি॥
চান্দরে শিখায়্যা দিয়া বিবাদ করায়।
তার পক্ষে ধন্বন্তরি হইছে সহায়॥
শরীরে না সয় দুঃখ কহি তব ঠাঁই।
ধন্বন্তরি বধিতে উদয় কাল চাই॥
নিশ্চয় মরিব ওঝা নাহিক খণ্ডন।
কাল সর্প ঘায়ে ব্রহ্মশাপের কারণ॥
ধন্বন্তরি বধিলেই বাদ জিনি আমি।
ব্রহ্মশাপ রক্ষা হৌক আজ্ঞা কর তুমি॥
পদ্মার বাক্যে শিবের দয়া উপজিল।
হইব ওঝার মৃত্যু কারণ জানিল॥
শিবে বলে উদয় কাল দিলাম তোমারে।
আমি এক কথা বলি রাখিবা ইহারে॥
ধন্বন্তরি না থাকিলে সৃষ্টি নাশ হয়।
বাদ জিনিলে ওঝা জিয়াইবা নিশ্চয়॥
হরষিত পদ্মাবতী উদয় কাল পায়্যা।
বিদায় হইয়া তবে গেল নাগ লয়্যা॥

উদয় কাল নাগে বলে শুন বিষহরী।
যত্ন করি ঔষধ লাগাইছে ধন্বন্তরি॥
গন্ধে তার রৈতে নারি যোজনের পথে।
কিমতে যাইব বল ওঝার পুরিতে॥
পদ্মা বলে নেতা গো সত্বরে চল ধায়্যা।
গাভী রূপ ধরি আন ঔষধ হরিয়া॥
নাগ কন্যা হও তুমি শিবের কুমারী।
ঔষধ আনিতে ভৈন চল শীঘ্র করি॥
তিল মাত্র আর তুমি না করিও ব্যাজ।
সত্বরে নাশ ঔষধ সিদ্ধি হৌক কাজ॥
এতেক শুনিয়া নেতা করিল গমন।
গাভীরূপ ধরি চলে ওঝার ভবন॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর॥

লাচাড়ি।

শুনিয়া পদ্মাব কথা, গাভীরূপ ধরি নেতা,
চলি যায় ওঝার ভবনে।
দেখিতে দেখিতে যায়, মাথা তুলি ঘাস খায়,
ঔষধ হরিবার মনে॥
অনেক প্রবন্ধে আনি, ঔষধ লাগাছে জানি,
টঙ্গীর দক্ষিণে নিজ বাড়ী।

বিপথে আসিয়া তাতে, বেড়া ভাঙ্গি অলক্ষিতে,
ডালে মূলে খাইল উপাড়ি ॥
ঔষধ চিবায়্যা খায়, ধন্বন্তরি কোপে ধায়,
দণ্ড কমণ্ডুল হাতে করি
গোবধ পাতক ভাবি, না মারে কপট গাভী,
ঔষধ খাইয়া যায় সারি ॥
যার গন্ধে বিষ হরে, তক্ষক পলায় ডরে,
ছ-মাসের মড়া উঠে জিয়া।
অধিক বিরলে থাকে, ছয় কুড়ি শিষ্যে রাখে,
সে ঔষধ গাই যায় খায়্যা ॥
আমারে বঞ্চিল বিধি, হারাইলু হেন নিধি,
মাথে হাতে কান্দে ধন্বন্তরি।
দ্বিজ বংশী দাসে বলে, ওঝার পূরিল কালে,
উদয় কালে ডাকে বিষহরী ॥

দিশা—শিব বিনে আর লক্ষ্য নাই

ঔষধ হরিয়া নেতা আইল শীঘ্রগতি।
উদয়কাল উদয়কাল ডাকে পদ্মাবতী ॥
সত্বরে আনিয়া পদ্মা বিষের ঝাপনি।
পঞ্চ তোলা বিষ দিল মাপিয়া আপনি ॥
বিষে মত্ত নাগ যায় ওঝার ভবনে।
সুধামৃত দিল পদ্মা নাগের বদনে ॥

সানন্দে পদ্মার পদে হইয়া বিদায়।
ব্যক্ত হইয়া যাইতে নারে গুপ্তভাবে যায়।।
সন্ধ্যাকালে আসি তবে-বাড়ীর দক্ষিণে।
কিমতে পশিব নাগ চিন্তে মনে মনে।।
এমন সময়ে ওঝা আসনে বসিয়া।
তপ্ত জলে স্নান করে তাম্রকুণ্ড দিয়া।।
সুগন্ধি শীতল জলে করি আচমন।
শুচি হৈয়া পূর্ব্ব মুখে করে দেবাশ্চন।।
তিলক করিয়া লৈয়া ধুতি ও উত্তরী।
সায়ংকাল পায়্যা সন্ধ্যা করে ধম্বন্তরি।।
সন্ধ্যা সমাপনে পুনঃ মন্ত্র জপ করে।
ভ্রমরের রূপে নাগ প্রবেশিল ঘরে।।
মুনির সে ব্রহ্মশাপ মনেত জানিয়া:
ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশিল কাল সন্ধ্যা পায়্যা।।
ব্রহ্মরন্ধ্রের ঘায় আকুল পরাণ।
উড়িয়া উদয়কাল গেল নিজ স্থান।।
কাতর হইল অতি ওঝা ধম্বন্তরি।
বিষেতে ছাইল তনু স্মরে হরি হরি।।
আমারে ছলিল পদ্মা কপট মায়ায়।
ব্রাহ্মণের শাপ বুঝি ফলিবারে চায়।।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় বল হরি হরি।
বিষে ছটফট করে ওঝা ধম্বন্তরি।।

লাচাড়ি—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে ওঝা কাল বিষের জ্বালে।
জানিলু আমি নিশ্চয়, ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নয়,
দংশিল মোরে উদয়কালে॥
শিবের জটার নাগ, ব্রহ্মা নাহি পায় লাগ,
হেন নাগ আনে কোন্ দৈবে।
হেন বুঝি অনুমানে, মনসারই কারণে,
আমারে নিদয় মহাদেবে॥
ব্রহ্মশাপ দিয়া মুনি, উপায় কহিল পুনি,
আছে মোর সে কথা স্মরণ।
দংশিলে উদয়কালে, রাত্রি ঔষধ পাইলে,
তবে আর নাহিক মরণ॥
সে ঔষধ বিষহরী, গাভী হৈয়া নিল হরি,
আর আছে কৈলাস পর্ব্বতে॥
শিষ্যগণে আন ডাকি, রাত্রি ভিতরে থাকি,
কে পারিব ঔষধ আনিতে॥
ধনা-মনা চল ধায়্যা, কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া,
ঔষধ চিনিবা যেই রীতি।
দেখিবা পর্ব্বতে গেলে, ঔষধ স্বতেজে জ্বলে,
বিনা দীপে প্রকাশিত রাতি॥
দুই গোটা পোড়া মাছ, ছুঁয়াইলে গাছ গাছ,
মৎস্য জিয়ে যে গাছ ছুঁইলে।

সেই গাছ উপাড়িয়া, আন ডালে মূলে লৈয়া,
বংশীবদন দ্বিজে বলে ॥

দিশা—এথা নাইরে যাদুমণি।
না শুনি তার মুরলীর ধ্বনি

ধন্বন্তরি বলে ধনা চলহ সত্বর।
বিষের জ্বালায় মোর দহে কলেবর ॥
প্রাণ থাকিতে ঔষধ যত্ন করি আনি।
ব্রহ্মরন্ধ্রের ঘায়ে বাটিয়া দেও খানি ॥
তবে যদি দেখিলা আমার শ্বাস নাই।
নাকে মুখে চক্ষে কর্ণে দিও ঠাঁই ঠাঁই ॥
রাত্রির ভিতরে আন তবে প্রাণ রয়।
সূর্য্য উদয় হৈলে মরণ নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনা মনা চলিল ত্বরিতে।
দুই গোটা পোড়া মাছ লৈল ছুঁয়াইতে ॥
তাক শুনি নেতা বলে পদ্মার গোচর।
ঔষধ আনিতে যায় ধন্বন্তরির চর ॥
যেমতে রাত্রির মধ্যে ঔষধ না পায়।
পদ্মাবতী তার কিছু চিন্তহ উপায় ॥
এতশুনি পদ্মাবতী সত্বরে চলিল।
পর্ব্বত অন্তরে গিয়া ঔষধ হরিল ॥

যেই পথে ধন্বন্তরির শিষ্য দুই জনে।
সেই পথে দেখা দিল ধনা মনার সনে॥
বলিল আমিও শিষ্য গাড়ুরী ওঝার।
গিছিলাম পর্ব্বতে ঔষধ আনিবার॥
দুই গোটা পোড়া মাছ আনে মোর সনে।
ঔষধ লৈয়া যাই তোমরা যাও কেনে॥
তোমরা সত্বরে চল ফিরি ঘরে যাই।
রাত্রির ভিতরে গিয়া ঔষধ দিতে চাই॥
এত শুনি ধনা মনা চলে হরষিতে।
শেষ হৈয়া গেল রাত্রি যাইতে আসিতে॥
ধন্বন্তরির কাছে আসি ভাবিল বিস্ময়।
বিষে অচেতন ওঝা প্রভাত সময়॥
সূর্য্য উদয় যবে হইল নির্ভরে।
বাহির হইল প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারে॥
প্রাণ ত্যজিল যদি ওঝা ধন্বন্তরি।
বিলাপ করিয়া কান্দে কমলা সুন্দরী॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর॥

লাচাড়ি।

কান্দে কমলা নারী প্রভু প্রভু করি।
পদ্মা চান্দর বাদে মৈল ধন্বন্তরি॥

তক্ষক জিনিয়া যেই জয়ঢাক বায়।
প্রাণ দিল ওঝা উদয কালের ঘায়॥
বিধির নির্ব্বন্ধে প্রভু হারাইল প্রাণি।
গৃহ ছিদ্র কথা কৈলু মুই অভাগিনী॥
ছমাসের মরা জিয়ে মহাজ্ঞানের বলে।
তোমারে জিয়াতে ওঝা নাহি ক্ষিতিতলে॥
মুনি মন্ত্র মহৌষধি ব্যর্থ মহাজ্ঞান।
ব্রাহ্মণের শাপে কভু নাহিক এড়ান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিত প্রভু রূপে জিনি কাম।
সর্ব্বলোকে উপকারী সর্ব্ব গুণধাম॥
তুমি হেন সুপুরুষ সংসারেতে নাই।
আপনার কর্ম্মদোষে হারালু গোঁসাই॥
কমলা কান্দিতে কান্দে যত সব রাঁড়ী।
ছয় কুড়ি শিষ্য কান্দে ভূমে দিয়া গড়ি॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে কান্দে সর্ব্বলোক।
ধন্বন্তরি ওঝা মৈল পদ্মার কৌতুক॥

দিশা—কান্দিও না লো কমলা সুন্দরী।

ধন্বন্তরি ওঝা মৈল এই বার্ত্তা পায়্যা।
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত শীঘ্র আইল ধায়্যা॥
সত্বরে আইল তবে নিমাই পণ্ডিত।
প্রভাকর কেশাই সে হরি পুরোহিত॥
দিবাকর পীতাম্বর পদ্মনাথ আর।
পণ্ডিত সকলে মিলি করিল বিচার॥
চিতা সংস্কার কৈল গুঞ্জরীর তীরে।
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ আনে পোড়াইবারে॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কিবা চাহ আর।
অগ্নিতে পুড়িয়া ওঝা করে ছারকার॥
অস্থি চর্ম্ম না থাকিলে কেমনে জিয়াবে।
পশ্চাতে শিবের ঠাঁই অপযশ পাবে॥
নেতার বচনে পদ্মা হইল সন্ন্যাসী।
বাঘাম্বর পরিধান গায়ে ভস্মরাশি॥
দণ্ড কমণ্ডলু হাতে উদাস চরিত।
আসিয়া চিতার স্থানে হৈল উপস্থিত॥
ডাক দিয়া তাসবারে কহিল হাসিয়া।
ধন্বন্তরি ওঝারে পোড়াহ কি লাগিয়া॥
কোথায় শুনেছ ধন্বন্তরির মরণ।
সর্পে দংশিয়াছে ব্রহ্মশাপের কারণ॥
ভেরুয়া বান্ধিয়া ভাসাইয়া দেহ জলে।
অবশ্য জিয়াবে ওঝা গুণী জনে পাইলে॥

সন্নাসী বচনে তারা মনেত ভাবিয়া ।
ভেরুয়া বান্ধিয়া ওঝা দিল ভাসাইয়া ॥
ধন্বন্তরি ভাসি যায় দক্ষিণ সাগরে ।
ভাটীদিকে গিয়া নেতা তুলিল সত্বরে ॥
অস্ত্র পাখালিয়া লইলেন শুকাইয়া ।
ধনা ব্রাহ্মণীর ঘরে রাখিলেন গিয়া ॥
ধন্বন্তরি বধ হৈল হাসয়ে মনসা ।
জিনিব চান্দর বাদ হইল ভরসা ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥

লাচাড়ি ।

ধন্বন্তরি জিনি, শঙ্কর নন্দিনী,
নাচে হরষিত মনে ।
গেল অবসাদ, বিষম বিবাদ,
জিনিব চান্দর সনে ॥
যত নাগদলে, নাচে কুতূহলে,
মৈল ধন্বন্তরি ওঝা ।
তক্ষকের হাসি, বদন প্রকাশি,
হরষিত নাগরাজা ॥
যে সব কারণ, ওঝার মরণ,
শুনি রাজা চন্দ্রধরে ।

পদ্মার কারণে, ফিরে স্থানে স্থানে,
সর্প মারিবার তরে ॥
লঘুজাতি কাণী, পাশরিল জানি,
কাঁকালী ভাঙ্গিলুঁ তার।
মনেত যা আছে, নাগ পাইলে কাছে,
শোধিব ওঝার ধার ॥
এই বোল বলি, পাড়ে গালগালি,
শুনিয়া মনসা হাসে।
পদ্মার চরণ, করিয়া স্মরণ,
ভণে দ্বিজ বংশীদাসে ॥

চন্দ্রধরের ছয় পুত্রবধ।

-✻✻-

দিশা—আমার মনের দুঃখ পরাণে সে জানে।

পদ্মা বলে শুন নেতা বচন আমার।
ছয় নাগে দংশুক চান্দর ছকুমার ॥
ছয় পুত্রশোক চান্দ পাউক একদিনে।
ধন্বন্তরি নাই জিয়াইব কোন জনে ॥
পদ্মার বচনে নেতা সাবহিত হৈয়া।
একেবারে ছয় নাগ আনে ডাক দিয়া ॥

পাণ্ডু নাগ ধামলা কাছিনা কাঁশতাল।
জলচর কৈউটিয়া আর ব্রহ্মজাল ॥
ছয় নাগ দেখি পদ্মা ঈষদ হাসিয়া।
ছয় তোলা বিষ আনি দিলেন মাপিয়া ॥
বিষে মত্ত হৈয়া নাগ চলিল সত্বরে।
গুপ্ত ভাবে রৈল সবে গুঞ্জরীর পারে ॥
চান্দর প্রধান পুত্র নাম শ্রীকর।
বাহির খণ্ডেতে বসি থাকে নিরন্তর ॥
ধামলা আসিয়া বৃদ্ধ বিপ্র রূপ ধরি।
পুষ্প মালা হাতে দিল আশীর্ব্বাদ করি ॥
ভ্রমরের রূপ হৈয়া পুষ্পে থাকি নাগে।
শোঁকিতে কামড় দিল নাসিকার আগে ॥
মুখে না আইসে রাও বিষেত ছাইল।
সর্পঘাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমে ঢলিল ॥
তাহার কনিষ্ঠ ভাই শ্রীধর নাম।
ঘোড়ার পৃষ্ঠেত থাকি খেলায় চৌগাম ॥
সেই কালে পাণ্ডু নাগ পক্ষী রূপ হৈয়া।
কপালেত দিয়া ঘাও গেল উড়া দিয়া ॥
দারুণ সর্পের ঘায় শ্রীধর সহজে।
ঘোড়া হতে ঢলিয়া পড়িল বিষ তেজে ॥
সর্ব্বলোক অনুপম নাম গুণাকর।
পক্ষী শিকার করে হাতেত পিঞ্জর ॥
শুনিয়া পক্ষীর ডাক বনে বনে ধায়।
পাইয়া কাছিমা নাগে পায়ে কামড়ায় ॥

বিষে আবরিল তনু নিকলিল ঘাম।
তৃতীয়ে চলিল পুত্র গুণাকর নাম॥
বালক সকল সঙ্গে লৈয়া মধুকরে।
নিরবধি বাজ বহরী বন্ধি করে॥
বাজ পক্ষী রূপ ধারি কাঁশতাল নাগে।
উড়া দিয়া পড়ে গিয়া মধুকর আগে॥
বাজ দেখি মধুকরে অতি ব্যগ্র হৈয়া।
হস্ত পাতি ডাক দিল মাংস দেখাইয়া॥
একে চায় আরে পায় হস্ত মধ্যে পড়ি।
আঙ্গুলে কামড় দিয়া পুনঃ গেল উড়ি॥
কণ্টকিত হৈল গাও বিষে আবরিল।
চতুর্থেত মধুকর চলিয়া পড়িল॥
ষষ্ঠীবর নামে পুত্র অতি যুবরাজ।
জলক্রীড়া করে সেই সরোবর মাজ॥
জলচর কেউটিয়া পায়্যা সেই কালে।
বুকেত আঘাত করি অলক্ষিতে চলে॥
ধরাধরি করিয়া তুলিল জল হৈতে।
ষষ্ঠীবর পঞ্চমে চলিল এই মতে॥
দুর্গাবর নামে সকলের ছোট ভাই।
মল্ল ক্রীড়া বিনে তার অন্য কাজ নাই॥
গুপ্তবেশে আসি তথা নাগ ব্রহ্মজাল।
চরণে আঘাত করি দংশিল ছাওয়াল॥
খেরুয়াল সব কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া।
ষষ্ঠমেত দুর্গাবর পড়িল চলিয়া॥

ছয় পুত্র চান্দর মরিল একেবারে।
ধরাধরি করি সবে আনিল বাহিরে ॥
বার্ত্তা শুনি সনকা সত্বরে আল ধায়্যা।
বিলাপ করিয়া কান্দে পুত্র কোলে লয়্যা ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পুথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা।

লাচাড়ি—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে সোনাই পুত্র পুত্র বলি।
রূপে অতি অনুপম, জিনিয়া বিনোদ কাম,
হেন পুত্র কারে দিলু ডালি ॥
দশ মাস বয়্যা ভার, লালিনু পালিনু আর,
বাড়াইলু অনেক ভরসে।
সদায় যুড়ায় আঁখি, ছয় পুত্র মুখ দেখি,
তারে হারাইলু কোন দোষে।
কে দিল দারুণ গালি, মোর বুক কৈল খালি,
কাড়ি নিল মোর গুণনিধি ॥
ছয় রাঁড়ী দেখি ঘরে, কেমনে ধরামু তারে,
অভাগীরে লাগল রে বিধি ॥
সোনাই বলে প্রভু শুন, ধরি তব ও চরণ,
বিবাদ না কর অধিকারী।

যদি রৈবা ধনে জনে, পদ্মা পূজ একমনে,
সদয় হইব বিষহরী
চান্দ বলে রাম রাম, হেন অনুচিত কাম,
চণ্ডিকা পূজিলু যেই
সে হাতের ফুল পানী, পাইতে ভাগ্য করে কাণী,
কি বলিমু চণ্ডীর সাক্ষাতে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ ছিল, তেকারণে পুত্র মৈল,
তার লাগি কান্দি নাহি কাজ
কাতর হইলু জানি, হাসিবেক লঘু কাণী,
সে মোর অধিক দুঃখ লাজ ॥
শুনিয়া চান্দর বাণী, দুই হাতে মুণ্ড হানি,
কান্দে সোনাই পুত্রের নৈরাশে।
পদ্মার সহিত বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
কান্দি বলে দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—বাছা কোলে আয়রে।
হিয়ার মাজারে তোরে রাখি ॥

চান্দ বলে শুন তেড়া বচন আমার।
কাণীর উচ্ছিষ্ঠ পুত্র শীঘ্র কর পার ॥
বাগানের কলা কাটি ভেরুয়া বান্ধিয়া।
বিলম্ব না কর শীঘ্র দেহ ভাসাইয়া ॥

চান্দর আজ্ঞায় তেড়া চলিলেক ঝাটে।
কলা কাটি ভেলা বান্ধে গুঞ্জরীর ঘাটে
কারোয়ার দিয়া ভেলা কৈল পুর সাজ।
একেবারে তুলিলেক ছয় যুবরাজ॥
নগরের লোকে কান্দে রাজ্য হৈল খালি
মধ্য নদী করি ভেলা দূরে দিল ঠেলি॥
বাঁক বিবাকে ভেলা যায় ভাটি স্রোতে।
অন্তরিক্ষে গিয়া নেতা রাখে অলক্ষিতে॥
বিষে আবরিয়া গাও যুগবলে লয়্যা।
শরীর রাখিল যেন নিদ্র: যায় শুয়্যা॥
ধনা রাক্ষসীর ঘর সমুদ্রের কূলে।
তার ঠাঁই গছাইয়া থুইল বিরলে॥
পদ্মার নিকটে আইল হরষিত মন।
নেতা পদ্মা গলাগলি হাসে দুই জন॥
ছয় পুত্র মৈল চান্দর শূন্য হৈল ঘর।
ক্রন্দনের রোল উঠে পুরীর ভিতর॥
চান্দ বলে ঝাট চল হিরাধর স্যানা।
বধূ সবে শাস্তিয়া ক্রন্দন কর মানা॥
আমার পুরীতে যেই কান্দে ডাক ছাড়ি।
মারিয়া খেদাও দিয়া পাছেলার বাড়ি॥
ছয় পুত্র মৈল মোর তাতে নাই শোক।
শুনিয়া হাসিব কাণী সেই বড় দুখ॥
চান্দ বলে প্রাণপ্রিয়া শুনহ সোনাই।
মৈল পুত্র গেল আর কান্দি কার্য্য নাই॥

যেখানে যা হইবার যেই দণ্ড পলে।
ভাল মন্দ জন্ম মৃত্যু অবশ্যই ফলে॥
যত দিন সংসারে থাকিব যত জন।
বিধাতা লিখেন তার জীবন মরণ॥
তাহার অধিক কেহ রহিতে না পারে॥
মিছা কাজে কেনে বল পদ্মা পূজিবারে॥
এইমতে সনকারে বুঝায়্যা বিস্তর।
ছয় পুত্রের শ্রাদ্ধ করে তেরাত্রীর পর॥
দ্বিজ বংশীদাসে রচে পদবন্ধ পুথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা।

বাণিজ্যের উদ্যোগ

শুচি হৈয়া দিব্য বস্ত্র করি পরিধান।
পাত্র মিত্র লয়্যা সাধু করিল দেওয়ান॥
টঙ্গী বান্ধিয়াছে চান্দ গুঞ্জরীর ঘাটে।
শ্বেত চামরে ছানি মকমল পাটে॥
নেতের বিছানা করি তাহার ভিতর।
সভা করি কৌতুকে বসিল সদাগর॥
জালুয়ায় জাল বায় গুঞ্জরীর কূলে।
নানাবিধ মৎস্য মারে দেখে কুতুহলে॥
ডিঙ্গা সব দেখি সাধুর কৌতুক প্রচুর।
ছোটাঘটী দুর্গাবর আর শঙ্খচুর॥

উদয়গিরি উদয়তারা সমুদ্রউথান।
গঙ্গাপ্রসাদ রাজবল্লভ বিদ্যমান॥
মাণিক্য মেড়ুয়া লক্ষ্মীপাশা হংসথল।
দেখিল কাজলরেখা আগল পাগল॥
এই মতে ডিঙ্গা সবে নেহালিয়া চায়।
হেন ডিঙ্গা লয়্যা আমি না করি সদায়॥
একখানি ডিঙ্গা মোর বান্ধিতে যুয়ায়।
পাত্র মিত্র পুরোহিতে যুক্তি দেহ সার।
নিশ্চয় জানিয়া কহ ডিঙ্গা বান্ধিবার॥
তাকে শুনি বলিলেক সুভাই পণ্ডিত।
রাজা তুমি ডিঙ্গা তব বান্ধন উচিত॥
বাপ হতে যে পুত্রে অধিক কর্ম্ম করে।
কুলের নন্দন বলি ঘোষয়ে সংসারে॥
এতশুনি হরষিত হৈল সদাগর।
ডাকি আনাইল সূত্রধর গিরিবর॥
হাসিয়া বলিল তারে পাণ ফুল দিয়া।
মন পবন কাষ্ঠ আন তালাসিয়া।
যতেক সুথার লয়্যা করহ গমন।
যেই খানে পাও গাছ সে মন পবন॥
তবে সে বান্ধিব ডিঙ্গা মনের হরষে।
না হইলে সূত্রধর না রাখিব দেশে॥
রাজার আদেশে তবে চলে গিরিবর।
শোল শত সূত্রধর সহ মিত্রবর॥

দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে ॥

লাচাড়ী—ধানসী রাগ।

হইয়া সত্বর, চলে গিরিবর,
সূত্রধর সঙ্গে লয়্যা।
মন পবন, করে অন্বেষণ,
গিরি বন বিচারিয়া ॥
হিমালয় গিরি, দেখে যত্ন করি,
সুমেরু গন্ধমাদন
বিন্ধ্য নীলাচল, বিচারি সকল,
না পায় মন পবন ॥
না পাইল কাঠ, চান্দর সে ঠাট,
কান্দে মুণ্ডে হাত দিয়া।
বৃদ্ধ বেশ ধরি, আসি ত্রিপুরারি,
কহেন মৃদু হাসিয়া ॥
অদ্ভুত অচলে, সমুদ্রের কূলে,
মন পবন আছে।
লক্ষ বলি দিয়া, শঙ্কর পুজিয়া,
তবে সে যাইবা কাছে ॥
তার চারি ডাল, ভৈরব রাখাল,
সদায় যতনে রাখে।

কাটিতে যে যায়, ভৈরবে খেদায়,
চক্ষে নাহি বৃক্ষ দেখে ॥
বৃদ্ধের বচনে, গিরিবর মনে,
করিল বিস্ময় জ্ঞান।
দ্বিজবংশী গায়, বার্ত্তা দিতে যায়,
চর চান্দ বিদ্যমান ॥

দিশা—গোপাল ধীরে ধীরে চল পথ নিরখিয়া।
উঝুট লাগিব পায় পাষাণ ঠেকিয়া ॥

বসিয়াছে চন্দ্রধর সভার ভিতরে।
এহেন সময় আসি বার্ত্তা কয় চরে ॥
গিরি গুহা বিচারিলু পর্ব্বত কানন।
তেঁই না পাইলু কাষ্ঠ মন পবন ॥
হেনকালে তথা এক বৃদ্ধ আসি বলে।
অদ্ভুত পর্ব্বতে চল সমুদ্রের কূলে ॥
তথায় আছে যে বৃক্ষ দেব অধিষ্ঠান।
গুহ গজানন হর পার্ব্বতীর স্থান ॥
বারক্ষেত্র অজাগরে রাখে ভূত সনে।
যে যায় কাটিতে গাছ না দেখে নয়নে।
লক্ষ বলি দিয়া শিব শঙ্করী পূজিলে ॥
তবে সে মন পবন সেই বৃক্ষ মিলে।

এতেক বচন শুনি রাজা চন্দ্রধর।
হর গৌরী পূজিবারে গেল পূজা ঘর॥
ছাগ মহিষ মেষ লক্ষ বলিদানে।
জবা বিল্বদলে পুজে দেব পঞ্চাননে॥
তুষ্ট হৈয়া শঙ্কর চান্দর ভক্তিভাবে।
কাটিতে উত্তর ডাল আজ্ঞা দিল তবে॥
শোল শত সুথারে উত্তর ডাল কাটি।
চেও দিয়া ভাগে ভাগে করিলেক ভিটি॥
বড় বড় কাছি বান্ধি ভাসাইল জলে।
আনিয়া তুলিল গাছ গুঞ্জরীর কূলে॥
পারেত তুলিয়া গিরি পাইল গুয়া পান।
রাত্রি দিবা পাট চিড়ি কৈল থান থান॥
বশাই দৈবজ্ঞ আনি লগণ করিয়া।
শুভক্ষণে দাড়া বিন্ধে মাহেন্দ্র পাইয়া॥
চান্দ বলে চলহ গোপাল নিরবর।
পানী চরি আইস দেখি কালীদ সাগর॥
চান্দর আজ্ঞায় চলে মির্ বর গোপাল।
কালীদহ বলি তবে চলিল সকাল॥
সানাই দুন্দভি বাজে পাইকে সারি গায়।
পানী চরি মির্ বর রাজার আগে যায়॥
কালীদ সাগরে দেখি দশতাল পানী।
অষ্ট সপ্ত পঞ্চ তাল যথা তথা জানি॥
এত শুনি সদাগর সানন্দিত মন।
পরম উৎসবে করে ডিঙ্গার বন্ধন॥

সোণার জলেত লয়্যা রূপার হাতুড় ।
শুভক্ষণে দাঁড়া বিন্ধে আপনি ঠাকুর ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পুতা ।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা ॥

লাচাড়ি—পঠমঞ্জরী

ডিঙ্গা বান্ধে চম্পকের নাথে ।
সোণার জল লয়্যা, মাহেন্দ্র সুক্ষণ পায়্যা,
দাঁড়া বিন্ধে আপনার হাতে ॥
দীর্ঘে সহস্র গজ, সুতা মাপি কৈল ধ্বজ,
মধ্যে দিল তের তাল উভে ।
যথা তথা ভরা লৈলে, মনসা চক্রান্ত কৈলে,
সাগরে যে কাঁড়ার না ডুবে ॥
ডিঙ্গা পত্তন করি, কাবাই পাইল গিরি,
তাড় থাড়ু পাইল জনে জনে ।
বিশ্বকর্ম্মা অধিষ্ঠান, ডিঙ্গা করে নির্ম্মাণ,
আনন্দে গঠয়ে রাত্রি দিনে ॥
মন পবন কাষ্ঠে, সন্ধিতে লাগায় পৃষ্ঠে,
লোহার গজাল হানি তারে ।
দড় করি গড়ে তলা, বাইনে বাইনে রাংঝালা,
লোনা পানী ছুঁইতে না পারে ॥

তলী গড়ি কৈল সারা, লাগায় হাটুয়া গোড়া,
পীঠপাত লাগায় ঝাপ দিয়া।
নাথাকাষ্ঠ দিল তাত, সোণা রূপার পারিজাত,
লাগাইল সন্ধি চাহিয়া॥
মধ্যে করি রাজাসন, চেরয়াট বিলক্ষণ,
ঝলম গড়িল সারি সারি।
মালুম কাষ্ঠ দিল গাড়ি, পাতয়াল ঝোকা বাড়ি,
চারা পল্লব কত করি॥
সুবিচিত্র ছই ঘর, সারি সারি চামর,
নেতের দোলনী নানা ছন্দ।
ডিঙ্গার দিলেক আঁখি, সোণা রূপার চুমকী,
কপালে বিরাজ করে চান্দ॥
নানা রঙ্গ কুতূহলে, ডিঙ্গা নামাইল জলে,
দেখে সাধু হরষিত মনে।
গিরিবর পাইল ঘোড়া, আর সবে নেত ধড়া,
বংশীবদন দ্বিজে ভণে॥

দিশা—জানকী জীবন হরি।
কবে দেখিব নয়ন ভরি॥

ডিঙ্গা নামাইয়া জলে রাজা চন্দ্রধর।
কৌতুকে ডিঙ্গার নাম থুইল মধুকর॥

মাটি ভরাভরি সব করিল সুসার।
হাট ঘাট বসাইল সহর বাজার॥
আগা নায়ে পঞ্চ ঘর করিল নির্ম্মাণ।
শিব লিঙ্গ পুজিবারে চণ্ডীকার স্থান॥
চণ্ডীপাঠ করিবারে পুরোহিত মিলি।
নিত্য পূজা যজ্ঞ হুম দিয়া ছাগ বলি॥
পুষ্করিণী নির্ম্মাইল পরিপাটী করি।
বার মাস খাইবারে মিষ্ট জল ভরি॥
শালুক কেশর সিংরা লাগাইল জলে।
জিয়াইল নানা মৎস্য রোহিত কাতলে॥
তার শেষে লাগাইল নায়েত বাগান।
চৈ মরিচ জৈন লাগায় মিঠা পাণ॥
আদা হরিদ্রা লাগায় বাগুণ বারমাসি।
উল আলু মানকচু উদিসা উরসী॥
নানা রঙ্গে পুষ্প লাগাইল ঠাঁই ঠাঁই।
জাতি যুথী ধাতকী কেতকী অন্ত নাই॥
তুলসী লাগায় বেদী করিয়া নির্ম্মাণ।
যার জল পরশনে নিত্য গঙ্গাস্নান॥
শঙ্কর পূজিতে চান্দ লাগায় ধুস্তুর।
গন্ধ পুষ্প আর যত রোপিল প্রচুর॥
চান্দ বলে শুন ভাই গোবিন্দ ভাণ্ডারী।
* চৌদ্দ লক্ষ টাকা যে নায়ের মূল্য করি॥
আর চৌদ্দ লক্ষের বেসাতি লহ নাও।
নৌকা লয়্যা ভাগী সাজি স্থানে স্থানে যাও।

চান্দ বলে শুন ওহে ছুলাই কাঁড়ারী।
যুক্তি দেহ কোন বস্তু লৈমু ভরাভরি॥
ছুলাই কাঁড়ারা বলে শুন সদাগর।
শুঁড়ী মৎস্য ভরাভরি লইবা বিস্তর॥
তব পিতা কোটীশ্বর করিতে পাটন।
রাক্ষস ভাঁড়িয়া আনে বহুমূল্য ধন॥
পুরাণ নালিতা পাতা ভরিয়া লইবা।
ধামায় মাপিয়া সোণা বদলে পাইবা॥
মৎস্য তৈল বিস্তর লইবা ভরাভরি।
গাড়র ছাগল যত লহ যত্ন করি॥
ছালা ভুটি খেস্ খুঞা চটধুকুড়া।
গুয়া নারিকেল লহ আদা কুমুড়া॥
কলায় মসুর মাষ তিল ধান্য যব।
তৈল ঘৃত ভরাভরি লইবা ইসব॥
সানক পিয়ালা তবে লহ পাকহাঁড়ি।
কাঠের তাগাড়ী লহ বড় বড় চাড়ি॥
লইবা চৈ মরিচ গুয়া পান চূণ।
বাখর ভরিয়া লহ পিয়াজ রশুন॥
আদা হরিদ্রা লহ আর লঙ্ক জিরা।
ছালা ভরি শন কুঁচ লহ যত পার॥
পোস্ত ভাঙ্গ বিস্তর লইবা ভরাভরি।
নৈতে না করিবা কম শুষ্ক সুপারী॥
এতগুলি সদাগর হাসে হরষিতে।
আজ্ঞা দিল ডিঙ্গা সবে ভরাভরিতে॥

যত সব ভাগী সাজি গিয়া নানা দেশে।
বেসাতি কিনিয়া ভরা ভরিল বিশেষে॥
যাত্রা মুখে ডিঙ্গা সব নাও ঘাটে থুয়্যা।
ঢাক ঢোল বাজায় কটকে সাড়া দিয়া॥
পাঠায়্যা তেড়া নফর দিল সদাগর।
সাড়া দিয়া আনে ঠাট কটক সত্বর॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় বন্দি পদ্মাবতী।
এক নারায়ণ সত্য মিথ্যা যত ইতি॥

লাচাড়ি।

জানাইল তেড়া নফর।
চম্পকের যত ঠাট, শীঘ্র চল নাওঘাট,
সফরে যাইব সদাগর॥
আগবাড়িয়া শঙ্কর, নায়ে উঠহ সত্বর,
বীরভদ্র বিক্রম কেশরী।
বীরসিংহ নরসিংহ, সুযোদ্ধা প্রতাপ সিংহ
সকলে চলহ শীঘ্র করি॥
চান্দর ভাইর বেটা, সূর্য্য সেন কর ঘটা,
পূর্ণচন্দ্র জয় বিজয়।
প্রভাকর পুরন্দর, সদানন্দ বীরবর,
হনুমন্ত ভীম মহাশয়॥
নানা দেশী পাইক যত, তারেবা কহিব কত,
চলহ তেলেঙ্গা খোরাসানী।

উড়িয়া উৎকলবাসী, মগধ কলিঙ্গ দেশী,
কালঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাহিনী।
সফরিয়া গুজ রাতী, ম্লেচ্ছ খন্বার জাতি,
দরিয়ান দিল্লী নিবাসী।
যতেক সুরঙ্গ দ্বার, সফরিয়া সরদার,
সত্বরে চলহ সিন্ধুদেশী॥
কালঙ্গীয়া যত সৈকা, মাঝি মৃদা কুড়ি পাইকা,
গোপাল মির বর আগুয়ান।
ভুঁইপাইক সঙ্গে লয়্যা, আর যত মণ্ডলিয়া,
ঝাট চল চান্দর যোগান॥
সারি সারি পাইক নড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
ছত্র আড়ানি শোভে নানা।
পাইকের ঢাল ঠঞর, দেখিতে সে মনোহর,
লক্ষে লক্ষে উড়ে পড়ে বানা॥
হস্তী ঘোড়ায় চড়ি, বীর সবে দড়বড়ি,
দোলায় চড়িয়া কেহ যায়।
তীরন্দাজ গুলন্দাজ, ঢালী ধানুকী সাজ,
চান্দর আগে মাথা নোয়ায়॥
কটক মহলা করি, হরষিত অধিকারী,
পান ফুল দিল জনে জনে।
আজ্ঞা দিল সদাগর, নৌকায় উঠ সত্বর,
বলে দ্বিজ বংশীবদনে॥

দিশা—জয় আনন্দ গোপাল গোবিন্দ রাম।

কটক মহলা করি রাজা চন্দ্রধরে।
হস্তী ঘোড়া পাইক সব অর্দ্ধ অর্দ্ধ করে॥
এক ভাগ থুইলেক রাজ্যের রক্ষক।
নায়েত তুলিয়া লৈল অর্দ্ধেক কটক॥
ভ্রাতৃপুত্র রাখিলেক রাজ্য অধিকারে।
পণ্ডিত সকল বসে লগ্ন করিবারে॥
দৈবজ্ঞ যশাই সুপণ্ডিত শুভঙ্কর।
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী আচার্য্য বিস্তর॥
জ্যোতিষ বিচারি শুভ লগ্ন স্থির করি।
কহিল চান্দর ঠাঁই শুন অধিকারী॥
এই লগ্নে যাত্রা করি বাণিজ্যেতে গেলে।
হিরা মণি মাণিক্য সে আপনিই মিলে॥
অনেকই লভ্য হয় এ লগ্নের গুণে।
দেহগত কষ্ট মাত্র পায় অকারণে॥
দোষে গুণে এই লগ্ন কৈলু তব ঠাঁই।
মাস পক্ষ বিলম্বেত আর লগ্ন নাই॥
চান্দ বলে শরীরের দুঃখ তুচ্ছ করি।
বিনা দুঃখে ধন কভু অর্জ্জিতে না পারি॥
ধন থাকে যার ভবে সেইত প্রধান।
অকুলীন কুলীন যে হয় ধনবান॥
অধিক বংশজ হয় অধিক কুলীন।
নির্দ্ধন হইলে হয় সবা হৈতে হীন॥

এতেকে পুরুষে ধন অর্জ্জিব যতনে ।
সংসারের সুখভোগ ধনের কারণে ॥
এই লগ্নে যাইব বিলম্বে নাহি কাজ ।
দগড়েত কাটী দিয়া শীঘ্র কর সাজ ॥
মাঝি মুদ্দা দাঁড়ি কাঁড়ারী কুড়ি পাইকা ।
নায়েত তুলিয়া লহ বড় বড় সৈকা ॥
সূত্রধার কর্ম্মকার যত কারিকর ।
ভাগে ভাগে তুল নিয়া ডিঙ্গার উপর ॥
চান্দ বলে শুন তেড়া আমার বচন ।
সনকারে কহ গিয়া করিতে রন্ধন ॥
বাণিজ্যে যাইব আমি দূর দেশান্তরে ।
জ্ঞাতিবর্গ লইয়া ভোজন করি ঘরে ॥
তেড়া আসি জানাইল চান্দর বচনে ।
বিলম্ব না কর যাও চলহ রন্ধনে ॥
ভোজন করিয়া সাধু যাব দূরদেশে ।
জ্ঞাতিবর্গে খায়্যা যেন তোমারে প্রশংসে ॥
এতেক শুনি সোনাই সানন্দিত মন ।
স্নান করি চলি গেল করিতে রন্ধন ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার ।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর ॥

লাচাড়ি—কামদ রাগ।

চান্দর আদেশ জানি, চলিল সোনাই রাণী,
করিবারে রন্ধন সত্বর।
যাব অতি দূর দেশে, কত দিনে ফিরি আসে,
না জানি ঘরেত সদাগর।
ঘাঁট ঘিলা দিয়া স্নান, করি বস্ত্র পরিধান,
রাঁধিবারে যায় সুবদনী
বণিক্য ছকুড়ি ঘর, জ্ঞাতি গোত্র সহোদর,
ভোজন করিব হেন জানি ৷৷
কালী কাজলী বালী, তেড়ার ভগ্নী মেথলী,
দুর্ব্বলী যে লেজার ভগিনী
পঞ্চ জন দাসী ধায়, কেহ সজ্জ যেগায়,
কেহ হস্তে চালায় বিচনী ৷৷
কেহ মৎস্য মাংস কাটে, কেহ বা হরিদ্রা বাটে,
কেহ ব্যঞ্জনের সজ্জ করে।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করি, কেহ রাখে সারি সারি,
গুড় চিনি নানা উপহারে ৷৷
এক মুখে দেয় জাল, নব মুখে জলে ভাল,
বসাইল নগোটা পাতিলী।
নব ব্যঞ্জনের তরে, বসাইলা একেবারে,
সম্ভারিল তৈল ঘৃত ঢালি।
প্রথমে নালিতা শাকে, রান্ধিলেক তৈল পাকে,
কচুশাকে নারিকেল কাটি।

সাঞ্চা শাক ঘৃতে ভাজে, আদা দিয়া তার মাজে,
মাটা শাকে জিরা লঙ্গ বাটি ॥
পালই শাক বসায়্যা, ভাজে তারে ঘৃত দিয়া,
পরে দিল মরিচ লবণ।
নাড়িতে বিজ্জল ছুটে, খর জ্বালে ধুঁয়া উঠে,
ঘামে সোনার বিরস বদন ॥
ঘৃতে ভাজে নিমপাত, উদিসা উরসী তাত,
বেতআগে খউরের ছই।
বাগুণ তরই ঝিঙ্গা, ভাজে দুগ্ধ রাজডাঙ্গা,
কাঁচা কলা ভাজে দুধকঁই।
লাউ কুমড়া চাকি হরিদ্রা পিঠালী মাখি,
বসবাস জিরা লঙ্গ বাটি।
কাঁঠালের বীজগুলি, ভাজিলেক ঘৃতে তুলি,
শিম্ব উড়সী দালবটী ॥
একে একে নিরামিষ, রান্ধিল ব্যঞ্জন ত্রিশ,
শুক্ত রান্ধে আর ডালি নানা।
অম্ল রান্ধে পাকা কলা, আদা লেম্বু পৈরামূলা,
দ্বিজ বংশীদাসের রচনা ॥

দিশা—কেনরে রন্ধনে আইল বড়াই।
নীপ তরুমূলে দেখিয়া কানাই

নিরামিষ রান্ধে সব ঘৃতে সম্ভারিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল পাক দিয়া॥
বড় বড় কই মৎস্য ঘন ঘন আঞ্জি।
জিরা লঙ্গ মাখিয়া তুলিল তৈলে ভাজি॥
কাতলের কোল ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের কোল ভাজে বসবাস মাখি॥
ইলিশ তলিত করে বাচা ও ভাঙ্গনা।
শউলের খণ্ড ভাজে আর শউল পোনা॥
বড় বড় ইচাঁ মৎস্য করিল তলিত।
রিঠা পুঠা ভাজিলেক তৈলের সহিত॥
বেত আগ পলিয়া চুঁচুরা মৎস্য দিয়া।
শুকত ব্যঞ্জন রান্ধে আদা বাটিয়া॥
পাবুতা মৎস্য দিয়া রান্ধে নালিতার ঝোল।
পুরাণ কুমড়া দিয়া রোহিতের কোল॥
কিঞ্চিৎ নালিতা পত্র তার মধ্যে আদা।
লাউ দিয়া ঘণ্ট রান্ধে রোহিতের গাদা॥
বাগুণ দ্বিখণ্ড করি তাত লাউ যোগ।
মাগুর মৎস্য সহ রান্ধে কোঙর ভোগ॥

নবীন কুমড়া দিয়া কই মৎস্য সনে।
পিপুল বাটিয়া ঝোল রান্ধিল বন্ধানে॥
লাফা বাগুণ দীর্ঘে করি চারি খণ্ড।
চৈ বাটিয়া রান্ধে রোহিতের অণ্ড॥
মাষ দাল দিয়া রান্ধে রোহিতের মাথা।
হিঙ্গের সম্ভারে তাতে দিল তেজপাতা।
জিরা লঙ্গ বাটি দিল মরিচের রসে।
ভুবন মোহিত কৈল ব্যঞ্জনের বাসে॥
আদা জামিরের রসে কই মৎস্য ভাল।
অম্ল ব্যঞ্জন রান্ধে থৈকর মিশাল॥
পোনা মৎস্য দিয়া রান্ধে করঞ্জ অম্বল।
তিল চালিতা রান্ধে সুখাদ্য কেবল॥
পাকা তেঁতুলে রান্ধে রোহিতের পেটি।
বদরির অম্ল রান্ধে শোল মৎস্য কাটি॥
সকল ব্যঞ্জন রান্ধে আপনার মনে।
বদরির অম্ল রান্ধে ঠেকাইল কেণে॥
হেটে তার ব্যঞ্জন উপরে ভাসে ফেণা।
নাড়িতে নাড়িতে নড়ে দুকাণের সোনা॥
পাকা মৌআলু দিয়া ঘৃত পাক করি।
তাতে কৈল দধিখণ্ড চিনিয়ে সম্ভারি॥
দারচিনি বাটি দিল আর তেজ ছাল।
পিঠালী বাটিয়া তাত মরিচ মিশাল॥
আদা জামিরের রস সৈন্ধব লবণে।
রান্ধিলেক মনোহর নাম ব্যঞ্জনে॥

প্রবন্ধে রান্ধে ব্যঞ্জন নাম মনোহর ।
খাইতে সুস্বাদ অতি দেখিতে সুন্দর ॥
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধি করি অবশেষ ।
মাংসের ব্যঞ্জন তবে রান্ধয়ে বিশেষ ॥
কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া ।
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেত ছাকিয়া ॥
কৈতরের বাচ্ছা ভাজে কাউঠার হাতা ।
ভাজিছে খাসীর তৈল দিয়া তেজপাতা ॥
ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত ।
মৃগ মাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত ॥
রান্ধিছে পাঠার মাংস দিয়া খর ঝাল ।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল ॥
কত মত ব্যঞ্জন সে নাহি লেখা জোখা ।
পরমান্ন পিষ্টক যে রান্ধিছে সনকা ॥
ঘৃত পোয়া চন্দ্রকাইট আর দুগ্ধ পুলি ।
আইল বড়া ভাজিলেক ঘৃতেত মিশালি ॥
জাতিপুলি ক্ষীরপুলি চিতলোটিআর ।
মনোহরা রান্ধিলেক অনেক প্রকার ॥
অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধি করিল প্রচুর ।
ফলারের দ্রব্য কৈল মুগের অঙ্কুর ॥
আদা চাকি চাকি আর ভুনা কলাই ।
ঘৃতেত ছভাজা চিড়া শর্করা মিশাই ॥
সুগন্ধি শালির চিড়া গন্ধে আমোদিত ।
খণ্ড খণ্ড নারিকেল তাহাতে মিশ্রিত ॥

উত্তম ক্ষীরসা দিয়া গঙ্গাজলী লাড়ু।
ইক্ষু রস রাখিলেক ভরি লোটা গাড়ু॥
এই মত ভক্ষ্য দ্রব্য করিল বিস্তর।
তেড়া আসি জানাইল চান্দর গোচর॥
হইলেক রন্ধন বিলম্ব নাহি আর।
স্নান করিবারে সাধু হৈল আগুসার॥
স্নান করি শিরে শিক্ষা বন্ধন করিল।
নাম গোত্র উচ্চারিয়া সূর্য্য অর্ঘ্য দিল॥
করযোড়ে শ্রীসূর্য্যের স্তব পাঠ করি।
ধ্যানে মগ্ন হৈয়া চান্দ পূজে হরগৌরী॥
যত সব দেবগণে পূজে একে একে।
হেনকালে পদ্মা আইল চান্দর সম্মুখে॥
পদ্মারে দেখিয়া চান্দ আড় চক্ষে চায়।
বাম হাতে আনিয়া সে হেঁতাল কাছায়॥
ভাব বুঝি পদ্মাবতী যায় পৃষ্ঠ দিয়া।
ঘরে চল সদাগর জ্ঞাতিবর্গ লয়্যা॥
ধুতি বস্ত্র জ্ঞাতি জনে দিলেক সমাস্তে।
থাল গাড়ু পীড়ি দিল ভোজন করিতে॥
ফলার করিল সবে পরম সন্তোষে।
ভোজন করিল পুনঃ নানা দ্রব্য রসে॥
অন্ন ব্যঞ্জন খায় পিঠা পরমান।
দধি দুগ্ধ খাইলেক মধুর সমান॥
আচমন করি খায় তাম্বুল কর্পূর।
ব্যবহার দিলেক পাটাম্বরের যোড়॥

রক্ত কম্বল দিল আর লোটা গাড়ু ।
জনে জনে সোণা দিল হৈয়া কল্পতরু ॥
বিদায় হইলা তবে সব জ্ঞাতিলোকে ।
সনকারে লয়্যা চান্দ বসিল কৌতুকে ॥
পুত্র নাহি ঘরে মোর তুমি যাও দূরে ।
এতবলি সনকার চক্ষে জল ঝুরে ॥
হাতে ধরি চন্দ্রধর বসাইল কোলে ।
কপালে চুম্বন করি তোষে প্রিয় বোলে ॥
শয্যায় বসিল দোঁহে হাস্য পরিহাসে ।
নেতা পদ্মা যুক্তি করে এই অবকাশে ॥
বলিলা নেতার ঠাঁই জয় বিষহরী ।
দেবের নিন্দিত হৈলু মনুষ্যত হারি ॥
বাগান কাটিয়া হরিলাম মহাজ্ঞান ।
ধন্বন্তরি বধি লৈলু ছপুত্রের প্রাণ ॥
তথাপিও চন্দ্রধরে আমাকে না পূজে ।
দেবের সভায় আমি বসি কোন্ লাজে ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী মোর বাক্য ধর ।
দেব চক্র কি বুঝিব মনুষ্য বর্ব্বর ॥
ইন্দ্র ঠাঁই আপান চলহ বিষহরী ।
অনিরুদ্ধ উষাকে আনহ ভিক্ষা করি ॥
থাকিয়া বার বৎসর তারা পৃথিবীত ।
বাদ সাধিয়া দিব চান্দর সহিত ॥
এই শুনি সত্বরে চলিল শিব সুতা ।
ইন্দ্রের ভুবনে লয়্যা সঙ্গে পাত্র নেতা ॥

দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

অভিশাপ।

নেতা সঙ্গে যুক্তি করি, চলে জয় বিষহরী,
ইন্দ্রের ভুবনে সুরপুরে
সাদগর চান্দ সনে, সাধিবার মনে,
অনিরুদ্ধ উষা আনিবারে
হংসের বিমানে গতি, মিলিলা অমরাবতী,
দেবের ভবন সুখধাম।
চলিলা নন্দনবনে, কার্য্য সিদ্ধির কারণে
কল্পবৃক্ষে করিলা প্রণাম ॥
ইন্দ্রের নন্দন বন, নানারূপ বৃক্ষগণ,
হরিচন্দন কল্পতরু।
মন্দারক পারিজাত, গন্ধালা সুবৃক্ষ তাত,
কদম্ব নানান্ দেবদারু ॥
কল্প বৃক্ষ তরুমূলে, করযোড়ে পদ্মা বলে,
তুমি বৃক্ষ দেব অধিষ্ঠান।
তোমারে করি প্রণাম, সিদ্ধ হইতে মনকাম,
বাদ সাধি দেহ হে সন্মান ॥

সুরভি দেখিয়া তথা, হরষিত নাগ মাতা,
প্রদক্ষিণ করি কৈল নতি;
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, কার্য্য সিদ্ধির কারণে,
সত্বরে চলিলা পদ্মাবতী ।।

দিশা—দেখরে চান্দের হাট কদম্বের তলে।
অখিল ভুবনপতি রাখালের দলে ॥

সত্বরে আসিয়া পদ্মা ইন্দ্র বিদ্যমান।
দেখিল ইন্দ্রের সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
দীর্ঘেত বিস্তার সভা শতেক যোজন;
সত্তরী যোজন পাশে অতি বিলক্ষণ ॥
আপনি নির্ম্মিছে ইন্দ্রে সূর্য্যসম জ্বলে।
পঞ্চ যোজন উচ্চ গগণ মণ্ডলে ॥
অমৃতের সরোবর দিব্য জলাশয়।
হংস সারস চরে পদ্ম গন্ধময় ।।
স্থির ছায়া বৃক্ষ চারু যত দেবদারু।
হরিচন্দন পারিজাত কল্পতরু ।।
রোগ শোক ভয় নাহি মনের বাঞ্ছিত।
ইচ্ছা মাত্র আসিয়া আপনি উপস্থিত ।।

স্থানে স্থানে গৃহ সব সোণার আরম্ভ।
মরক্ত পাথরে বেদী স্ফটিকের স্তম্ভ॥
রত্ন সিংহাসন তথা শোভে স্থানে স্থানে
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিয়াছে পরম যতনে॥
গন্ধে আমোদিত করে যত পুষ্প বন।
মধ্যে মধ্যে বিরাজিত রত্ন সিংহাসন॥
তাতে বসে পুরন্দর সহিত ইন্দ্রাণী।
মেঘের সহিত যেন শোভে সৌদামিনী।
দুই পাশে লয়্যা বসে যার যে আসন।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি আর দেবগণ॥
বৃহস্পতি শুক্র দুয়ে তথা বসে নিত্য।
একাদশ রুদ্র আর দ্বাদশ আদিত্য॥
এই মত দেবসভা সব সমুদিত।
হেনকালে পদ্মাবতী আসি উপস্থিত॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় রচিয়া পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ি।

পদ্মা দেখি আচম্বিত, দেবসভা চমকিত,
সবে উঠি করিল সম্ভাষা।
দেবঋষি চমৎকার, না জানি কি হয় কার,
কোন হেতু আসিল মনসা॥
যাহার বিষের জ্বালে, আপনি শঙ্কর ঢলে,
হেলায় চণ্ডিকা অচেতন।
হেন বিষহরী এথা, বড়ই বিষম কথা,
আসিয়াছে কেমন কারণ॥
বুঝন না যায় বোল, ইন্দ্রপুরে গণ্ডগোল,
চমকিত যত বিদ্যাধরী।
সবে বলে শিব শিব, আজিনি কুশলে জীব,
কারে কিবা করে বিষহরী॥
পদ্মা দেখি পুরন্দরে, অনেক বিনয় করে,
সম্ভাষিল সচির সংহতি।
রত্ন সিংহাসন আনি, দিলেক ভৃঙ্গারে পানী,
হরষে বসিল পদ্মাবতী॥
ইন্দ্র বলে শিবসুতা, কেমন কারণ এথা,
আসিয়াছ আমার সভাত।
বড় তুষ্ট হৈলু মনে, দেখা হৈল কতদিনে,
কার্য্য কথা কি শুনি কহত॥

মনসা বলেন মামা, আমি কি কহিব তোমা,
বিয়া করি ছাড়ি গেল মুনি।
আমি থাকি একেশ্বরী, মনুষ্যেত বাদ হারি,
আইলু তোমা কহিতে কাহিনী॥
চম্পক নগরে ঘর, বসে রাজা চন্দ্রধর,
নিত্য মোরে করে অপমান।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে, আসিলু তোমার পাশে,
দিতে বাদ সাধিয়া সম্মান॥

দিশা—বংশীবদনের বদনে।
বাঁশী জানে রাধা নাম কেমনে॥

পদ্মা বলে মোর বাক্য শুনহ মাতুল।
বিবাদ বাড়ায়্যা আমি হৈয়াছি ব্যাকুল॥
তুমি রাজা দেবের আইলু তোমা আগে।
দেবতার যত দুঃখ তোমাতেই লাগে॥
মনুষ্য বাণিয়া বেটা চান্দ সদাগর।
তিন পুরুষের মোর বাপের নফর॥
কাঁকালি ভাঙ্গিল মোর হেঁতালের বাড়ে।
ধামনা পাগলী বলি নিত্য গালি পাড়ে॥
সর্ব্বদেব পূজা করে না পূজে আমারে।
একারণে লোকে আমা না পূজে সংসারে।
এতেকে তোমাতে আইলু শুনহ কাহিনী।
আপনি দেওহে মোরে করি পূজ্যমানী॥

উষা অনিরুদ্ধ বিদ্যাধরী বিদ্যাধর।
সত্য করি দেহ মোরে দ্বাদশ বৎসর॥
পুত্র পুত্রবধূ রূপে থাকি পৃথিবীত।
বাদ সাধিয়া দিব চান্দর সহিত॥
ইন্দ্র বলে উষার নাহিক পাপলেশ।
পুণ্যফলে স্বর্গসুখ ভোগয়ে বিশেষ॥
কোন্ অপরাধে তারে দিমু পৃথিবীত।
মনুষ্য শরীরে জন্ম বড়ই কুৎসিত॥
পদ্মা বলে নৃত্য করুক উষা সুন্দরী।
কপট করিয়া আমি তাল ভঙ্গ করি॥
তাল ভঙ্গ হেতু শাপ দেহ পুরন্দর।
মনুষ্য হৈয়া জন্মুক দ্বাদশ বৎসর॥
এতশুনি ইন্দ্র তবে চাহে সচি ভিত।
সচি সতী বলে দেব সভার বিদিত॥
আসিয়াছে পদ্মাবতী তোমার গোচর।
পদ্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট হইব শঙ্কর॥
এতশুনি ইন্দ্র তবে কৈলা অঙ্গিকার।
সব বিদ্যাধরী আনে নৃত্য দেখিবার॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ি—ধানসী।

গৌরব কাজে, আজ্ঞা দিল দেবরাজে,
নাচিতে সকল বিদ্যাধরী।

চরে আসি জানাইল, অনিরুদ্ধ উষা চল,
নৃত্য দেখিব বিষহরী।।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা, আসিয়াছে শিবসুতা,
ব্রহ্মায়ে স্তবন করে যারে।
সুবেশ কর সকলে, চল চল নৃত্যশালে,
আদেশ করিল পুরন্দরে।।
বিলম্ব না কর রৈয়া, তাল যন্ত্র হাতে লৈয়া,
আগে চল উষা সুন্দরী।
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা, রেবতী কাঞ্চন মালা,
বিমলা কমলা বিদ্যাধরী।।
উর্ব্বসী মেনকা রম্ভা, গন্ধকালী শশীপ্রভা,
প্রেমলোভা বিদ্যাধরী তারা।
মোহিনী রোহিণী রমা, রত্নাবতী তিলোত্তমা,
ঝাট চল সুরভি অপ্সরা।।
বপুনামে বিদ্যাধরী, চলহ সুবেশ করি,
সর্ব্বজয়া বিজয়া কল্যাণী।
শীঘ্র চল সত্যবতী, মীনগন্ধা মালতী,
যোজনগন্ধা সুবদনী।।
শুনি বার্ত্তা আচম্বিত, উষা হৈল চমকিত,
অনিরুদ্ধ চিন্তে মনে মনে।
আজি যদি নৃত্য করি, আসিয়াছে বিষহরী,
না জানি কি হয় আজি দিনে।।
চিত্ররেখা আদি করি, যত সবে বিদ্যাধরী,
মিলে আসি পাকয়াজ সনে।

দ্বিজ বংশীদাসে বলে, যাত্রা করি উষা চলে,
বিষাদ ভাবিয়া মনে মনে ॥

দিশা—নাচে সুন্দর কৃষ্ণ রাসের মণ্ডলে ।
ভুবনের পতি হরি গোপিনী মেলে ॥

চিত্ররেখা নামেতে উষার প্রিয় সখী ।
তারে সম্বোধিয়া বলে উষা চন্দ্রমুখী ॥
আজি আমি দেখিয়াছি কুস্বপ্ন প্রভাতে ।
বড়ই বিষম দেখি নৃত্যের সভাতে ॥
আজি অনিরুদ্ধের যে দেখি অমঙ্গল ।
চমকিয়া উঠে প্রাণ হৃদয় দুর্ব্বল ॥
চিত্ররেখা বলে উষা না ভাব বিস্ময় ।
যে দিন যা হইবার হইব নিশ্চয় ॥
বৃথা চিন্তা না করিও স্থির কর মতি ।
অনুচিত বিলম্ব আসিছে পদ্মাবতী ॥
সাত পাঁচ ভাবি উষা হৈল আগুসার ।
লড়ালড়ি বিদ্যাধরি দিল পাটয়ার ॥
আগে উষা চলে পাছে সকল নর্ত্তকী ।
তাল যন্ত্রগুলি সবে করে ঝিকিমিকি ॥
চলিতে নুপূরে করে মৃদু রুণিঝুণি ।
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা বাজে কটিতে কিঙ্কিনী ॥
ঝাঝর ঘুঘুরা যে মন্দিরা করতালে ।
বাজায়্যা মিলিল আসি সবে নৃত্যশালে ॥

জনে জনে সাজ করি অস্তপাট দিয়া।
মিলিল ইন্দ্র সভায় সমুদিত হৈয়া॥
বিশ্বাবসু বসি দিল চাপড় মৃদঙ্গে।
চিত্রসেন চিত্ররেখা গায় বায় রঙ্গে॥
পাকয়াজ রবাব কেহ বাজায় বিশেষে।
প্রথমে উর্ব্বসী আসি নৃত্যেত প্রবেশে॥
অঙ্গ ভঙ্গ করি নৃত্য করয়ে সুন্দরী।
সম্মুখে বিমুখে ফিরি তালে ভর করি॥
উর্ব্বসীর নৃত্য দেখি হাসে দেবসভা।
উর্ব্বসীর অবশেষে আশু হৈল রম্ভা॥
তালে ঘাতে ভঙ্গি করি নাচে ফিরি ফিরি।
মোহিল সকল সভা তার নৃত্য হেরি॥
রম্ভার নাচনে হাসে যত দেবগণ।
হেনকালে মেনকার নৃত্যে আগমন॥
কৃষ্ণ চামর হাতে সুবর্ণ পুত্তলী।
ঘন পাকে ফিরে যেন চটকে বিজলী॥
শূন্যে ভঞ্জরি লয় তালে করি ভর।
মেনকার নৃত্য দেখি তুষ্ট পুরন্দর॥
দেখিছে কৌতুকে সবে মেনকার নৃত্য।
সেই কালে গন্ধকালী আসি উপস্থিত॥
সভা মোহিত করে শরীরের গন্ধে।
বদনে ঈষদ হাসি নাচে নানা ছন্দে।
কঞ্চুলী ঢাকিছে কুচ কুঙ্কুমে লেপিয়া।
গন্ধকালী নাচে যেন পেখম ধরিয়া॥

সুরমুনি সকলে মোহিল গন্ধকালী॥
শশীপ্রভা বাহির হইল পট তুলি।
চন্দ্র উদয়ে যেন হইল প্রকাশ।
শশীপ্রভার নৃত্যে দেবের উল্লাস॥
সূতার উপরে হাটে বায়ুভরে উড়ি।
সুরমুনি সকলে মোহিল নৃত্য করি॥
অধরে মধুর হাসি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা।
শশীপ্রভার পরে আইল তিলোত্তমা॥
মাথায়ে লম্বিত বেণী সহাস্য বদনে।
নৃত্য করে তিলোত্তমা মোহি দেবগণে॥
তার শেষে মন্দগতি তালে ভর করি।
আইল যোজনগন্ধা নাম বিদ্যাধরী॥
গায়ের সুগন্ধ যায় যোজনের পথ।
কঞ্চুলী বেষ্টিত অঙ্গ ঘুজ্ঘুট সতত॥
গঙ্গাজলী চাদরে শরীর আচ্ছাদিয়া।
কৌতুকে করয়ে নৃত্য তালে ভর দিয়া॥
গমন মন্থর অতি মদন আলসে।
মোহিত করিল সভা নৃত্য গীত রসে॥
তার শেষে নৃত্য করে বপু বিদ্যাধরী।
প্রেমলোভা নাচে আর সুবেশা সুন্দরী॥
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাচে দুই সখী।
রত্নমালা নাচে যেন সুখঞ্জন পাখী॥
রোহিণী মোহিনী সত্যবতী মনোরমা।
সর্ব্বজয়া সত্যভামা নাচিছে সুরমা॥

রেখবতী কাঞ্চনমালা নাচে মনোহর ।
কঞ্চুলী বেষ্টিত দোলে পীন পয়োধর ॥
এইমতে যতেক প্রধান বিদ্যাধরী ।
একে একে নৃত্য করে দেখে বিষহরী ॥
হাসি পদ্মাবতী বলে মহেন্দ্রের ঠাঁই ।
এক্ষণে উষার নৃত্য দেখিবারে চাই ॥
সবা মধ্যে উষা ভাল নাচে হেন শুনি ।
নাচিতে উষারে আজ্ঞা কর সুরমুনি ॥
এত শুনি পুরন্দর বলিল হাসিয়া ।
এইক্ষণে উষা নৃত্য করুক আসিয়া ॥
চিত্ররেখা বলে উষা বিলম্বে কি কাজ ।
নাচিতে হইব যাও শীঘ্র কর সাজ ॥
নাচিতে উষার আজি চিত্তে নাহি লয় ।
বিধাতা লিখিছে দুঃখ ফলিব নিশ্চয় ॥
সাত পাঁচ ভাবি উষা হৈল আগুসার ।
পেটেরা খুলিয়া পরে নানা অলঙ্কার ॥
অষ্টম্পট সখীগণে ধরে চারিভিতে ।
সোণার প্রতিমা যেন সাজে নানা মতে ॥
সুবেশ করিয়া খোপা বান্ধিলেক ভাল ।
সুমেরু উপরে যেন কাল মেঘ জাল ॥
তাহার উপরে দিল পারিজাত মালা ।
নবীন মেঘেতে যেন শোভে চন্দ্রকলা ॥
মধ্যে মধ্যে দিল পুষ্প চাঁপা নাকেশ্বর ।
মধুলোভে উড়ে পড়ে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ *

কাম সিন্দুরের বিন্দু কপালে সুন্দর।
তদুপরি শিখিপাটী শোভে মনোহর॥
মণিময় কর্ণফুল শোভে কর্ণমূলে।
তদুপরে চক্রাবলী ঝলকে উজ্জলে॥
নাসিকা অগ্রেতে চারু গজমুক্তা দোলে।
কুঙ্কুমে লেপিয়া স্তন ঢাকিল কঞ্চুলে॥
গলে পরে গ্রিবাপত্র মুকুতার মালা।
মণি মরকতে গাঁথা মধ্যে স্বর্ণহালা॥
হাতে পরে বাজুবন্ধ মুখতল বেড়া।
তাড় বাহুটী আর সুবর্ণের চূড়া॥
অঙ্গদ বলয় পরে কেয়ূর কঙ্কণ।
রতন অঙ্গুরী পরে অতি সুশোভন॥
নেতের চলনার উপরে পাট শাড়ি।
তার উপরে ঘাঘর পরিল কটি বেড়ি॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা আর ঝাঝর কিঙ্কিনী।
নাভির উপরে পরে নীবিবন্ধ খনি॥
চরণ যুগলে পরে নূপুর পঞ্চম।
উঞ্চট পরিল আর নালুয়া উত্তম॥
হাতে পায়ে পরিলেক আলতার বোল।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সৌরভে অতুল॥
বিচিত্র উড়নী দিয়া ঢাকে কলেবর।
তাতে কত চিত্র আছে দেখিতে সুন্দর॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিছিল ইন্দ্রের কারণ।
জলেতে না ভিজে নহে অগ্নিতে দাহন॥

কামিনী ভূষণ বস্ত্র ইন্দ্র মনে জানি।
কৌতুকে সচিরে দিলা পরিতে তখনি ॥
নাচিয়া সচির ঠাঁই পাইলেক উষা।
সেই বস্ত্র পরিয়া করিল বেশ ভূষা ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিয়াছে আপনার হাতে।
ব্রহ্মাণ্ডেত যত আছে লিখিয়াছে তাতে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল লিখিছে ত্রিভুবন।
দেব দৈত্য নাগ পক্ষী পর্ব্বত কানন ॥
দেবের প্রধান দেব লিখিয়াছে তাতে।
হংসবাহন ব্রহ্মা ব্রহ্মাণী সহিতে ॥
চতুর্ভুজ রূপে লিখিয়াছে নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে গরুড় বাহন ॥
বৃষের উপরে হর লিখিয়াছে তথি।
শিরে গঙ্গা উরে দুর্গা গুহ গণপতি ॥
শঙ্করের কোলেত লিখিছে বিষহরী।
চতুর্ভুজা মহামেধা রক্ত বস্ত্র পরি ॥
হেন বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকি আসিয়া সুন্দরী।
সভা মধ্যে দাঁড়াইল অঙ্গ ভঙ্গি করি ॥
একেবারে সবে দৃষ্টি কৈল উষার দিগে।
মোহিত হইল সভা কাম অনুরাগে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥

লাচাড়ি—পঠমঞ্জরী

নৃত্য করে উষা সুন্দরী।
চরণে নূপুর ধ্বনি, তালেত টঙ্কার হানি,
দাঁড়াইল অঙ্গ ভঙ্গি করি॥
উষার মন্দিরা হাতে, অনিরুদ্ধ আঘাতে,
পাখোয়াজ করিয়া টুনটুনী।
তাতা তিতৈ বাজাইয়া, মুখেত তাল বাটিয়া,
মোহিত করিল সুরমুনি॥
খঞ্জন গমনে হাটে, হাতে পায়ে তাল বাঁটে,
উলটে পালটে ঘনপাকে।
আর সব দেবলোকে, রঙ্গ দেখে কৌতুকে,
মনসা রহিছে ছিদ্র তাকে॥
মাথায় জলের ঘটি, দুই হাতে তাল বাঁটি,
নাচে কাঁচা সরার উপরে।
এক পায়ে করি ভর, ফিরিছে যেন ভ্রমর,
মনসা তখন মন হরে॥
অমনি হৈয়া বিমন, তাল হৈল বিস্মরণ,
সরা ভাঙ্গি পড়িল ভুমিত।
দেখি তাল ভঙ্গ কাজ, শাপ দিল দেবরাজ,
ভয়ে উষা পরম চিন্তিত॥
তালে নাহি অবধান, আমা করে কীট জ্ঞান,
অনিরুদ্ধ উষা দুই জনে।

শাপ দিল পুরন্দর, যাহ দ্বাদশ বৎসর,
থাক গিয়া মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
শুনিয়া দারুণ শাপ, সকলের মনস্তাপ,
দেবলোকে করে হাহাকার ।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, দেবগণে ঘরে যায়,
কার্য্য সিদ্ধি হইল পদ্মার ॥

দিশা—আমার কি হইবে বল উপায় ।

অনিরুদ্ধ উষা শাপ পাইল দুজন ।
দেব সবে ঘরে গেল বিরস বদন ॥
শাপ পায়্যা কান্দে উষা সভার ভিতর ।
দেখি শান্তাইল তবে দেব পুরন্দর ॥
না কান্দ না কান্দ উষা শুনহ কৌতুক ।
পদ্মার সহিত যাও না ভাবিও শোক ॥
যথাতে জন্মায় পদ্মা তথাতে জন্মিয়া ।
চান্দর সহিত বাদ আইস সাধিয়া ॥
পদ্মারে পূজিল যদি চান্দ সদাগরে ।
তবে শাপ মোচনে আসিবা স্বর্গপুরে ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা হইল বিদায় ।
হেনকালে নিবেদিল পদ্মারে উষায় ॥

যদি আমি তোমারে দিবাম কার্য্য সাধি।
সত্য কর থাকিবা সহিতে নিরবধি।
যে দিন যে বর চাহি দিবা সেইক্ষণে।
এই সত্য কর পদ্মা দেব বিদ্যমানে॥
পদ্মা বলে সত্য কৈলু অগ্নির গোচরে।
অনিরুদ্ধ জন্ম গিয়া চন্দ্রধর ঘরে॥
উষা গিয়া জন্ম লও উজানী নগর।
দুজনের নাম বিপুলা লক্ষ্মীধর॥
সাহে চান্দে মিলি দোহে করাইব বিয়া।
কালবাগ্নী লক্ষ্মীধরে আনিমু দংশিয়া॥
মড়া লয়্যা যাইবা তুমি দেবের ভুবন।
সকল দেবতা মিলি করিব যতন॥
লক্ষ বলি মানিবা আমারে পূজিবারে।
তবে মড়া জিয়াইয়া দিবাম তোমারে॥
চান্দ যদি পূজে মোরে দিয়া লক্ষ বলি।
ধনে পুত্রে ভরা তার ঘরে দিব তুলি॥
এই যুক্তি স্থির করি চলিল মনসা।
ইন্দ্রপুরী ছাড়িলেক অনিরুদ্ধ-উষা॥
যোগবলে শরীর রাখিয়া গুপ্ত স্থানে।
বাণক্য বংশেত জন্মে মর্ত্ত্য ভুবনে॥
অনিরুদ্ধ জন্ম লৈল সনকা উদরে।
পশিল উষা সুমিত্রা গর্ব্ভের ভিতরে॥
এই সব বিবরণ রাত্রীর ভিতর।
প্রভাতে উঠিয়া যাত্রা করে চন্দ্রধর॥

এখানে চান্দর আগে বলিল সোনাই।
আমার মনের কথা শুনহ গোঁসাই ॥
বাণিজ্যে যাইবা তুমি দূর দেশান্তরে।
আজি হৈতে গর্ভ রৈল আমার উদরে ॥
কি জানি আপনি আইস কতেক দিবসে।
সন্তান হইলে সব পাশরিবা শেষে ॥
আপনিও বিজ্ঞ অতি শাস্ত্র জানিয়া।
একখানি পত্র মোরে দেহ হে লিখিয়া ॥
এত শুনি সনকারে বাখানিয়া চিতে।
পত্র লিখে সদাগর আপনার হাতে ॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ শরদ সময়।
বিজয়া দশমী দিনে গর্ভের সঞ্চয় ॥
এইমতে সনকার রহিল উদর।
শক সন ধরিয়া লিখিল সদাগর ॥
সোণার মাতুলিতে রাখিল সুবদনী।
যাত্রা করিবারে চান্দ বাজে জয় জয়ধ্বনি ॥
ঢাক ঢোল দুন্দভি বাজয়ে ভেরী শিঙ্গা।
সিন্দূর কাজল দিয়া সাজাইল ডিঙ্গা ॥
পূর্ণ কুম্ভ বসাইয়া মঙ্গল জোকারে।
যাত্রা করে চন্দ্রধর বাণিজ্যের তরে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥

বাণিজ্যে যাত্রা

-*-+-*-

লাচাড়ি

চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে।

চম্পক নগর মিলি, কৌতুকেত হুলাহুলি,
জয়ধ্বনি উঠিল গগনে।
বসিয়া কাঞ্চন খাটে, যাত্রা মঙ্গল পঠে,
ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ।
ধান্য দুর্ব্বা হাতে নারী, পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি,
বেদ পঠে সুভাই ব্রাহ্মণ॥
যাত্রা করি অধিকারী, পূজিলেক হর গৌরী,
প্রণাম করিল সাতবার।
সুত মগধ ভাট, সবে করে স্তুতি পাঠ,
নারীগণে দেহন্তি জোকার॥
হৃদয়ে করিয়া স্থিতি, বুঝিল শ্বাসের গতি,
স্বরে বায়ু করিয়া সঞ্চার।
যোগান ধরিল ঠাটে, আসিয়া মিলিল ঘাটে,
বাদ্য ভাণ্ড বাজয়ে অপার॥
সাধু উঠে মধুকরে, নমিল শিবের ঘরে,
ভুলাই পাইল নেতধড়া।

ঢোল দুন্দুভি কাড়া, প্রতি নায়ে পড়ে সাড়া,
বাজে রঙ্গে মৃদঙ্গ দগড়া ॥
গুঞ্জরীতে চলে নায়, চন্দ্রধর রঙ্গে চায়,
রবির কিরণ হৈল ঘোর।
দুলাই বলে বাও বাও, বন্দিয়া ভবানী পাও,
প্রথমে চলিল শঙ্খচূর ॥
ছোটা ঘটা তার পাছে, যাতে ভরা ভরিয়াছে,
হাঁড়ী পাগ ধুকুড়া বিস্তর।
পশ্চাতে কাজল রেখী, দেখিতে যুড়ায় আঁখি
চতুর্থে খুলিল দুর্গাবর ॥
পরে মাণিক্য মেড়ুয়া, যার শোলশ দাঁড়ুয়া,
তার পাছে আগল পাগল।
তৎপরে রাজবল্লভ, যত হংস ভরা সব,
অষ্টমে চলিল হংসখল ॥
নবমে সাগর ফেণা, যে নায়ে কলিঙ্গ সেনা,
পশ্চাতে তার উদয়গিরি।
একাদশে লক্ষ্মীপাশা, যে নায়ে শুভাইর বাসা,
নিত্য যাতে পূজে হর গৌরী ॥
উদয়তারা দ্বাদশে, গঙ্গাপ্রসাদ শেষে,
চতুর্দ্দশে চলে মধুকর।
পঞ্চ পাত্র করি সঙ্গে বসিছেন মনোরঙ্গে,
যে নায়ে আপনি চন্দ্রধর ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা বায়ে যায়, পাইক সবে সারি গায়,
তোলপাড় গুঞ্জরীর বারি।

ডিঙ্গা সবে বায়ে যায়, দুই কূলে প্রজা চায়,
দ্বিজ বংশীদাসের লাচাড়ী ॥

দিশা—রাধা কোলে করি কানাই ভাসে।
কোলে থাকিয়া রাধা খল খল হাসে

হরষেতে চন্দ্রধর যায় ডিঙ্গা বায়্যা।
সঙ্গে যায় পাইক সব রঙ্গে সারি গায়্যা ॥
জয়ঢাক বীরঢাক বাজে জয় জয়ঢোল।
শঙ্খনাদ সিংহনাদ উঠে মহারোল ॥
সিলই হাওই ছুটে আকাশ পরশে।
দেখে রাজা চন্দ্রধরে মনের সন্তোষে ॥
গোপাল মির্ বর চলে ঠাট আগুয়ান।
তার সঙ্গে হাত নাও ব্যাল্লিশ খান ॥
পানী চরি আগে চলে ব্যাল্লিশ নাও।
ঠাট পাছে চন্দ্রধর বলে বাও বাও ॥
নিজ রাজ্য ছাড়াইল হাস্য পরিহাসে।
ছাড়ায় কামারহাটী আঁখির নিমেষে ॥
মধ্যনগর কূল দক্ষিণে থুইয়া।
দুর্জ্জয় প্রতাপগড় ছাড়ায় বাহিয়া ॥
ছাড়ায়্যা গোপালপুর রামনগর।
বাহিয়া আসিয়া পড়ে কালীদ সাগর ॥
ডাইনে গন্ধর্ব্বপুর বামে বীরাঙ্গনা।
কামেশ্বর বায়্যা যায় মন্দারের থানা ॥

পিচলতা বামে রাখি যায় তাড়াতাড়ি।
সম্মুখে নগর দেখে রাম বিষ্ণুপুরী॥
হরষিত হৈয়া পুছে রাজা চন্দ্রধর।
স্বরূপে কহরে ভাই একার নগর॥
প্রজাগণে বলে রাজ্য শ্রীরাম রাজার।
ডাকা চুরি নাহি এথা কোন পাপাচার॥
সাগর সঙ্গম এই গঙ্গা শতমুখী।
শিবের বাঁকে চৌদ্দ ডিঙ্গা রহিলেক ঠেকি
এত দেখি চন্দ্রধর ভাবিয়া বিস্ময়।
সুভাই পণ্ডিত আগে জিজ্ঞাসিয়া কয়॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

লাচাড়ি।

সাগর সঙ্গম দেখি, চন্দ্রধর বলে ডাকি,
শুনহ পণ্ডিত শুভঙ্কর।
ইকোন দেবের স্থান, সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ,
কি কারণ জলের ভিতর॥
শুভাই বলে অধিকারী, শুন স্থবধান করি,
কহিছি পূর্ব্বের ইতিহাস।
এই স্থানে পরাভব, সগরের পুত্র সব,
ব্রহ্মশাপে হইছে বিনাশ॥

সূর্য্যবংশে মহাতেজা, আছিল সগর রাজা,
ষাইট সহস্র পুত্র তার।
অশ্বমেদ যজ্ঞ কাজে, নিয়োজিল মহারাজে,
পুত্রগণে অশ্ব রাখিবার ॥
পাইয়া সুরঙ্গ নাল, গেল ঘোড়া পাতাল,
কপিল মুনির তপোবনে।
সুরঙ্গে দেখিয়া পাঁড়া, কে নিল যজ্ঞের ঘোড়া,
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে ॥
সগরের পুত্র সবে, অশ্বেতে নামিল তবে,
তাতে হৈল সপ্ত সাগর।
নামিয়া পাতাল পুরী, দিল সবে টিটিকারী,
ঘোড়া দেখি মুনির গোচর ॥
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি, ঘোড়া করিয়াছে চুরি,
এই বেটা ভণ্ড তপস্বী।
মুনির জন্মিল তাপ, কোপে দিল ব্রহ্মশাপ,
সবে তারা হৈল ভস্মরাশি ॥
সেই বংশে ভগীরথ জন্মিলেক মহারথ,
শঙ্কর সদয় প্রতি যার।
অনেক প্রবন্ধ করি, আনিলেক সুরেশ্বরী,
পিতৃকুল করিতে উদ্ধার ॥
এই স্থানে অধিকারী, স্নান তর্পণ করি,
শিব গৌরী পূজ গঙ্গাজলে।
কর পিতৃতর্পণ, সাক্ষাৎ নারায়ণ,
তবে চলি যাও কুতূহলে ॥

সুভাইর বচন শুনি, পূজিলেক শূলপাণি,
ভক্তিভাবে ভবানী চরণ।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে, ফলাহার করি শেষে,
ডিঙ্গা খুলি করিল গমন॥

দিশা—ওহে রসিয়া নাগর মুরলী বাজাও।

সাগর সঙ্গমে স্নান করি চন্দ্রধরে।
সূর্য্য অর্ঘ দিয়া পুনঃ আচমন করে॥
গাঁই গোত্র উল্লেখ করিয়া জনে জন।
দেব পিতৃ আদি কৈল সমার তর্পন॥
সুভাই পণ্ডিত তবে কুল পুরোহিত।
পিণ্ডদান দক্ষিণা করিল যথোচিত॥
ফলার করিয়া পুনি হরষিত হৈয়া।
দক্ষিণ পাটন বলি যায় ডিঙ্গা বায়া॥
শতমুখী ছাড়াইল বাত্ত বাও করি।
সম্মুখে গঙ্গার বাঁক দেখে অধিকারী॥
সুবর্ণ পতাকা উড়ে সূর্য্যের সমান।
সুবর্ণ কলসী বহু করিছে নির্ম্মাণ॥
ইহা দেখি চন্দ্রধর বড় কুতূহলে।
গঙ্গা দেবী পূজিলেক নানা গন্ধফুলে॥
ধূপ দীপ নৈবিদ্য সুগন্ধি চন্দন।
নানা উপহারে পূজি করিল গমন॥

তথা হনে ভাটিয়া চলিল সদাগর।
দক্ষিণে দুর্গার স্থান দেখে মনোহর ॥
সুভাই পণ্ডিত বলে শুন অধিকারী।
এই স্থানে মহামায়া ত্রিপুরা সুন্দরী ॥
এতশুনি চন্দ্রধর ডিঙ্গা চাপাইয়া।
পূজিল ভবানী দেবী লক্ষ বলি দিয়া ॥
অগ্নিতে চালিল ঘৃত কলসে কলসে।
ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজায়্যা উল্লাসে ॥
তথা হনে ভাটিয়া চলিল সদাগর।
বাও বাও করি চলে দক্ষিণ সাগর ॥
পুনরপি নেতা বলে পদ্মার গোচর।
ডিঙ্গা লৈয়া যায় দেখ চান্দ সদাগর ॥
যাত্রা করি যাইতে আগে যেই দেবে দেখে।
রহিয়া তাহাকে পূজে প্রতি বাঁকে বাঁকে ॥
তুমিও চলহ বৈন না ভাবিয়া আন।
ভাটি বাঁকে গিয়া পুরী করহ নির্ম্মাণ ॥
তাহার সম্মুখে থুয়্যা যত ঘট বারি।
অধিষ্ঠান হৈয়া তাতে রহ বিষহরী ॥
এমত দেখিয়া যদি পূজে সদাগর।
তুষ্ট হৈয়া দিও তারে ধন পুত্রের বর ॥
সত্বরে চলহ বৈন না ভাবিও লাজ।
এইমতে পূজিলে বিবাদে নাহি কাজ ॥
এতশুনি সত্বরে চলিলা বিষহরী।
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি আনি নির্ম্মাইল পুরী ॥

সুবর্ণের পুজাঘর সুবর্ণের টঙ্গী ॥
লাগায়াছে তাতে মণি রত্ন নানা রঙ্গী॥
হেনকালে ডিঙ্গা বায়্যা যায় অধিকারী।
সুভাই পণ্ডিতের ঠাঁই পুছে আগুসারি ॥
সুতাই পণ্ডিত বলে শুন সত্য কথা।
এই স্থানে জয় পদ্মা আস্তিকের মাতা ॥
দেবতা গন্ধর্ব্বে যাকে পুজে অবিরাম।
মনসা পূজিলে সিদ্ধি হয় মনস্কাম ॥
সে পদ্মার স্থান এই সমুদ্রের মাঝে।
নানা প্রকারে তার বিচিত্র ঘর সাজে ॥
তারে শুনি চান্দ বলে আমি জানি তারে।
এথা আসিয়াছে কাণী সাঙ্গা বসিবারে ॥
গন্ধবণিক্য আমি সাঙ্গা নাহি জানি।
লাগ পাইলে ফল পাবে লঘুজাতি কাণী ॥
একবার পায়্যা তারে ভাজিছি কাঁকালী।
ভালমতে দিমু আজি হেঁতালেত বলি ॥
এত বলি চন্দ্রধর অতি বেগে রোষে।
লাচাড়ি প্রবন্ধে গায় দ্বিজ বংশীদাসে ॥

লাচাড়ি—ধানসী।

দেখিয়া পদ্মার পুরী, কোপে জলে অধিকারী,
ডাক ছাড়ে বাও বাও করি।

চাপাইয়া লহ কুলে, পূজা দিমু হেঁতালে,
আসিয়াছে কাণী বিষহরী ।।
ডিঙ্গা লাগাইয়া চান্দে, হেঁতাল লইল স্কন্ধে,
লাফে উঠে পদ্মার ভুবন।
কৈ গেল কাণীর নাগ, ভাগ্যে না পাইলু লাগ,
হেঁতালেত লইতে জীবন ।।
কাছে দেখি ঘটবারি, হেঁতালের বাড়ি মারি,
ভাঙ্গিয়া করিল খান খান।
ইহা দেখি বিষহরী, রৈল রথে ভর করি,
মনে মনে ভাবি অপমান ।।
চান্দ বলে শুন তেড়া, নায়ে নায়ে দেও সাড়া,
ভাঙ্গিতে কাণীর বাড়ী ঘর।
ভিটা হনে সত্বর, ঘর ভাঙ্গি দূর কর,
ভাসাইয়া জলের ভিতর ।।
চান্দর আদেশ পায়্যা, তেড়া চলিল ধায়্যা,
সঙ্গে শত কালগ্রীয়া চলে।
দশে বিশে দিয়া টান, ঘর করি খান খান,
ভাসাইয়া ফেলাইল জলে ।।
ভাঙ্গিয়া পদ্মার পুরী, সানন্দিত অধিকারী,
বাদ্য বায় বিষরী মুড়ান।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, চৌদ্দ ডিঙ্গা বায়্যা যায়,
মনসারে করি অপমান ।।

দিশা—যমুনার তীরে ফিরয়ে শ্যাম রায়।
সোণার পাঞ্জনী হাতে মুরলী বাজায়॥

ভাঙ্গিয়া পদ্মার পুরী রাজা চন্দ্রধর।
সে বাঁক ছাড়ায়্যা পড়ে দক্ষিণ সাগর॥
নিরবধি বায় ডিঙ্গা নাহি অবকাশ।
চম্পক নগর হৈতে হৈল পঞ্চ মাস॥
ছুলাই কাঁড়ারী ডিঙ্গা বায়েত সন্ধানে।
বাড়ী হতে পঞ্চ মাস বায় রাত্রী দিনে॥
নানান্ দুর্গম পথ গেল ছাড়াইয়া।
কলিঙ্গ উৎকল দেশ ডাইনে থুইয়া॥
পথে করি অধিকারী রন্ধন ভোজন।
পরম কৌতুকে যায় সানন্দিত মন॥
রথভরে পদ্মাবতী পায়্যা অপমান।
সত্বরে চলিয়া গেল সমুদ্রের স্থান॥
কাহেন চান্দর কথা বিবরিয়া সব।
দেব হৈয়া মনুষ্যেত পাইলুঁ পরাভব॥
মনুষ্য বাণিয়া বেটা চান্দ সদাগর।
তিন পুরুষের মোর বাপের নফর॥
চণ্ডীকে সহায় করি করে বিসম্বাদ।
সভাই বিপক্ষ মোর সঙ্গে করে বাদ॥
এতেকে তোমাতে আইলুঁ পায়্যা অপমান।
আপনার বশ রাখ দিয়া হে সম্মান॥

দ্বিজ বংশী গাইছে মধুর পদবন্ধ।
এক নারায়ণ সত্য আর সব ধন্দ ॥

লাচাড়ি—কামদ রাগ

বলয়ে মনসা দেবী সমুদ্রের স্থান।
তোমাতে আসিনু মুই পায়্যা অপমান ॥
আমা সনে বাদ করে চান্দ অধিকারী।
ফেলাইল ভাঙ্গি মোর স্বর্ণ ঘট বারি ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা বায়্যা যায় দক্ষিণ পাটন।
বিষরী মৃড়ান বাদ্য বায় ঘন ঘন ॥
সমুদ্রের জোঁক আর কাঁকড়া কুম্ভীর।
সত্বরে দেহ হে মোরে এই তিন বীর ॥
ধরিয়া চান্দর ডিঙ্গা রাখুক সাগরে।
এই মতে বন্দী করুক চন্দ্রধরে ॥
পদ্মার বচন শুনি বলিল সাগর।
শুনিয়াছি চান্দ হর গৌরীর কিঙ্কর ॥
তার সঙ্গে বিবাদ না কর বিষহরী।
শুনিয়া বলিব মন্দ দেব ত্রিপুরারি ॥
পদ্মা বলে প্রাণে আমি না মারিব তারে।
চান্দ পূজিলে মোরে পূজে এ সংসারে ॥
এতেকে সাগর হতে যদি ভয় পায়।
আমারে পূজিলে পাছে করিমু বিদায় ॥

এতশুনি সমুদ্র করিল অনুমতি।
তিন বীর পাঠাইল পদ্মার সংহতি॥
হরষেতে পদ্মাবতী করিল গমন।
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ॥

দিশা—রাধার বন্ধুয়ারে কাজল বরণ

প্রথমে কাঁকড়া বীর হৈল আগুয়ান।
এক পায়ে ধরি রাখে ডিঙ্গা চৌদ্দ খান।
প্রাণ শক্তি বায় ডিঙ্গা তেঁহ নাহি চলে।
চান্দ বলে কি হইল সমুদ্রের জলে।
ডুবারী ডুবিয়া বলে চান্দর গোচরে।
ডিঙ্গা সব ধরিয়াছে সমুদ্র কাকড়ে॥
তেড়া বলে আমি জানি ইহার উপায়।
শৃগালের রাও শুনি কাকড়া পলায়॥
ইহা শুনি নানাদেশী পাইক যত সবে।
শৃগালের রাও কাড়ে অতি উচ্চ রবে॥
কাকড়া শুনিয়া তবে শৃগালের রাও।
পাতালে নামিয়া গেল ছাড়ি চৌদ্দ নাও।
সেও বাঁক ছাড়াইয়া করিল গমন।
বিষরী মুড়ান বাদ্য বায়ে ঘন ঘন॥
কাকড়া বিমুখ হৈল বিষকরী দেখে।
সমুদ্রের জোঁক আসি চৌদ্দ ডিঙ্গা রাখে॥

ব্যাল্লিশ যোজন পাশে পর্ব্বত প্রমাণ ।
বেড়িয়া ধরিল সেই ডিঙ্গা চৌদ্দ খান ॥
আচম্বিত না'ও যেন ঠেকে বালুচরে ।
বিরস বদন হৈয়া বলে চন্দ্রধরে ॥
ডুবারী বলিল আসি চান্দর সম্মুখে ।
ডিঙ্গা সব ধরিয়াছে সমুদ্রের জোঁকে ॥
তেড়া বলে ইহার উপায় বলি শুন ।
কলসে কলসে গুলি ঢালি দেহ চূণ ॥
এতশুনি যত লোকে পরম উল্লাসে ।
ডিঙ্গা হৈতে চূণ ঢালে কলসে কলসে ॥
পাইয়া চূণের গন্ধ সে জোঁক বিশাল ।
মুখে রক্ত উঠে ত্বরা নামিল পাতাল ॥
হেনকালে আগু হৈল সমুদ্র কুম্ভীর ।
দেখিতে পর্ব্বত প্রায় বিশাল শরীর ॥
ব্যাল্লিশ যোজন তার শরীর প্রমাণ।
একাই গিলিতে পারে ডিঙ্গা চৌদ্দ খান ॥
ঠাট কটক দেখি শঙ্কা নাহি মনে ।
পৃষ্ঠে তুলি চৌদ্দ ডিঙ্গা রাখিল শুকানে ॥
সুভাই পণ্ডিতে বল কর অবধান ।
সমুদ্র কুম্ভীর দেখ দিয়াছে ভাসান ॥
ভালমতে জানি আমি ইহার উপায় ।
যতেক মৎস্যের তৈল ঢাল এর গায় ॥
শিলৈ ঔষধ দেহ ঢালিয়া প্রচুর ।
অগ্নি জ্বালিয়া রাখ কুম্ভীর হৌক দূর ॥

ইহা শুনি সর্ব্বলোকে পরম হরষে।
তৈল ঔষধ ঢালে কলসে কলসে ॥
তবে অগ্নি জ্বালি দিল পর্ব্বত প্রমাণ।
পলাইল কুম্ভীর তরাসে লয়ে প্রাণ ॥
সেই বাঁক বায়্যা যায় রাজা চন্দ্রধর।
বিষরী মুড়ান বাদ্য বায় নিরন্তর ॥
সেতুবন্ধ রামেশ্বর রাখিয়া দক্ষিণে।
সম্মুখে কনক লঙ্কা দেখে ততক্ষণে ॥
গগন মণ্ডল ভেদি সোণার প্রাচীর।
হইছে রাক্ষস সব গড়ের বাহির ॥
নানা অস্ত্র হাতে করি রাক্ষসের সেনা।
স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর রাক্ষসের থানা ॥
রাক্ষস কটকে দেখি সে নৌকার ঠাট।
ধর ধর ডাক ছাড়ে বলে মার কাট ॥
রাক্ষসের হাতে আইলা যাইবা কোন ঠাঁই।
মো সবার ভক্ষ্য বস্তু মিলাল গোঁসাই ॥
ইহা শুনি সর্ব্বলোক পড়িল তরাসে।
পদ্মার চরণে গায় দ্বিজ বংশীদাসে ॥

লাচাড়ি—ধানসী

দেখিয়া মনুষ্যগণ, রাক্ষস বিকল মন,
ভাগ্যে আনি মিলাইল বিধি।

বিস্তর দিনের আশ, খাইবারে মহাশ্বাস,
স্ত্রী পুত্রের বাঞ্ছা হৈল সিদ্ধি।
শুনি চন্দ্র সদাগর, বলে ভাই নিশাচর,
কোথা যাও কার হও সেনা।
তারা বলে মোরা চর, বিভীষণ লঙ্কেশ্বর,
তার রাজ্যে রাখি এই থানা।
অবোধ মনুষ্য ছার, এথা আইল মরিবার,
ভক্ষ্য বস্তু রাক্ষসের মুখে।
যদ্যপি কল্যাণ চাও, সত্বরে চাপাও নাও,
ভেট গিয়া রাজার সম্মুখে॥
আগুসারি বলে চান্দ, কেনোভাই বল মন্দ,
পরিচয় লহ মোর পাশ।
অযোধ্যা আমার ঘর, সকরিয়া সদাগর,
সর্ব্বকাল শ্রীরামের দাস॥
রামের সেবক আমি, সাবধানে শুন তুমি,
তব রাজা শ্রীরামের সখা।
দৈবের ঘটন হয়, পথ মধ্যে পরিচয়,
তান্ সঙ্গে করিমু হে দেখা॥
শুনিয়া রামের কথা, রাক্ষস নামায় মাথা,
সাধু সাধু বলে নিশাচর।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, চান্দর খণ্ডিল ভয়,
চলে সাধু রাজার গোচর॥

দিশা—ব্রহ্মার শিরোমণি রাঘব রাম।
ভুবন মোহন রাম নাম ॥

বিভীষণে ভেটিবারে চলে সদাগর।
রাজ ভেটী বস্তু লৈল দিব্য মনোহর ॥
বড় বড় খাসি লৈল গাড়ুর ছাগল।
বোঝা ভরি লৈল চান্দ মিষ্ট নারিকেল ॥
বাটা ভরি লইলেক কর্পূর তাম্বুল।
সুগন্ধী পুষ্পের মালা আর গন্ধফুল ॥
আগে চলে সুভাই পণ্ডিত লৈয়া বেদে।
তার পাছে যায় চান্দ নিজ পরিচ্ছেদে ॥
রত্নগর্ভ শ্রীগর্ভ আর পাত্র মাধাই।
প্রভাকর পুরন্দর কাঁড়ারী ছলাই ॥
পঞ্চ পাত্র সঙ্গে চান্দ চলিল হরষে।
ত্বরিত গমনে গিয়া লঙ্কাতে প্রবেশে ॥
বসিয়াছে বিভীষণ রাক্ষস বেষ্টিত।
আশীর্ব্বাদ জানাইল সুভাই পণ্ডিত ॥
করযোড়ে প্রণাম করিল চন্দ্রধরে।
পাত্র মিত্রে নমস্কার করিল রাজারে।
ভেটাইল যত বস্তু জিনিসে জিনিসে।
রাজ আজ্ঞা পায়্যা চান্দ বসিল হরষে ॥
বিভীষণে বলে তব কোথারে গমন।
রাক্ষসের দেশেত আইলা কি কারণ ॥

এত সব ঠাট কটক সঙ্গে লয়্যা।
আমার দেশেতে আইলা মনুষ্য হইয়া॥
মনুষ্য তোমরা রাক্ষসের ভক্ষ্য হও।
আমার সাক্ষাতে শুনি সত্য কথা কও॥
চন্দ্রধরে বলে মোর অযোধ্যা নিবাস।
সর্ব্বকাল হই আমি শ্রীরামের দাস॥
চন্দ্রধর নাম মোর হই শূদ্র জাতি।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিক্য পদ্ধতি॥
ডিঙ্গিয়াল আমি সফরিয়া সদাগর।
বাণিজ্য করিতে যাই দক্ষিণ সফর॥
যথা তথা যাই আমি শ্রীরাম সদয়।
রামের প্রসাদে মোর কিছু নাহি ভয়॥
ভয়ঙ্কর সাগর দেখিতে অন্ত নাই;
রামের নামের গুণে তরিয়া বেড়াই॥
শ্রীরামের মিত্র তুমি বড় সাধু জন।
বড় ভাগ্যে হৈল আজি তোমা দরশন॥
কোল দিয়া রাম তোমা বলিয়াছে মিত।
ইহেন বৈষ্ণব জনে দেখিতে উচিত॥
এতশুনি বিভীষণ শ্রীরামের গুণ।
প্রেমে পুলকিত হৈয়া করে জিজ্ঞাসন॥
শ্রীরাম স্মরণে রাজা চান্দরে প্রশংসে।
ধন্য দেশে বস তুমি জন্ম ধন্য বংশে॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে রাম বল ভাই।
ভবভয় নিবারিতে আর লক্ষ্য নাই॥

লাচাড়ি।

ধন্য বিদেশী সাধুরে সাধু সফল জীবন।
তোমা দরশনে হৈল শ্রীরাম স্মরণ॥
রামের সেবক হৈয়া রাম সেবা করি।
চিরজীবি হইলাম লঙ্কা অধিকারী॥
গুণের সাগর রাম কমল লোচন।
হেন রাম দাস তুমি বড় সাধু জন॥
রাম নাম জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি।
অজামিল মুক্তি পাইল করি রাম বাণী॥
হেন রাম নাম যেবা লয় অবিরাম।
তার সেবকের পায় শতেক প্রণাম॥
ইবলিয়া বিভীষণ রাম নাম স্মরে।
দুই হাতে ধরিয়া চান্দরে কোলে করে॥
রামের সেবক জানি করে পুরস্কার।
চান্দব গলাতে দিল নবরত্ন হার॥
অঙ্গে পরাইল তার উত্তম বসন।
নেত ধড়া পাইলেক প্রতি জনে জন॥
হরষেতে বিদায় করিল চন্দ্রধরে।
দিলেক বেরাজ পত্র রাজার মোহরে॥
রাম নাম লইলে সদয় ভগবতী।
দুর্জ্জন রাক্ষস হস্তে পাইল অব্যাহতি॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় বল হরি হরি।
পরম শঙ্কট ভাই রাম নামে তরি॥

দিশা—রাম বল নিরবধি ।
এ ভব তরিবা যদি ।

লঙ্কা হনে চন্দ্রধর বিদায় হইয়া ।
হরষেতে খুলে নাও বড় তুষ্ট হৈয়া ॥
চান্দ বলে ছুলাই সত্বরে খুল নাও ।
বিষম রাক্ষস দেশ বাহিয়া ছাড়াও ॥
দ্রুতগতি বায় ডিঙ্গা ছুলাই কাঁড়ারী ।
ছাড়াইল ডাইনে কনক লঙ্কাপুরী ॥
তদন্তরে মলয় পর্ব্বত করি বাম ।
বাও বাও করি যায় নাহিক বিশ্রাম ॥
অহি নৃপতির দেশ বিজয়া নগরী ।
ছাড়াইল সে বাঁক হাতের বাম করি ॥
সম্মুখে রামের স্থান দেখে মনোহর ।
সুভাই পণ্ডিত ঠাঁই পুছে সদাগর ॥
সুভাই পণ্ডিতে কহে রাজার গোচর ।
শুনিয়াছি পূর্ব্ব কথা যাইতে সফর ॥
একেশ্বর পৃথিবী শাসিয়া বাহুবলে ।
নিক্ষেত্রী করিয়া সব ধরণী মণ্ডলে ॥
ধর্ম্মশীল রাজা ব্রাহ্মণে করে দান ।
সমুদ্রক ভিক্ষা করি বৈল এই স্থান ॥
এথা ধনুর্ব্বিদ্যা পাইল কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ।
ব্রহ্মশাপ পাইল পুনঃ কপট আচারে ॥

কুরুপাণ্ডুকুলগুরু দ্রোণ ব্রাহ্মণে।
ভিক্ষা করিতে আইল পরশুরাম স্থানে॥
কিছু ধন চাইল আসি কাতর হইয়া।
লজ্জিত হইল রাম দুঃখিত দেখিয়া॥
রামে বলে কিছু নাই সব কৈলু দান।
সবে মাত্র সঙ্গে আছে এই ধনুর্ব্বাণ॥
স্বস্তি করি লও তুমি যদি লয় মনে।
সঙ্কল্প করিয়া দেই ধনুর্বিদ্যা দানে॥
হরষে বিষাদ ভাবি দ্রোণ ব্রাহ্মণ।
স্বস্তি করি ধনুর্ব্বান লইল তখন॥
এতশুনি হরষিত হৈলা অধিকারী।
রামের স্থান ছাড়াইলা প্রদক্ষিণ করি॥
তথা হনে চন্দ্রধর করিল গমন।
সম্মুখে নিলক্ষ বাঁক দিল দরশন॥
দেখি নিলক্ষের বাঁক পরম বিস্ময়।
দিখিদিক কিছু তার নাহি পরিচয়॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণ।
কোন দিক ভেদ নাহি সব জলাকীর্ণ॥
জলের কল্লোল দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
উঠিছে হিল্লোল যেন পর্ব্বত শিখর॥
মহা মহা জীব জন্তু তিমিঙ্গিল আদি।
মকর কুম্ভীর ভাসে নাহিক অবধি॥
উত্তাল তরঙ্গ সে নৌকায় লাগে ঠেলা।
ভোসে পাকে ডিঙ্গা যেন শিমুলের তুলা

বিস্ময় ভাবিয়া সবে জীবনে নৈরাশ
দেখিয়া চান্দর মনে হইল তরাস ॥
চান্দ বলে শুন ভাই সুভাই পণ্ডিত।
শঙ্কটেত চণ্ডীপাঠ করণ উচিত ॥
সাবধানে দুলাই কাঁড়ারে দেহ মন।
কোন্ মুখে বাইলে ডিঙ্গা পাইব পাটন ॥
দুলাই কাঁড়ারী বলে শুন সদাগর।
আপনে কহিলা যেই মনে আছে মোর ॥
তোমার বাপের সেই তের ডিঙ্গা সনে।
পূর্ব্বে আমি আসিছিলু এই সব স্থানে ॥
অস্ত যায় যথা ভানু উদয় যথা হনে।
দুই তারা ডাইনে বামে রাখিল সন্ধানে ॥
তাহার দক্ষিণ মুখে ধরিল কাঁড়ার।
সেই তারা লক্ষ্য করি বাহিল নাওয়ার ॥
এতেক বলিয়া দুলাই সত্বর করিয়া।
তারার উদ্দেশে ডিঙ্গা দিলেক বাহিয়া ॥
ছাড়ায় নিলক্ষ বাঁক পবন গমনে।
উদ্দেশেত কাছাকাছি পাইল পাটনে ॥
মেঘের প্রমান-কিম্বা কাজলের রেখা।
দূরে থাকি রাজার পাটন দিল দেখা ॥
সুভাই পণ্ডিতে বলে শুন অধিকারী।
দক্ষিণ পাটন এ চন্দ্রকেতুর পুরী ॥
মাণিক্য মুকুতা হীরা যতেক প্রবাল।
এই সমুদ্রেত সব জন্মে চিরকাল ॥

পর্ব্বযোগে অমাবস্যা পৌর্ণমাসী হৈলে।
সমুদ্রের যত ধন ঢেউয়ে আনি তোলে॥
এতেকেই এ রাজ্যে ধনের নাহি সীমা।
সাক্ষাতে দেখিবা গেলে কি দিব উপমা॥
এত সব কৈতে ডিঙ্গা আসিল নিকটে।
দূরে থাকি দেখে তারে কটোয়াল ঠাটে॥
শীঘ্র জানাইল গিয়া রাজার গোচরে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মনসা কিঙ্করে॥

চন্দ্রধরের বন্ধন।

লাচাড়ি—পঠমঞ্জরী।

ডিঙ্গা দেখি বিদ্যমান, কটোয়ালে দিল জান,
চন্দ্রকেতু রাজার গোচর।
দেশে হৈল অমঙ্গল, কোথা হনে পরদল,
আসিয়াছে তোমার নগর॥
যেমত কটক সাজ, শুন কহি মহারাজ,
দেখিতে শুনিতে ভয় লাগে।
হাতেত ঝাঁটী ঝগড়া, পিন্ধন পাটের ধড়া,
নৌকার উপরে বীরভাগে॥

নৌকার উপরে ঘর, নানা চিত্র মনোহর,
শ্বেত চামর সারি সারি।
লক্ষে লক্ষে তীরন্দাজ, ঢালী ধানুকী সাজ,
এক নায়ে লৈতে পারে পুরী॥
বার্ত্তা পায়্যা আচম্বিত, রাজা হৈল চমকিত,
পাত্র মিত্র লাগে চমৎকার।
বিষম সমুদ্র তরি, না জানি কোথার বৈরী,
আইল রাজ্য লইতে আমার॥
চন্দ্রকেতু নৃপবর, ভয়েত হৈল কাতর,
পলাইতে চায় মনে মনে।
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, সহজে অভব্য হয়,
কোন কালে যুদ্ধ নাহি জানে॥

দিশা—আমার কি হইবে বল উপায়

অত্যন্ত অভব্য রাজা নির্ব্বোধ কেবল।
পাত্র মিত্র যত তার নির্ব্বোধ সকল॥
চিরকাল রাজ্য করে চণ্ডীকার বরে।
ভয়েত জলেরে কেহ না যায় সাগরে॥
এই বার্ত্তা শুনি রাজা ভয়েত কাতর।
বলিতে লাগিল ভয়ে পাত্রের গোচর॥
শুন শুন চিন্তামণি পাত্র গিরিবর।
পূর্ব্বে যে শুনেছি কথা মনে ধরে মোর॥

গাছ পাথরে করি সমুদ্র বন্ধন।
এরাই মারিছে পূর্ব্বে লঙ্কার রাবণ॥
লঙ্কা হেন পুরী যান কৈল ছারকার।
এখন আসিছে রাজ্য লইতে আমার॥
ইহার সহিত যুদ্ধ করি কার্য্য নাই।
জীবন থাকিতে প্রাণ লইয়া পলাই॥
শূন্য পুরী পায়্যা ধন লইয়া যাইব।
জীবন থাকিলে পাছে সকলি পাইব॥
ঠাঁই ঠাঁই চৌকি দিয়া পথ কর মানা।
যাবত পলাই আমি লইয়া আপনা॥
এই সব মন্ত্রণা মনেত করি সার।
যতনে কপাটে বন্ধ করিল দুয়ার॥
দ্বার বান্ধি কাটোয়ালে করিয়া বিদায়।
বিরস বদনে রাজা অন্তঃপুরে যায়॥
অন্তঃপুরে আছে যত মহাদেবীগণ।
দেখিয়া রাজার অতি বিরস বদন॥
করযোড়ে পুছিল মহারাজার ঠাঁই।
কি হেতু মলিন মুখ কহত গোঁশাই॥
রাজা বলে আজি মোর পূরিলেক কালে।
এত দিনে এ রাজ্যে বেড়িল পরদলে॥
অসম সাহস করি সাগর লঙ্ঘিয়া।
না জানি কোথার বৈরী আসিল সাজিয়া॥
কোন কালে যুদ্ধ নাহি কৈল মোর বাপে।
আছুক করিব যুদ্ধ শুনি প্রাণ কাঁপে॥

চণ্ডিকা বিমুখ মোরে বিধি হৈল বাম।
ভয়ে প্রাণ যায় কোথা লুকাইতে যাম॥
বিষম বিপদে আমি প্রাণেত কাতর।
তুমি সবে ছাপাইয়া প্রাণ রাখ মোর॥
বর্ত্তিয়া থাকিলে আমি চণ্ডিকার বরে।
চিরআয় হইয়া থাকিবা মোর ঘরে।
রাজার কাকুতি শুনি মহাদেবীগণ।
হইল জীয়ন্ত রাঁড়ী ভাবিল তখন॥
মহাদেবী বলে রাজা চিন্ত কি নিমিত্তে।
কিসের ভাবনা তব আমরা থাকিতে॥
উপায় করিছি তোমা রাখিবার কাজে।
পলাইয়া থাক গিয়া দাসীর সমাজে॥
স্ত্রীবেশে কাপড় পিন্ধ খোপা বান্ধ শিরে
হাতে কাচ পরি যাহ পাছের দুয়ারে॥
তোমা লাগি বৈরিদল বিচারে যখনে।
পাইলেও না মারিব দাসী হেন জ্ঞানে॥
চণ্ডিকা ভৈরবী যদি করেন কুশল।
আমরা যুঝিব গিয়া তোমার বদল॥
তোমা হৈতে আমরা যুঝিতে নহি কম।
তুমি মাত্র দাসী সবে কিলাবার যম॥
কিছু ভয় না করিও শঙ্কা নাহি আর।
আমরা রাখিয়া দিমু রাজত্ব তোমার॥
এতশুনি নরপতি করিল শয়ন।
নিদ্রাতে দেখিল অতি অদ্ভুত স্বপন॥

স্বপনে আসিয়া পদ্মা বলিল রাজারে।
উঠ উঠ চন্দ্রকেতু চিন্তহ কিসেরে॥
চণ্ডীর সম্বন্ধে তুমি হও মোর ভাই।
তোমার সন্দেহ যত কহিয়া খণ্ডাই॥
তোমার বিপক্ষ নাই চণ্ডিকার বরে।
তব সনে যুঝিবারে কার শক্তি পারে॥
চৌদ্দ খান ডিঙ্গা লৈয়া চান্দ সদাগর।
বাণিজ্যেত আসিয়াছে তোমার নগর॥
বিষফল আনিয়াছে তোমার কারণ।
না জানিয়া খাও যদি তখনি মরণ॥
আগে প্রীতি করি পাছে বিষফল দিয়া।
সংবংশে মারিয়া যাইব সর্ব্বস্ব লইয়া॥
স্বভাবে ডাকাত বেটা নহে সদাগর।
এমত প্রকারে রাজা নিয়াছে বিস্তর॥
এতেকে আসিছি আমি তোমা বুঝাবারে।
বান্দ কর রাখ কালি কানপুত্র ঘরে॥
এত বলি পদ্মা গেল আপনার স্থানে।
চৈতন্য পাইয়া রাজা প্রত্যুষ বিহানে॥
সভা করি বসিলা আপনি নৃপবর।
স্বপ্ন কথা কহে পাত্র সবের গোচর॥
তারে শুনি পাত্র সবে কহিল রাজারে।
চিরজীবি হও তুমি দেবতার বরে।
তুমি মাত্র মো সবার দেশের উপায়।
তোমার মতন রাজা বহু ভাগ্যে পায়॥

তথা সাধু চন্দ্রধর ডিঙ্গা চাপাইয়া।
রাজা ভেটিবারে যায় হরষিত হৈয়া॥
নায়ে পাড়া দিয়া ঘাটে করি পুরস্কার।
ত্বরিত গমনে যায় রাজা ভেটিবার॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

লাচাড়ি—পাহাড়ী রাগ।

রাজায়ে ভেটিতে সাধু যায়।
দোলায় চড়িয়া যায়, পাটের পাছড়া গায়,
পাটাম্বর বান্ধিয়া মাথায়।
পাগেত রেয়াজ পত্র, উপরে ধবল ছত্র,
হিরাধরে চামর ঢুলায়।
পাত্র মিত্র আগে পাছে, যোগান ধরিয়া আছে,
জয়ধরে তাম্বুল যোগায়॥
রাজ ভেটী মিষ্ট ফল, ঝোকা ভরি নারিকেল,
সমতাবা নারাঙ্গী কমলা।
বাটা ভরি গুয়া পাণ, কুশিয়ারী খান খান,
মিঠা জাজী বর্ত্তামৃত কলা।
করঞ্জ বদরী শসা, খিরা বাঙ্গী ঘৃতরসা,
মিষ্টতাল সুমিষ্ট শ্রীফল।
গাড়ুর ছাগল খাসি, শুঁড়ী মৎস্য রাশি রাশি,
যার গন্ধে রাক্ষস পাগল॥

আগে চলে শুভঙ্কর, তার পাছে চন্দ্রধর,
তেড়া লেঙ্গা ঢুলাই কাঁড়ারী।
দেখিয়া সকল লোক, চাহিতে আইল কৌতুক,
মিলে সাধু রাজার উয়ারি॥
দ্বারী গিয়া দিল জান, রাজা বলে সাধু আন,
পয়াতে নামিল অধিকারী।
ভুভঙ্গে হেলায়্যা গায়, গজেন্দ্র গমনে যায়,
আগে চলে চতুর দুয়ারী॥
সিংহাসনে নৃপবর, আগুসারি সদাগর,
প্রণাম করিল যোড়করে।
যত বস্তু রাজভেটী, আনিয়াছে পরিপাটী,
ভেটাইল রাজার গোচরে॥
রাজা কৈল অঙ্গিকার, সদাগরে বসিবার,
ছুলিচা পাতিয়া দিল আগে।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, চান্দর কৌতুক মনে,
সম্ভাষিল পাত্র মিত্র ভাগে॥

দিশা—জয় ভবানী গো মা।
অধম বালকে ডাকে দয়া কৈলা না॥

সভাতে বসিয়া চান্দ চিন্তে মনে মনে।
সবাই নির্ব্বোধ হেন দেখিল নয়নে॥
এক এক জনে দেখে দীঘল ডাগর।
রাঙ্গা রাঙ্গা চক্ষু মুখ রাঙ্গা ওষ্ঠাধর॥

কেশ লোম দাড়ি গোঁপ সকলি পিঙ্গলা।
পুরাণ গোহাড় হেন দন্তগুলা ধলা ॥
দীঘল দীঘল পেট হাত পাও শির।
চর্ম্ম দাউদে ভরা সর্ব্বাঙ্গ শরীর ॥
কপালের তিলক হিঙ্গুল হরিতালে।
মণি মাণিক্যের মালা সবে দিছে গলে ॥
সুবর্ণের খাট পাটে সকলেই বসে।
মাণিক্যের ঝলমলে অন্ধকার নাশে ॥
তৈল তাম্বুল গুয়া নাহি তার দেশে।
মরিচের অন্ন গুলা ভক্ষণ বিশেষে।
কোন পুরুষেও তারা পাণ নাহি খায়।
মুখের দুর্গন্ধে কাছে রহন না যায় ॥
জাতিয়ে অসভ্য অতি অসভ্য আচার।
অসভ্য সকলি সে রাজ্যের ব্যবহার ॥
মাতা পিতা মৈলে তারা রাখে শুকাইয়া।
নানী শাশুড়ীর লয় কাপড় কাড়িয়া ॥
খুড়ী জেঠী মামী পিসী মাসাই শাশুড়ী।
ভাগিনী ভগিনী আর ভাগিনা বৌয়ারি ॥
একেত্রেও খায় দায় অভেদ আচার।
হাসই নাচই গীত গাহন্তি অপার ॥
এহি মত দেখি সেই দেশের আচার।
চন্দ্রধরের মনে কৌতুক অপার ॥
মনে মনে বলে চান্দ মাও ভগবতী।
হেন অভব্যেরে দিছ এতেক সম্পত্তি ॥

এই মত চন্দ্রধর ভাবিছে আপনে।
চান্দরে দেখি রাজার স্বপ্ন হৈল মনে ॥
দেখিয়া চান্দর বেশ তাম্বুল ভক্ষণ।
দিব্য বস্ত্র পরিধান মালা চন্দন ॥
দুই পাশে শ্বেত চামরে বায়ু করে।
নানা রত্ন ঝলমল শ্বেত ছত্র শিরে ॥
সুগন্ধে সবার মন আমোদিত করে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব হেন সবার মনে ধরে ॥
এত দেখি মনে মনে চিন্তে নরপতি।
ফলিল স্বপন বুঝি যা দেখিছি রাতী ॥
রাজা বলে কহ সাধু কোন রাজ্যে ঘর।
কি কারণে আসিয়াছ আমার নগর ॥
কত কোটী সৈন্য তব কত খান নাও।
হেন বুঝি মো সবার বার্ত্তা নাহি পাও ॥
মোর দেশে আসি কেহ নাহি যায় সারি।
মহা মহা ক্ষেত্রী পাইলে ধনে প্রাণে মারি।
বিপক্ষ পাইলে আমি নাহি করি ক্ষমা।
কালীর মহিমা আমি কি কহিব তোমা ॥
বিপক্ষ আমার রাজ্যে নাহি দেই ছাড়ি।
দেখ গিয়া সবার হাড়ের গড়াগড়ি ॥
বড় বড় বীর ধরি আথালি পাথালি।
দুই হাতে মুচুরি দেবীরে দেই বলি ॥
মুণ্ড মালা গাঁথিয়া দক্ষিণে দেই শালে।
আর যত রক্ত দেই ভৈরবীর থালে ॥

এত কথা কহিয়া তোমাতে কার্য্য নাই।
কালীর বিক্রম মোর জানেন সমাই ॥
চান্দ বলে কথা শুনি তুষ্ট হৈলু মনে ।
তুমি যে কি মহাবীর তারে কেনা জানে ।
তুমি মহারাজা তোমা জানে সর্ব্ব জনে ।
এত কহি চন্দ্রধর হাসে মনে মনে ॥
করযোড়ে কহে পরে করিয়া বিনয় ।
কহিব আমার কথা শুন মহাশয় ॥
চম্পক নগরে ঘর আমি শূদ্র জাতি ।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিক্য পদ্ধতি ॥
ডিঙ্গিয়াল আমি সফরিয়া সদাগর ।
বাণিজ্য করিতে আইলু তোমার সফর ॥
রাজা বলে তুমি যদি হও সদাগর।
নব দণ্ড ছত্র কেনে শিরের উপর ॥
চান্দ বলে আমার রাজ্যের ব্যবহার ।
সদাগরের বেটা করে দণ্ড অধিকার ॥
আমার উপরে আর নাহি সদাগর ।
এতেকেই নব দণ্ড শিরের উপর ॥
চন্দ্রকেতু বলে বস্তু আনিছ যা দেখি ।
একে একে কহ সাধু কিসের নাম কি ॥
কোন দ্রব্যের কিবা গুণ কহ বিদ্যমান ।
সত্য যদি কহ তবে রাখিব পরাণ ॥
এত শুনি বাটা ভরি লৈয়া গুয়া পান ।
চান্দ উঠিয়া দিল রাজা বিদ্যমান ॥

নারিকেল আনি পুনঃ গোটা পাঁচ সাত।
ধরিয়া দিলেক চান্দ রাজার সাক্ষাৎ॥
চান্দ বলে এর নাম নারিকেল ফল।
দেবতার ভোগ্য এ অমৃত তুল্য জল॥
গুয়া পাণ এ বস্তু সামান্যে নাহি খায়।
মহা মহা নৃপতি সকলে সদা চায়॥
রাজা বলে ইকথা কহিয়া নাহি কাম।
ইসকল যেই বস্তু আমি চিনিলাম॥
নারিকেল বল যারে করি বড় ঘটা।
স্বচক্ষে দেখিছি এ বিষ গাছের গোটা॥
গুয়া পাণ বল যারে আমি জানি তত্ত্ব।
বিষফল বিষপাতা বিষ গাছের সত্ত্ব॥
ইহারে যে জন খায় সেই জন মরে।
প্রকারে আনিছ ফল আমা মারিবারে॥
চান্দ বলে বিষফল যদি বল এরে।
নিরবধি খাই দেখ তোমার গোচরে॥
রাজা বলে তুমি জান বিষের কারণ।
তোমার দেশের ফল প্রকারে ভক্ষণ॥
চান্দ বলে আনহ মধ্যস্থ এক ডাকি।
খাওয়াইলে সেই জিয়ে কি না মরে দেখি॥
রাজা বলে এরে আমি করিমু সর্ব্বথা।
এক জন মারিয়া বুঝিমু সত্য মিথ্যা॥
এত বলি নরপতি চায় চারি পাশে।
যার দিকে চায় সেই মরে হেন বাসে॥

অবশেষে চায়্যা দেখে দ্বারী গিরিবর।
রাজা বলে না হইও পরাণে কাতর।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু আছে একাবার॥
নারিকেল খাও আজি করিমু বিচার॥
একথা রাজার মুখে শুনি অকস্মাৎ।
হইল গিরিবরের মুণ্ডে বজ্রাঘাত॥
কিবা শূন্যে আছে কিবা আছে পৃথিবীত
মুখে না আইসে রাও হইল মূর্চ্ছিত॥
দ্বিজ বংশীদাসের মধুর পদবন্ধ।
সত্য এক নারায়ণ আর সব ধন্দ॥

লাচাড়ি।

কান্দে গিরি কান্দে গিরি হইয়া কাতর।
মুণ্ডে হাত দিয়া কান্দে রাজার গোচর।
কিক্ষণে পোহাল রাত্রী বিধি হৈল বৈরি।
আজি সে ঘুচিল নাম গিরিবর দ্বারী॥
কভু না শুনিছি এ নারিকেলের কথা।
আমারে মারিতে বিধি আনিয়াছে এথা॥
রাজা হৈয়া অবিচার কি দোষ পাইয়া।
হাতে ধরি বধে নারিকেল খাওয়াইয়া॥
মরিমু নিশ্চয় আমি নারিকেল খাইলে।
চাহিতে চাহিতে চক্ষে আগুন নিকলে॥

না দেখিলু ইষ্ট মিত্র পুত্র বান্ধব।
দ্বিজ বংশীদাসে কয় এ অতি অভব্য

দিশা।—এইবার তরাও মোরে সীতাপতি রাম

কান্দিয়া কান্দিয়া বলে দ্বারী গিরিবর।
তোমার চরণে প্রভু নিবেদন মোর॥
বিষফল হেন যদি জানিছ আপনে।
তবে কেনে প্রভু মোরে মারহ পরাণে॥
কি ফল হইব বল আমারে মারিলে।
দ্বিতীয় নাহি আর কান্দিব আমি মৈলে
রাজ্যের ঠাকুর তুমি এ রাজ্য তোমার।
আপনি খাইয়া কেনে না কর বিচার॥
তুমি মৈলে সঙ্গে যাইব দশ বিশ নারী।
কান্দিব রাজ্যের লোক তব গুণ স্মরি॥
তোমার চাকর আমি তব হিত চাই।
এই ভাল বুদ্ধি দিলু শুনহ গোঁসাই॥
রাজা বলে তুমি মোর অধিক প্রতীত।
তুমি পরে আর কেহ নাহিক বাখিত॥
তুমি খাইলে যেন আমিই খাইছি।
এতেক উচিত কথা বুঝিয়া কহিছি॥
এত শুনি গিরিবর ছাড়িল নিশ্বাস।
এতক্ষণে তেয়াগিল জীবনের আশ॥

ধর্ম্মের দিগে চাহি বলিল গিরিবর।
আমার বধের ভাগী এই সদাগর॥
কোথা হনে আইল বেটা বিষফল লৈয়া।
আপনি মরিব পাছে আমারে মারিয়া॥
এত বলি সভার ঠাঁই হইল বিদায়।
নারিকেল খাইব বলি চতুর্ভিতে চায়॥
ঝুনা নারিকেল গোটা দুই হাতে ধরি।
উৎসর্গ পাঁঠার মত কাঁপে থরথরি॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ি—তাং।

নারিকেল হাতে করি, তাত গিরিবর দ্বারী,
প্রাণ শক্তি দিলেক কামড়।
ছোলায় ভরিল গ্রাস, মুখে বন্ধ হৈল শ্বাস,
ঝুনা নারিকেল অতি দড়॥
চাড়াতে কামড় ফুটে, দন্ত পড়ে গোটে গোটে,
রক্ত ঝরে অতি বিপরীত।
যে ভয় আছিল মনে, বিষ ফল হেন জানে,
হেট মুণ্ডে পড়িল ভূমিত॥
কাটা ছাগলের প্রায়, হাত পাও আছড়ায়,
ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন।

রক্তে হৈল টলমল, সত্য জানি বিষফল,
রাজা হৈল চমকিত মন ॥
দশে বিশে ধরিতারে, জীবনি জিজ্ঞাসা করে,
বাক্য নাহি বায়" গড়াগড়ি।
বুকে মুখে রক্ত বয়, আকার ইঙ্গিতে কয়,
আমি মরি বল হরি হরি ॥
কতক্ষণে বলে গিরি, গেছিলাম যমপুরী,
ভাগ্যে ফল না কৈলু ভক্ষণ
দ্বিজ বংশীদাসে কয়, বড় ভাগ্যে মহাশয়,
এড়াইলা নিকট মরণ ॥

দিশা—ভজ রাম গুণনিধি।
এ ভবে তরিবা যদি ॥

বুকে মুখে রক্তবয় ধূলায় ধূসর।
ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল গিরিবর ॥
দুই হাতে মাথা ধরি চক্ষু উলটা করি।
হেট মুণ্ডে বসিয়া বলয়ে হরি হরি ॥
রাজা বলে আগু হও কোটাল ভাইয়া।
তুমি আসি গুয়া পান বুঝহ খাইয়া ॥
রাজার মুখে একথা শুনি আচম্বিত।
বজ্র ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল ভূমিত ॥
কাতর হইয়া বলে শুন মহাশয়।
এক নিবেদন করি নিদান সময় ॥

দেখিয়া গিরিবরের দুঃখ বিড়ম্বন।
পূর্ব্বেহ আমার মনে জাগিছে তখন॥
আজ আমি আসিয়াছি অমঙ্গল দেখি।
গুয়া খাইলে মরিবাম মনে পাই সাক্ষী॥
ব্রহ্মবধ গোবধ যে করে পরদার।
তারে সে উচিত রাজা তাম্বুল দিবার॥
রাজ কন্যা হরে কিবা ডাকা চুরি করে।
গুয়া পাণ খাওয়াইতে উচিত হয় তারে॥
অপরাধ না করি পাপের লেশ নাই।
কোন দোষে তবে আমি গুয়া পাণ খাই॥
জানিলাম আজি মোর পূরিবাছে কালে।
নিশ্চয় মরিব আমি গুয়া পান খাইলে॥
মরিব নিশ্চয় আমি করি নিবেদন।
স্ত্রী পুত্র আমার রাজা করিবা পালন॥
আমার ঘরের স্ত্রী সে অতি পতিব্রতা।
তান্ গুণ কহিতে আমার লাগে ব্যথা॥
কামের কামিনী হেন রূপের ভাণ্ডার।
যত সাঙ্গা বসিয়াছে অন্ত নাহি তার॥
যখনই মনে লয় সাঙ্গা বসিবার।
আমারে ছাড়িয়া যায় আসে পুনর্ব্বার॥
আর আর নারীর যে দশ পাঁচ স্বামী।
তান্ আর কেহ নাই সবে মাত্র আমি॥
রাজা বলে ভয় নাই পালিমু যতনে।
আর সোয়ামির ঠাঁই সাঙ্গা দিয়া তারে॥

এত শুনি কোটয়াল রাজা বিদ্যমান।
এক মনে নিকটে নেহালে গুয়া পাণ॥
পাণে চূণে একত্র করিয়া হাতে লৈয়া;
পোড়ে কিনা গায় তার দেখে ছুঁয়াইয়া॥
খাইবারে গুয়া পাণ মনে কৈল সার।
রাজার আজ্ঞায় আমি মরি একবার॥
প্রথমে ধরিয়া মুখে ঢালি দিল চূণ।
তার পাছে গুয়া পাণ দিল দুই গুণ॥
দড় করি চাপিয়া চাবায় দুই গালে।
মুখে চূণ লাগি তার রক্ত পড়ে নালে॥
গুয়া পাণ চাবাইতে লাগিল কেবল।
ঘামে শরীর তার হৈল ঠলমল॥
উল্‌টাইয়া দুই চক্ষু পাড়ে গড়াগড়ি।
নাকে মুখে রক্ত বয় হাত পা আছাড়ি॥
রাজা বলে মৈল মৈল কি রহিছ চায়্যা।
তোমরা না মরিবা ধরহ আগু হৈয়া॥
তারে শুনি ধায়্যা ধরে দশে বিশে হাতে।
আপনি উঠিয়া রাজা জল ঢালে মাথে॥
মরা হেন পড়িয়া রহিল নিঃশবদে।
আগুণ জ্বালিয়া তার কাণ মুড় স্বেদে॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া বলে হরি হরি।
মরিবার পথ এই অকারণে মরি॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

লাচাড়ি—কেদার রাগ

খাইয়া গুয়াপাণ, সভার বিদ্যমান,
বলে দুর্জ্জনা কটোয়াল ।
এহি সব কারণ, হৈল মোর মরণ,
এ গুয়া নহে বিষফল ।
দেখিতে বড় ঘটা, নিশ্চয় বিষ গোটা,
কান্দিছে পড়ি গিরিবর ।
বিষের সদাগর, আসিছে এ নগর,
বধিতে আমারে সত্বর ॥
সেহি মানুষ হয়, কহি শুন নিশ্চয়,
নাহি করিও বাক্য আন ।
তেজিয়া পুত্র নারী, হইও দেশান্তরি,
তেঁহ না খাইও গুয়া পাণ ॥
রাজা বলে এ কথা, কভু নহে অন্যথা,
এহি গুয়া নহে বিষের হালী ।
কার্য্যের আছে সন্ধি, সাধুরে কর বন্দি,
কালি কাটিয়া দিমু বলি ॥
এ বেটা ডাকাইত, বুঝিলাম নিশ্চিত,
ইহারে রাখিতে যুক্ত নয় ।
মোর প্রাণের বৈরি, রাখহ বন্দি করি,
কাটিমু কালি এ নিশ্চয় ॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা, সকলে ধরে ধায়্যা,
চান্দর মনে লাগে ত্রাস ।

মনসার কপটে, সাধুর বুদ্ধি টুটে,
বলয়ে দ্বিজ বংশীদাস ॥

দিশা—বিধি বাম হইল রে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈলরে ॥

রাজার বচনে তারে তোলে সভা হৈতে।
ধরিয়া চলিল ঘাড়া সিনি দিতে দিতে ॥
মুনি মতিভ্রম হয় বিপদ সময়।
পদ্মার কপটে চান্দর বুদ্ধি হৈল ক্ষয় ॥
চণ্ডী নাম পাশরিল পদ্মার কপটে।
বিপদ সময় হৈলে বুদ্ধি বল টুটে ॥
রাজার আজ্ঞায় তারে সভা হতে তুলি।
চড় চাপড় কিল দেয় ঘাড়া সিলি ॥
পাছে থাকি ধাকা মারে কেহ ধরে চুলে।
পঞ্চাবস্থা করি নিল বান্ধি হাতে গলে।
বন্দি করি থুইল কালিকা পূজা ঘরে।
পাথর তুলিয়া দিল বুকের উপরে ॥
তেড়া লেঙ্গা হিরাধর আর যত ঠাট।
বস্ত্র জাত ফেলাইয়া আইল নাওঘাট ॥
একত্র বসিয়া সবে করই যুকতি।
কিমতে মোচন হয় চম্পকের পতি ॥

সিলই হালইদার হাতেত পলিতা।
শেল জাঁটি লয় কেহ কেহ লয় কাতা॥
বায়ুগতি হৈয়া কেহ খাণ্ডা পাকায়।
অস্ত্র হাতে বীর সব চতুর্ভিতে ধায়॥
কেহ বলে যুদ্ধ করি রাজ্য লই কাড়ি।
কেহ বলে সাধু আনি বন্দিখানা বেড়ি।
কেহ বলে রাজ্য লই না করিও মানা।
চান্দর লোন শোধিব গড়ে দিয়া হানা॥
তাকে শুনিয়া বলে পণ্ডিত শুভঙ্কর।
যত যুক্তি কর তোরা কেবল বর্ব্বর॥
কিছু নাহি বুঝ কেহ সকলি নির্ব্বোধ।
যে দেশে বাণিজ্যে আইনু সেই দেশে যুদ্ধ॥
বিনা দোশে সাধুরে দিয়াছে অপমান।
সর্ব্বথা মোচন কালি করিব বিহান॥
কার্ত্তিক গণেশ হেন দয়া করে গৌরী।
শিব পূজিবারে গেল অতি শীঘ্র করি॥
এথা সাধু চন্দ্রধর করয়ে ক্রন্দন।
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে মনসা চরণ॥

লাচাড়ি।

কান্দে সাধু অতিশয় দুঃখে।
চারি হাতে পায়ে গলে, বান্ধি লোহার শিকলে,
চৌমনী পাথর দিছে বুকে॥

কি মোর কর্ম্মের দোষে, আসিলু রাক্ষস দেশে,
বিপাকে হারালু প্রাণধন ।
তাতে এত দুঃখ ভার, শরীরে না নহে আর,
এত দুঃখে বিদেশে মরণ ।
যে মোর আছিল মনে, দেশে গেলে ধনে প্রাণে,
লক্ষ বইলে পূজিত ভবানী ;
বুকেত পাথর ভারি, নড়িতে চড়িতে নারি,
ক্ষণেকেতে ত্যেজিব পরাণী ।
যন্ত্রণা পাইয়া দড় কাতর হইল বড়,
চণ্ডিকারে করিল স্মরণ ।
আমি যারে ভাবি ঘটে, সে মহাদেবী নিকটে,
দুঃখ শোক তাহান কারণ ।
অখিল ভুবনেশ্বরী, যাহার প্রসাদে তরি,
মহা মহা বিষম শঙ্কটে ।
এবে জানি মহামায়া, হইলা চান্দে নির্দ্দয়া,
দিলা দুঃখ পদ্মার কপটে ।
চণ্ডিকা দিলেন বর, শুন পুত্র চন্দ্রধর
বন্ধন মোচন হৌক তোর ।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে, আপনে বন্ধন খসে,
বিপদে তরিল চন্দ্রধর ॥

লক্ষীধর ও বিপুলার জন্ম ।

-*-*-

দিশা—দেখিলাম সকল চাইয়া ।
যা করে ওই কাল মাইয়া ॥

পাটনের বিবরণ ক্ষান্ত রৌক এথা ।
লক্ষীধর বিপুলার শুন জন্ম কথা ॥
যেহি দিন হৈতে সাধু গেলেন বিদেশ ।
সেহি হতে সনকার ভাবি তনু শেষ ॥
ছয় পুত্র মৈল সাধু গেল পরবাস ।
মৈলে শ্রাদ্ধ করে হেন নাহি পরত্তাশ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে করিলেক স্যার ।
পদ্মার চরণ বিনে গতি নাহি আর ॥
মরিয়াছে ছয় পুত্র তারে দিতে পারে ।
এত জানি ভক্তি করি পূজয়ে পদ্মারে ॥
পুরী মধ্যে স্থাপিয়া সুবর্ণ ঘটবারি ।
এক চিত্তে সনকা পূজয়ে বিষহরী ॥
সোনাইর ভক্তিয়ে মনসা তুষ্ট মন ।
স্বপ্নে আসি দেখা দিয়া বলিল তখন ॥
পদ্মা বলে শুন ওগো সনকা সুন্দরী ।
তোর বাপ শঙ্খপতি মোর পূজা করি ॥

পাইয়াছে আমা হতে ধন পুত্র বর।
সর্ব্বগুণী পঞ্চ পুত্র হৈল তার ঘর॥
তাহার সম্বন্ধে তোত বড় দয়া মোর।
ছপুত্র চান্দর দোষে দংশিলাম তোর॥
তোর ভাল ভক্তিভাব ব্যবহার জানি।
পুত্র বর দিলু তোরে শুন সুবদনী॥
এই যে তোমার দেখ রহিছে উদর।
এই গর্ভে হৈব পুত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
বাপের সমান পুত্র হৈব সর্ব্ব গুণে।
ছপুত্রের যত দুঃখ পাশরিবা মনে॥
দাতা ভোক্তা নীতিজ্ঞ হইব অতিশয়।
কিন্তু এক কথা কহি রাখিবা নিশ্চয়॥
আমা না পূজিয়া যদি বিয়া করাও তাকে।
কালরাত্রী মরিবেক দৈবের বিপাকে॥
এত বলি পদ্মাবতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
স্বপ্ন দেখি সনকায়ে জাগিল বিহান॥
পুরীর ভিতরে পদ্মা পূজে নিরন্তর।
অনুক্রমে দিনে দিনে বাড়য়ে উদর॥
এই মতে সনকা বঞ্চিছে নিজ ঘরে।
আলস্তেত মন্দগতি চলিতে না পারে॥
মাস মাস পুরিয়া সম্পূর্ণ হৈল দিন।
ভাবিয়া চিন্তিয়া সোনাইর তনু হৈল ক্ষীণ॥
চম্পক নগরে যত বণিক্যের মেয়া।
নানা রঙ্গে কৌতুকে সত্বরে গেল ধেয়া॥

নারীগণ মিলি আসি দিল পাটয়ার।
ততক্ষণে ধরণীতে পড়িল কুমার॥
সপ্তবার জোকার দেহন্তি নারীগণে।
হরিতাল সিন্দুর দিলেক জনে জনে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
অভিরথ সিদ্ধি হয় পুরাণ শ্রবণে॥

লাচাড়ি।

সনকার জন্মিল কুমার।
সর্ব্ব সুলক্ষণ তনু, রাশি পূর্ব্বাষাড়া ধনু,
অনিরুদ্ধ হৈল অবতার॥
চম্পক নগরে সব, নানা রঙ্গে মহোৎসব,
জোকার মঙ্গল নাট গীত।
ছয় পুত্র আগে মৈল, পুনঃ আর পুত্র হৈল,
শুনি লোক সবে হরষিত॥
দৈবজ্ঞে আসি গণিল, সর্ব্ব অংশে ভাল হৈল,
জ্ঞাতি কুল সব উদ্ধারিব।
নবম মাসের কালে, জন্মিলেক শিশু ভালে,
কিন্তু দুঃখ পিতায়ে পাইব॥
শুভ ষষ্ঠী পূজা আদি, করিলেক যথা বিধি,
পুত্রের উৎসব রঙ্গ রসে।
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত, সবে হৈয়া সমুদিত,
অন্নাশন কৈল ছয় মাসে॥

শিশুর জন্ম অবধি, মিলে নন্দা মহানিধি,
লক্ষ্মী বাড়িছে অবিরাম ॥
এতেক তত্ত্ব জানিয়া, মিলিয়া সর্ব্ব বাণিয়া,
থুইলেক লক্ষ্মীধর নাম ॥
দিনে দিনে বাড়ে বালা, যেমন চন্দ্রের কলা,
পদ্ম যেন বাড়ে সরোবরে।
মহা রঙ্গ কুতূহলে, চারি বৎসরের কালে,
পুত্রের কঠিনী দিল করে ॥
যেমন রাজার নীত, পাঠে হৈল সুশিক্ষিত,
অস্ত্র বিদ্যা কাব্যকলা আর।
নানা শাস্ত্রে বিচক্ষণ, লইয়া পণ্ডিতগণ,
সদা করে শাস্ত্রের বিচার ॥
অশ্ব হস্তী পৃষ্ঠে গতি, মৃগয়ায় হৃষ্ট মতি,
লৈয়া তূণ তীর ধনু সাজ।
মল্ল বিদ্যা পরিশ্রম, করিতে হৈল সক্ষম,
ক্রমে ক্রমে হৈল যুবরাজ ॥
প্রজা লোক আর যত, সবে তার অনুগত,
প্রাণসম সবে ভালবাসে।
যেন পিতা চন্দ্রধর, বুদ্ধিতে অতি প্রখর,
বলে ভাল দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি।

এই মত লক্ষ্মীধর চম্পক নগরে।
পিতার সমান সেহ সর্ব্বগুণ ধরে।

দেখিয়া সনকা বড় আনন্দিত মন।
ছয় পুত্রের দুঃখ বিস্মরে তখন॥
লক্ষ্মীধর চম্পকে রহিল এইমতে।
বিপুলার জন্ম কথা শুন এক চিতে॥
উজানী নগরে ঘর সাহ রাজা নাম।
তার নারী সুমিত্রা সুন্দরী অনুপম॥
সাত পুত্র তার তারা অতি বিচক্ষণ।
সবার প্রধান পুত্র নাম নারায়ণ॥
সেই নারায়ণ সাধু গিয়াছে বাণিজ্যে।
আর ছয় কুমার বাণিজ্য করে রাজ্যে॥
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে সকলই সুখ।
কন্যা নাহি কারণে মনেত পায় দুঃখ॥
পুত্রবান পুরুষের কন্যা নাহি যার।
সংসারের দয়া মায়া কিছু নাই তার॥
এক কন্যা হৈলে দশ পুত্রের সমান।
ধর্ম্মোদ্দেশে যদাপি সুপাত্রে করে দান॥
কন্যা দানের শুন পূর্ব্ব ইতিহাস।
কন্যা দান ফলে শৃগালীর স্বর্গবাস॥
এক শৃগালী ঘোর অরণ্যেত বসে।
গ্রামে গিয়া রাত্রিত উদর পরিতোষে॥
চন্দ্রকেতু নামে রাজা অতি গুণবান।
তান্ চারি মহাদেবী লক্ষ্মীর সমান॥
পুত্র কন্যা নাহি রাজা দুঃখিত হৃদয়।
চারি রাজরাণী তারা মৃত বৎসা হয়॥

কত দিনে আর এক কুমারী জন্মিল।
জন্মিতেই সেই ক্ষণে অভিভূত হৈল ॥
মৃত হেন জানি তারে করিলেক ত্যাগ।
দৈবযোগে তারে সে শৃগালী পায়্যা লাগ ॥
বনের ভিতর নিল আপনার গাতে।
যে স্থান মনুষ্য গম্য নহে কোন মতে ॥
খাইবার কালে দেখে চাহিয়া তখনি।
জীব সঞ্চারিয়া করে মৃদু মৃদু ধ্বনি ॥
ইহা দেখি শৃগালীর হৈল মনে দয়া।
পালিবার লাগিল বুকের মধ্যে লৈয়া ॥
পক্ষী যেন ডিম্ব রাখে আচ্ছাদিয়া পাখে।
সেই মত শৃগালী বুকের মধ্যে রাখে।
গ্রাম হতে ফল মূল আনিয়া সাহসে।
নিরবধি খাওয়াইয়া যত্ন করি পোষে ॥
এই মতে রাজকন্যা বাড়ে অনুদিন।
বিবাহের কাল হৈল যৌবনের চিন্
এক দিন সেই কন্যা স্নান করি আসি।
কেশ শুখাইছে সে গাতের পারে বসি ॥
হেনকালে নৌস রাজা মৃগয়া যাইতে।
কন্যা দেখি আচম্বিত গাতে প্রবেশিতে ॥
গর্ত্ত খুদি কন্যা তুলি দেখিল সমাই।
ইদেখি শৃগালী আইসে করি পরিত্রাই ॥
শৃগালী বলয়ে রাজা যদি কন্যা চাও।
আমি দান করি তুমি হস্ত পাতি লও ॥

নহে যদি কন্যা তুমি নেহ বলাৎকারে ।
প্রাণী বধ দিব আজি তোমার উপরে ।।
এতেক শুনিয়া রাজা হস্ত পাতি রৈল ।
বন দুর্ব্বা দিয়া হস্তে কন্যা দান কৈল ।।
কন্যা লয়্যা নৃপতি চলিয়া গেল ঘরে ।
কতদিন বিলম্বে শৃগালী তথা মরে ।।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হৈল কন্যা দান ফলে ।
বিষ্ণু দূতে লৈয়া গেল বৈকণ্ঠ মণ্ডলে ।।
এই মত পুণ্য হয় কন্যা দান কার ।
কন্যা লাগি সাহ রাজা পূজে বিষহরী ।।
মনসার মনে আছে উষা জন্মাবার ।
উষার আত্মা আনিয়া করিল সঞ্চার ।।
কত দিনে সুমিত্রার উদর পুরিল ।
দশ মাস দশ দিনে কন্যা প্রসবিল ।।
জন্মিল সুন্দরী কন্যা যেন চন্দ্রকলা ।
কাঞ্চন প্রদীপ কিবা সোণার পুতলা ।।
দৈবজ্ঞে গণিল আসি শাস্ত্র বিচারি ।
হস্তা নক্ষত্র কন্যা রাশি সে কুমারী ।।
হইল বিপুল লক্ষ্মী বিপুল সম্ভার ।
এতেকে বিপুলা নাম রাখিল কন্যার ।।
জাতিস্মরা কন্যা ইহে তিন জন্ম স্মরে ।
মঙ্গল চণ্ডিকা সেবে ভক্তি ব্যবহারে ।।
এইমতে জনমিল অনিরুদ্ধ উষা ।
আপনার কার্য্য সিদ্ধি করিল মনসা ।।

দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
মনোরথ সিদ্ধি হয় পুরাণ শ্রবণে ॥

লাচাড়ি

ধন্য ধন্য করে লোক উজানী নগরে।
জন্মিল সুন্দরী কন্যা সা রাজার ঘরে ॥
যখনি জনমি কন্যা ছুঁইল ধরণী।
মনসার কার্য্য সিদ্ধি হৈল জয়ধ্বনি ॥
দেখিতে সে কন্যার রূপের নাহি সীমা।
দিনে দিনে বাড়ে যেন সোণার প্রতিমা ॥
বিবাহের যোগ্য হৈল অতি সুলক্ষণা।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার বন্দনা ॥

নারিকেল ভক্ষণ।

দিশা—যা কর জগৎ মাতা।
যা ছিল মোর করমে ॥

লখাই বেউলার কথা রহুক এখন।
পাটনের বিবরণ শুন দিয়া মন ॥

মহা দুঃখে চন্দ্রধর পায়্যা অব্যাহতি।
নিশাকালে করে দেবী ভবানীকে স্তুতি ॥
ভক্তি ভজনায় এবে পাইয়া সম্বিত।
হরষিত হৈল চান্দ অঙ্গ পুলকিত ॥
নিবৃত্ত হইল মন ধরি পুটাঞ্জলি।
মধুর কোমল বাক্যে জয় জয় বলি ॥
জয় জয় ত্রিপুরা সুন্দরী মহাদেবী।
মিলয়ে পরম মুক্তি তোমা পদে সেবি ॥
প্রলয় জলেত হরি অনন্ত শয়ন।
জন্মিল মধু কৈটভ দৈত্য দুই জন ॥
ব্রহ্মার ভক্তয়ে দেবী করুণার্দ্র চিতে।
অসুর বিনাশ কৈলা তুমি মা ইঙ্গিতে ॥
ভূমি আকাশ জল অনল পবন।
রবি শশী পঞ্চভূত না ছিল যখন ॥
তোমার কল্পনে সৃষ্টি হৈল রাত্রি দিবা।
সত্ত্ব রজ তমো গুণে হৈল তিন দেবা ॥
তোমা হতে হইয়াছে সৃষ্টির সৃজন।
আদ্যা প্রকৃতি তুমি পরম কারণ ॥
এই মতে চন্দ্রধরে করয়ে ভকতি।
সদয় হইয়া দেবী কৈলা অব্যাহতি ॥
চান্দর বন্ধন দেবী করিয়া মোচন।
চন্দ্রকেতুর ঠাঁই গিয়া কহিলা স্বপন ॥
উঠ উঠ চন্দ্রকেতু নিদ্রা যাও শুয়্যা।
মোর পুত্র চন্দ্রধরে বন্দি ঘরে থুয়্যা ॥

পুত্র চন্দ্রধর মোর যেন গণপতি।
কি কারণে কৈলা তারে এতেক দুর্গতি॥
যদি কালি চান্দরে না ছাড়হ সত্বর।
তবে তার প্রতিফল পাবা নৃপবর॥
কালি প্রাতে উঠি রাজা করি সুবন্ধান।
চান্দ সনে মিত্রতা করি দেহ সম্মান॥
স্বপ্ন দেখি প্রভাতে উঠিল নরপতি।
পাত্র মিত্র স্থানে কথা কহে যত ইতি॥
স্বপ্নে আমি দেখিলু ত্রিপুরা মহামায়া।
কালিকার বন্দী সাধু আন ছাড়াইয়া॥
বিলম্ব না কর আর চল শীঘ্রগতি।
যার জন্য দেখিয়াছি দেবী ভগবতী॥
হেনকালে পাইকে আসি করে নিবেদন।
আপনে খসিয়া আছে সাধুর বন্ধন।
চান্দরে দেখিয়া সবে বড় পায় ডর।
অধিক গৌরবে নিল রাজার গোচর॥
রাজা বলে বড় দুঃখ পাইলা মহাশয়।
তব অর্থে হৈয়াছেন ভবানী সদয়॥
এত শুনি চন্দ্রধরের মনে মনে হাস।
বলিতে লাগিল পরে করিয়া প্রকাশ॥
যত বস্তু আনিয়াছি তারে বল বিষ।
হতশ্রী বর্ব্বর তোরা কারো নাহি দিশ॥
যত বস্তু আনিয়াছি তোমারে দিবার।
দেবতা প্রলোভ করে খাইতে একবার॥

তোমরা তাহারে বল বিষ গাছের গোটা ।
হাড়ে চাড়ে কামড়াইয়া দন্ত কৈলা ভোঁটা ॥
ইহারে খাওয়াই আমি করিয়া প্রকার ।
কে খাইব আন তারে গোচরে আমার ॥
রাজা বলে খাইবেক গিরিবর দ্বারী ।
গিরিবরে বলে আমি এখনই মরি ॥
বুকে মুখে রক্ত বয় দন্তে নাহি বল ।
কিসে চাবাইয়া খামু নারিকেল জল ॥
চান্দ বলে ভয় নাই হের আইস আগে ।
তুঞি যদি মরসি আমাতে তার লাগে ॥
এত বলি চন্দ্রধরে আনে হাতে ধরি ।
কাড়িবারে নেয় হেন কাঁপে থরথরি ॥
ভেড়া লেঙ্গা ধরে তারে চারি হাতে পায় ।
চাপাতে ধরি তুলাই তারে হা করায় ॥
চান্দ ঢালিয়া দিল ন্যারিকেল জল ।
মুখেত পড়িল যেন অমৃত কেবল ॥
স্বাদ পায়্যা বলে বেটা ছাড় দেখি চাই ।
গোটা পাঁচ সাত দেহ সুখে বসি খাই ।
চান্দ বলে ছার মুখে না পাবে এক কণা ।
তুঞি বেটা কৈলে মোরে এত বিড়ম্বনা ॥
কিমত খাইছ ফল কহ শুনি সভা ।
রাজ ভেটি বস্তু নহে তোর মুখের পথ্য ।
রাজা বলে গিরিবর কহ শুনি আগে ।
ন্যারিকেল খাইতে তিতা কি মিঠা লাগে ॥

চান্দ বলে ইহা কেনে তুমি পুছ আর।
আপনে খাইয়া কেনে না কর বিচার॥
রাজা বলে এখনে খামু তোমার বচনে।
মনের সন্দেহ মোর গেল এতক্ষণে॥
এত শুনি চন্দ্রধর উঠি শীঘ্র করি।
ঝুনা নারিকেল গোটা আনে তাড়াতাড়ি॥
আপনার হাতে চান্দ খোসা ফেলাইয়া।
শঙ্খমুখ করি তারে ধরিল তুলিয়া॥
ঢালি দিল চান্দ সেই নারিকেল জল।
মুখেত পড়িল রস সুমিষ্ট শীতল॥
ভিতরের শাস পরে খসায়্যা প্রকারে।
খণ্ড খণ্ড করি দিল রাজার গোচরে॥
এক এক খান করি রাজারে খাওয়ায়।
খল খলি হাসে রাজা বড় মিষ্ট পায়।
স্বাদ পায়্যা নরপতি হাসে কুতুহলে।
হেন বস্তু না খাইছে আর কোন কালে॥
পাত্র মিত্র সবে এক এক খান খায়্যা।
কামড়াকামড়ি করে ছোলা চাড়া লয়্যা॥
তবে চান্দ এক গোটা কুশিয়ারি আনি।
আপনার হাতে তারে করি খানি খান॥
এক এক খণ্ড লয়ে খাওয়ায় রাজারে।
কুশিয়ারি খায়্যা রাজা হরষ অন্তরে॥
চান্দ বলে যা খাইলা ইসকল ছাই।
তাম্বুলের গুণ যত কহিয়া বুঝাই॥

ঢেক মন্দভুক আর অপচক।
দন্তশূল পিত্ত আর বায়ুর নাশক ॥
গুয়া পাণ চুণ তবে একত্র করিয়া।
রাজার মুখেত দিল চুণ সাজাইয়া ॥
একে গুয়া পাণ তাত মিশাল কর্পূর।
খাইয়া চান্দরে ভাবে বাপের ঠাকুর ॥
একে রাক্ষসের মুখ দুর্গন্ধ তাতে।
গুয়া পাণ খায়্যা যেন স্বর্গ পাইল হাতে ॥
গুয়া পাণ খায়্যা যেন অধিক বিভোল।
দুই হাতে ধরিয়া চান্দরে দিল কোল ॥
রাজা বলে শুন সাধু বচন আমার।
কোন্ রাজ্যে কোথা ঘর কি নাম তোমার ॥
চন্দ্রধরে বলে মুই হই শূদ্র জাতি।
ভরদ্বাজ গোত্র গন্ধবণিকা পদ্ধতি ॥
চম্পক নগরে ঘর তথা করি বাস।
চন্দ্রধর নাম মোর চণ্ডিকার দাস ॥
সদাই প্রসন্ন মোরে দেবী ভগবতী।
পুত্রবৎ চণ্ডী মোরে পালেন নিতি নিতি ॥
রাজা বলে রাম রাম আমি অসজ্জন।
হেন মিত্রেরে কৈলু এত বিড়ম্বন ॥
আমিহ চণ্ডীর দাস রাজা মহাবলী।
আজি হনে তোমা সনে আমার মিতালী ॥
মোর নাম চন্দ্রকেতু তুমি চন্দ্রধর।
আজি হনে স্বনামে হইলা মিত্র মোর ॥

চণ্ডীর সেবক আমি সে পক্ষেও ভাই।
দৈবে আনি হেন মিত্র মিলাল গোঁসাই॥
সিংহাসনে বসাইল মিত্র মিত্র বলি।
নবরত্ন হার দিল চান্দ গলে তুলি॥
চান্দ দিল তার গলে মালতীর মালা।
দুই মিত্রে গলাগলি নানা রঙ্গে খেলা॥
রাজা বলে মিতা যে খাওয়াইলা নারিকেল।
দশ সহস্র শঙ্খ দিমু ইহার বদল॥
নারিকেল হেন বস্তু কভু নাহি খাই।
কহ কহ মিতা এর জন্ম কোন ঠাঁই॥
দ্বিজ বংশীদাসেরে সদয় নারায়ণ।
কহিতে লাগিল চান্দ প্রসন্ন বদন॥

লাচাড়ি

বিদেশী সাধুর প্রতি, তুষ্ট হৈল নরপতি,
অধিক প্রতীত হৈল মনে।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা, বলহে প্রাণের মিতা,
নারিকেল পাইলা কেমনে॥
এমন অপূর্ব্ব ফল, ভিতরেত রহে জল,
নিরবধি খাইতে সাধ করি।
মনে বড় সাধ আসে, যাইতে তোমার দেশে,
নারিকেল খাইতে পেট ভরি॥

কেমন মাটির পরে, কেমন বা বৃক্ষ ধরে,
জনমে বা কেমন প্রকারে।
আইসে ভিতরে জল, কেমনে এমন ফল,
উপদেশ কহত আমারে॥
চান্দ বলে শুন মিতা, কহিমু স্বরূপ কথা,
মিটা আর কত নারিকেল।
ইহনে অধিক মিটা, হিজল কদম্ব গোটা,
কাঁচা দাড়িম্ব কাঁচা বেল॥
ইহার বুঝিব কি কি, কত গুণ লতা দেখি,
তবে সে আসিমু আর এথা।
সঙ্গে দেহ কিছু ধন, হইব তবে স্মরণ,
আনি দিমু ডাগর চালিতা॥
রাজা শুনি কুতুহলে, ধরিয়া চান্দর গলে,
বলে ধন্য ধন্য মিতা তুমি।
কিবা তব পুণ্য বল, যেই দেশে এত ফল,
ধন্য ধন্য সেই পুণ্যভূমি॥
বিলম্ব না কর মিত, উঠাও আনি ত্বরিত,
যত বস্তু আনিয়াছ সাথে।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, মনসার পদতলে,
চণ্ডীর চরণ বন্দি মাথে॥

চন্দ্রধরের বাণিজ্য ।

-*-+-*-

দিশা—হরি কেশব বল, বল হরি রাম

চন্দ্রকেতু রাজা বলে শুন শুন মিত ।
যত বস্তু আনিয়াছ উঠাহ ত্বরিত ॥
এক এক বস্তু করি বুঝিব তৌলিয়া ।
সোণা রূপা পাথর লইবা বদলিয়া ॥
চান্দ বলে যাহা ইচ্ছা লইবা পশ্চাতে ।
আজিকা বিদায় দাও বাসাত যাইতে ॥
বিদায় করিয়া রাজা অন্তঃপুরে যায় ।
রাণীরা বেড়িয়া তার মুখ পানে চায় ॥
গুয়া পাণ খাইয়া রাজার রাঙ্গা মুখ ।
অন্তঃপুরে দেখিয়া রাণীরা পায় দুঃখ ॥
মহাদেবী বলে আজি একি বিপরীত ।
কি হেতু পড়িছে তব মুখের শোণিত ॥
বেয়াধি হৈয়াছে মুখে মনে হেন বাসি ।
দেখিয়া মুখের রক্ত হৈয়াছি তরাসী ॥
রাজা বলে আজি এক বস্তু খাইলাম ।
আসিতে আসিতে তার ভুলিয়াছি নাম ॥

তিন খানি বস্ত্র দিল করিয়া সংযোগ ।
আসিয়াছি খায়্যা যেন দেবতার ভোগ ॥
তোমারে আনিয়া দিমু কালি যদি পাই ।
কি অপূর্ব্ব বস্তু সৃজিয়াছেন গোঁসাই ॥
বাসাতে আসিয়া চান্দ সর্ব্বাগ্রে আপনি ।
স্নান আচমন করি পূজিলা ভবানী ॥
ভোজন করিয়া বসে রত্ন সিংহাসনে ।
ডাকিয়া আনিল সব পাত্র মিত্রগণে ॥
হাসিয়া বলিলা তবে সাধু চন্দ্রধর ।
বুঝিলাম ইবেটা কেবল বর্ব্বর ॥
বিনা দোষে আমারে এতেক দুঃখ দিল ।
মোর গ্রহদোষ তার কি শক্তি আছিল ॥
বদল করিতে কালি কোন যুক্তি করি ।
সকলে মিলিয়া তাহা বুঝহ বিচারি ॥
সুভাই পণ্ডিতে বলে শুন সদাগর ।
ভেড়া লেঙ্গা দুর্জ্জনা জয়ধর হিরাধর ॥
দুলাই কাঁড়ারী মাঝি মির্ব্বহর আর ।
তোমার বাপের সনে করিছে ব্যাপার ॥
ইহারা লইতে কেহ লখিতে না পারে ।
অধিক চতুর এরা বদল ব্যাপারে ॥
লেঙ্গা মিলুক গিয়া ভিন্ন দেশী হৈয়া ।
বস্ত্ররাশি করি দিব জহরী সাজিয়া ॥
দুলাই বলিব মূল্য রাজার মন বুঝি ।
আগু হৈয়া ভেড়া তবে ধরে দিব ডাকি ॥

জহরী করিব পরিচ্ছেদ বারবার।
সদাগর আপনি করিবা আবিষ্কার॥
দুর্জ্জনা মাপিয়া লৈব পাঁচে পয়ায়।
জয়ধরে নাও হতে তুলিব সদায়॥
ভাণ্ডারে থাকুক নিজে গোবিন্দ ভাঁড়ারী।
রাখুক থানা মির্ব্বর পাইক প্রহরী॥
এতেক মন্ত্রণা করি বসি সকলেতে।
রজনী পোহাইলে উঠিল প্রভাতে॥
রাজা আসি বার দিয়া বসিল সভায়।
পাত্র মিত্র সবে আসি মস্তক নোয়ায়॥
হেনকালে লেঙ্গা আইল ভিন্ন দেশী মতে।
মাথা নামাইল আসি রাজার অগ্রেতে॥
রাজা বলে তোমারে বিদেশী হেন দেখি।
কি নাম তোমার কহ আইলা কোথা থাকি॥
লেঙ্গা বলে প্রভু মোর নাম ধ্রুবানন্দ।
পশ্চিমা জহরী আমি ঘর পাণীখন্দ॥
চৌখণ্ডী সহর আমি দেখিছি বিস্তর।
জহরী ব্যবসা করি বেড়াই সহর॥
রাজা বলে ভাল ভাল বস আগুসারি।
যত বস্তু রাখি আমি দেহ রাহা করি॥
লেঙ্গা বলে আজ্ঞা মোর মাথার উপর।
দরিদ্র করিয়া দিমু ছমাস ভিতর॥
বহুমূল্য বস্তু যত আনে সদাগরে।
আধা মূল্যে রাহা করি দিবাম তোমারে॥

পুরাণ নালিতা পাতা সুগন্ধী ঝিকর।
তোমার প্রসাদে প্রভু আনিছে বিস্তর॥
ছালা ভুটী খেস ভুঁইঞা চট ধুকুড়া।
গুয়া নারিকেল আর আদা কুমড়া॥
এই মত বস্তু যত আনিছে ব্যাপারী।
আধা মূলে রাহা করি আমি দিতে পারি॥
এই মতে রাজা সঙ্গে করিছে যুকতি।
এথা সাধু প্রভাতে উঠিয়া শীঘ্রগতি॥
প্রাতঃক্রিয়া আদি করি করিল আহ্নিক।
ফলার করিয়া করি বিশ্রাম ক্ষণিক॥
ভোজন বিশ্রাম শেষে সাধু চন্দ্রধর।
মাথা নোয়াইল আসি রাজার গোচর॥
হাতে ধরি বসাইল নিত্র মিত্র বলি।
মহানন্দে দুই মিত্রে করে কোলাকোলী॥
রাজা বলে মিতা ইবিলম্ব কি কারণ।
না৫ হতে উঠাহ তোমার যত ধন॥
মোর ভাণ্ডারের ধন আনিয়া সকল।
তোমার সহিত আমি করিব বদল॥
চান্দ বলে শুন মিতা মোর নিবেদন।
মিত্র বলিয়াছ তুমি আপনি সজ্জন॥
অনেক সাহসে আইলাম তব মাটি।
এমত করিবা মিতা মূলে যে না ঘাটি॥
রাজা বলে দেখ হের বিদেশী জহুরী।
ধর্ম্ম দৃষ্টে সেই দিব উচিত রাহা করি॥

চান্দ বলে দেখ হের গুঁড়া সিদ্ধি গুলী।
এরে আগে ঘুটি খাও ধরি তিন অঙ্গুলি॥
খাইলে দেখিবা কত উঠে পড়ে মনে।
ত্রিভুবন দেখিবা বসিয়া এক স্থানে॥
বদল করিতে তবে হইবেক রঙ্গ।
শুষ্ক সমুদ্র মধ্যে উঠিবে তরঙ্গ॥
মনে হৈব সুখ আনন্দ কলেবর।
ইহারে খাইয়া যোগ চিন্তে মহেশ্বর॥
সিদ্ধি গুলী খায়্যা রাজা হৈল অতি ভোলা।
হেনকালে চান্দ দিল বর্ত্তমান কলা॥
ছোলা ফেলাইয়া খাওয়াইল এক গোটা।
ভাঙ্গের নিসায় রাজা তাত পাইল মিটা॥
হাসি জহরীর ঠাঁই পুছে নৃপবর।
ইহার কি মুল্য হয় কর সদুত্তর॥
জহরী বলয়ে রাজা মোরে কেন পুছ।
ইহার কি গুণ বুঝ নিজে খাইয়াছ॥
বদল করিতে মাত্র দেখিয়াছি গণি।
একেক কলায় হয় দশ দশ মণি॥
হাসিয়া নৃপতি বলে শুন সাধু ভাই।
মধ্যস্থ চুকায়্যা দিল মোর দোষ নাই॥
চান্দ বলে আমার লভ্যের দশা হীন।
জহরী তোমার পক্ষ পাইলাম চিন্॥
রাজা বলে জৌরী যদি ঘাটি কর দিতে।
বুঝিয়া তোমারে কিছু দিবাম পশ্চাতে॥

সুভাষ্ট পণ্ডিতে বলে না বলিও আর।
প্রথমে আপনি ঘাটি বুঝ একবার॥
দেখিতেছি মহাশয় নৃপতি সুজন।
ঘাটিলেও পশ্চাতে দিবার পারে ধন॥
এহি মতে রাহা করি জিনিসে জিনিসে।
লাচাড়ি প্রবন্ধে কয় দ্বিজ বংশীদাসে॥

লাচাড়ি পঠমঞ্জরী।

বদল করয়ে সদাগর।
বুঝিয়া মূল্যের ভেদ, জৌরী করে পরিচ্ছেদ,
হরষিত সাধু চন্দ্রধর।
আগে আনি গুয়া পাণ, থুইলেক বিদ্যমান,
মূল্য বলে কাঁড়ারী ডুলাই॥
একটী একটী পাণে, মরকত দশ গুণে,
গুয়ায়ে মাণিক্য যেন পাই।
বদল করিতে চুণ, রস দিবা দশ গুণ,
খয়ার বদলে গোরোচনা॥
সুগন্ধী এলাচি হালী, লহ মতির বদলি,
কেসর বদলে দিবা সোণা॥
শতাবরী কামেশ্বর, আনি বলে সদাগর,
এর গুণ কহিতে না পারি।
খাইয়া বুঝহ আগে, কিমত আস্বাদ লাগে,
তৌল দিবা বদলে কস্তূরী॥

পাকা বেল পাকা তাল, বড় বড় কাঁঠাল,
খরমুজা আর ফল মিটা।
ইসব গণিয়া নিবা, সোণার ঘুগুরা দিবা,
আর দিবা সুবর্ণের ইটা ॥
খৈকর মহুকরা, মিটা জাজী সমতারা,
নারাঙ্গী কমলা আর যত।
ইসব গণিয়া নিবা, গণ্ডায়ে লিখিয়া দিবা,
দশ দশ গুণে মরকত ॥
ধুতরসা আমলকী, পেয়ারা হরিতকী,
আনারস করঞ্জ বয়েড়া।
ইসব বদলি নিবা, সোণার ঘুঙ্গর দিবা,
আর দিবা সোণার লাকেড়া ॥
তবে ঝিঙ্গা দুধকসি বাগন যে বারমাসী,
শসা কুমড়া বাঙ্গী খিরা।
ওলালু কচুর মুখি, ইসব তৌলের বিকি,
সমানে মাপিয়া দিবা হিরা ॥
কলাই মসুর মুগ, সব দেবতার ভোগ,
তিল যব তিসি মটর।
ইসব তৌলিয়া নিবা, ধামায় মাপিয়া দিবা,
দশ গুণ প্রবাল পাথর ॥
রস্থন পেয়াজ ধরি, দশ গুণ জরিতরি,
কর্পূরের বদলে বাথর।
শালুক কেশর সিংরা, ইসব বদলে হিরা,
মাখনায় চুনীর পাথর ॥

চান্দ বলে মহারাজ, আমি কি কহিব আজ,
আসিয়াছি তোমার নগরে।
আছুক লভ্যের কথা, মূলেই ঘাটিলু মিতা,
উপরোধে আমি গেলু ছারে।
নৃপতি বলে জহরী, তোমারে প্রতীত করি,
ধর্ম্ম সঁপিলু তব ঠাঁই।
এমত কহিবা কথা, মূলে যে না ঘাটে মিতা,
আমি ঘাটিলে দোষ নাই॥
জোরী বলে নারায়ণ, আমি নাকি অসজ্জন,
ভিন্ন দেশী সাধু আসিয়াছে।
বদল করিবা তুমি, তারে কি ঘাটাব আমি,
অন্তকালে কি বলিমু পাছে।
যত সব ভেড়ী ছাগী, বদলে সোণার মৃগী,
মূলার বদলে হস্তি দন্ত।
ইক্ষু এক এক খণ্ড, নিয়া দিবা নবদণ্ড,
পাটে দিবা চামর অত্যন্ত॥
শুঁড়ী মৎস্য যত খান, তোলবা ধরি কামান,
বদলে দিবা ভুরা চন্দন।
অগুরু চন্দন মূল শুঁড়ী মৎস্য সমতুল,
সহজে না মিলে হেন ধন।
ইমতে বদল করি, বলে চান্দ অধিকারী,
আজি আমি না বুঝি সদায়॥
আজিকা বদল থাক্, ইবস্তু ভাণ্ডারে থাক্,
আজি আমি বাসায় বিদায়॥

রাজা উঠি আস্তে ব্যস্তে, ধরিল চান্দর হস্তে,
হাসি মিত্র মিত্র সম্ভাষায়।
দ্বিজ বংশীদাসে বলে, রাজা অন্তঃপুরে চলে
চন্দ্রধর বাসা পানে যায়॥

দিশা—ওগো মা জানিলাম জানিলাম।
পতিত পাবনী তোমার নাম, গো॥

অন্তঃপুরে যায় রাজা হাসে খল খলী।
শতাবরী কামেশ্বর খায়্যা সিদ্ধিগুলী॥
নানা কথা কহিয়া আনন্দে গীত গায়।
ক্ষণেকে বিভোল হয় ক্ষণে চপলায়॥
মহাদেবীগণ আইল রাজারে দেখিতে।
ভাবিল রাজারে বুঝি পাইয়াছে ভূতে॥
রাজা বলে তুমি সবে না হও বিমন।
খাইয়াছি মহাবস্তু যোগে মগ্ন মন॥
শিখায়্যাছে চন্দ্রধর যেমত প্রকারে।
সেই মত খাইলেক রাজা অন্তঃপুরে॥
নবরত্ন হার আর মুকুতা বিস্তর।
মহাদেবীগণে দিল চান্দর গোচর॥
গন্ধরাজ ফুল আর চাঁপা নাগেশ্বর।
চান্দ পাঠাইয়া দিল রাজ অন্তঃপুর॥

খাইয়া রাজার সঙ্গে ভাঙ্গ সিদ্ধিগুলা।
চাঁপা অনুপম আর মর্ত্তমান কলা॥
মহাদেবী বলে এথা থাকি কার্য্য নাই।
এই বস্তু খাইতে সাধুর সঙ্গে যাই॥
নানা যুক্তি করি চান্দ বাসা ঘরে যায়।
রন্ধন ভোজন করি রজনী গোঁয়ায়॥
পাত্র মিত্র সনে চান্দ নিদ্রা যায় সুখে।
রজনী প্রভাতে সাধু উঠিল কৌতুকে॥
রাজার সম্বাদ আইল সাধু যাইবারে।
পাত্র মিত্র আগুসারি আনিল চান্দরে॥
পরম গৌরবে রাজা কৈল সম্ভাষণ।
বসিবারে দিল আনি রত্ন সিংহাসন॥
হাস্য কৌতুক করি বসিলেক তথা।
রাজা বলে মিতা তুমি কহ কার্য্য কথা॥
সাধু বলিল মিতা বিদায় দেহ যাই।
তোমার দেশে মোর বাণিজ্যে লভ্য নাই।
যত বস্তু লইয়াছি বুঝিনু সকল।
মূলেত ঘাটিয়া যাই বদলে কি ফল॥
জঞ্জরী না বলে জানি পক্ষেত আমার।
শূন্য হাতে দেশে যাই এ দোষ যাত্রার॥
রাজা বলে জৌরী যদি ঘাটি কয় এতে।
বুঝিয়া তোমারে ধন দিবাম পশ্চাতে॥
সুভাই পণ্ডিতে বলে বলি কার্য্য নাই।
রাজার যে ইচ্ছা তাহা রাখি দেখ চাই॥

ছুলাই কাঁড়ারী বলে রাজা বিদ্যমান।
বস্তু রাহা করি রাজা কর অবধান॥
এই যে বারকোষ যোড় দেখ হিঙ্গুলাল।
ইহার বদলে দিবা সুবর্ণের থাল॥
কাষ্ঠের এ কৌটা যোড় রঙ্গে টলমল।
সুবর্ণের বাটী দিবা ইহার বদল॥
তাম্বুলের বাটা যোড় নানা রঙ্গের।
রজতের বাটা দিবা বদলেত এর॥
বড় বড় চাড়ী গুলা দেখিতে সুন্দর।
ইহার বদলে দিবা সোণার ডাবর॥
কাষ্ঠের তাগাড়ী নেও এক এক গোটী।
ইহার বদলে দিবা সুবর্ণের ঘটী॥
সুন্দর এ পিড়িগুলা মান্দারের সার।
সুবর্ণ আসন দিবা বদলে ইহার॥
চৌঘুরী কুরসী খাট যত হিঙ্গুলালী।
সুবর্ণের সিংহাসন ইহার বদলি॥
নেয়ারের ছানী খাট ধরে নানা রঙ্গ।
দীঘে পাশে মাপি দিবা সোণার পালঙ্গ॥
চাপা নাগেশ্বর পাটী কাষ্ঠের চৌদল।
নানা চিত্রাবলী তাতে আঁকিছে সকল॥
ইহার বদলে দিবা সোণার ভেটাই।
তথাপিও আমি রাজা মূলে ঘাটি যাই॥
যত সব হাঁড়ী পাগ নেহ ইসকল।
বদলে আপনে দিবা কাংস্য পিত্তল॥

সানক পিয়ালা নেহ লেখা জোখা করি
ইহার বদলে দিবা লোটা গাড়ু ঝারী ॥
ডালা কাটা ঝাড়ি খুচি বড় বড় কুলা ।
ইহার বদলে দিবা সিসা রাঙ্গ তোলা ॥
তৈল ঘৃত বদলে দিবা যত সিসারস ।
কুঙ্কুম বদলে মধু ভরিয়া কলস ॥
পোস্তের বদলে দিবা সোণার ঘুঙুর ।
পোস্তের যতেক গুণ কহিতে প্রচুর ॥
বৃদ্ধে খাইলে হয় যুবা হবে ভাল ।
যুবায় খাইলে পোস্ত বাড়ে গাবুরাল ॥
এমন পোস্তের গুণ কহন না যায় ।
হংস হেন চার করে বক হেন চায় ॥
চান্দ বলে আর ইবদলে কার্য্য নাই ।
কাপড় বদল কিছু করিবারে চাই ॥
আনিয়াছি বসন বদল করিবারে ।
ঘাটি টুটি আগে কিছু দিবাম তোমারে ॥
ডুলাই কাঁড়ারী আনে বাণিজ্যের ভাণ্ড ।
বস্তা হনে বসাইল ভুটা ভরা ভাণ্ড ॥
দীঘে পাশে যত যত বড় বড় বারা ।
চিত্র বিচিত্র সব রাঙ্গা পাটের জোরা ॥
রাঙ্গা পাটের খোপে ফুল সারি সারি ।
চটের চান্দুয়া খোলে চটের মশারি ॥
চটের ছুলিচা আর চটের বিছানা ।
ঝাড়ু বিয়া চটের চটের সামিয়ানা ॥

চটের পালঙ্গপোষ চটের বাল্কিস।
চটের ইজারবন্ধ চটের বালিস॥
চট পিন্ধিয়া রাজা বসিল সভাত।
কাজিরে বেড়িয়া যেন সেখের জমাত॥
চটের কামড়ে রাজার গাত্র চুলকায়।
চান্দ বলে পুণ্য বস্ত্রে অধর্ম্ম খেদায়॥
টকামড় খায়্যা যদি অষ্ট চারি থাক।
রোগ পীড়া ব্যাধি যত না রহিব এক॥
মহাপাত্রে বলয়ে জানিলাম উদ্দেশে।
খাসি দাউদ খণ্ডিবেক ইবস্ত্রের ঘশে॥
নিধিশূন্যে বলে আমি অনুমানে জানি।
চুষিয়া খাইবেক গায়ের লোণা পাণী॥
ধীশূন্যে বলয়ে শুন আমি কহি সাচা।
এর তুলনায় আমরার বস্ত্র পঁচা॥
ইহার বদল করি পাট পাটাম্বর।
নেতের পতাকা সনে ইহা সমসর॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর॥

লাচাড়ি।

কি কহিব চটের মহিমা।
পূর্ব্বের পুণ্যের ফলে, হেন বস্ত্র আসি মিলে,
রাজার ভাগ্যের নাহি সীমা॥

পাটাম্বর দিলে গায়, শীতে যেন প্রাণ যায়,
তাহাতে কিছুই নাহি উম।
খাইয়া ভাঙ্গের গুড়া, গায়ে দিয়া ধুকুড়া,
সুখে ফুঁকাইয়া যাও ঘুম ॥
তা হনে অধিক উম, ভুটী মুড়া দিয়া ঘুম,
ঘষি জ্বালি গোয়ালে শয়ন।
গায়ে দিলে পাটাম্বর, শীতে কাঁপে থর থর,
নেত পাট কোন প্রয়োজন ॥
আর যত গুণ আছে, ক্রমে সে বুঝিবা পাছে,
যাবত পুরাণ হতে যায়।
উড়সে কামড়াইতে, দুই হাতে চুলকাইতে,
স্বর্গের দুর্লভ সুখ পায় ॥
নেত কথি কিবা শাল, পশুনিয়া উড়িয়াল,
ইসকল পচা যে বসন।
আন দেখি ভুটি সঙ্গে, টান দিলে যদি ভাঙ্গে,
এক খানে সাত খান পণ ॥
রাজার আদেশে আনি, ভুটি ধরি টানাটানি,
ভাঙ্গিতে না পারে তাহা বলে।
নেত ধরি দিল টান, ভাঙ্গি কৈল খান খান,
লাজে রাজা মাথা নাহি তোলে ॥
চান্দ বলে দেখ ভাই, ধুকুড়ার মূল্য নাই,
তব বস্ত্র করি কাণা কড়ি।
কিরূপে বাণিজ্যে আলু, পচা বস্ত্র বদলিলু,
আমি হৈলাম ধোবার ভাঁড়ারী ॥

শুনিয়া চান্দর কথা, রাজা বলে শুন মিতা,
চৌদ্দ ডিঙ্গা রত্নে দিমু ভরি ।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, চান্দর কৌতুক মনে,
রথভরে হাসে বিষহরী ॥

দিশা—আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে ।

চান্দ বলে মিতা তুমি বড় ভাগ্যবান ।
পাত্র মিত্র যত তব দেবতা সমান ॥
আপনিহ মহাশয় দেবের চরিত্র ।
আমার দেশে হইলে হালের নিশ্চিন্ত ॥
তোমার সম আমার দেশের দেবতা ।
তাহার যতেক গুণ কহি শুন মিতা ॥
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশে বিমল চরিত্র ।
পঞ্চ গব্যে পঞ্চামৃতে ভুবন পবিত্র ॥
বনের তৃণ খাইয়া লোক পরিতোষে ।
যে জনে তাহারে সেবে লক্ষ্মী তথা বসে ॥
সংসার পবিত্র হয় তার পদ ধূলে ।
গো দেবতা করি তাকে সব লোকে বলে ॥
সেই দেবতার চিহ্ন আছে তব ঠাই ।
সবে মাত্র এক দোষ দুটী অঙ্গ নাই ॥
সেই দুটী অঙ্গ যদি থাকিত তোমার ।
মারিলে গোবধ প্রায়শ্চিত্ত হৈত তার ॥

এতেক বলয়ে চান্দ পাইয়া সময়।
দেশেত যাইতে চান্দ হস্ত যুড়ি কয়॥
তোমার দেশে আইলু বহুদিন হয়।
না পায়্যা দেশের বার্ত্তা চিত্ত স্থির নয়॥
ইহারে শুনিয়া রাজা উঠি আস্তে ব্যস্তে।
গলাগলি কোলাকোলি করে দুই মিতে॥
মাথার মুকুট দিল কর্ণের কুণ্ডল।
মণিময় হার দিল অধিক উজ্জল॥
এক ভাণ্ডারের ধন দিল তার শেষে।
নায়ে নায়ে ভরাভরি লইতে বিশেষে॥
পাত্র মিত্রে ব্যবহার দিল জনে জনে।
অন্তঃপুরে দিলা ধন মহাদেবীগণে॥
রাজাত বিদায় হৈয়া সাধু বার হয়।
দণ্ডবৎ হৈয়া কেহ পদধূলা লয়॥
চন্দ্রকেতু বলে মিতা দোষ যা ক্ষমিও।
না জানিয়া দুঃখ দিলু মনে না রাখিও॥
চন্দ্রধরে বলয়ে ইকোন্ বড় কথা।
না জানিয়া দুঃখ দিছ ক্ষমিছ সর্ব্বথা॥
এত বলি বিদায় হইল চন্দ্রধর।
সিন্দূর কাজল দিল ডিঙ্গার উপর॥
সকল কটক লৈয়া পাত্র মিত্র সনে।
পুত্র ভাই দিল রাজা তার আগ্‌বাড়ানে॥
হরষেতে চন্দ্রধর নৌকাতে আসিয়া।
বিদায় করিল যোগ্য ব্যবহার দিয়া॥

যাও যাও ভাই সব কহিবা রাজাতে।
কল্যাই খুলিব ডিঙ্গা উদয় প্রভাতে॥
তোমারার যত গুণ না যায় কহন।
আমার যতেক দোষ ক্ষমহ এখন॥
পাত্র মিত্র সহিতে মন্ত্রণা করে সার।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।

লাচাড়ি।

বলে রাজা চন্দ্রধর, শুন শুন শুভঙ্কর,
শুন ভাই কাঁণ্ডারী দোলাই।
সত্বরে জানাহ ঠাটে, নাও ভরা দেহ ঘাটে,
বহু দিনে দেশে চলি যাই॥
বড় পাইকা চলি যাও, যাত্রা করাও নাও,
শীঘ্র শীঘ্র কর পুরসাজন।
শুভক্ষণে যাত্রা করি, দেহ সব ডিঙ্গা ছাড়ি,
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন॥
কালঞ্জিয়া যত সৈকা, মাঝি মৃদা কুড়ি পাইকা,
ঝাট চল তেলেঙ্গার ঠাটে।
ভাঙ্গিয়া গোলার থানা, লৈয়া সঙ্গে বস্তু নানা,
বাহিয়া ছাড়াও নাও ঘাটে॥
চান্দর আদেশে তেড়া, বাদ্যকরে দিল সাড়া,
স্থানে স্থানে অতি যত্ন করি।

দ্বিজ বংশীদাসে বলে, যাত্রা করি সাধু চলে,
হরষিত হৈয়া অধিকারী ॥

দিশা—চল ধনী কুঞ্জ নিকুঞ্জ বিলাসিনী ।

চান্দ বলে শুভঙ্কর কুল পুরোহিত ।
নায়ে ভরাভরি দেশে চলহ ত্বরিত ॥
আসিয়া রাক্ষস দেশে করিলু পাটন ।
রাক্ষস ভাঁড়িয়া নেই বহুমূল্য ধন ॥
চট ভুটি দিয়া যত বস্ত্র লৈয়া যাই ।
জানাজানি হৈলে পাছে সকল হারাই ॥
এতেকে সত্বরে তুমি নায়ে দেও ভরা ।
গাব কস দিয়া নাও করহ সুসারা ॥
মণি ও মাণিক্য আর প্রবাল পাথরে ।
বহুমূল্য যত ধন তোল মধুকরে ॥
গঙ্গা প্রসাদেত তোল মুকুতা হিরা ।
সূর্য্যমণি চন্দ্রমণি শোভে উদয় তারা ॥
কাঞ্চন ভরায় ভর নাও লক্ষ্মীপাশা ;
উদয় গিরিতে ভর রূপা সীসা কাঁসা ॥
পিত্তল তামার যত বড় বড় থাল ।
বড় বড় পাথর হিঙ্গুল হরিতাল ॥
কাংস্য শিলা ফুল নিয়া যত রজ রস ।
কস্তূরী কুঙ্কুম তোল ভরিয়া কলস ॥

মরিচ জয়িত্রী তোল জিরা জাতিফল।
ইসব যেসান ভরা ভরহ সকল ৷৷
রাজবল্লভেত ভর হস্তীর দশন।
ফটিক অঙ্গুরী আর যতেক চন্দন ৷৷
ইস্কারী কুক্কুর আর ঘোড়া যত দেখি।
আগল পাগলে ভর সফরিয়া পক্ষী ৷৷
মাণিক্য মেড়ুয়া ডিঙ্গা ভর নানা ধনে।
আর দুর্গাবরে ভর অতি সাবধানে ৷৷
সমার প্রধান ডিঙ্গা নামে চুয়াচুটী।
পূর্ব্বে যাতে ভরিছিলা খেঁস খুঞিভুটী ৷৷
নেত কথিবায় ভর সিল্কি মকমল।
শুক্ল যে সকল বস্ত্র রক্ত কম্বল ৷৷
মাটী ভরা ভরিয়া সে ডিঙ্গা শঙ্খচুর।
যতেক শঙ্খের ভরা ভর ভরপুর ৷৷
উপরে চামর তোল মুখে তোল পাটে।
সফরিয়া যত বস্ত্র আর যত ঠাটে ৷৷
এই মত নানা ধন ভরি চৌদ্দ নায়।
ঘন ঘন সাড়া পড়ে পাইকে বাজায় ৷৷
করিয়া স্নান তর্পণ সমুদ্রের কূলে।
শঙ্কর ভবানী চান্দ পূজে কুতূহলে ৷৷
আপনার অঙ্গ হ'নে খসায়্যা রুধিরে।
জবা বিল্ব উপহারে পূজয়ে চণ্ডীরে ৷৷
নানাবিধ উপচারে নানা বলিদানে।
পদ্মা এড়ি যত দেবে পূজিল বিধানে ৷৷

হরষেতে দেবগণে পূজে একে একে ।
রথভরে পদ্মা আইল চান্দর সম্মুখে ॥
পদ্মারে দেখিয়া চান্দ মাথা তুলি চায় ।
বাম হাতে আনিয়া সে হেঁতাল কাছায় ॥
তারে দেখি পদ্মা বলে শুন দুষ্টমতি ।
শিবের নন্দিনী আমি জয় পদ্মাবতী ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জেঠা করয়ে গৌরব ।
ইন্দ্রাদি সকল দেবে মোরে করে স্তব ॥
নারদাদি যত আছে সিদ্ধ দেব ঋষি ।
আমারে স্তবন করে যতেক তপস্বী ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি না করে বড়াই ।
আমি দেব বলি হেন তোর জ্ঞান নাই ॥
স্বভাবে বাণিয়া জাতি তুই জ্ঞান হীন ।
মোরে না পূজিনু বেটা মরিবার চিন্ ॥
যত ইতি দেবগণে পূজ অকপটে ।
আমারে পূজিতে তোর কোন বজ্র ঘাটে ॥
যদ্যপি কল্যাণ চাহ পূজহ আমারে ।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া যাও ঘরে ॥
যদি মোরে পূজা কর ফুলমুষ্টি দিয়া ।
মরিয়াছে ছয় পুত্র দিমু জিয়াইয়া ॥
ধনে জনে ভরা লৈয়া যাও এক ঠাঁই ।
আমা হতে আর কভু তোর মন্দ নাই ॥
যদি না পূজহ মোরে শুন কহি সার ।
ধনে জনে চৌদ্দ নাও ডুবামু ইবার ॥

চান্দ বলে লঘু কাণী লাজ নাই মুখে।
বিনে মোরে না বলা'লে রৈতে নার সুখে ॥
নিকটে না পাই লাগ কি কহিমু কথা।
হেঁতালের বাড়িয়ে কাটিমু তোর মাথা ॥
তোর দোষ দেখি মুনি ছাড়ি গেল তোরে।
শিব নাম করি এবে মাগ ঘরে ঘরে ॥
নিরবধি সেবি আমি ভবানী শঙ্কর।
তুঞি হেন শতেক কাণীর নাহি ডর ॥
ভাল মন্দ সুখ দুঃখ জীবন মরণ।
যখনে যে হইব তার নাহিক খণ্ডন ॥
তুমি যদি পার মোর মন্দ করিবারে।
ব্যর্থ আমি যত সেবা করি চণ্ডিকারে ॥
যার নাম স্মরণে এ ভবভয়ে তরি।
সদা মোরে প্রসন্ন সে ত্রিপুরা সুন্দরী ॥
নিশ্চয় কহিলু যদি তোর লাগ পাই।
মস্তক মুড়াই আর ডেঙেরা ফিরাই ॥
চান্দ বলে বাদ্যকর আন ডাক দিয়া।
কাণীর মুড়ান বাদ্য বাজাক আসিয়া ॥
ইমতে চান্দর ঠাঁই পায়্যা অপমান।
রথে চড়ি পদ্মাবতী হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
যাত্রা করি উঠে চান্দ ডিঙ্গার উপর।
ঘাট ছাড়াইয়া বায়্যা চলিল সত্বর ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ ॥

ডিঙ্গা ডুবানের আয়োজন ।

-*-*-

লাচাড়ি

চলে সাধু হরষিত মনে ।

রাক্ষস ভাঁড়িয়া যত, হিরা মণি মরকত,

চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি নানা ধনে ।।

যাত্রা করি চলে দেশে, প্রথম ফাল্গুণ মাসে,

শুক্ল পক্ষ তিথি একাদশী ।

ভৃগুনন্দা সিদ্ধিযোগ, অশ্বিনী মেষের ভোগ,

লগ্ন স্থানে শুভ দৃষ্টি শশী ।।

শুভক্ষণে খুলে ডিঙ্গা, বাজে শঙ্খ ভেরী শিঙ্গা,

ঢাক দুন্দভী জয়ঢোল ।

বাজিছে সানাই কাড়া, ঘন ঘন পড়ে সাড়া,

নানা বাদ্যে হয় মহারোল ।।

নৌকায় পড়িল দাঁড়, নদী জল তোলপাড়,

শ্রবণে না শুনি কারো বোল ।

ঝাকে ঝাকে পড়ে বৈটা, নায়ে নায়ে বাজে ঘাটা,

সাগরের উঠিল হিল্লোল ।।

পাটন করিয়া পাছে, পেলোপেলি বাহিয়াছে,

খেওয়া ধরে সাগর উদ্দেশে ।

ঘর বলি যায় লোক,　　নানা রঙ্গ কৌতুক,
ভণে রঙ্গে দ্বিজ বংশীদাসে ॥

দিশা—মা এইবার জানিব তব নামের মহিমা

নানা মতে ভরা ভরিয়া চৌদ্দ নায়।
পরম সানন্দে সাধু দেশে চলি যায় ॥
পাইকে সারি গায় বায় পাইকে ধামালি।
পাকয়াজ রেয়াজ ধারছে নানা বোলী ॥
গীত গায় গায়নে নর্ত্তকীগণে নাচে।
ডিঙ্গার উপরে থাক পাইকে ঢাল পাছে ॥
নেতের কাড়য়া উড়ে পতাকায় ছানী।
চান্দুয়ার নাম আর কত কৈব গণি ॥
মন পবন কাষ্ঠে নৌকা সুনির্ম্মাণ।
আপনি চণ্ডিকা দেবী নায়ে অধিষ্ঠান ॥
অগ্নিতে না পোড়ে জলে নাহি হয় তল।
সাগরে ভাসিছে যেন পদ্ম উতপল ॥
অনেক দিবসে দেশে চলিলেক লোক।
স্ত্রী পুত্র দেখিতে মনে পরম কৌতুক ॥
মধুকর ডিঙ্গা সবাকার আগুয়ান।
পঞ্চ পাত্র সনে চান্দর যে নায়ে দেওয়ান ॥
ভেড়া লেঙ্গা দুই পাশে চামর ঢুলায়।
জয়ধর চন্দ্রধরে তাম্বুল যোগায় ॥

পুষ্পক রথে যেমন বসে ধনেশ্বর।
অমারাবতীত যেন দেব পুরন্দর॥
এইমতে ডিঙ্গা বায়্যা যায় অধিকারী।
রথভরে অন্তরিক্ষে জয় বিষহরী॥
চান্দর সম্পদ দেখি নারে সহিবার।
আচম্বিত ডিঙ্গা ধরি মারিল হুঙ্কার॥
পদ্মার কপটে ঝড়ে বহিল পবন।
মায়া মেঘে অন্ধকার শিলা বরিষণ॥
ঝলকে ঝলকে জল উঠে প্রতি নায়।
সেকায়ে ফেলায় তৈহ নাহি কমে তায়॥
জীবনের আশা তাজে যত সব লোকে।
চান্দ বলে ইসকল কাণীর বিপাকে॥
ইবার সঙ্কটে দেবী রাখহ ভবানী।
দেশে গেলে ডেঙ্গুরা ফিরিবে লঘুকাণী॥
এতেক বলি চান্দর অঙ্গ পুলকিত।
চণ্ডিকায় চরণেত সমর্পিল চিত॥
চান্দর স্মরণে দেবীর নামে অধিষ্ঠান।
দূরে গেল পদ্মার কপট মেঘ বাণ॥
গর্জ্জন বিজলী দূরে গেল বজ্রাঘাত।
হরষিত সব লোক দূরে গেল ঘাত॥
পূর্ব্ব মতে ডিঙ্গা সবে চলিল তখনে।
অনুকূল মহামায়া পৃষ্ঠ পবনে॥
নিলক্ষের বাঁক ভবে বায়্যা তাড়াতাড়ি।
রামের বাঁক ছাড়িয়া পাইল নিন্ধাগিরি॥

দেখাদেখি ছাড়ায় কনকপুরী লঙ্কা।
সেতুবন্ধ বায়্যা যায় কিছু নাহি শঙ্কা ।।
কুম্ভীর জোঁকের বাঁক ছাড়ায়্যা বিশেষে।
পদ্মার বাঁক ছাড়িয়া চন্দ্রধর হাসে ।।
দুর্গার বাঁক দেখিয়া করিল প্রণাম।
গঙ্গার বাঁক ছাড়িয়া সাগর সঙ্গম ।।
চান্দ বলে শুন ভাই ব্রাহ্মণ সুভাই।
এথা হনে ঘর আর অষ্ট দিনে পাই ।।
বেবান ছাড়ি এখন পাইলু মন্দা পাণী।
কি করিতে পারে লঘু জাতি কাণী ।।
কালীদ সাগরে মাত্র কিছু আছে ভয়।
তার জল মোর ডিঙ্গা সমতুল্য নয় ।।
বুড়ুয়ালে কহিয়াছে দশ তাল পাণী।
তের তাল ডিঙ্গা বাঁধিয়াছি হেন জানি ।।
চান্দ বলে তেড়া বাদ্যকরে দেহ জান্।
আসিয়া বাজাক বাদ্য বিষরী মুড়ান্ ।।
অপমান পায়্যা পদ্মা চান্দর বচনে।
সত্বরে চলিয়া গেল পিতা বিদ্যমানে ।।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পুঁতা।
এক নারায়ণ সত্য আর সব মিথ্যা ।।

লাচাড়ি—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে পদ্মা শিব বিদ্যমানে।
তুমি হেন পিতা যার, তার এত তিরস্কার,
মরিব চান্দর অপমানে॥
যত অপমান করে, কতবা কহিব তারে,
নাম ধরে লঘু জাতি কাণী।
ধামনা পাগলী বলি, কত পরিবাদ তুলি,
বাদ্য বায় বিষরী মুড়ানি॥
সুবর্ণের পুরী ঘর, ভাঙ্গিয়া ফেলিল মোর,
লোটাইল ভাণ্ডারের ধন।
তোমার ইঙ্গিতে বাপ, মোর এত মনস্তাপ,
এত দুঃখ সতাইর কারণ॥
মা নাহি কহিমু কাত, তুমি বাপ ভোলানাথ,
সতাই পাষণ্ডী বাদ করে।
যদি আজ্ঞা কর বাপ, খণ্ডাই মনের তাপ,
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাই সাগরে॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইবারে, আজ্ঞা নাহি দিলে মোরে,
না রাখিমু ধিক এ জীবন।
ঘরের নফর হতে, লঘু পরাভব তাতে,
আমারে সৃজিলা কি কারণ॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী, বলিলেন শূলপাণি,
দুহিতারে দয়া হৈল মনে।

আজ্ঞা দিলু চল যাও,　　ডুবাও চান্দর নাও,
চন্দ্রধরে রাখিও পরাণে ॥
শিব আজ্ঞা শিরে ধরি,　　চলে জয় বিষহরী,
প্রণমিয়া পিতার চরণ।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে,　　চান্দর লাগিল দিনে,
শিব আজ্ঞা না যায় খণ্ডন ॥

দিশা—ভবানী পূজিব গো ওই গঙ্গাজলে।

আজ্ঞা পায়্যা পদ্মাবতী শিবের সাক্ষাৎ।
পুনরপি বলে যোড় করি দুই হাত ॥
তুমি আজ্ঞা দিলে যদি ডিঙ্গা ডুবাইবারে।
তব আজ্ঞা ব্যর্থ নহে জানয়ে সংসারে ॥
চণ্ডিকা সতাই মোরে সদা বলে মন্দ।
সেই গর্ব্বে নিরবধি বাদ করে চান্দ ॥
আপনি সহায় চণ্ডী চান্দর ডিঙ্গায়।
কিরূপে ডুবাব ডিঙ্গা বলহ উপায় ॥
শিবে বলে লৈয়া যাও ভীম হনুমান।
ইহারা ডুবাব ডিঙ্গা পাইবা সন্ধান ॥
এক এক জনে পারে সৃষ্টি নাশিবার।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইব অতি অল্প ভার ॥
ভীম হনুমান দিলু বারক্ষেত্র আর।
আপনি লইলু আমি চণ্ডিকার ভার ॥

করিব ইহারা যেন প্রলয়ের কালে ।
অতি বৃষ্টি সকল ব্যাপিত করি জলে ॥
পুনরাপ যেমন ব্রহ্মার জাগরণে ।
যে স্থানের যেই জল নিবে সেই স্থানে ॥
এক দিন ছাড়ি দিনু গোকুল নাশিতে ।
গোবর্দ্ধন ধরি তারে রাখে জগন্নাথে ॥
আজি ছাড়িলাম পদ্মা তোমার কারণে ।
কার্য্য সিদ্ধি হৌক যাও চল এইক্ষণে ॥
ইন্দ্র ঠাঁই পদ্মাবতী পাইয়া সম্মান ।
সত্বরে চলিয়া গেলা কুবেরের স্থানে ॥
কহিলা চান্দর যত সব বিবরণ ।
কুবেরে দিলেক তার যত যক্ষগণ ॥
বীরভদ্র মণিভদ্র বিচিত্র কুণ্ডল ।
বিরূপাক্ষ ধূম্রাক্ষ কৌশিক মণ্ডল ॥
পূর্ণচন্দ্র বিভীষণ যক্ষের প্রধান ।
চলিল পদ্মার সনে হাতেতে পাষাণ ॥
সত্বরে মিলিল আসি কালীদহ তীরে ।
হেনকালে নেতা বলে পদ্মার গোচরে ॥
কালীদহ মাঝে জল সবে দশছাল ।
তের তাল ডিঙ্গা চান্দ বান্ধিছে বিশাল ॥
আছুক ডুবিব ডিঙ্গা নদী যুড়ে লাগে ।
পানী হতে গোড়া কাঠ তিন হাত জাগে ॥
কি মতে ডুবাইবা ডিঙ্গা না হইল কাজ ।
অপমান পাইবা পদ্মা দেবের সমাজ ॥

আমার বচনে পদ্মা হও গো তৎপর।
অল্প জ্ঞান না করিবা কার্য্য গুরুতর॥
যত সব নদ নদী আছয়ে সংসারে।
সত্বরে চালায়্যা আন কালীদ সাগরে॥
সব নদ নদী আসুক সপ্ত সাগর।
করুক চৌষট্টি মেঘে বৃষ্টি নিরন্তর॥
জলে পূর্ণ হয় যদি প্রলয়ের মতে।
তবে সে চান্দর ডিঙ্গা পার ডুবাইতে॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
পবনে ডাকিয়া ত্বরা আনিল আপনে॥
কহিলা পবন তুমি চলি যাও ধায়্যা।
সংসারের নদ নদী আন চালাইয়া॥
বলিও সবার ঠাঁই আমার সম্বাদ।
চান্দর সহিত যে আমার বিসম্বাদ॥
হইছে শিবের আজ্ঞা ডিঙ্গা ডুবাইবারে।
সত্বরে চলিয়া আইস কালীদ সাগরে॥
বলিও গঙ্গার ঠাঁই শিবের দোহাই।
আমার শপথ যদি না আইসে সভাই॥
পদ্মার বচন শুনি চলিল পবন।
একে একে জানাইল সকল ভুবন॥
দ্বিজ বংশীদাসের সুপদবন্ধ পুঁথা।
সংক্ষেপে কহিল নদী চলনের কথা॥

লাচাড়ি।

জানাইল পবন সত্বরে।
চান্দর লাগিল বিধি, চল সব নদ নদী,
কালীদহে ডিঙ্গা ডুবাইবারে॥
আত্রেয়ী শতমুখী, শ্বেত গঙ্গা কৌশিকী,
স্বর্ণরেখা চলহ ব্রাহ্মণী।
ভাগিরথী ভোগবতী, যমুনা সরস্বতী,
স্বর্গের চলহ মন্দাকিনী॥
রক্ত সিন্ধু লবণা, চল নদী মেঘনা,
ইক্ষুরসা ক্ষীরোদ সাগর।
জলাস্তক খর জল, যাতে শোলা হয় তল,
ঝাট চল ঘৃত মনোহর॥
আগেত মধুস্থদন, সঙ্গে লৈয়া শ্রীচন্দন,
দুই নদী বহ খরশান।
বানার মল্‌য়া নড়, বিলম্ব নাহিক কর
শিব নদী হও আগুয়ান॥
কালিয়াড়া মহাগাঙ্গ, চল চল লৌহজঙ্গ,
আর চল নাইর বলাই।
শ্রীহট্টের বরাক, ঝড় জিনি যার ডাক,
লাউড়ের চল পাটনাই॥
যে নদীর দুই পাশে, ব্রাহ্মণ সজ্জন বসে,
নরমুন্দা চলহ এক্ষণে।

অতি তীক্ষ্ণ স্রোত বয়, লৌহিত্যের ভাগিনেয়,
চলি যাও গভীর গর্জ্জনে ॥
সুরেশ্বরী মহাভাগা, কাবেরী সে ইন্দ্ররেখা,
গোদাবরী হও অগ্রসর।
কর্ম্মনাশা নদী সঙ্গে, ইছাবতী চল রঙ্গে,
পদ্মাবতী চলহ সত্বর ॥
পিছলধারা বেঙ্গাই, রাউল্ দেড়া চল চাই,
রত্নমালা চল কটক্ তারা।
রত্নপাট মহানদী, বিহারিয়া দুই নদী,
কালিন্দী আর যে কালিয়ানী।
বলেশ্বর সে রূপাই, চল চল স্বরূপাই,
হিঙ্গুলের বর্ণ যার পানী ॥
চলহ ঘোড়া উত্তর, ধলেশ্বরী সঙ্গে কর,
রক্তনদী চল পাটখোরা।
কপিরারা মধুমতি, বুড়ী গঙ্গা সংহতি,
সুয়াতির কংশ মগরা ॥
সত্বরে চলহ শুমা, ব্রহ্মপুত্র যার মামা,
সঙ্গে লইয়া ছাগিনাল।
বৈঠাভাঙ্গা চল রঙ্গে, কপিসারে লৈয়া সঙ্গে,
যার ঢেউ খায় ক্ষেতের ধান ॥
চল চল বৈঠাবুড়ি, পিতুখালী সঙ্গে করি,
চল লক্ষা ত্রিপথ গামিনী।
মীননদী চল ঝাট, গড়ুই রতন পাট,
ব্রহ্মতারা খর তরঙ্গিনী ॥

ব্রহ্মপুত্র চল চল, পবিত্র যাহার জল,
সিন্ধু ভৈরব আদি করি।
লজ্জাবতী পাঠেশ্বরী, অমৃতরেখা গুঞ্জরী,
চলহ সুনই ফুলেশ্বরী ॥
আর আর নদী যত, তারেবা কহিব কত,
চল চল সবে শীঘ্র করি।
দ্বিজ বংশী ভণে, চান্দারে পাইল দিনে,
আনন্দে নাচয়ে বিষহরী ॥

ডিঙ্গা ডুবি।

দিশা—না হৈলাম নাথ সংসার পার।

সংসারের নদ নদী আইল শীঘ্রগতি।
দেখি হরষিত অতি হৈল পদ্মাবতী ॥
নানা রঙ্গে নদী আসি কালীদহে মিলে।
একত্র হইল যেন প্রলয়ের কালে।
কোনও নদীর জল ফটিকের জ্যোতি।
কালা রাঙ্গা নীল কত মেঘের আকৃতি ॥
তোলপাড় করিছে কোনও নদীর পাকে।
মেঘের গর্জ্জন হেন কোন নদী ডাকে ॥

কেহর ঘুরণা পাকে পাথর ভাসায় ।
সমুদ্র মন্থনে যেন পর্ব্বত ফিরায় ॥
যতেক আছিল জল হৈ দশগুণ ।
ভাসায় গাছ পাথর ঢেউয়ে নিদারুণ ॥
অদ্ভুত জলের ঠাট দেখি আচম্বিত ।
জীবনে নিরাশ লোক হৈল চমকিত ॥
উনপঞ্চাশ বায়ু সঙ্গে বায়ুরাজে ।
চৌষট্টি মেঘ লৈয়া চারি মেঘ সাজে ॥
দশ মেঘ সনে পূর্ব্বে সাজিল আবর্ত্ত ।
ষোল মেঘ সনে সাজে পশ্চিমে সম্বর্ত্ত ॥
সাজে দ্রোণ উত্তরে আঠার মেঘ সনে ।
কুড়ি মেঘ সনে সাজে পুষ্কর দক্ষিণে ॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত আর দ্রোণ পুষ্কর ।
চারি দিকে চারি মেঘ সাজিল ডুঙ্কর ॥
চৌদিগে মেঘের সাজ ঘোর অন্ধকার ।
ঘন ঘন বজ্রাঘাতবিজলী সঞ্চার ॥
মুসল প্রমাণ ফোটা ঘন বরিষণ ।
শিলা বৃষ্টি ঝাকে ঝাকে হয় ঘনঘন ॥
একার্ণবে দারুণ সে অন্ধকার ময় ।
ভাবিতে লাগিল লোক পায়া মহাভয় ॥
শিমুল তুলার হেন ডিঙ্গা তোলেপাড়ে ।
ঘুর্ণা বায়ে পাক দেয় ঢেউয়ে আছাড়ে ॥
ক্ষণেকে একত্র করে ক্ষণে নেয় দূরে ।
ক্ষণেকে ঘুরে যেন কুমার গাছ ফিরে ॥

দেখিয়া চান্দর মনে লাগিল তরাস।
ধন প্রাণ হারাইলু জীবন নিরাশ ॥
দ্বিজ বংশীদাসের মধুর পদবন্ধ।
সত্য এক নারায়ণ আর সব ধন্দ ॥

লাচাড়ি।

কালীদ সাগর রীত, দেখি চান্দ চমকিত,
মনে বড় পাইল তরাস।
আকাশ পাতালে ডাক, বিষম জলের পাক,
দেখি হৈল জীবনে নিরাশ ॥
নির্ঘাত বিজলী ঠাটা, মুসল প্রমাণ ফোটা,
শিলা বৃষ্টি ঝড় বরিষণ।
ছই ঘর খান খান, নঙ্গরে না ধরে টান,
ঢেউয়ে আছাড়ে ঘন ঘন ॥
নায়ে খাইল মুখসাট, ভাঙ্গিল মালুম কাঠ,
নঙ্গর ছিঁড়িল আউলা বায়।
ভয়ঙ্কর অন্ধকারে, চাক ভাউরি ফিরে,
কাঁড়ার রাখন নাহি যায় ॥
যক্ষ দানবগণে, নায়ে উঠে জনে জনে,
ধায়্যা আসে ডুবান কারণ।
ভয় পায়্যা সদাগর, হইল অতি কাতর,
চণ্ডিকারে করিল স্মরণ ॥

চান্দ বলে ভগবতী, তোমা পরে নাহি গতি,
সেবকেরে না হৈও নিদয়া।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, সমর্পিলুঁ ধনে প্রাণে,
পদতলে রাখ মহামায়া॥

দিশা—মা আর কে আমার আছে।
তুমি বিনে যাব কার কাছে॥

দণ্ডভাঙ্গী ডুবে যেন পূর্ণ হৈয়া আগে।
এইমতে ডিঙ্গা সব ফিরিবারে লাগে॥
পরম সঙ্কট দেখি বলে অধিকারী।
কোথা গেলে মহামায়া ত্রিপুরা সুন্দরী॥
তোমার চরণে সমর্পিলুঁ ধন প্রাণ।
ইবার সঙ্কটে মাগো কর পরিত্রাণ॥
আপনি সদয় হৈয়া দেশে নেও মোরে।
দেশে গিয়া লক্ষ বলি দিমু মা তোমারে॥
চান্দের স্মরণে দেবী হৈলা সদয়।
ডাক দিয়া বলে পুত্র কিছু নাহি ভয়॥
আমি আছি তোর সঙ্গে নায়ের কাণ্ডারে।
ত্রিভুবনে তোর মন্দ কে করিতে পারে॥
চণ্ডী বলে শুন সিংহ আমার উত্তর।
কুম্ভীর হইয়া নাম জলের ভিতর॥
চণ্ডীর বচনে সিংহ কুম্ভীর হইয়া।
চৌদ্দ ডিঙ্গা রাখিলেক পৃষ্ঠেতে করিয়া॥

বিড়িতে বসায়্যা যেন রাখিল শুখানে।
ক্ষণেক নাহিক নড়ে বায়ে বরিষণে ॥
তদন্তরে মহামায়া গড়ুরে স্মরিল।
স্মরিতেই পক্ষীরাজ তখনে আইল ॥
চণ্ডী বলে শুন পক্ষী কশ্যপ নন্দন।
তোমা সম বীর নাহি এ তিন ভুবন ॥
দয়ার সেবক মোর রাজা চন্দ্রধর।
সহায় হইয়া তারে রাখহ সত্বর ॥
চণ্ডীর বচনে পক্ষী রৈল অন্তরিক্ষে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা রাখিলেক আচ্ছাদিয়া পক্ষে ॥
শিল ঝড় কেহ কিছু করিতে না পারে।
নিশ্চিন্তো বসিয়া যেন আছে নিজ ঘরে ॥
পদ্মার উদ্যোগ যত ব্যর্থ হৈল সব।
চণ্ডীর মায়ায় পদ্মা পাইল পরাভব ॥
সত্বরে চলিয়া গেল শিবের ভুবনে।
কাহিল সকল কথা শিব বিদ্যমানে ॥
ভূমিত পড়িয়া পদ্মা বাপের সম্মুখে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কয় অতিশয় দুঃখে ॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও সদায় জ্ঞানহীন।
দেবের দেবতা হৈয়া স্ত্রীর অধীন ॥
স্ত্রী অধীন পুরুষ যে ভোগে সে নরক।
চণ্ডী আগে তুমি যেন ঘরের সেবক ॥
সিংহ গড়ুরে চণ্ডী করি মহা সাজ।
আপনি নৌকায় থাকি মোকে দিল লাজ ॥

কুপিলেন মহাদেব পদ্মার বচনে।
নন্দী ভৃঙ্গীরে ডাকি কহিলা তখনে ॥
শিবে বলে নন্দী ভৃঙ্গী চল শীঘ্রগতি ॥
ডুবাও চান্দর ডিঙ্গা পদ্মার সংহতি।
চলিলেক নন্দী ভৃঙ্গী শিবের আজ্ঞায় ॥
প্রলয় করিতে যেন রুদ্র কোপে ধায় ॥
শিবের ত্রিশূল হাতে ধাইলেক নন্দী।
সিংহ তারে দেখি লেজে বান্ধি কৈল বন্দী
গড়ুরের ভিতে ভৃঙ্গী ধাইলেক রোষে।
পাখসাট মারি পক্ষী উড়াল আকাশে ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে গড়ুরের পাখসাটে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে শিবের নিকটে ॥
ভৃঙ্গীরে মুর্চ্ছিত দেখি দেব শূলপাণি।
বৃষেত চড়িয়া তথা চলিলা আপনি ॥
আসিয়া দেখিল চণ্ডী নায়ের কাঁড়ারে।
মহা মহা বীরে কিছু করিতে না পারে ॥
শিবে বলে ওলো চণ্ডী লাজ নাহি তোর।
স্ত্রী হৈয়া কেনে লো এবত স্বতন্তর ॥
তোর বাপ হিমালয় স্বভাবে পাষাণ।
ইন্দ্রে তার পাখা কাটি কৈল খান খান ॥
সেই লাজে লাজ নাহি লাজ হৈব কি।
কিমতে হইবে ভাল সে ঠুটার ঝি।
বনের ছুপাতে কভু নাহি জন্মে বাঁশ।
স্ত্রী হৈয়া স্বতন্ত্র তুমি দেবে উপহাস ॥

চণ্ডী বলে ভাঙ্গড়ারে তোর লাজ নাই।
যে তোরে দেবতা বলে তার মুখে ছাই॥
আপনার মাথা কাটি পূজিল রাবণে।
তারে বিনাশিলা তুমি কেমন পরাণে॥
বুকের রক্তেত চান্দ পূজে নিরবধি।
তার ধন নষ্ট কর তোমার কি বুদ্ধি॥
অপরাধ বুঝিয়া উচিত ফলাফল।
বিনাদোষে সর্ব্বনাশ করে যে পাগল॥
শিবে বলে নাহি কভু চান্দর মরণ।
পদ্মারে পূজিলে সে পাইব ধন জন॥
এত বলি চণ্ডিকারে বুঝাইতে না পারে।
হাতে ধরি তুলিলেন বৃষের উপরে॥
চণ্ডীকে লইয়া শিব গেলেন কৈলাসে।
সিংহ গড়ুর গেল এই অবকাশে॥
দশ দিক শূন্য চান্দ না দেখয়ে লক্ষ।
মহামায়া ছাড়ি গেল বিধাতা বিপক্ষ॥
ফিরিয়া চাহিয়া চান্দ কিছু নাহি দেখে।
শ্বাস ছাড়ি বলে মাও ছাড়িলা আমাকে॥
এত শুনি পদ্মাবতী রথভরে হাসে।
লাচাড়ী প্রবন্ধে গায় দ্বিজ বংশীদাসে॥

হইব যা হইবার, খণ্ডন নাহিক তার,
যা লিখেছে শঙ্কর ভবানী ।
তুই কাণী লগু ছার, বল্ কি করিবি আর,
মধুর দ্বিজ বংশীর বাণী ॥

দিশা—মোরে পার কর ওহে দিননাথ,
ভব সাগরে ডুবিয়া রহিলু ।

একেবারে ধাইলেক যত যক্ষগণ ।
ভাগ করি ডিঙ্গা সব নৈল জনে জন ॥
বারঙ্গে ধাইলেক বীর হনুমান ।
লোহার মুদ্গর আর লইয়া পাষাণ ॥
ধরিয়া মাস্তুল কাঠ ফেলায় উপাড়ি ।
ছইঘরে মারে কেহ ছুটাইয়া বাড়ি ॥
উড়াইয়া জোকা বাড় পাইয়াল কুচুরে ।
কাঁড়ারী ধরিয়া মারে চড়ে ও চাপড়ে ॥
পাথর মেলিয়া কেহ ডিঙ্গা মধ্যে মারে ।
কেহ কেহ ডিঙ্গা সব লাগে ডুবাইবারে ॥
অন্ধকারে কেহ কার নাহি শুনে বোল ।
ডিঙ্গাতে উঠিল মহা ভয়ঙ্কর রোল ॥
যে নায়ে শঙ্খের ভরা ভরিছে প্রচুর ।
বীরভদ্রে ডুবাইল ডিঙ্গা শঙ্খচুর ॥
নেত কাতিবা জাত পাট পাটাম্বর ।
গুঙ্ক সকল ভরা ভরিছে বিস্তর ॥

দেখাদেখি কতদূরে চান্দর গোচরে ।
ছোটিঘটী ডুবায় মাণিকা ভদ্রবীরে ॥
উভা করি নাও তারে মারে ঘন ঠেলা ।
চঞ্চর ভাসিল যেন শিমূলের তূলা ॥
বিরূপাক্ষ নামে যক্ষ অধিক প্রবল ।
দুর্গাবর নামে ডিঙ্গা উভে করে তল ॥
তার পাছে ডুবে ডিঙ্গা মাণিকা মেড়ুয়া ।
উভা দাঁড়ে বায় যারে ষোলশ দাঁড়ুয়া ॥
যমুনাক্ষে ডুবাইল অধিক সাহসে ।
ষোলশ দাঁড়ুয়া যেন তিত লাউ ভাসে ॥
ধাইয়া কেলিমণ্ডন যক্ষ আগুয়ায় ।
বাড়াত পাড়িয়া নাও ধরিয়া নাচায় ॥
দণ্ডতাম্রী ডুবে যেন পূর্ণ হৈলে জল ।
ভরা সনে তল হৈল আগল পাগল ॥
রাজবল্লভেত তাম্র পিত্তলের ভরা ।
কস্তুরী মরিচ লঙ্গ জাতিফল জিরা ॥
রথভরে পদ্মাবতী দেখিছেন চক্ষে ।
নাচায়্যা ডুবায় ডিঙ্গা পূর্ণচন্দ্র যক্ষে ॥
ভীমে চড়িয়া ডিঙ্গা নামে হংসপাল ।
কাঁড়ার ধরিয়া তারে উভে কৈল তল ॥
তৎপরে ডুবে ডিঙ্গা নামে সাগরফেণা ।
কলিঙ্গের সৈকা যাতে দাঁড়ির কারখানা ॥
গোক্কার সমানে ভরিয়াছে নানা ধনে ।
পাথর মেলিয়া মারে বীর হনুমানে ॥

ধরাধরি ডুবাইল বারক্ষেত্রগণ।
ডুবায় উদয়গিরি চিরি খানখান ॥
জলপূর্ণ হইয়া উদয়গিরি ডুবে।
কাঁসা সীসা সোণা রূপা যাতে তুপে তুপে ॥
সেই নাও ডুবাইয়া হনুমান বীরে।
লক্ষীপাশা নাম ডিঙ্গা ধরিয়া ঝাকারে ॥
নৈকায় সাগরে ঝাঁপ দিলেক তরাসে।
ডুবিল সকল ভরা চান্দর নৈরাশে ॥
উদয়তারা ডিঙ্গায় ভীম উঠে বলে।
বাড়ায় পা দিয়া নাও তল কৈল জলে ॥
সূর্য্যমণি চন্দ্রমণি প্রকাশে সাগরে।
প্রদীপ জ্বলিছে যেন অন্ধকার ঘরে ॥
পুনরপি উঠে ভীম দিয়া বাহুসাট।
লাথি মারি ভাঙ্গিল নায়ের চেরয়াট ॥
দশ বেউ পানী নিচে তল হৈল ভরা।
ডুবে গঙ্গাপ্রসাদ সহিত মুক্তা হীরা ॥
হনুমান বীরে মারে পাথর উপাড়ি।
ভীমে মারে গদার সে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
যক্ষগণে ধরাধরি করে বাহু বলে।
তথাপিও মধুকর খানিক না হেলে ॥
গুভাই পণ্ডিতে বলে দন্তে লৈয়া ঘাস।
বিনা দোষে ব্রাহ্মণেরে না কর বিনাশ ॥
জানিয়াছি সঙ্গদোষে নিশ্চয় মরণ।
শিবলিঙ্গ ঘর ধরে করি প্রাণপণ ॥

পদ্মা বলে হনুমান পাশরিলা চিত্তে ।
শিবলিঙ্গ ঘর নেও কৈলাস পর্ব্বতে ॥
শিবলিঙ্গ সহ ডিঙ্গা না যায় ভুবান ।
ব্রাহ্মণ সহিত নেও বাপ হনুমান ॥
পদ্মার বচন শুনি হনুমান বলী ।
সব্রাহ্মণ শিবলিঙ্গ মাথে লৈল তুলি ॥
কৈলাস পর্ব্বতে নিল পবনের গতি ।
ডাকুর ডাকুর বলি ডাকে পদ্মাবতী ॥
ডাকুরে আসিয়া নায়ে বাড়া চাপি বসে ।
শুক্রবারে মধুকর ডুবে চতুর্দ্দশে ।
ডুবিলেক মধুকর সকলের পরে ।
বিছানা উপরে চান্দ ভাসিল সাগরে ॥
মেঘ বায়ু যক্ষগণ যত নদ নদী ।
যার যে স্থানে গেল পদ্মার কার্য্য সাধি ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইয়া সানন্দিত মনে ।
গঙ্গার ভাঁড়ারে গিয়া থুইল ধনে জনে ॥
চৌদ্দ নায়ে লোক ছিল যতেক হাজার ।
লেখা জোখা নাই যত জীব জন্তু আর ॥
সবার পরাণ পদ্মা যোগ বলে লৈয়া ।
শরীর রাখিল যেন নিদ্রা যায় শুয়া ॥
গঙ্গার ভাঁড়ারে নিয়া থুইল যত্ন করি ।
বিনয়ে গঙ্গার ঠাই বলে বিষহরী ॥
কার্য্যকালে যখনে তোমাকে আমি চাই ।
এই মত তখনে সকল যেন পাই ॥

এত বলি পদ্মাবতী রথভরে হাসে।
লাচাড়ী প্রবন্ধে গায় দ্বিজ বংশীদাসে

লাচাড়ী—করুণা।

বিষম সাগরে সাধু ভাসে।
ঢুকে ঢুকে জল খায়্যা, সাঁতরে ফাঁফর হৈয়া,
তারে দেখি জয় পদ্মা হাসে ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা অধিকারী, বিছানাত ভর করি,
পাক পাড়ে ভাসিতে ভাসিতে।
ক্ষণেকে উজান যায় ক্ষণেকেতে ভাটিয়ায়,
ঢেউয়ে তোলে পাড়ে বিপরীতে ॥
দেখি হেন বিপরীত, নেতা পদ্মা হরষিত,
হাততালী দেয় উপহাসে।
কেনে চান্দ পানী খাও, ডুবায়্যা আপন নাও,
এ দশা হইল কার দোষে ॥
যদি চাই কুল পানী, তবে ডাক লঘু কাণী,
হেঁতাল তুলিয়া লও কান্ধে।
আমা সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
আইজ পড়িয়া গেলা কান্দে ॥
শুনিয়া পদ্মার কথা, চায় চান্দ তুলি মাথা,
কি বলিলে শুনি লঘুকাণী।

বিধাতা লিখিছে যাই, খণ্ডন তাহার নাই,
সত্য এ দ্বিজ বংশীর বাণী ॥

চন্দ্রধরের নানা দুর্গতি।

দিশা—ডুবি রৈলু ভব নদী মাঝে।

চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হৈল সকল সাগরে।
ভাসিতে লাগিল সাধু বিছানা উপরে ॥
পদ্মা বলে রাঘব চলহ সত্বর।
চান্দর বিছানা তুমি শীঘ্র করি হর ॥
বিছানা বোয়ালে নিল নিলক্ষ কেবল।
এক ঢেউয়ে হৈল দশ বেউরের তল ॥
এক ঢেউয়ে তল করে আর ঢেউয়ে তোলে
গলৈ হেন পেট হৈল চক্ষু নাহি মেলে ॥
নেতা বলে পদ্মাবতী কি রহিছ চায়্যা।
চন্দ্রধর মরে দেখ চক্ষু পাকাইয়া ॥
মৈলে শিবে অপযশ কৈব কটু বাণী।
বাদ না জিনিবা না হইবা পূজ্যমানী ॥
নেতার বচনে পদ্মা ঈষৎ হাসিয়া।
এক গুটা তিত লাউ দিল ফেলাইয়া ॥
ইতে চান্দ স্থির হৈয়া চক্ষু মেলি চায়।
মনে মনে বলে কাণী আমারে জরায় ॥
আর না পাড়িমু গালি পূর্ব্ব কথা কৈয়া।
তেকারণে লাউগুটা দিছে ফেলাইয়া

তারে জানি কোপ করি শিবের কুমারী।
ঘুরণা স্রোতের পাকে লাউ নিল হরি॥
সুধা হাতে ভাসে চান্দ কিছু লক্ষ নাই।
কত গুলা পদ্ম পুষ্প আনিল নেতাই॥
নেতা ভাবে চান্দ হৈল সংশয় জীবন।
বুঝিচাই এখন তার পদ্মা প্রতি মন॥
এত ভাবি পদ্ম পুষ্প দিল তার আগে।
ভাসি ভাসি গিয়া তা চান্দর গায়ে লাগে॥
পদ্ম পুষ্প দেখি চান্দ ছি ছি করি উঠে।
কুকুলা করিয়া পুষ্প ভরিল উচ্ছিষ্ঠে॥
কাণীর স্বনাম পুষ্প ছু'ল মোর গাত্র।
এর প্রতিকার নাই বিনে প্রায়শ্চিত্ত॥
এই মতে চন্দ্রধর ভাসে অবিরাম।
সপ্ত দিবা রাত্রি ভাসে নাহিক বিশ্রাম॥
ইচা মাছে ডিম্ পাড়ে ভাবট দাড়ি ছিঁড়ে।
মড়া হেন জানি কাকে মুখেত আঁচড়ে॥
ভাসিতে ভাসিতে সাধু পদ্মার কপটে।
ঢেউয়ে নিয়া লাগাইল কূলের নিকটে॥
থা পাইয়া সদাগর চায় চক্ষু মেলি।
নগর কাছে দেখি পদ্মারে পাড়ে গালি॥
লাগ পাইলাম কূল আর মৃত্যু নাই।
লঘু জাতি কাণীর মুখে পড়ুক ছাই॥
লেঙ্গট ভাবিয়া চান্দ নাহি উঠে তড়ে।
আঘাটে রহিল গিয়া খানিক আওড়ে॥

নগরীয়া নারী সবে স্নান করে জলে।
বিবস্ত্র হইয়া সব বস্ত্র এড়ি কূলে ॥
জলখেলা করে তারা বিবসন হৈয়া।
জল মধ্যে চান্দ বলে আওড়ে থাকিয়া ॥
আমিও বিবস্ত্র হৈয়া রহিয়াছি জলে।
এক খানি বস্ত্র মোরে দেহত সকলে ॥
ইহা শুনি মনে ভাবে যত নারী সব।
জল হৈতে উঠিয়াছে একটা দানব ॥
লম্বা লম্বা চুল দাঁড়ি বিকট দেখিয়া।
উঠি নড় দিল তারা চীকার পাড়িয়া ॥
ধায়্যা গিয়া নারী সব উঠিল নগরে।
ধীরে ধীরে উঠি চান্দ এক বস্ত্র পরে ॥
নগরের লোক সব ধাইলেক রড়ে।
স্ত্রী খেদায়্যা বস্ত্র যায় লইয়া ধাউড়ে ॥
ঘাটে আসি তাহারা চান্দর লাগ পায়।
কাপড় কাড়িয়া লৈয়া নির্ঘাত কিলায় ॥
কেহ মারে চাপড় কেহ বা মারে লাথি।
ছেঁচাড়িয়া টানিছে হাঁটিতে নাহি শক্তি ॥
হেনকালে এক বিপ্র আইল দেখিবারে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া চান্দ বলে ধীরে ধীরে ॥
কর যোড় করি চান্দ কৈল নমস্কার।
এক খানি বস্ত্র পাইলে পারি পরিবার ॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জানে যাচকের ব্যথা।
এক খানি বস্ত্র আর কান্ধে মাত্র পৈতা ॥

তথাচ ব্রাহ্মণ জাতি দয়ার নিধান।
পরিধান বস্ত্র চিরি দিল অর্দ্ধখান॥
কলার ফাটুয়া আনি কাঁকালীত আঁটি।
উর্দ্ধ দেশে চান্দ তারে পিন্ধিল কর্পটী॥
কর্পটী পিন্ধিয়া চান্দ ধীরে ধীরে যায়।
মত্ত হস্তী গাও যেন মণ্ডিত ধূলায়॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতি ধীরে ধীরে চলে।
নগর ছাড়িয়া পথ লৈল নদীকূলে॥
সপ্ত দিন উপবাস ক্ষুধায় বিকল।
নদীর কূলে পাইল কলার বাকল॥
বাকল পাইয়া চান্দ হরষিত মন।
স্নান করি ইহা আগে করিব ভক্ষণ॥
ইবলি বাকল চান্দ ঘাট পারে থুয়া।
স্নান করিবারে তবে জলে নামে গিয়া॥
নেতা বলে পদ্মাবতী না হইল ভাল।
উচ্ছিষ্ট খাইয়া চান্দ হইব বিটাল॥
দেখ যেন চান্দর না হয় জাতিনাশ।
জাতি থাকিলে থাকে কুলমুক্তির আশ॥
ইহা শুনি পদ্মাবতী হাসে খলখলি।
বাকল হরিল হৈয়া বায়কুণ্ডলী॥
স্নান করি আসি চান্দ না পায়্যা বাকল।
অঞ্জলি ভরিয়া খায় সমুদ্রের জল॥
জল খায়্যা চান্দ বলে গায়ে বল করি।
এথা আসি কাণীযে বাকল কৈল চুরি॥

এই বলি রাজপথে চলে সদাগর।
নাপিতের বেশ পদ্মা ধরিল সত্বর॥
ভাড়ি খুর হাতে পদ্মা আসিয়া তথায়।
চান্দর সম্মুখে বসি দর্পণ দেখায়॥
নাপিতে বলয়ে ভাই তুমি মহাজন।
দাঁড়ি চুল দেখি কেনে নাই প্রয়োজন॥
চান্দ বলে কিছু নাই দিবার তোমারে।
সর্ব্বস্ব হারায়্যা যাই কালীদ সাগরে॥
নাপিতে বলে তোমার ভাল দেখি চিন্।
দেখা হৈলে অবশ্য স্মরিবা কোন দিন॥
নাপিতের বোলে চান্দ সেই খানে বসে।
প্রয়োজন করিবারে পরম হরিসে॥
ডান্ দিগের দাড়ি ফেলে বাঁ দিগের মোচ।
দীঘালি পাতালি দিয়া ভুটা খুরে পোছ॥
মধ্যে মধ্যে মাথা কাটি চোচর করিয়া।
খুরি খসাইয়া বলে জল আন গিয়া॥
শুষ্ক মাথায় তব খুর নাহি হাটে।
খিলভুমি চাসে যেন ভট্ ভটি ফুটে॥
ইহা শুনি গেল চান্দ জল আনিবারে।
অন্তরিক্ষে পদ্মাবতী উঠে রথভরে॥
জল লৈয়া আসি চান্দ না দেখিল তারে।
খুরি হাতে পথে পথে নাপিত বিচারে॥
বিপত্তি কালেত হয় বুদ্ধি বিপরীত।
যারে দেখে তারে বলে তুমি কি নাপিত॥

কোপ করি তারা সবে চড়ায় চান্দরে।
তুঞি বেটা কে নাপিত বলছিস্ কারে ॥
অপমান পায়্যা চান্দ ধীরে ধীরে যায়।
কতক্ষণে হরিপুর নগর সে পায় ॥
হরিপুরে চৌধুরী নাম হরিকেশ।
হরিপুরী দাস তারা শূদ্র সে বিশেষ ॥
সন্ধ্যাকালে যায় চান্দ নগর দীঘালে।
কটোয়াল লাগ পায়্যা বান্ধিল কাঁকালে ॥
বন্দি করি থুইলেক কালীপূতা ঘরে।
প্রভাতে বান্ধিয়া নিল রাজার গোচরে ॥
কটোয়ালে বলে রাজা এই বেটা চোর।
না রাখিল এ দেশের গরু ও বাছুর ॥
নিরবধি চুরি করে না পাই উদ্দেশ।
ইহারে কাটিয়া ফেল সুখে থাক্ দেশ ॥
হরিকেশ রাজা সে বড়ই বিচক্ষণ।
দেখিয়া চিনিল চান্দ অতি মহাজন ॥
কোনক দেশের রাজা বুঝি অনুমানে।
বন্ধন খুলিয়া জিজ্ঞাসিল সসম্মানে ॥
রাজা বলে কে তুমি কহত সত্য কথা।
রাজ ঘর চুরি হেতু মুড়ায়াছে মাথা।
চন্দ্রধরে বলে আমি চান্দ সদাগর।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিল সাগর ॥
দিবা রাত্রি ভেদ নাই সাগরেতে ভাসি।
উঠিয়াছি তটে সপ্ত দিন উপবাসী ॥

শরীরের যত দুঃখ না যায় কহন।
যেই পায় সেই মারে করে বিড়ম্বন॥
মহাজন সনে আসি ভাগ্যে দেখা হয়।
যা ইচ্ছা করহ তুমি দাস মহাশয়॥
চান্দর কথায় রাজা প্রতীত পাইয়া।
ক্ষুরকর্ম্ম করাইল নাপিত আনিয়া॥
উত্তম জলেত স্নান করায়্যা কৌতুকে।
উত্তম বসন আনি পরায় চান্দকে॥
টঙ্গী ঘরে গিয়া কৈল রন্ধন ভোজন।
উত্তম বিছানা দিল করিতে শয়ন॥
রাজা বলে তুমি যদি চান্দ সুনিশ্চিত।
মিত্রতা করিব আমি তোমার সহিত॥
দোলায় করিয়া তোমা পাঠাইমু দেশে।
সকলে শুনিয়া যেন আমাকে প্রশংসে॥
এতেক শুনিয়া চান্দ বড় হরষিত।
প্রাণ শূন্য দেহে যেন পাইল সম্বিত॥
যদ্যপি কাণীর লাগ পাই এই খানে।
চুণ কালি দেই তারে মিত্র বিদ্যমানে॥
পদ্মারে পাড়য়ে গালী এই কথা কৈয়া।
নেতা পদ্মা শুনে তারে রথোপরে রৈয়া॥
এত বিড়ম্বনা করি তেঁহ লাজ নাই।
এই খানে দেই কিছু মুখের সাজাই॥
ইহা বলি নেতা পদ্মা হৈল দুই চোর।
প্রবেশিল রাত্রিতে রাজার অন্তঃপুর॥

পরম সন্তোষে সবে সুখে যায় নিন্দ।
হেনকালে ঘরে গিয়া চোরে দিল সিন্ধ॥
মহাদেবীগণের যতেক রত্নহার।
আর আর নারীর সকল অলঙ্কার॥
সকল খুলিয়া নিয়া একত্র করিয়া।
চান্দর গাঁঠিত সব থুইল বান্ধিয়া॥
চোর চোর বলি পুনঃ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনি নগরের লোক ধাইলেক রড়ে॥
রাজ ঘরে চুরি হৈল কোটাল চিন্তিত।
চান্দরে ধরিল বস্তু পাইয়া গাঁঠিত॥
চোর পাইলে মারণের না থাকে বিচার।
চড় লাথী মারে তারে যত ইচ্ছা যার॥
শালে দিতে লৈয়া গেল নগরের আগে।
পদ্মার কপটে সেই শাল গাছ ভাঙ্গে॥
দেবতা সপক্ষ হেন নিশ্চয় জানিয়া।
নদী পার করি দিল গলা ধাক্কা দিয়া॥
গাঙ্গ পার হৈয়া চান্দ ভাবি মনে মনে।
মনুষ্য ময়াল ছাড়ি যায় বনে বনে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদবন্ধ পুতা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ী—পঠমঞ্জরী।

দুঃখ শোক মনে, যায় সাধু বনে,
ক্ষুধায় দুর্ব্বল গায়।
হুতাশে আকুল, হইয়া ব্যাকুল
উঠিতে উঞ্চট খায়॥
খাল ফুটে পায়, বনকাঁটা গায়,
রক্ত বহে ধারে ধার।
ধূলায় ধূসর, শূন্য কলেবর,
কর্পটী পিন্ধন সার॥
বনের ভিতর, দেখে সরোবর,
ধরিছে মৎস্য বাগালে।
সেই সঙ্গে গিয়া, পোড় বেড় দিয়া,
ধরে মৎস্য চান্দ বলে॥
ইমৎস্য বেচিলে, দশ কড়ি মিলে,
তাতে বাল্যকর আনি।
পিবরী কুড়ানি, রান্ধনে রান্ধনী,
জ্বলিয়া মরিব কাণী॥
এই যুক্তি কৈরে, গেলেক নগরে,
মৎস্য লৈয়া অধিকারী।
পদ্মা মায়া কৈল, যত মৎস্য ছিল,
সর্প হৈল ফণা ধরি॥
যে যায় কিনিতে, সর্প দেখি তাতে,
বলে নগরের লোকে।

ইবেটা বান্দিয়া, কাল সর্প দিয়া,
মারিবেক আমরাকে ॥
সবে তারে ধরি, চড় লাথি মারি,
সর্প দিল বান্ধি গলে।
রাজপথ দিয়া, ডেঙ্গেড়া ফিরায়্যা,
লৈয়া গেল নদীকূলে ॥
চান্দ বলে ভাই, রাখ দেখি চাই,
সর্প কোথা আন দেখি।
আমি তারে চাই, সর্প যদি পাই,
তারে কি জীবনে রাখি ॥
নাগ পাইল বলি, হাতে ভাণ্ড তুলি,
আছাড় মারিল রোষে।
পদ্মার উদ্যোগে, সুধা ভাণ্ড ভাঙ্গে,
তারে দেখি লোকে হাসে ॥
নির্ব্বোধ ভাবিয়া, দিল খেদাইয়া,
সবিষাদে সাধু যায়।
বৃক্ষতলে তথি, গোঁয়াইল রাতি,
বংশীদাস দ্বিজে গায় ॥

দিশা—হরি কেশব বল, বল হরি রাম।

সে নগর ছাড়ি চান্দ দুঃখ ভাবি মনে।
চলিল উত্তর মুখে প্রত্যুষ বিহানে ॥

হাটিতে নাহিক শক্তি হইল মূর্চ্ছিত।
অচেতন হৈয়া পড়ে বৃক্ষের গোড়িত॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইয়া সদাগর।
হাটিয়া গেলেক লক্ষীপুর যে নগর॥
তথা এক দ্বিজ সম্মুখে উপস্থিত।
ব্যস্ত দেখি নিল তারে আপন বাড়ীত॥
সহজে ব্রাহ্মণ জাতি মায়ার হৃদয়।
কাতর দেখিয়া বড় হইল সদয়॥
স্নান করাইয়া নিল ভোজন করাতে।
ব্রাহ্মণের সঙ্গে চান্দ বসিল এক সাথে॥
ভাল মানুষ হেন লক্ষণ দেখিয়া।
থাল পীড়ি গাড়ু দিল ঘরেত আনিয়া॥
ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ পদ্মা নাম তান্।
সর্ব্ব সুলক্ষণা কন্যা বাম চক্ষু কাণ॥
বার বার আইসে কন্যা অন্ন লৈয়া থালে।
ভ্রমজ্ঞান হৈল চান্দ মহাক্রোধে জ্বলে॥
বাম চক্ষু কাণ আর পদ্মা নাম শুনি।
মনে মনে বলে চান্দ এই লঘু কাণী॥
চান্দ বলে লঘুকাণী তোর লাজ নাই।
মোরে না ছাড়িস্ তুই যেই খানে যাই॥
সাজা করিবারে তুঞি যাস্ এই ঘরে।
নাক চুল কাটিয়া ডেঙ্গা দিমু তোরে॥
কন্যারে চাহিয়া করে দন্ত কড়মড়ি।
দুআঁখি পাকাইয়া মুচুরে মোছ দাড়ি॥

ইহারে দেখিয়া শুরু গর্ব্বিতের মাজে।
আ৽ড় হইতে যায় কন্যা অতি লাজে॥
ক্রোধে উন্মত্ত সাধু সমার সাক্ষাতে।
নড় দিয়া যাইতে কন্যা ধরিল খোপাতে॥
চীকার দিল ব্রাহ্মণী সমা বিদ্যমানে।
চান্দরে বেড়িয়া ধরে সকল ব্রাহ্মণে॥
গৃহ মধ্যে বিপরীত হৈল গণ্ডগোল।
বহু যত্নে হাত হনে খসাইল চুল॥
সকল ব্রাহ্মণে তবে একত্র হইয়া।
চান্দরে কিলায় ধরি বুকে হাঁটু দিয়া॥
কেহ দেয় ঘাড়পাক কেহ মারে লাথী।
মাটিত ছেঁছাড়ি কেহ করয়ে দুর্গতি॥
চান্দ বলে ব্রাহ্মণে মারিলে দোষ নাই।
লঘুজাতি কাণীরে যদ্যপি লাগ পাই॥
তারে শুনি দাসী সবে মুখে মারে ঝাঁটা।
বকিস্ ঠাকুরাণীরে তুঞি পাজি বেটা॥
কত পুণ্যবল তোর আছিল কপালে।
মোর ঠাকুরাণী তোরে অন্ন দিতে থালে॥
তোর ভাগ্য হাতে তান্ চুলে ধর তুমি।
সাঙ্গাতিয়া স্ত্রীকে যেমন চুলে ধরে স্বামী॥
ব্রাহ্মণে বলয়ে এরে বন্দি করি থুই।
কেহ বলে ইহারে মারিয়া প্রাণ লই॥
ইহা শুনি বলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
মারি কার্য্য নাহি আর খেদায়্যা দেও দূর॥

দেবতা বিপক্ষ হেন বুঝি অনুমানে।
দূরে খেদাইয়া দিল ব্রাহ্মণের গণে॥
কতক্ষণে কিছু স্থির হৈয়া সদাগর।
ধীরে ধীরে চলিল নগর বরাবর॥
দেখিল রাখাল সবে সরোবর পারে।
পদ্মা পূজা করে রাখালের ব্যবহারে॥
বিল হ'তে পদ্মপুষ্প আনি পদ্মপাত।
মৃত্তিকায় ঘট গড়ি পূজা করে তাত॥
গাভী দুহি দুগ্ধ আনি আতব তণ্ডুল।
শালুক শিঙ্গারা আনি আর গন্ধফুল॥
এই মত উপহারে তারা কুল জলে।
ভক্তি ভাবে পূজা করে রঙ্গ কুতূহলে॥
ইহা দেখি সদাগর উর্দ্ধ মুখে ধায়।
শুনিয়া পদ্মার নাম দাইয়া কাছায়॥
দুই চক্ষু ঘুরায়্যা পদ্মারে পাড়ে গালি।
এখানে আসিছে কাণী রাখাল পাগলী॥
দ্বিগুণ হইল বল রোষে গালি পাড়ে।
ভাঙ্গিয়া পদ্মার পূজা দুই পায়ে পাড়ে॥
ঘট গুলা ভাঙ্গি সব উড়ায়্যা ফেলায়।
রাখাল সকলে ধরি মারিয়া তাড়ায়॥
রাখাল সকলে বলে অনুমানে বুঝি।
পূজা মানা করিতে ই আসিয়াছে কাজী॥
কেহ বলে এর দেখি দুই কাণ কুট।
কেহ বলে মারি এর হাড় কর চুর॥

দ্বিজ বংশীবদনে পদ্মার গুণ গায়।
রাখালের হাতে চান্দ বড় শাস্তি পায়

লাচাড়ী।

চান্দরে পাইল লাগ যতেক রাখালে।
ধরিয়া সকলে মারে চড়াইয়া গালে॥
রাখালেরা বলে বেটা তোর কি সাহস।
যাহার মায়ায় সব দেবগণ বশ॥
যার পদ সেবনেত বিপদ তরায়।
তার পূজা মূঢ় বেটা পাড় দুই পায়॥
কোথা হনে আসিয়াছ বল শুনি বেটা।
পিন্ধনে কপনী তোর দাঁড়ি চুল কাটা॥
আয়ণের স্থান নাহি তৈহ নাহি চুকে।
পদ্মারে এমত বল তোর ছার মুখে॥
দশ বিশ রাখালে বসিয়া তারে বলে।
উলুর কচড়া দিয়া বান্ধে হাতে গলে॥
বনের ভিতরে নিয়া থুইল গোছাড়ি
সন্ধ্যাকালে গেল তারা আপনার বাড়ী॥
হাত পাও বান্ধা সাধু গড়াগড়ি যায়।
চিনা জোঁকে ধরে ডাঁস মশায় কামড়ায়॥

দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
নিজ দোষে পড়ে চান্দ এত বিড়ম্বনে॥

দিশা—নাথ কবে জানি মোকে হবে দয়া।
বুঝিতে না পারি তব কি বিষম মায়া॥

নেতা বলে পদ্মাবতী না হইল ভাল।
নিঃশক্তি হইল চান্দ মরণের কাল॥
শরীরের বল নাহি শ্বাস মাত্র আছে।
[illegible] শিবের ঠাঁই অপরাধ পাছে॥
কতনা সহিব প্রাণে নিত্য উপবাস।
চান্দ মৈলে এ সংসারে ভিক্ষা হৈব নাশ॥
বিড়ম্বিনা চান্দরে যে আর কার্য্য নাই।
জীবন থাকিতে তারে দেশে লৈয়া যাই॥
এতেক বলিয়া নেতা রাখালের বেশে।
চান্দের বন্ধন কাটে পদ্মা রথে হাসে॥
ছাড়াইয়া বন্ধন চান্দ আন্ধার রাত্রিত।
কানাইহাটিত গেল গৃহস্থ বাড়ীত॥
পদ্মার ইঙ্গিতে তারা কিছু দিল খাইতে।
রাত্রি পোহাইয়া চান্দ চলে তথা হ'তে॥
হাটিতে না পারে আর শরীরের বিষে।
ছাত্তু পাইয়া বসিল পথের এক পাশে॥
হেনক্ষণে কৌতুক করিয়া বিষহরী।
বুঝিতে চান্দর মন যোগী বেশ ধরি

লাউ লাঠি ঝুলী কাঁথা মাথে জটাভার।
ভগবান বস্ত্র পরি যোগিনী আকার॥
তাম্রের কুণ্ডল কর্ণে কমণ্ডলু করে।
হাসি আসি চান্দরে বলিল ধীরে ধীরে॥
যোগিনী বলয়ে তোমা চিনি সদাগর।
সনকা তোমার নারী চম্পকেত ঘর॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া তুমি গিছিলা পাটন।
কি কারণে দেখি তব এত বিড়ম্বন॥
দাঁড়ি চুল কাটা মুখে চুন কালি দাগ।
মারণের স্থান নাহি কে পাইছিল লাগ॥
এত লোক কোথা রৈল কেনে একেশ্বর।
পদ্মা সনে বাদ তব জানি পূর্ব্বাপর॥
সেই দোষে সকল হারাইলা হেন বাসি।
পদ্মা নাহি পূজ তুমি দুষ্ট অভিলাষী॥
চান্দ বলে যা লিখিছে ভবানী শঙ্কর।
শতেক পদ্মার বাদে কিছু নাহি ডর॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা আমার রাখিছে বিষহরী।
দেশে গেলে সকল লইমু লেখা করি॥
যে করিমু মনে আছে কি কাজ কহিয়া।
ধনে জনে সব যেন বাড়ী আইসে লৈয়া॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন গেল অঙ্গের বালাই।
একেশ্বর পথে কভু দুঃখ নাহি পাই॥
কিছুমাত্র মারণের দুঃখ নাহি জানি।
সুখ দুখ সম করি ভাবে তত্ত্বজ্ঞানী॥

চণ্ডীর চরণ দড় ধরিছি অন্তরে।
ধর্ম্মে মজাইলে মন কেবা কারে মারে॥
যোগিনী বলে তুমি জ্ঞানের কহ কথা।
পদ্মা পূজা করিতে কি মনে পাও ব্যথা॥
যেহি পদ্মা সেহি চণ্ডী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব।
এক ব্রহ্ম হইতে হইছে তিন জীব॥
চান্দ বলে চণ্ডী পদ্মা এক যদি হয়।
চণ্ডীর পূজায় কেন পদ্মা তুষ্ট নয়॥
কেনে কাণী পদ্মা আসি ভিন্ন পূজা মাগে।
পূজা পাযে পাছে পদ্মা চণ্ডী হউক আগে॥
যোগিনী তোমার দেখি প্রথম বয়স।
বাক্য চাতুরী জান মিলাইতে রস॥
মোর সঙ্গে চল তুমি দেশে যাই লৈয়া।
সেই ঠাই সাজা দিমু ভাল বর চায়্যা॥
বারুয়া যুগির পুত্র নাম তার চিলা।
উথালি যুগির নাতি গোথিলার শালা॥
স্ত্রী নাহিক ঘর শূন্য ভিক্ষা মাগি খায়।
তার ঠাঁই সাজা দিমু মোর সঙ্গে আয়॥
যোগিনী বলে তোমার বুদ্ধি হৈছে নাশ।
এত দুঃখ বিড়ম্বনা তৈহ উপহাস॥
শুন আমি দড় কই সত্য হেন জান।
বিনে পদ্মা পূজা তব নাহিক কল্যাণ॥
যোগিনী বিদায় হৈয়া বলিল হাসিয়া।
আর কিছু দুঃখ পাইবা নিজ বাড়ী গিয়া॥

তথা হ'তে উঠি চান্দ করিল গমন।
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ॥

লাচাড়ী—ধানসী

মারণে দুর্ব্বল গায়, ধীরে ধীরে সাধু যায়,
ভুকে শোকে হইয়া কাতর।
শ্রীপুর নগর ছাড়ি, এড়িল পলাশবাড়ী,
হাঁটি উঠে বিজয় নগর॥
গোপালপুর ছাড়িয়া, মধ্য নগর দিয়া,
কামার গাঁ উত্তরিল শেষে।
ত্রিপুনির ঘাটে থাকি, চম্পক নগর দেখি,
নিন্দিছে পদ্মারে উপহাসে॥
শিবের মঠের চূড়ে, সুন্দর পতাকা উড়ে,
নবরত্ন উপরে কলসী।
চৌকাট কপাট গড়, হস্তি সব বড় বড়,
নানা শস্য দেখে রাশি রাশি॥
বেলা শেষ অল্প আছে, স্নানাদি করিয়া পাছে,
স্থির হৈয়া বসি নদীকূলে।
জল খায়্যা পেটভরে, ক্ষণেক বিশ্রাম করে,
যুক্তি করি মনে মনে বলে॥
এরূপ দেখি আমাকে, হাসিবেক সব লোকে,
দাঁড়ি গোঁপ বিরূপ আকার।

লুকাইয়া একেশ্বর, রাত্রিকালে যাব ঘর,
দ্বিজ বংশী বলে যুক্তি সার ॥

দিশা—রাম পরম ধনরে, আর সব মিছা।

তখনে দৈবজ্ঞ বেশ ধরি পদ্মাবতী।
চান্দর গোচরে আইল লৈয়া পাজি পুঁথি ॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া চান্দ বলে শুন ভাই।
লগ্ন গণিয়া দেহ বাড়ী যাইতে চাই ॥
দৈবজ্ঞে বলয়ে শুন লগ্নে বাই দেখে।
এরূপ দেখিলে তোমা হাসিবেক লোকে ॥
রাত্রিযোগে যাইবা যেন কেহ নাহি চিনে।
খিড়কি দুয়ারে যাইও সনকা যেখানে ॥
এহি বলি দৈবজ্ঞ বিদায় হৈয়া যায়।
চান্দ বলে এই যুক্তি মোর মনে ভায় ॥
এত শুনি দৈবজ্ঞের মনে মনে হাস।
ত্বরিত গমনে গেল সনকার পাশ ॥
পাজি পুঁথি খসাইয়া বলে খড়ি লেখি।
আজি ইবাড়ীতে বড় উৎপাত দেখি ॥
সন্ধ্যাকালে আজি সব ভূতে লৈব বাড়ী।
সাবধানে থাকিও ঔষধ মন্ত্র পড়ি ॥
অনেক প্রকার মায়া করিবেক ভূতে।
চান্দর আকৃতি হৈব বাড়ী মধ্য যাইতে ॥

কপটে বলিব আমি চন্দ্রধর রাজা।
মুড়া ঝাটা মারিয়া করিও ভূতপূজা॥
বন্দি করিতে যদি পার সেই কালে।
মুখে যেন লাথী মারে দাসী সকলে॥
সনকা বলে দৈবজ্ঞ কৈলা যত বাণী।
সাধুর কুশল বার্ত্তা কহ কিছু গণি॥
দৈবজ্ঞে কহে দেখিলুঁ সকল কুশল।
নানা রত্নে ভরাভরি আসিব সকল॥
এহি বলি দৈবজ্ঞ বিদায় হৈয়া চলে।
ডাকাডাকি বাড়ীতে হইল সন্ধ্যাকালে॥
ভুত আসিব আজি কহিছে দৈবজ্ঞে।
ঝাটা হাতে করিয়া থাকহ সজাগে॥
গোমুণ্ড উচ্ছিষ্ট পাত বথা আছে যত।
ঠাই ঠাই ধুঁয়া দেও করিয়া একত্র॥
আঁকন্ সিজের পাত দানচেঁচানিয়া।
বাড়ীর চারি কোনেত লাগাও আনিয়া॥
সিঁচিয়া ফেলাও চারিদিকে সর্ষা পড়া।
বন্দী হৈব ভুত ইথে যদি দেয় পাঁড়া॥
কতগুলা ছন লৈয়া ঘরের কোণের।
আগুণ জ্বালিয়া মুখ পোড়াও ভুতের॥
এই মতে জাগিয়া সকল লোক আছে।
গুপ্তপথে সদাগর গেল বাড়ী পাছে॥
আদেখা হইল রাত্রি অন্ধকার ঘোর।
পাছ-পথে চলিলেক যেন যায় চোর॥

দাঁড়ি চুল ভাবট পিঙ্গল কপটা।
দেখিয়া চিৎকার দিয়া বলে দাসীবেটী॥
হের দেখ ভূত আইল চারি হাত পায়।
ভালুকের মত মুখ গিলিবারে চায়॥
তারে শুনি দুর্ব্বলী আইল আশুবাড়ি।
বাম হাতে থাপাদিয়া ধরিলেক দাঁড়ি॥
বুকেত বসিয়া বেটী ঘন দিল নাচা।
উপরে পড়িল যেন দুকাঠিয়া মচা॥
দুই পায়ে পাঁড়াদিয়া করয়ে চিৎকার।
ঘোড়ার উপরে যেন উঠিল সোওয়ার॥
বুকেত বসিয়া বেটী মুখে লাথীয়ায়।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে যেন ঝুলই খেলায়॥
পদধূলী ঝাড়িদেয় চান্দর কপালে।
কল্যাণ কল্যাণ করি আশীর্ব্বাদ বলে॥
চান্দ বলে না মারিও আসিয়াছি আমি।
আমি রাজা চন্দ্রধর সনকার স্বামী॥
ইহা শুনি দুর্ব্বলী মুখেত মারে লাথী।
এই ছার মুখে তুমি চম্পকের পতি॥
স্বভাবে দুর্ব্বলী বেটী বড়ই ইতর।
ঘরের দুয়ার হেন দুহাত প্রসর॥
দশহাত কাপড়েতে এক পেচ পায়।
তিন কাহ্‌না ভাত সে তিন সন্ধ্যা খায়॥
হস্তিনী জাতীর বেটী অতি বড় আঁজা।
ছালা প্রায় দুই স্তন দুজনের বোঝা॥

দুর্ব্বলীর ভারে চান্দ হইল ব্যথিত।
বিলাপ করিয়া কান্দে অতি বিপরিত ॥
বিধবা সকলে মারে লাথী আর চড়ে।
কেহ কেহ ঝাড়ু মারে দাঁড়ি মোছ পোড়ে ॥
দ্বিজ বংশী বদনের করুণা ভাষিত।
হেন দেব বলাইয়া এত বিপরীত ॥

লাচাড়ী—কামদ রাগ

কান্দে রাজা চন্দ্রধর লাজে অপমানে।
দুঃখের উপরে দুঃখ না সয় পরাণে ॥
ছয়পুত্র মারে পদ্মা কাটয়ে বাগান।
মহাজ্ঞান হরি নৈল ধন্বন্তরির প্রাণ ॥
পাটনে যতেক কৈল চন্দ্রকেতু পুরে।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাল সাগরে ॥
পথের যতেক দুঃখ তাতে পাইলু ত্রাণ।
ঘরের দাসীর হাতে আজি গেল প্রাণ ॥
যৌতুক পাইলু দাসী বিবাহের কালে।
সে দাসীর লাথী ছিল আমার কপালে ॥
আমারে নিদয় হৈলা শঙ্কর ভবানী।
এত বিড়ম্বনা করে লঘু জাতি কাণী ॥

দ্বিজ বংশীদাসে গায় চান্দর দুর্গতি।
দেখিয়া নেতার সঙ্গে হাসে পদ্মাবতী॥

দিশা—কেন হে প্রাণের নাথ কাতর দেখি।
কোথায় আছিলা কেনে টলমল আঁখি॥

চান্দর করুণা শুনি সনকা সুন্দরী।
মাথে থাপা দিয়া উঠে প্রভু প্রভু করি॥
আস্তে ব্যস্তে লড় দেয়া গেল শীঘ্র গতি।
দেখিয়া চিনিল সতী আপনার পতি॥
দুই ভাগ করি কেশ চরণেত পড়ি।
মুণ্ড হাতে কান্দে ভূমে দিয়া গড়াগড়ি॥
এত দুঃখ পাইলা প্রভু কোন অপরাধে।
জানিনু সকল গেল পদ্মার বিবাদে॥
তাড়াতাড়ি দূর করে যত বিড়ম্বন।
নাপিত আনিয়া করে শীঘ্র প্রয়োজন॥
তৈল খিলা দিয়া স্নান করাইল শেষে।
ভোজন করিয়া তবে সিংহাসনে বসে॥
দাসী সব পলাইল মারণের ডরে।
ছয় পুত্র বধূ গিয়া লাজে রৈল ঘরে॥
চান্দ বলে ভয় নাই তোরা এথা আয়।
বিধির লিখন কিল পুত্রেও কিলায়॥
এত বিড়ম্বনা কৈল লঘু জাতি কাণী।

সেও মোর মনে আছে লাগ পাই থানি॥
ভরা সনে চৌদ্দ ডিঙ্গা আর যত লোক।
আপনি আনিয়া দিব দেখিবা কৌতুক॥
দ্বিজ বংশী দাস যাদবানন্দ সুত।
রচিল পুরাণ কথা শুনিতে অদ্ভূত॥
ইবলিয়া স্মরে চান্দ শঙ্কর ভবানী।
হেন কালে লক্ষীন্দর ভেটিল আপনি॥
দেখিয়া পুরীর মধ্যে নবীন কুমার।
প্রথম বয়স যুবা কাম অবতার॥
চান্দ বলে সনকা কুমতি হৈল তোর।
ই পরপুরুষ কেনে বাড়ীর ভিতর॥
বর্জ্জিত হইলা তুমি কহিলুঁ স্বরূপে।
মোর ভরা তল হৈল তোর এহি পাপে
সনকা বলায়ে প্রভু পাশরিলা মনে।
যখনে চলিলা তুমি দক্ষিণ পাটনে॥
ঋতু রক্ষা করি গেলা আমার উদরে।
পত্র লেখি দিয়াছিলা আপন অক্ষরে॥
আশ্বিনের শুক্ল দশমী দিনে গেলা
আষাঢ়ে জন্মিল পুত্র দশ মাস বেলা॥
এত বলি সনকা সে পেটেরা খুলিয়া।
সোনার মাদুলি পত্র দিলেক ফেলিয়া॥
পত্র পড়ি হইলেক চান্দের স্মরণ।
একে একে পূর্ব্বের যতেক বিবরণ॥
সকল প্রতীত পায়্যা বড় কুতূহলে।

আদরে আনিয়া পুত্র তুলি লৈলা কোলে ॥
দেখিল উত্তম পুত্র সর্ব্ব সুলক্ষণ ।
ভুবন মোহন রূপ দ্বিতীয় মদন ॥
ছয় পুত্র মরণে যতেক পাইল শোক ।
সকল পাশরে দেখি লক্ষ্মীধর মুখ ॥
কপালে চুম্বন দিয়া কোলে তুলি লৈয়া ।
লক্ষ মুদ্রা সদাগর ফেলিল নিছিয়া ॥
সনকারে দেখি চান্দ ভাবিল গৌরব ।
যত দুঃখ পায়্যাছিল পাশরিল সব ॥
চৌদ্দ নায়ে যত ধন ডুবিল সাগরে ।
তার দশ গুণ আছে একেক ভাণ্ডারে ॥
অবিলম্বে লক্ষ্মীধরে করাইমু বিয়া ।
বাদে হারি কাণী যেন মরয়ে পুড়িয়া ॥
এই মতে বলে চান্দ পরম কৌতুকে ।
চান্দ এল বার্ত্তা পাইল চম্পকের লোকে ॥
ব্যস্ত হৈয়া আসিলেক যত প্রজা গণে ।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদ্মার চরণে ॥

লাচাড়ী ।

দেশে এল রাজা চন্দ্রধর ।
শত শত লোক মৈল, চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হৈল,
ফিরে এল সাধু একেশ্বর ॥
কাঁড়ারী গলৈয়া মাজি, আর যত ডাণ্ডী সাজি,

সব লোক ডুবিল সাগরে।
শুনিয়া রাজ্যের লোকে, মুণ্ডে হাতে কান্দে শোকে,
উঠে রোল চম্পক নগরে॥
কার মৈল বাপ ভাই, খুড়া জেঠা জামাই,
ইষ্ট মিত্র সম্বন্ধী শ্বশুর।
বিলাপ করয়ে লোকে, স্বামীর মরণ শোকে,
ফেলায় কেহ শঙ্খ সিন্দূর॥
বাড়ী বাড়ী উটে রোল, রাজ্যময় গণ্ডগোল,
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়।
চান্দর চরণে পড়ি, যায় লোকে গড়াগড়ি
স্ত্রী পুরুষে ধূলায় লোটায়॥
চান্দ বলে প্রজাগণ, কেনে কান্দ অকারণ,
যে করিমু শুন কহি কথা।
বত ডিঙ্গা ডুবাইছে, সকল লইব পাছে,
সে কাণীর লাগ পাই যথা॥
যে কান্দে আমার এথা তাহার মুড়িব মাথা,
দেশে রাখি তারে নাহি কাজ।
নাস্তব হইনু জানি, হাসিবেক লঘু কাণী,
সেহি মোর বড় দুঃখ লাজ॥
চান্দ বলে সবে গিয়া, ঝাট আন বাজনীয়া,
বাদ্য বাও বিষরী মুড়ানে।
যাদবানন্দ তনয়, দ্বিজবংশীদাসে কয়,
অঞ্জনা জননীর চরণে॥

বিবাহের যোড়নী।

দিশা—(দেখিতে নন্দের বালা নয়ন যুড়ায়।)

স্নান করি কৈল চান্দ আহ্নিক তর্পণ।
লক্ষ্মীধর সঙ্গে লৈয়া করিল ভোজন॥
কর্পূর তাম্বূল খায় দিব্য বস্ত্র পরে।
সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে লেপে কুঙ্কুমে কেশরে॥
বাপে পুত্রে একসঙ্গে অতি কুতূহলে।
বার দিয়া বসিলেক বাহির মহলে॥
সুন্দর চৌখণ্ড ঘর দেখিতে উজ্বল।
শোভিত সুন্দর যেন চান্দর মণ্ডল॥
মরক্ত পাথরে বেদী ফটিকের ঠনা।
শোভিছে উপরে শ্বেত চামর চাঁদনী॥
বিছানা করিছে দিয়া লোহিত কম্বল।
তার পরে পাটাম্বর সিতি মকমল॥
সুন্দর পাটের খোপা সুবর্ণের কালি।
গ্রিদা বালিসেতে যেন ঝলকে বিজলী॥
উপরে চান্দুয়া উড়ে নানা চিত্রময়।
চারিপাশে চামর দুলিছে অতিশয়॥
সোনার ভৃঙ্গার আগে তাম্বূলের বাটা।
তাম্বূল যোগায় আনি জয়ধরের বেটা॥
ডাইনে বসে প্রামাণিক ষষ্টিবর বুড়া।
তার ডানে লক্ষ্মীধরের জেঠা খুড়া॥
পাত্রমিত্র সকল বসিল বামপাশে।
আর আর জ্ঞাতিবর্গ চারিদিগে বসে॥

পুরন্দর লক্ষণের হয় সহোদর।
রূপে গুণে পরাক্রমে যেন পুরন্দর ॥
মাথা নামাইল আসি চান্দ বিদ্যমান।
ভাই ভাতিজার সকলের সে প্রধান ॥
মিত্রবর গোপালের ভাই হরি চোপদার।
চান্দর গোচরে আসি হৈল আগুসার ॥
শুভা পণ্ডিতের বাপ মিশ্র শ্রীপতি।
সত্বরে চলিয়া এল সঙ্গে পঞ্চ নাতি ॥
হুলা কাঁড়ারীর বাপ জয়ধর বুড়া।
ছয় নাতি সঙ্গে এল চড়ি তাজি ঘোড়া ॥
গহৈলয়া মাধার বাপ প্রাচীন জগাই।
সভায় আইল সঙ্গে লৈয়া সাত ভাই ॥
আইল হিরাধরের পুত্র ভাই যত।
মাঝী মৃদা রাজ্যের আইল শত শত ॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়া যতেক লোক মৈল।
দেশেতে আসিয়া তার দ্বিগুণ পাইল ॥
চান্দ বলে যত লোক ডুবিল সাগর।
তাহার দ্বিগুণ করি রাখহ চাকর ॥
এক ভাণ্ডারেতে দেখ যত ধন থাকে।
সে ধন লোটায়ে দেও তুষ্টহোক লোকে ॥
এক লক্ষ টাকা যত বিপ্রে কর দান।
যার আশীর্ব্বাদে মোর হইছে কল্যাণ ॥
এই মতে চন্দ্রধর বলে হরষিতে।
কুটুম্ব জ্ঞাতি যতেক এল দূর হতে ॥

লক্ষপতি সদাগর চান্দর মাতুল।
তার সঙ্গে হস্তী ঘোড়া রথ যে বহুল॥
উড়িষ্যায় নরসিংহ বিহারী বণিক।
ধনপতি রত্নপতি শ্রীপতি ধনিক।
ভগীরথ দামোদর গোবর্দ্ধন সা।
বাছাই বণিক্য আইল চান্দর মাউসা॥
কেহ নমস্কার কেহ আশীর্ব্বাদ করে।
যার যেহি অনুক্রমে বৈধ ব্যবহারে॥
জনে জনে চান্দ সমাই সম্ভাষিয়া।
পাটনের যত কথা কৈল বিবরিয়া॥
যেমতে বদল করি চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি।
যেন মতে সমুদ্রে ডুবাল বিষহরী॥
সকল শুনিয়া বলে ইষ্ট মিত্র গণে।
বড় ভাগ্য সদাগর আসিছ আপনে॥
এই মতে সর্ব্বজনে সভা সমুদিত।
তখনে মাগধ ভাট আসি উপস্থিত॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া কবিতা পড়ে আগে।
ভাইনে লক্ষীধরে দেখি কহিবারে লাগে
ধন্য ধন্য চন্দ্রধর সকল বাখানি।
হেন পুত্র যার ধন্য তাহার জননী॥
প্রথম বয়স যুবা বিচারে পণ্ডিত।
হেন পুত্রে শীঘ্র বিয়া করান উচিত॥
চান্দ বলে ভাল ভাল শুনহে মাধব।
আমার মনের কথা তুমি কৈলা সব॥

নানা দেশ ভ্রম তুমি কহ দেখি চাই।
লক্ষীধরের যোগ্য কন্যা আছে কোন ঠাঁই
ভাট বলে আমি দেশ ভ্রমিছি বিস্তর।
তার কথা আগে কহি অবধান কর॥
দ্বিজ বংশীবদনের পদবন্ধ পুতা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ী।

ভাট বলে শুন অধিকারী।
শিশু কাল হ'তে আমি, যত যত দেশে ভ্রমি
কহি কথা শুন মন করি॥
প্রথমে শ্রীহট্ট দেশ ভ্রমিয়াছি সবিশেষ,
কাউর কামাখ্যা নীলগিরি।
ত্রিপুরা জয়কলঙ্গে, ভ্রমিয়াছি নানা রঙ্গে,
গৌরমণ্ডল আদি করি॥
অযোধ্যা মথুরাআর, কাশী কাঞ্চী হরিদ্বার,
প্রয়াগ গোকুল গয়া গিয়া।
দিল্লী লাহোর খোরাসান, আর যত হিন্দুস্থান
আসিয়াছি পশ্চিমে ভ্রমিয়া॥
এই মত দেশ যত, ভ্রমিয়া দেখিছি কত,
তার কথা কহিতে অপার।

দ্বিজ বংশীদাসে ভণে, চান্দর কৌতুক ভনে,
শেষে করে কন্যার বিচার ॥

দিশা—গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।

ভাট করিছে পরে কন্যার বিচার ॥
যে যে কন্যা জানি আমি শুন বার্ত্তা তার ॥
মেহার পাটনে রাজা প্রচণ্ডের পুত্র।
জয়ন্তন নাম তার ভরদ্বাজ গোত্র ॥
তার কন্যা চন্দ্রকলা রূপ অতিশয়।
চান্দ বলে সগোত্রে এ কার্য্য নাহি হয় ॥
ভগবান সদাগর মথুরা নগরে।
পদ্মাবতী নাম কন্যা আছে তার ঘরে ॥
চান্দ বলে শ্রীবিষ্ণু ইহার নাহি কাম।
শুনিতে উচিত নহে কাণীর সনাম ॥
ভানুপুরা নগরে আছয়ে আর কন্যা।
ভানু রাজার ঘরে রূপে গুণে ধন্যা ॥
সর্ব্ব সুলক্ষণ কন্যা কেশ অল্প গাছি।
চান্দ বলে না কহিও পূর্ব্বে শুনিয়াছি ॥
প্রতাপ রুদ্রের কন্যা আছেত সোনাই।
তার সম রূপে গুণে ত্রিভুবনে নাই ॥

চান্দ বলে ইসম্বন্ধ করিবারে নহি।
লক্ষ্মীধরের মাতৃ নাম মোর হয় সহী ॥
সিন্ধুপ দ্বীপেতে বৈসে অনন্ত মাণিক্য।
অলম্যান গোত্র সেহি গন্ধ বণিক্য ॥
চান্দ বলে তার নহে সমানে গমন।
ঘাটিয়া সম্বন্ধ করাইব কি কারণ ॥
লক্ষ্মীধর সদাগর বসে লক্ষ্মীপুরা।
তার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তারা ॥
পদ্মিনী জাতীয় কন্যা অধিক সুন্দরী।
চান্দ বলে অনুচিত লখাইর ঝিয়ারী ॥
উড়িষ্যা দেশেতে বৈসে শ্রীবৎসধর।
শশীপ্রভা নাম কন্যা আছে তার ঘর ॥
চান্দ বলেইসম্বন্ধমনে নাহি সাধ।
চণ্ডীর সহিত বেটা করিছে বিবাদ ॥
এহি মত যত কন্যা দোষেগুণে আছে।
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক পাছে ॥
ভাটে বলে শুন সাধু বচন আমার।
শাস্ত্রে যা বিহিত আছে কন্যার বিচার ॥
কপালেতে কালপূত জিহ্বা নীলরেখ।
সেই কন্যা পুরুষের যম পরতেখ ॥
সর্প লেজ কেশ যার শকুনের আঁখি।
আছুক বিয়ার কথা প্রভাতে না দেখি ॥
কর্কট সমান নাসা মর্কট বদনী।

কুঞ্জর সমান মাজা মহিষ গামিনী ॥
দন্ত উথর আর ঊর্দ্ধ মুখে চায়।
সেহি কন্যা পুরুষের প্রাণ লৈয়া যায় ॥
অতি কালা অতি গোরা অতি দীর্ঘ কেশ
অধিক পাগুবা যেবা অত্যন্ত বয়েস ॥
বুক উচা নাগফট চিরল দাঁত যার।
সেহি কন্যা বিয়া কৈলে পুরুষ সংহার ॥
খট্টা পদ জ্যোতি হীন মুখ যদি হয়।
প্রভাতে দেখন তারে উপযুক্ত নয় ॥
অঙ্গুলী যাহার ছোট চঞ্চল কমর।
ছয় মাসে পতি যায় যমের নগর ॥
মাতৃ নামে কন্যা আর পিতৃ নামে বর।
সেহি বিয়া অনুচিত শুন সদাগর ॥
মাতৃ পক্ষে পঞ্চ গোত্র ত্যাজিবেক নারী।
পিতৃ পক্ষে সপ্ত গোত্র ত্যজিবে বিচারি ॥
তবে বিয়া করিবেক শুন সদাগর।
নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোত্র অন্তর ॥
এহি মতে কন্যার যে দোষ গুণ আছে।
জানিয়া মাধব ভাট সকল কহিছে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে হইল স্মরণ।
সারাজার কন্যা আছে সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥

লাচাড়ী।

পুনঃ করিয়া উত্তর, ভাটে বলে সদাগর,

শুন কথা অবধান করি।
ভ্রমিয়া অনেক দেশে, উদ্দেশ করিলুঁ শেষে,
কন্যা আছে বিপুলা সুন্দরী ॥
উজানী নগর তথি গন্ধ বণিক জাতি,
সাহরাজা ধনের ঈশ্বর।
তাহার কন্যা বিপুলা, রূপে যেন চন্দ্রকলা,
সে কন্যার যোগ্য লক্ষীধর ॥
সে কন্যা আপন গুণে, হারাইলে ধন আনে,
মৈলে মরা জীয়াইতে পারে।
শুদ্ধ মতি অতিশয়, সাক্ষাৎ দেবতা হয়!
নিজ পুণ্যে যায় দেবপুরে ॥
লোহার তণ্ডুলে অন্ন, যদি কর ভক্ষণ,
সতী কন্যা পারে রান্ধিবারে।
যেমত কন্যার কথা, গুণবতী সুচরিতা,
জানিয়াছি কহিলুঁ তোমারে ॥
হাসিয়া বলয়ে চান্দ, যদি থাকে নির্ব্বন্ধ
এই কন্যা করাইমু বিয়া।
কুলে শীলে যোগ্য ঘর, যেন কন্যা তেনবর,
কার্য্য নাহি আর বিচারিয়া ॥
বলমের নাহি কাজ, হস্তি ঘোড়া কর সাজ,
যাব আমি কন্যার যোড়নী।
জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কর শীঘ্র নিমন্ত্রণ,

মধুরং দ্বিজ বংশীর বাণী॥

দিশা—হরি রাঘব মোরে ছাড়িও না।

শুনিয়া ভাটের মুখে এই বিবরণ।
সমাইরে বলে চান্দ করি সম্ভাষণ।
সাহরাজা কুলীন প্রধান হেন জানি।
এই কার্য্য ভাল বলি মনে অনুমানি॥
জ্ঞাতি কুটুম্বগণ আছ সমুদিত।
বুঝিয়া উত্তর দেহ যে হয় উচিত।
তাহা শুনি কহিলেক খুড়া ষষ্টীবর।
মিশ্র শ্রীপতি পরে দিলেন উত্তর॥
সাহরাজা কুলীন ইজানি ভাল মতে।
উচিত সম্বন্ধ হয় তাহার সহিতে।
কুলে শীলে ধনে জনে বলে অধিকারে।
তোমার সমান সেহ সর্ব্বগুণ ধরে॥
সমসর রাজ্য কার্য্য সম অনুরক্ত।
এতেকে সম্বন্ধ কর মোরা হৈব প্রীত॥
বলী আর নির্ব্বলীয়ে কার্য্য নাহি হয়।
সমুচিত ইকর্ম্ম সমার মনে লয়॥
এত শুনি সদাগর যুক্তি করি সার।
যোড়নীর যত দ্রব্য লইল অপার॥
কাপড় লইল খাসা শিখি মকমল।

নেত কথিবা পাটাম্বর যে সকল ॥
লোহার তণ্ডুল সঙ্গে লৈল সেরখানি।
সতী কন্যার প্রতীত বুঝিতে অনুমানি ॥
গশাই দৈবজ্ঞ চলে গণিত কেশরী।
লক্ষ্মীধরের জন্মকোষ্ঠী লৈয়া সঙ্গে করি ॥
চতুরঙ্গ কটক সকল সঙ্গে লৈয়া।
জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সহিতে করিয়া ॥
নানা রঙ্গে সর্ব্ব লোক চলিল সত্বর।
মধ্যাবাসা দিয়া পাইল ভদ্রাক্ষ নগর ॥
তথা হনে চলি গেল মহানদী পার।
চান্দ বলে এক যুক্তি শুনহ আমার ॥
এইখানে সকলে করিয়া থাক ছানী।
গুপ্ত বেশে যাব আমি কন্যার যোড়নী ॥
যেমত শুনিছি কন্যা দেখিব সাক্ষাৎ।
রন্ধন করাব লোহার তণ্ডুলের ভাত।
ধুতি উত্তরীয় পরি প্রবাসীর মতে।
অথিত্তের বেশে চলে দুই বাপ পুতে।
আগে চলি যায় চান্দ পাছে লক্ষ্মীধর।
হেন কালে নেতা কহে পদ্মার গোচর।
নেতা বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
পুর্ব্বের যতেক কথা নাহিক স্মরণ ॥
বড় রঙ্গে যায় চান্দ নগর উজানী।
পুত্র বিয়া করাইতে কন্যার যোড়নী ॥

লোহার তণ্ডুল যদি পারে রান্ধিবারে।
তবে করাইব বিয়া চান্দ সদাগরে ॥
এহি কন্যা বিয়া যদি না করায় চান্দ ॥
তবে যত বাদ কৈলা সব হৈল মন্দ ॥
যে মতে লোহার অন্ন পারে রান্ধিবার।
স্বপ্নে গিয়া কহ যত পুর্ব্ব সমাচার ॥
এতেক শুনিয়া তবে চলে বিষহরী।
মায়া বশে বিধবা ব্রাহ্মণী রূপ ধরি ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার পাঁচালী ॥
যে শুনেই সব কথা বাড়ে ঠাকুরালী ॥

লাচাড়ী—পঠ মঞ্জরী।

চলে পদ্মা উজানী নগরে।
বিধবা ব্রাহ্মণী বেশে, উপস্থিত রাত্রি শেষে,
বিপুলার শয়ন মন্দিরে ॥
বেউলার শিয়রে বসি, স্বপ্নে পদ্মা বলে হাসি,
শুন শুন সাহের কুমারী ॥
যে কাজে জন্মিলে হেথা, পাশরিলে সর্ব্ব কথা,
দ্বাদশ বৎসর সত্য করি ॥
দ্বাদশ বৎসর পরে। বাদ সাধি দিলে মোরে,
একতিল রৈতে নার তথা।

আধ বার হইয়াছে, ছয়মাস ব্যাজ আছে।
আপনে স্মরহ পূর্ব্ব কথা ॥
বিপুলা বলায়ে মাও, আপনার কার্য্য চাও,
সত্য কৈলা ইন্দ্র বিদ্যমানে।
যখনে যে বর চাই, সেইক্ষণে দিবে তাই,
কার্য্যকালে আসিবে আপনে ॥
পদ্মা বলে শুন বলি, অথিত আসিব কালি,
লোহার তণ্ডুল গুটী লৈয়া।
এহি বর দিলুঁ আমি, রন্ধন করিবা তুমি
যশ রৈব ভুবন যুড়িয়া।
প্রভাতে নদীতে যাইও, মুক্তেশ্বর তীর্থে নাইও
বর চাইও যেহি বাঞ্ছা মনে।
আমি যাব বর দিয়া, অবিলম্বে হৈব বিয়া,
ভনিছে দ্বিজ বংশী বদনে ॥

দিশা—সই আজি নিশি দেখিলুঁ স্বপন

প্রভাতে নিদ্রাত জাগি সাহের কুমারী।
মা বাপের স্থানে কহে স্বপন বিস্তারি।
আধবার বৎসর জনম পৃথিবীতে।
জলেত নামিয়া স্নান না করিছি তীর্থে ॥
স্বপনে দেখিছি আজি গেছি মুক্তেশ্বর।

ব্রত ফলে পাইয়াছি বিবাহের বর ॥
ইহারে শুনিয়া মায় কহিলেক হাসি।
অবিলম্বে বিবাহ করুক বর আসি ॥
দাসী সব সঙ্গে দিল পূজার সম্ভার।
ধবল কৈতর ছাগ নানা উপহার ॥
পুরোহিত চলিল পূজার পুথী লৈয়া।
সুন্দরী বিপুলাচলে দোলাতে চড়িয়া ॥
দেবাশ্চন সজ্জ পুষ্প লইল বিস্তর।
কেহ লইল ধুতি বস্ত্র ভৃঙ্গার ডাবর ॥
মুক্তেশ্বর তীর্থে আসি মিলে নানা রঙ্গে।
পথে বসি দেখে চান্দ লক্ষ্মীধর সঙ্গে ॥
স্বর্ণের দোলা হনে নামি নদী পার।
দুই আঁটু মাটিতে পাড়ি কৈল নমস্কার
চৌদিকে টানিয়া দিল নেতে কারয়ার।
সখিগণ সঙ্গে যায় স্নান করিবার
বিধবা ব্রাহ্মণী বেশে মনসা কপটে।
শাপ দিতে ছিদ্র চাহি আইল নিকটে ॥
দ্বিজবংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরিপদে গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী—আহির রাগ।

নামিয়া বিপুলা তথা বড় কুতুহলে।
বিধিমতে স্নান করে মুক্তেশ্বর জলে ॥

সঙ্কল্প করিয়া পুনি সূর্য্য অর্ঘ দিয়া ;
দেবাৰ্চ্চন করে কন্যা কুলেত বসিয়া ॥
পূজিছে মঙ্গলচণ্ডী শিশুকাল হতে।
নিরবধি বর মাগে মঙ্গলচণ্ডীতে ॥
পাতিয়া মঙ্গল ঘট মঙ্গল সম্ভারে।
পূজিল মঙ্গলচণ্ডী জয় জোকারে ॥
দীপ ধূপ উপহারে নানা বলিদানে।
জবা বিল্বপত্র ধূপ আগর চন্দনে।
পূজা শেষ ভক্তি ভাবে করিল প্রণাম।
বিবাহ হউক এহি কৈল মনস্কাম ॥
বর দিয়া চণ্ডী তবে গেলা নিজ স্থানে।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মনসা চরণে ॥

।—কে যাবা যমুনা জলে ভরিবারে পনী।

পূজিল মঙ্গলচণ্ডী বিপুলা হরষে।
বিধবা ব্রাহ্মণী কহে কোপ করি শেষে ॥
এতদূর হনে আমি আইলুঁ চাহিবার।
রূপের গৌরবে নাহি কৈলা নমস্কার ॥
এতক্ষণ হয় আমি আছি দাঁড়াইয়া।
ব্রতে তব মন গিছে মোরে উপেক্ষিয়া ॥
দেবতারে মূর্ত্তিমান কে দেখেছে কোথা

আমি যে ব্রাহ্মণী তব কুলের দেবতা ॥
ব্রাহ্মণী বলিয়া তোর মনে নাহি লয় ।
ব্রহ্ম শাপ হতে কত বংশের প্রলয় ॥
মঙ্গলচণ্ডী পূজিয়া গর্ব্ব তোর চিতে ।
বর পাইয়াছ অবিলম্বে বিয়া হতে ॥
নিশ্চয় হইব বিয়া আমি দিলু শাপ ।
বিয়া কালে অবশ্য পাইবা মনস্তাপ ॥
কদাপি ছাড়ান নাহি কাল রাত্রি ভাগে ।
তব স্বামী দংশিব পদ্মার কালনাগে ॥
ব্রহ্ম তেজ থাকে যদি তুমি হৈবা রাঁড়ী ।
রাখিতে নারিবে তব সে মঙ্গলচণ্ডী ॥
এত শুনি বিপুলায় কহিল বচন ।
এমত দারুণ শাপ দিলা কি কারণ ॥
আপনি বিধবা হৈলা নিজ কর্ম্ম দোষে ।
অন্যে শাপ দিতে মুখে লজ্জা নাহি আসে ॥
ব্রাহ্মণী না হও তুমি জানিলুঁ নিশ্চয় ।
হাড়ী ডোম চণ্ডালিনীর হেন কর্ম্ম নয় ॥
যদি সতী কন্যা হই সত্য থাকে মোর ।
আমিহ শাপিলুঁ তোরে শুনহ উত্তর ॥
তোর শাপ যদি ফলে কালরাত্রি কালে ।
তোর ভিক্ষা নাশ হৈব স্বামী না জিয়ালে ॥
এতেক বলিয়া ঘরে চলিল সুন্দরী ।
অন্তরিক্ষে উঠে পদ্মা রথে ভর করি ॥

সকল দেখিয়া চান্দ কন্যার চরিত ।
মনে অনুমান করি বড় হরষিত ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া চান্দ কহিলেন হাসি ।
কার কন্যা স্নান কৈল নদীতীরে বসি ॥
ব্রাহ্মণে বলয়ে কন্যা সাহের নন্দিনী ।
তীর্থ জলে স্নান কৈল পুণ্য কাল জানি ।
কুমারী অবিবাহিতা নাহি জানে পাপ ॥
বিশেষ পাইল আজি ব্রাহ্মণীর শাপ ॥
বিয়া হৈলে কাল রাত্রে হইবারে রাঁড়ী ।
ব্রাহ্মণী গেলেক তারে এই গালি পাড়ি ॥
এহি বলি ব্রাহ্মণে করিল আশীর্ব্বাদ ।
শুনিয়া চান্দের মনে হরিষে বিষাদ ॥
হরিষ হইল মনে সতী কন্যা জানি ।
বিষাদ হইল মনে ব্রহ্ম শাপ শুনি ॥
চলিল মলিন বেশে অখিতের রূপে ।
আসিয়া মিলিল শীঘ্র সাহের মণ্ডপে ॥
সাহে রাজা জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ।
কোথা হনে আসিয়াছ কহ মহাশয় ॥
মহন্ত মনুষ্য দেখি দুইর আকৃতি ।
লোক জন সঙ্গে নাহি মলিন মূরতি ॥
চান্দ বলে আমরা দুজন তীর্থবাসী ।
গন্ধ বণিক্য হই দ্বারকাতে বসি ॥
দেবী ব্রত আরম্ভিছি করিয়া কামনা ।

তিন রাত্রি উপবাস দিনেকে পারণা ॥
ধান্যের তণ্ডুল অন্নে কোন কার্য্য নাই।
লোহার চাউলের অন্ন এক সন্ধ্যা খাই ॥
দিবেক অবিবাহিতা কন্যায় রান্ধিয়া।
এহি মতে ব্রত সাঙ্গ বৎসর পূরিয়া ॥
স্বজাতি বণিক্য তুমি বিচারে পণ্ডিত ॥
অথিত হইলুঁ আজি ক্ষুধায় পীড়িত।
লোহার তণ্ডুল গুটী আনিয়াছি সাথে।
রন্ধন করিয়া দেউক আমার সাক্ষাতে ॥
সাহে রাজা বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী।
লোহার চাউলের অন্ন কভু নাহি শুনি ॥
খানিক অপেক্ষা কর এইখানে বসি।
ইবলিয়া সাহ রাজা বাড়ী মধ্যে আসি ॥
তাড়াতাড়ি সাহ রাজা বাড়ী মধ্যে গিয়া।
সুমিত্রার স্থানে কথা কহে বিবরিয়া ॥
তাকে শুনি সুমিত্রায় কহিলেক পুনি।
লোহার চাউলের অন্ন কভু নাহি শুনি ॥
যত সতী পতিব্রতা আছে এ সংসারে।
লোহার চাউলের অন্ন কে রান্ধিতে পারে
বিপুলা বলয়ে বাপ ইবা কোন কর্ম্ম।
অথিত বিমুখ হৈলে নষ্ট হয় ধর্ম্ম ॥
লোহার তণ্ডুল আমি দিবাম রান্ধিয়া।
আসিছে অথিত রাখ যতন করিয়া ॥

সোনার তিন খুটি গাড় কাঁচা পাতিলে।
রান্ধমু লোহার চাউল কুশপত্র জালে ॥
এত শুনি সাহ রাজা হরষিত মন।
অথিত গোচরে আসি কহে বিবরণ ॥
মোর ঘরে আছে কন্যা সে অবিবাহিত।
তাঞ রান্ধিবাঞিা অন্ন কহিলু নিশ্চিত ॥
চান্দ বলে সাক্ষাতে যে দেখিব রন্ধন।
তবে ব্রত সাঙ্গ হয় করিয়া পারণ ॥
এত শুনি অথিতে বাড়ীর মধ্যে আনি।
দেবের মণ্ডপে দিল কারয়ার টানি ॥
সোনার তিন খুটী গাড়ি দিল রতি ধাই।
কাঁচা পাতিলা আনি তাহাতে বৈসাই ॥
লোহার তণ্ডুল তাতে দিল জল ঢালি।
শুচি হইয়া রান্ধে কন্যা কুশপাত জ্বালি ॥
কারয়ার মধ্যে কন্যা ভাবে মনে মনে।
পূর্ব্ব কথা যত স্মরে পদ্মার চরণে ॥
লোহার তণ্ডুলে অন্ন রান্ধিবারে চলে।
দেখিয়া সভার লোক হরি হরি বলে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী।

ধন্য ধন্য সাহের কুমারী।

কোথা নাহি শুনি হেন, লোহার তণ্ডুলে

রান্ধে কন্যা সত্যে ভর করি॥
যোগ সিদ্ধ করি মন, চড়াইল রন্ধন,
কাচা শরা কাঁচা পাতিলে।
জল চাউল দিল তাতে, অগ্নি জ্বালি কুশপাতে,
সিদ্ধ হয় বিষহরি বলে॥
পদ্মার চরণ স্মরি, কহিলেক সুন্দরী,
শুন মাও জয় বিষহরী।
যদি সত্য থাকে মোর হউক অন্ন সত্বর
বর দেহ পূর্ব্ব কথা স্মরি॥
স্বপ্নে কৈলা যেহি জন্য, রান্ধিতে লোহার অন্ন,
মাথে দিলা কলঙ্কের ডালি।
না হইলে অন্ন সিদ্ধ, তোমার উপরে বধ,
কাটারী গলায় দিব তুলি॥
কাটারী লইয়া হাতে, গলায় তুলিয়া দিতে,
হাসি পদ্মা কহিল বচন।
বিষাদ না ভাব মাও, শরা ঘুচাইয়া চাও,
দেখ অন্ন হইছে রন্ধন॥
কাঁচা শরা ঘুচাইয়া, চাহিল অঙ্গুলি দিয়া,
তুলা হনে কোমল আকার।
অন্ন সিদ্ধ হৈল জানি, কহিলেক সুন্দরী
অথিতে ভোজন করিবার॥
যত সব নারী লোকে, আসিয়া দেখিলে তাবে
লোহার তণ্ডুলের রন্ধন।

পুরীর ভিতরে লোক, নানা রঙ্গ কৌতুক,
ধন্য ধন্য বলে সর্ব্বজন ॥
'চ' পাণ্ডিলের মাজ, তিলেক না হৈল ব্যাজ
নাম মাত্র অগ্নি জ্বলিল।।
উজানী নগর মিলি, সর্ব্ব লোকে হুলুহুলি
সাহে রাজা হরষিত হৈল ॥
সুমিত্রা সাহের রাণী, বিপুলার সত্য জানি,
· হৈল অতি আনন্দিত মন।
সাহে ভোজনের স্থানে, অথিত ডাকিয়া আনে,
ভণিছে দ্বিজ বংশীবদন ॥

দিশা—গৌরাঙ্গ নাচে নবদ্বীপের মাঝে।

চন্দ্রধর লক্ষীধর পরম সন্তোষে।
ভোজন করিতে হুয়ে অথিতের বেশে ॥
হস্ত পদ পাখালিয়া প্রবাসীর মতে।
ভোজন করিতে বৈসে দুই বাপ পুতে ॥
ছয় পুত্র সঙ্গে লৈয়া সাহ রাজা বৈসে।
লোহার চাউলের অন্ন দেখিবার আশে ॥
স্ত্রী পুরুষ যত সে রাজ্যের সব লোক।
আইল আনন্দ মন দেখিতে কৌতুক ॥
সুবর্ণের থালে অন্ন দুই ভাগ করি।
ঘৃত কাসণ্ডী শাক্ দিল বাটী ভরি ॥
পঞ্চ উপহারে অন্ন থালেতে করিয়া।
আগে করি দিল কন্যা অন্তস্পট দিয়া ॥

অন্ন দেখি সন্তুষ্ট হইল সদাগর।
অন্নের সুগন্ধে আমোদিত হৈল ঘর॥
আঙ্গুলে টিপিয়া চাহে হস্তে লৈয়া জল।
দেখে অন্ন তুলা হনে অধিক কোমল॥
গণ্ডূষ করিয়া কৈল পঞ্চগ্রাসী অন্ন।
কিছু কিছু খায়্যা শীঘ্র করে আচমন॥
মুখেত তাম্বুল দিয়া চান্দ হরষিত।
সারাজার গলে ধরে উঠিয়া ত্বরিত॥
ধন্য ধন্য মহাশয় ধন্য তব বংশ।
এহি কন্যা হতে তুমি বড় পাইবা যশ॥
তাকে শুনি সাহ রাজা কহিল বচন।
অথিত না হও তুমি কোন মহাজন॥
সামান্য না হও তুমি মোর মনে লয়।
কোন মহাজন তুমি দেহ পরিচয়॥
চান্দ বলে জান আমি চম্পকের পতি।
তোমা সনে কুটুম্বিতা করিতে আরতি॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক থুয়্যা দূরে।
আসিলুঁ তব কন্যার সত্য বুঝিবারে॥
লোহার তণ্ডুল রান্ধে তপস্যার বলে।
লক্ষীধরে বিয়া করে হেন কন্যা পাইলে॥
এতেকে কন্যার সত্য দেখিলুঁ সাক্ষাতে।
সম্বন্ধ করহ তুমি যদি লয় চিতে।
সাহ রাজা বলে আমি মনে অনুমানি।
স্বপ্নে আসি মা কহিছে বিমলা ব্রাহ্মণী॥

বার বৎসরের কন্যা রাখা অনুচিত।
শীঘ্র বিয়া দিবাম যে হয় উপস্থিত ॥
একেকে সকল কথা কহি প্রণিধান ॥
এহি কুমাররে ঠাঁই কন্যা দিব দান ॥
সত্য যদি তুমি হও রাজা চন্দ্রধর।
তোমার পুত্রের হাতে কন্যা দিব মোর ॥
একেক শুনিয়া চান্দ হরষিত মনে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক গিয়া আনে।
যত যোড়নীর দ্রব্য ভেটাইল সব।
হরষেতে সাহ রাজা করে মহোৎসব ॥
বৃদ্ধ পরামাণিক্য আর জ্ঞাতিবর্গ মিলি।
চতুর্দ্দিকে বসাইল পণ্ডিত মণ্ডলী ॥
মধ্যে ঘট বসাইয়া প্রদীপ কাঞ্চন।
যোড়া কোষ্ঠী মিলাইল আনিয়া ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বাষাঢ়া ধনু রাশি লক্ষ্মীধরের হয়।
হস্তা কন্যা বিপুলার কোষ্ঠীতে লিখয় ॥
দশম চতুর্থ যোড়া গণি কৈল সার।
একত্র করিল কোষ্ঠী করিয়া বিচার ॥
এহি মতে দুই কোষ্ঠী একত্র করিয়া।
জয় জোকারেত তারে তুলিল বলিয়া ॥
সেহি কালে সাহ রাজা বাক্য দান করে।
এহি মাসে বিয়া হোক লগন বিচারে ॥
চন্দ্র তারা যোড়া শুদ্ধ সর্ব্ব শুভ কাল।
শুক্ল দশমী তিথী বুধবার ভাল ॥

এই মতে সকল করিয়া সমবায়।
ব্যবহারে চন্দ্রধরে করিল বিদায়॥
নানা বাদ্যোদ্যমে মহা কোলাহল করি।
হরষেতে বিদায় হইল অধিকারী॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাহি ভব তরিবার॥

লৌহ গৃহ নির্ম্মাণ।

লাচাড়ী।

বলে চম্পকের অধিকারী।

যেমত আছিল মনে, কন্যা প্যালু সর্ব্বগুণে,
মনে এক সন্দে মাত্র করি॥
স্নান কালে ভিকারিণী আসি এক ব্রাহ্মণী
কন্যারে শাপিল অতি রাগে।
বিবাহের কাল রাতে, রাঁড়ী হৈব আচম্বিতে,
স্বামীরে দংশিব কাল নাগে॥
ইহ শুনি পাত্রগণে, কহিল চান্দর স্থানে,
ইহাতে নাহি সন্দেহের কথা।
লোহার মাঞ্জস পাতি, রাখিবাম কাল রাতি
কি মতে সে নাগ যাবে তথা॥
পূর্ব্বেও তোমার ডরে, সর্প না আসে নগরে
নাম শুনি ভয়েত পলায়।
যদি আসে রাত্রি কালে কাটিয়া দিবাম শালে
ই সন্দে তোমারে না যোয়ায়॥

শুনিয়া সর্পের কথা, চন্দ্রধর তুলি মাথা,
ভাল যুক্তি বলিয়া বাখানে।
গড়াইতে লোহার ঘর দেশে চলে সদাগর,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদনে॥

দিশা— শ্যামনাগরে কি বলিয়া গেল মোরে।

কন্যার যোড়নী করি রাজা চন্দ্রধর।
পরম আনন্দে চলে আপনার ঘর॥
ঘাট কটক সব বিদায় করিয়া।
সনকার কাছে কথা কহে বুঝাইয়া॥
উজানী নগরে বৈসে সাহ নরেশ্বর।
পরম সুন্দরী কন্যা আছে তার ঘর॥
সাক্ষ্যাতে দেখিলু কন্যা যেন চন্দ্রকলা।
সাত ভাইর ভগিনী নামেত বিপুলা॥
লোহার চাউলের অন্ন করায়ে রন্ধন।
অতিথের বেশে মোরা করিলু ভোজন॥
দৈব শুদ্ধি যত আমি বিচারিলু আগে।
বাইশ নক্ষত্র ভাল যোড়া শুদ্ধ লাগে॥
এক মাত্র কথা আমি শুনিয়াছি পাছে।
কাল রাত্রী রাড়ী হইতে ব্রাহ্মণী শাপিছে॥
উচিত উপায় আমি চিন্তিয়াছি তার।
গড়াব লোহার ঘর আনি কর্ম্মকার॥
এক রাত্রী রাখিবাম ইকোন বিস্ময়।
রাত্রী পোহাইলে আর নাহি কোন ভয়॥

সনকা চান্দর মুখে এহি বার্ত্তা শুনি।
পুত্র পুত্র বলি কান্দে ভাবি দুষ্ট বাণী॥
শুনিয়া বিয়ার কথা হইল ব্যাকুল।
যত রঙ্গ ছিল তত ক্রন্দনের রোল॥
সোনাই বলিছে প্রভু কহি তব ঠাঁই॥
এমনে রবে পুত্র বিয়ার কার্য্য নাই॥
পুত্র বর দিয়া পদ্মা কহিলাঞি আগে।
বিয়া কৈলে কাল রাত্রে দংশিবেক নাগে॥
যার বরে পালু পুত্র তার সনে বাদ।
ক্ষমা কর প্রভুই বিয়ার নাহি সাধ॥
ছয় পুত্র পাশরিলু লখাই দেখিয়া।
পুত্র গেলে বাহ্নি যাব যোগিনী হইয়া॥
তোমারে বা কি বলিব বুঝালে না বুঝ।
যদি বিয়া করাইবা পদ্মা আগে পুজ॥
চান্দ বলে স্ত্রী জাতির কোন জ্ঞান নাই।
কোথা থাকে লঘু কাণী লাগ নাহি পাই।
যদি কাণী মনসার লাগ পাই কাছে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া বিয়া করাই পাছে॥
লাগ না পাইব আর কি কহিব কথা।
এহি কন্যা বিয়া আমি করাব সর্ব্বথা॥
মৈলে মরা জীয়ায় হারালে ধন আনে।
সর্ব্ব রক্ষা হৈব মোর এহি কন্যা হনে॥
লক্ষ্মীধরে বলে যাও শুন মোর কথা।
জীবন মরণ যত লিখেন বিধাতা॥

জন্মাইছে যেহি সেহি মারিবার পারে।
যার যেহি ভবিতব্য ঘটিবেক তারে॥
এতেক জানিয়া মনে না ভাব বিস্ময়।
ক্রন্দন উচিত নয় কৌতুক সময়॥
এত শুনি সনকায় আশীর্ব্বাদ বলি।
কপালে চুম্বিয়া পুত্রে কোলে লৈল তুলি॥
চির জীবি হও পুত্র কিছু বিঘ্ন নাই।
মায়ের চরণ ধূলি লইল লখাই॥
ততক্ষণে বাপে পুত্রে সভা করি বসে।
পত্র লিখি নিমন্ত্রণ করে দেশে দেশে॥
যার যেহি হস্তী ঘোড়া কটক সহিত।
নায়ে চড়ে সাজি লোক আসিবা ত্বরিতে॥
অল্প দিন মাত্র আছে লক্ষ্মীধরের বিয়া।
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আসিবা চলিয়া॥
কর্পূর মিশ্রিত করি বাটা ভরি পাণ।
জ্ঞাতি ছয় কুড়ি ঘর সবে দিল জান।
হেন কালে পাত্র মিত্র কহিবারে লাগে।
আর কর্ম্ম পশ্চাতে মাঞ্জস গড় আগে॥
ডাক দিয়া আনাইয়া কেশাই কামারে।
পাণ ফুল দিয়া চান্দ লাগে কহিবারে॥
লোহা দিয়া সত্বরে থাকিতে কল্যাবর।
মাঞ্জস, গড়িয়া দেহ রাত্রীর ভিতর॥
যত সব কর্ম্মকার রাজ্যে আছে মোর॥
সবে মিলি গড় ঘর হইয়া তৎপর॥

যত মন লোহা লাগে লহ সে বুঝিয়া
মিরবহর মুনসী সব দিবেক তৌলিয়া
এত শুনি কেশাই কাণার শীঘ্র গতি।
মাঞ্জস গড়িতে যায় কারখানা পাতি।
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার।

লাচাড়ী পঠ মঞ্জরী।

হরষেতে কেশাই কানার।
পাণ ফুল লৈয়া, আগে পরম আনন্দে লাগে
লোহার মাঞ্জস গড়িবার॥
পঞ্চাশ দোকান পাতি, লোহা ভাঙ্গি দিয়া
পাট গড়ি করিল সুসার
সম করি দিঘ পাশ, ভিটি গড়ি কৈল বাস,
চারি পায়া গড়িল লোহার।
থাম্বা গড় চারি কোণে, মাপিয়া সূতা সমানে,
নির্ম্মাইল চৌচালা বন্ধে।
পাটে পাটে সন্ধি করি, খিল তানে সারি সারি
বেড়া গড়ি তুলিল আনন্দে॥
ভাগে ভাগে চারি চাল, সমানে গড়িল ভাল,
লাগাইল রাখি আনি কাছি।
সন্ধানে লাগায়্যা যোড়া, গড়িয়া তুলিল চূড়া
বসাইল পঞ্চ কলসী॥

পূর্ব্ব মুখে রাখি দ্বার, গড়িল কপাট তার,
কুলুপ গড়িল অলক্ষিতে।
কড়ারে জড়িয়া লোহা, তার পরে চুণ খোহা,
তুলঙ্গ গড়িল চারি ভিতে॥
লৌহ কাঁটা সারি সারি, উপরে লাগায় ভরি
চৌদিকে ক্ষুরের ধার দিয়া।
আছুক ঢুঁইব আরে, মাছি গোটা ছুতে মরে,
ভয়ে প্রাণ পলায় দেখিয়া॥
মণি মুকুতার দাম, লাগাইল অনুপম,
সোনা রূপা নানা চিত্র করি।
ভিতরে গড়িল তারা, পঞ্চ প্রদীপ ঘরা,
চামর দোলয়ে সারি সারি॥
কাড়ুয়ারে চারি খুটি, বিছানে শীতল পাটী,
লেপ নেহালী নানা রঙ্গে।
বালিস গিরদা সুন্দর, বিছানায় পাটাম্বর,
শয্যা কৈল সোনার পালঙ্গে॥
মাঞ্জস নির্ম্মান হয়, রাত্রের শেষ সময়,
শুইলেক কেশাই সন্তোষে।
মাঞ্জস গড়ার কথা পদ্মারে কহিল নেতা,
ভণিছে লাচাড়ী বংশী দাসে॥

দিশা—কিবারে দেবের মায়া বুঝন না যায়।

এহি মতে যত্ন করি কেশাই কামার।
মাঞ্জস গড়িয়া দিল রাত্রীর মাঝার॥

মাঞ্জস গড়ন কথা শুনি পদ্মাবতী।
কেশার আশ্রম গেল নেতার সংহতি॥
কেশাই কেশাই করি ডাকে উচ্চৈশ্বরে।
ত্বরিতে উঠি কেশাই দেখিল পদ্মারে॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী হংস বাহন।
দেখিয়া ভূমিতে পড়ি করয়ে স্তবন॥
পদ্মা বলে ওরে বেটা তোর কি সাহস।
মোর সনে বাঁদ করি গড়িছ মাঞ্জস॥
চান্দ বাদ করে দেখি তুমি কর বাদ।
সবংশে মরিবে জীইবার নাহি সাধ॥
চান্দর সপক্ষে ধন্বন্তরি বাদ কৈল।
মারিয়া ফেলিলু তারে কে আসি রাখিল।
বিষ খায়্যা বিশ্বম্ভর বাপ পঞ্চানন।
আমার বিষে ঢলিল কমলের বন॥
হালুয়া বাছাই পথে কৈল উপহাস।
লক্ষ বলি পূজা দিল পাইয়া তরাস॥
সত মাও চণ্ডী হিমালয়ের সে বেটি।
আমার বিষে ঢলিল লৈয়া কান্দাকাটি॥
হাসন হুসন যে দিল্লীর দুই রাজা।
তাহার কাজিরে মোর ভাজিছিল পূজা॥
আমার নাগের বিষে প্রাণে ভয় পায়্যা।
নব লক্ষ পূজা দিল মুসলমান হৈয়া॥
সকল মারি করিছি চান্দে একেশ্বর।
কাল রাত্রী নাগে দংশিবেক লক্ষীধর॥

মাঞ্জস গড়িয়া তুই পূজা কৈলে মানা।
ধনে জনে পাইত চান্দ তারে দিলে হানা॥
সবংশে কল্যাণ যদি চাও আপনার।
মাঞ্জসেত ছিদ্র রাখ নাগ পশিবার॥
কেশাই বলয়ে কথা শুন কহি মাও।
নির্দ্দোষে মারিলে শ্বশুরের মাথা খাও॥
চান্দর চাকর আমি তার হিত চাই॥
তার হিত না করিলে নরকেত যাই॥
যদি আজ্ঞা না রাখি তখনি নিয়া মারে।
ইহাতে আপনে মাও কি বল আমারে॥
এখনে তোমার কার্য্য করিব বিরলে।
জীয়াইও লক্ষ্মীধরে কার্য্য সিদ্ধি হৈলে॥
এতেক বলি কেশাই উঠিয়া আপনে।
মাঞ্জসের কোণে ছিদ্র রাখিল গোপনে॥
দণ্ডতাম্রী রন্ধ্র যেন যৌদিয়া ঢাকি।
জিরের সত্ত দিল রাত্রী কালের সাক্ষী॥
এহি মত দেখি পদ্মা গেল নিজ স্থানে।
মাঞ্জস ভেটাল নিয়া প্রত্যূষ বিহানে॥
মাঞ্জস দেখিয়া চান্দ হরষিত মনে।
কেশায়ে প্রসাদ দিল রত্ন আভরণ;
সুবর্ণের তার খাড়ু দিল হাতে পায়।
কেশাইর নাম থুল বিদ্যাধর রায়॥
চান্দ বলে শুন ভাই হরি চোপদার।
মৃদা মিরবর শুন যত সরদার॥

যতেক যোদ্ধার নাও আছে মোর ঘাটে।
পাইক তুলি সে সকলে সাজ কর ঝাটে॥
বড় বড় পাটেলা যতেক সিংহসাব।
তৈল ঘৃত ভর নিয়া যত বস্তু আর॥
খাসা চাউল ভর নায়ে এক লক্ষ মন।
দধি দুগ্ধ চিড়া কলা আগর চন্দন॥
থলি ভরি গুয়া লহ পাণ গাদি গাদি।
যথা তথা লোকজনে খাবে নিরবধি॥
লহ বিড় সুপারি সোনার শিল ভার।
পঞ্চ শত বাটায় বেয়াইল সারচার॥
লক্ষ্মী বিলাস শঙ্খ শাড়ী বস্ত্র ভালা।
সিন্দুর মরিচ জীরা সোহাগের ডালা॥
বোচকা ভরি আর আর বস্ত্র লহ নানা।
টাকা কড়ি সোনা রূপা ব্রাহ্মণ দক্ষিণা॥
খাল পীড়ি লোটা ঝারী ডাবর ভৃঙ্গার।
লহ ভালা কাঁসা পিত্তল আচরিবার॥
জুলিচা গালিচা লহ বিচিত্র বিছানা।
তাম্বু ত্রিপলা আদি লহ আর সামিয়ানা॥
তুরুলী দাসীরে লহ ভাল বুঝি যার।
ভাণ্ডারের নায়ে তোল যত স্ত্রী আচার॥
ভাণ্ডারের নাও যত মধ্যেত থুইয়া
আগেত সাজের নাও দেহ চালাইয়া॥
বিবাহে যাইতে সবে পরম কৌতুক
রাজ্য খণ্ড যুড়িয়া, সাজিল সর্ব্ব লোক॥

চরে গিয়া জানাইল প্রতি পাড়া পাড়া।
বিবাহে যাইতে লোক পড়ে ঘন সাড়া॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদ্মার পাঁচালী।
যে শুনে ইপুণ্য গীত বাড়ে ঠাকুরালী॥

বর যাত্রা।

লাচাড়ী সোহিনী।

বিবাহে সাজিল লক্ষীধর।
ঘন ঘন সাড়া বাজে, নায়ে চড়ে লোক সাজে,
যাইবারে উজানী নগর॥
গায়ে পরি রাঙ্গা ধড়া, হাতেত ঝাঁটি জগড়া
সাজিলেক পাইক অপার।
তীরন্দাজ গোলন্দাজ, ঢালি ধানুকী সাজ,
নৌকা সাজে হাজার হাজার॥
তেলঙ্গ যতেক সাজে, পায়েত ঘুঘুরা বাজে,
ঠন ঠন ধনুর টঙ্কার।
ভোজপুরিয়া রাজ পুত, যেন সাজে যমদূত,
দখল দুয়ারে পাটয়ার॥
মগ ফিরিঙ্গি যত বন্দুক পলিতা হাত।
একেবারে দশ গুলি ছোটে।
নিশান হাওই দবা, স্থানে স্থানে করে শোভা,
গণ্ডগোল কালঞ্জিয়া ঠাটে॥
তাজী ঘোড়া চমৎকার, তার পরে আশোয়ার,
বসিয়াছে হাতে লৈয়া খাড়া।

হস্তীর গুলি আশোয়ারী সোনার সজ্জা করি,
আশোয়ার লৈয়া করে উড়া ॥
হস্তীর হলকা সাজে, ঘণ্টা গলায় বাজে,
যেন কালো মেঘের আকার।
সিন্দূর কাজল ভালে ধবল চামর দোলে
মেঘে যেন বিজলী সঞ্চার ॥
এহি মতে সাজে লোক, নানা রঙ্গ কৌতুক,
নানা বাদ্য বাজে ঘন ঘন।
কুটুম্ব স্বজন যত হৈল সবে সমাগত
ভণে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন ॥

দিশা—আনন্দে বল হরি ভব তরিবারে।

এহি মতে সাজিয়া কটক দিল দেখা।
স্বজন আইল যত শুন তার লেখা ॥
লক্ষপতি সদাগর চান্দর মাতুল।
তার সঙ্গে হস্তী ঘোড়া আইল বহুল ॥
হিরামণি চূড়ামণি ত্রিহারী বণিক।
ধনপতি রত্নপতি শ্রীপতি ধনিক ॥
ভগীরথ দামোদর গোবর্দ্ধন সা।
বাছাই বণিক্য আইল চান্দের মাউসা ॥
মুরারি মথুরা দাস মকরন্দ মধু।
শিবানন্দ জীবানন্দ সদানন্দ যদু ॥
জ্ঞাতির প্রধান চলে কৃষ্ণ ভগবান।
গোবিন্দ মাধবানন্দ হরি সত্যবান ॥

ভবাই ভুবনেশ্বর ভবানন্দ শ্যাম ।
রাম সিংহ রঘুনাথ রাঘব শ্রীদাম ॥
দেবানন্দ বাসুদেব জগাই বিক্রম ।
পদ্মনাভ পুণ্ডরিকাক্ষ্য পুরুষোত্তম ॥
নীলকণ্ঠ নলিনাক্ষ্য নবীন প্রধান ।
কুমুদ কমলাকান্ত শ্রীনাথ শ্রীমান ॥
মদন মুরলীধর মুকুন্দ মাধব ।
কাশী নাথ কালীকান্ত যোগেশ যাদব ॥
চণ্ডী দাস চন্দ্র নাথ শোভারাম সাধু ।
রাম কান্ত রমানাথ খগেশ্বর খাদু ॥
সুধাকর শম্ভু নাথ শশধর বুড়া ।
দয়ারাম দীন নাথ সষ্টীধর খুড়া ॥
চান্দ বলে এখানে বিলম্বে নাহি ফল ।
লক্ষ্মী ধরে আনি যাত্রা করাও মঙ্গল ॥
তাহা শুনি সনকা লইয়া ঘটবারি ।
আম্র পল্লব দিয়া দীপ সারি সারি ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু রজত কাঞ্চন ।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা চুয়া চন্দন ॥
উত্তম পাটের জোড় করি পরিধান ।
যাত্রা করে লক্ষ্মীধরে দেবতা সমান ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার ।
রাম গঙ্গা বল সবে ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী কর্ণাট রাগ

যাত্রা করে চান্দব কুমার।
স্বর্ণ আসনে বসি, সম্মুখে পূর্ণ কলসী
নারী লোকে মঙ্গল জোকার॥
পঞ্চশত ঘট পাতি স্থূ.ত্র জ্বালিয়া বাতী,
আম্রের পল্লব লাজা দধি।
কেহ নাচে কেহ হাসে, কেহ কেহ চারি পাশে,
থই দই সিঞ্চে নিরবধি॥
সাঙ্গ সধবা নারী, রঙ্গে সনকা সুন্দরী,
কাঞ্চন প্রদীপ লৈল হাতে।
করি সন্তর্পনে তায় সাদরে অর্ঘিয়া যায়
ধান্য দূর্ব্বা তুলি দিল মাথে॥
যত বণিকের মায়া, সারি সারি দাঁড়াইয়া,
দেখে রঙ্গ পরম উল্লাসে॥
হংসের ডিম্ব আনিয়া, লখায় বালাই লৈয়া
নিছিয়া ভাঙ্গিল দুইপাশে॥
সূত মগধ ভাটে যাত্রার মঙ্গল পঠে,
আশীর্ব্বাদ করয়ে ব্রাহ্মণে।
মায়ের চরণ ধুলী, মস্তকে লইল তুলি,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদনে॥

দিশা—সখি গো চল দেখি গিয়া।
সাজিছে বিনোদ শ্যাম রাধার লাগিয়া॥

চারিদিকে সকল লোকের পাটয়ার।
যাত্রা করি উঠিলেক চান্দর কুমার॥
তখনি যোগিনী বেশ ধরি বিষহরী।
মাথায় পিঙ্গল জটা রাঙ্গা বস্ত্র পরি॥
গলায় হাড়ের মালা হাতে ভাঙ্গা থাল।
লখাইর সাক্ষাতে গেল যেন যম কাল॥
তারে দেখি চান্দ সাধু লাঠী লৈয়া রোষে।
যাত্রা কালে যোগিনী আইল এথা কিসে॥
যাইতে উচিত নহে যোগিনী দেখিয়া।
মারিয়া খেদাও এরে বেড়া লাঠী দিয়া॥
এতেকে যোগিনী ছিদ্র পাইয়া তখনি।
বলিবারে লাগে চান্দে অতি কটুবাণী॥
পুত্র বিয়া করাতে চলিছে সর্ব্ব লোক।
তে কারণে আসিয়াছি দেখিতে কৌতুক॥
আছুক সে ভিক্ষা চাহ মারিবারে লাঠী।
বিয়া কালে অবশ্য হইবে কান্দা কাটি॥
ই বলি যোগিনী আর সেই থানে নাই।
চান্দ বলে শীঘ্র করি চালাহ লখাই॥

সিন্দুর কাজল দিয়া গজ সাজ করি।
গলায় ঘণ্টা বান্ধে চামর সারি সারি॥
চারি হস্তী সাজ করি লোহার শিকলে।
মেঘ ডুম্বর নিয়া তার পরে তোলে॥
সোণার লাকেরা তাতে মকমলের ছানি।
মণি মুকুতার দাম সুবর্ণ খেচনী॥
তাহার সম্মুখেত ধবল ছত্র তোলে।
বিছানা করিল তাতে নানা গন্ধ ফুলে॥
সামান্য গজেত আগে উঠি অনায়াসে॥
পশ্চাতে উঠিয়া মেঘ ডুম্বরেতে বৈসে।
পাছে থাকি ছাবালিয়া দোলায় চামর।
ঐরাবত পরে যেন বসে পুরন্দর॥
বসন্তের সখা যেন কাম অবতার॥
পরম কৌতুকে চলে চান্দর কুমার।
আগে চলে পাইক যে চক্রিয়া ঢালী।
তার পাশে রায়বাঁশী সুবর্ণের কালি॥
তার পাছে বন্দুকচি হাতে পলিতায়।
তাজী ঘোড়া আশোয়ার তার পাছে ধায়॥
তার পাছে যায় লোক না যায় গণন।
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে মনসা চরণ॥

লাচাড়ী সেহেরা রাগ।

হস্তীর উপরে বর, চলিলেক লক্ষ্মীধর,
বিবাহ করিতে হরষেতে :
নট ভাট ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্ব জন,
বেড়িয়া চলিছে চারি ভিতে ॥
দিবা হস্তী ঘোড়া রথে যায় লোক উল্লাসেতে,
পথেত হাটিয়া কেহ যায়।
চৌদল পালঙ্কে চলে, কেহ কেহ সুখপালে,
কেহ চলে সুবর্ণ দোলায় ॥
বিষম দুৰ্জ্জয় সেনা, আড়াঙ্গী ছত্রের বানা,
আভে যেন ছাইল গগণ।
বাজিছে দুন্দভী ঢোল, বাদ্যে হয় মহারোল
দেখি লোক চমকিত মন
পার হৈয়া নদ নদী, নায়ে ভড়ে নিরবধি
যায় লোক স্থানে স্থানে রৈয়া।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, বেথরি গুয়ার দায়,
আইল গোঞার সব ধায়্যা ॥

দিশা—জানকী জীবন হরি।
যাহাকে ভাবিলে ভবতরি ॥

আসিয়া গোঞার সব কাছে এক সাথে।
বেথরী গুয়ার লাগি আগুলিল পথে ॥
বহু সৈন্য সঙ্গে করি গেল লক্ষ্মীধর।

পশ্চাতে পাইল লাগ চান্দ সদাগর ॥
ডাকিয়া কহিল তারা করিয়া হুঙ্কার ।
বেথরী গুয়া না দিয়া নারে যাইবার ॥
নিশ্চিন্তে করিতে বিয়া বাদ্যা বায়্যা যাও ।
হেন বুঝি মো সবার বার্ত্তা নাহি পাও ॥
তারে শুনি কহিল ভাঁড়ারী দুর্গাবর ।
পাণ গুয়া খাও যদি দেহত উত্তর ॥
কোথাকার বেথরী আইল কোথা হনে ।
কি মতে জন্মিল গুয়া বল কোন খানে ।
দেবতা মনুষ্যে খায় কিবা গুণ ধরে ।
বিয়া কালে পাণ গুয়া পথে বলি কারে ॥
ডাকিয়া বলে গোঞার শুনহ উত্তর ।
যখনে না ছিল পৃথ্বী শশী দিবাকর ॥
ব্রহ্মার মন হইতে জন্মে সুধানিধি ।
তাহাতে জন্মিল পাণ যতেক ওষধি ॥
আকাশে গুয়া পাতালে পাণ ভুয়ে চুণ ।
সত্ত্ব রজ তম তাতে বৈসে তিন গুণ ॥
কটু তিক্ত মিষ্ট মিলি স্বাদ সুমধুর ।
রাজা প্রজা ভোগ করে আর দেবাসুর ॥
পাণ গুয়া না দিয়া করাতে চাও বিয়া ।
এতেকে বেথরী গুয়া লইমু কাড়িয়া ॥
চান্দ বলে আমি চৌদ্দ রাজার ঠাকুর ।
আমার বেথরী লৈতে মারি করি দূর ॥

এতেক শুনিয়া তারা করে গালাগালি।
ক্ষণেকেট ধরাধরি বাজে চুলাচুলি ॥
পদ্মার বাসনা চান্দে দিতে অপমান।
গোঞার রক্ষে আসি কৈল অধিষ্ঠান ॥
পদ্মার কপটে তারা কোপ করি রোষে।
উভয়েতে মারামারি বাজিল বিশেষে ॥
চান্দর গণে মারয়ে খাণ্ডা তীর কাঁঠি।
গোয়ার সকলে মারে মুগরিয়া লাঠী ॥
কার মুণ্ড ভাঙ্গিলেক কার হাত পাও।
রুধিরাক্ত হৈয়া সবে ডাকে বাপ মাও ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল চান্দরে ছাড়িয়া।
ধরিল চান্দে সকল গোঞারে বেড়িয়া ॥
দোলা হৈতে নাময়্যা নির্ঘাত কীল মারি।
চুলে ধরি লৈয়া যায় মাটিতে ছেঁচাড়ি ॥
বাড়ী মধ্যে নিয়া বান্ধে হাতে দিয়া দড়ি।
গাছ গাছ করিয়া উপাড়ে মোচ দাড়ি ॥
গোঞারের স্ত্রী সকল তারাও গোঞার
মুড়া ঝাটা বাড়ি মারে উভা লাথী আর ॥
রথ ভরে পদ্মাবতী খলখলি হাসে।
চান্দর দুর্গতি দেখে পরম উল্লাসে ॥
বার্ত্তা শুনি লক্ষ্মীধর সৈন্য সহ ধায়।
দেখিয়া গোঞার সব অরণ্যে পলায় ॥

হাতে পায়ের বান্ধ কাটি চান্দে ছাড়াইয়া।
গোঞারের বাড়ী ঘর ফেলিল পুড়িয়া॥
লাগ পায় যারে তারে কাটি দেয় শালে।
চান্দরে তুলি লইল পুনঃ সুখপালে॥
পদ্মার ই কীর্ত্তি তা চান্দের মনে লয়।
চর্ব্বুটী করিল পদ্মা এহি কথা কয়॥
চান্দ বলে সম্বন্ধীরা এথা থাকে জানি।
পরিহাস করিল শালার বধূ খানি॥
মারণের দাগ যত কাপড়েত ঢাকে।
হাসিয়া সৈন্যের মধ্যে মিলিছে কৌতুকে॥
বেলা শেষ দেখা দিল উজানী নগর।
সম্মুখে দেখিল লোকে নদী মুক্তেশ্বর॥
বড় বড় পাটেলায় বান্ধিছে পাথার।
নদীতে বান্ধিছে পোল সৈন্য হৈতে পার॥
পুরী খণ্ড সাজাইছে প্রবেশ নিগম।
ইন্দ্রের নগর প্রায় অতি মোনোরম॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ী।

উজানী নগর রীত, দেখি লোক চমকিত।
বেড়িয়াছে মুক্তেশ্বর নদী॥

ঘর সব মনোহারী, যেমন ইন্দ্রের পুরী
নানা বাদ্য বাজে নিরবধি ॥
পথ পরিষ্কার করি কলা পোতে সারি সারি
সুন্দর পতাকা ঘট পাতি।
চন্দনের ছিটা তাতে দীপ জ্বলে শতে শতে,
মঙ্গল গায়ন্তি সুযুবতী।
নদীর দুকূল ভরি বাসা ঘর কত করি,
জ্ঞাতি বন্ধু সকল রহিতে ॥
চান্দর থাকার স্থান, তুলিয়াছে সামিয়ান,
তুলিচা বিছানা শুদ্ধ নেতে ॥
উজানীতে উত্তরিয়া, নানা বাদ্য করে রৈয়া,
আকাশ পুরিয়া শব্দ উঠে।
কামান বন্দুক ভরি, ছাড়িতেছে ঘড়ি ঘড়ি,
যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছুটে ॥
উজানীর যত লোক, করি রঙ্গ কৌতুক,
অনুব্রজি সব আসি মিলি।
সাহ গৌরবে আসিয়া চন্দ্রধরে সম্ভাষিয়া,
দুয়ে বেয়াইয়ে কোলাকোলী ॥
হাতে হাতে ধরি শেষে উভয়ে আসনে বসে,
ইষ্টালাপ আনন্দিত মনে।
দ্বিজ বংশী দাসে গায়, অনুজ্ঞা দিলেক সায়,
ভক্ষ বস্ত্র দিতে সর্ব্ব জনে ॥

বিবাহ।

লাচাড়ী সোহিনী

সায়ের বাড়ী তৈল রন্ধন।
রাজ্যের যত সুন্দরী, নানা অলঙ্কার পরি,
সত্বরেত করিছে গমন॥
আগে চলে ভাগীরথী, গঙ্গা দুর্গা পার্ব্বতী
ভবরাণী সর্ব্বাণী চণ্ডিকা।
কাত্যায়নী মহামায়া, ত্রিপুরা ভৈরবী জয়া,
অম্বালিকা অভয়া অম্বিকা॥
বিপুলার মাসীমায়, চিত্ররেখা আগে যায়,
খুড়ী জেঠী যতেক প্রধান।
কাইল হইবে বিয়া, তৈল রান্ধিন গিয়া
সমার আসিছে গুয়া পাণ॥
চন্দ্র মুখী চন্দ্র কলা, রেবতী কাঞ্চন মালা
উমা পদ্মা বিমলা বিজয়া।
সীতা তারা মন্দোদরী সর্ব্ব মঙ্গলা শঙ্করী,
ইন্দুমুখী ইন্দিরা নিদয়া॥
সৌদামিনী চারুশীলা, ঊর্ব্বশী উষা ঊর্ম্মিলা,
সুভদ্রা সুনন্দা মন্দাকিনী।
ভবানী ভুবনেশ্বরী ভানুমতী ক্ষেমাঙ্করী

নিরদা নির্ম্মলা নারায়ণী ॥
চলিল সুন্দরী যত চান্দের মালার মত,
আলো করি রূপের ছটায়।
যেঁহি মত লোকাচর গন্ধ তৈল রান্ধিবার,
শ্রীবংশী বদন দ্বিজে গায় ॥

দিশা—বাঁশী বাজাও না শ্যাম।
ঘরে রৈতে না লয় মোর প্রাণ হে ॥

আগর চন্দন জ্বালি সুবর্ণ তোলায়।
তৈল রন্ধন করে বিপুলার মায় ॥
চতুর্ভিতে নারী লোকে দেয়ন্তি জোকার।
গায়ন্তি মঙ্গল গীত করি স্ত্রী আচার॥
আনিয়া ঔষধি যত লৈয়া তার সত্ব।
তৈলের উপরে দেয় গন্ধ বস্তু যত ॥
তৈল রন্ধন করি সুমিত্রা সুন্দরী।
কর্পূর তাম্বুল গুয়া লৈয়া বাটা ভরি ॥
আয়ো সবে বসাইয়া সুবর্ণের খাটে
তৈল সিন্দুর দিয়া গুয়া পাণ বাটে ॥
হাস্য কৌতুকে সবে শুভ স্ত্রী আচারে।
গন্ধ অধিবাস তথা কৈল লক্ষীধরে ॥
বিপুলাও সেহি মত অধিবাস করি।
সংযম করিল শাস্ত্র বিধান আচরি ॥

বিপুলারে দেখে মায় বড়ই আদরে।
কালি হৈব বিবাহ যাইব পর ঘরে।
ধরিতে না পারে ধৈর্য্য দুঃখ উপজিল।
কোলে করি লৈয়া তারে কান্দিতে লাগিল॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় করুণা পাঁচালী।
যে শুনে পদ্মার গীত বাড়ে ঠাকুরালী॥

লাচাড়ী।

কন্যা কোলে করি সুমিত্রা সুন্দরী
কান্দে সকরুণ হৈয়া।
ছিলা তুমি যেন ভাবি স্বপ্ন হেন
কালি যাবে পরে লৈয়া॥
যত দিন ছিলে দুঃখ না পাইলে,
প্রাণের ছিলা দোসর।
বালিকা অজ্ঞান কিছু নাহি জ্ঞান
না বুঝ আপন পর॥
নাগ সনে বাদ বিয়া দিতে সাধ
সাধুর হইছে মনে।
দুঃখ মনে উঠে, ভাবি বুক ফাটে,
কি বা হয় কোন দিনে॥
বেউলা বলে মাতা চিন্তা কর বৃথা
কন্যা হয় পরাধীন।

যত ভাল মন্দ　　বিধির নির্ব্বন্ধ,
　　নাহি খণ্ডে কোন দিন ॥
ভাই সবে লৈয়া　　থাক সুখী হৈয়া
　　কেন কান্দ অকারণ।
নিয়ত যা থাকে,　　কে ঘুচাবে তাকে
　　ভণিছে বংশী বদন ॥

দিশা—বাথানে বলাইর শিঙ্গা বাজে রে।

এহি সব বিবরণে রজনী বঞ্চিল ॥
আস্তে ব্যস্তে চন্দ্রধর প্রভাতে উঠিল ॥
পবিত্র করিয়া ছায়া মণ্ডপের স্থানে।
নান্দী মুখ করিবারে নানা দ্রব্য আনে॥
স্নান করি শুচি হৈয়া পট্ট বস্ত্র পরি।
পূর্ব্ব মুখে বসিলেক দেবার্চ্চন করি ॥
সিত ধান্য ঘট পাঁতি আম্রের পল্লব।
কাঞ্চন প্রদীপ জ্বালি তিল ধান্য যব ॥
চতুর্দ্দিকে বসিলেক পণ্ডিত সমাজ।
নানাবিধ প্রকারে করায়ে দেব কাজ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কাঁশ করতাল ॥
জয় ঢাক বীর ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥
শুভা পণ্ডিতের বাপ মিশ্র শ্রীপতি।
তান ভাই বাসু মিশ্র হাতে ক'রি পুথী ॥

শুদ্ধাচারে উচ্চারিয়া ওঙ্কার ব্রাহ্মণ।
আতপ সিঞ্চিয়া কৈল স্বস্তি বাচন॥

সঙ্কল্প পড়িয়া কৈল ঘট স্থাপন।
পূজিল গণপত্যাদি পঞ্চ দেব গণ॥
ঘটেত সিন্দুর দিয়া জবা পুষ্প মাজে.
গৌর্য্যাদি মাতৃকা গণ ক্রমে ক্রমে পূজে॥
দৈব কার্য্য সমাধান করিয়া বিশেষে।
নান্দীমুখ করিবারে কুশাসনে বৈসে॥

রজত কাঞ্চন দান করি বিধিমতে।
অষ্ট পাত্র অষ্ট স্থানে অনুক্রমে পাতে॥
অষ্ট ব্রাহ্মণেরে অষ্ট স্থানে বসাইয়া।
বসিল পশ্চিম মুখে উত্তরী বেড়িয়া॥

পিতৃ পাত্র পাতিলেক যজুর্ব্বেদী মতে,
মাতৃ পক্ষে যুগ্ম পাত্র তদুত্তরে পাতে।

তদুত্তরে মাতা মহ পাত্র অনুক্রমে।
দক্ষিণে দেবের পাত্র বসু সত্য নামে॥
নিমন্ত্রণ বাক্যেত অনুষ্ঠান করিয়া।
যজ্ঞেশ্বর পূজিলেক নানা দ্রব্য দিয়া॥
নমো নমো স্তুতি দেব ব্রাহ্মণের বোলে।
কুশাসন উৎসর্গিল আরোহণ কালে॥
রম্ভা আদি করি পুনি ঘৃত মধু গুড়।
দীপ ধূপ আচ্ছাদন যোগ্য যোগ্য যোড়॥
অন্ন উৎসর্গিয়া তবে মধু মধু জপে।

পিণ্ড স্থানে রাখিলেক নির্ব্বন্ধ স্বরূপে ॥
দধি আর বদরী নৈবিদ্যের প্রমান।
পিতৃ শ্রাদ্ধ করি কৈল নব পিণ্ড দান ॥
পিণ্ডে বাস দিয়া পড়ে বসন্তাদি গণ।
দক্ষিণা করিয়া কৈলপাত্র সমর্পন ॥
সাঙ্গ হৈল নান্দীমুখ বিধি অনুসারে।
বসি লক্ষ্মীধর তবে ক্ষৌর কর্ম্ম করে ॥
দেবা যোড় পিন্ধিয়া বসিলেক আসনে।
উপরে চান্দুয়া ধরে যত নারী গণে ॥
মাইঙ্গ দর্পন দিয়া দীপ শতে শতে।
প্রয়োজন করিবারে বসিল নাপিতে ॥
জয় ধ্বনি জোকারে মাথায় দিল ক্ষুর।
সুবর্ণের খুরি পাইল পাটাম্বর যোড় ॥
আর চারি নাপিতে নরুণ লৈয়া হাতে।
পাঁচ পাঁচ নখ কাটে হাতেতে পায়েতে
সে যোড় ছাড়িয়া তসরের যোড় পিন্ধে।
স্নান করিবারে চলে পরম আনন্দে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী।

স্নান করে বালা লক্ষ্মীধর।
সুবর্ণ চৌকিতে বসে বাদ্য বাজে চারি পাশে,
জোকার গীত মঙ্গল কর ॥

ঘাটি ঘিলা আমলকী, হরিদ্রা পিঠালী মাখি,
তিন গুণে করিতে মার্জ্জন ।
মাল সবে তুলি ধরে, সর্ব্বাঙ্গে মার্জ্জন করে,
হৈল কাঁচা সোনার বরণ ॥
সুবর্ণ কলসী ভরি, তীর্থ জল সারি সারি,
গায়ে ঢালে কলসী কলসী ।
গন্ধ তৈল লাগাইয়া, মোছায় গামছা দিয়া,
মাজি তোলে পূর্ণিমার শশী ॥
তিত বস্ত্র দূর করি, উত্তম বসন পরি,
ধরে বেশ পরম সুন্দর ।
ধরি সেবকের গায়, সোনার খড়ম পায়
বৈসে দিব্য বিছানা উপর ॥
আগর কেশর সঙ্গে, চন্দন লেপিছে অঙ্গে,
আবির কুঙ্কুম গন্ধরাজে ।
সুগন্ধ পুষ্পের মালা, গলায় শোভিছে ভালা,
কোস্তুরী তিলক ভালে সাজে ॥
রতন মুকুট শিরে, নানা চিত্র অলঙ্কারে,
সাজিলেক চান্দের নন্দন ।
দর্পন মাজি সম্মুখে রূপ দেখে নারী লোকে,
ভণে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন ॥

দিশা—দেখসিয়া নন্দের সুন্দর হরি ।

সাজ করি বসিলেক চান্দর কুমার ।
দেখিবারে সর্ব্বলোক দিল পাটয়ার ॥

স্ত্রী পুরুষ যত লোক উজানী নগরে।
চুল নাহি বান্ধে কেহ বস্ত্র না সম্বরে॥
দেখিল সুন্দর বর মদন মুরতি।
পুর্ণিমার চন্দ্র হেন শরীরের জ্যোতি॥
উত্তম মুকুট মাথে মণি রত্ন গলে।
মকর কুণ্ডল দুই কর্ণেত উজ্জ্বলে॥
বাহুতে সুন্দর অতি বাজুবন্ধ সাজে।
রত্নময় অঙ্গুরীয় আঙ্গুলে বিরাজে॥
যতেক সুন্দরী নারী দেখি লক্ষীধরে।
শত মুখে সকলে; রূপের ব্যাখা করে॥
বেড়া ভাঙ্গি চায় কেহ কেহ উকি দিয়া।
ক্ষণে দেখা দেয় কেহ আড়রে থাকিয়া॥
কেহ বলে ধন্য ধন্য সুন্দর কুমার।
প্রথম বয়স যুবা কন্দর্প আকার॥
ধন্য মাতৃ গর্ভে জন্ম বহু পুণ্য ফলে।
ধন্য পতি বিপুলার আছিল কপালে॥
কতবা কুরূপা নারী দেখিবারে চলে।
ডাকাডাকি করি ধায় আউদর চুলে॥
কার নাম লৈয়া কেহ ডাকে উচ্চ রায়।
জামাই দেখিবে যদি শীঘ্র করি আয়॥
আর নারী ডাকি বলে কেমনেবা যাই
পিন্ধিয়া যাইতে মোর তেনা রাতি নাই॥
সবার প্রধান চলে নাম তার রাণী।
চারি হাতে পায়ে গোদ খোঞা পিন্ধে টানি॥

সিন্দুর দিয়াছে চূণ হলদির রসে।
স্বামীয়ে কাটিছে নাক স্বভাবের দোষে ॥
গলাতে সে গলগণ্ড দুই চক্ষে ঢেলা।
গলে দোলে রাঙ্গা রাঙ্গা সন কাঁচের মালা
ধুপুনা হেন শরীর মাথে আউলা চুল।
দুই কাণ ভরি দিছে কুমুড়ার ফুল ॥
এহি মত রূপে বেশে কত নারী আর।
আসিয়া লথার আগে দেহন্তি জোকার ॥
হেন কালে বুড়ী সব লড়ি ভর দিয়া।
আইল দেখিতে বর উল্লসিত হিয়া ॥
গাব কস দিয়া ঢাকিয়াছে পাকা চুল।
মুখেত বাটিয়া দিছে হরিদ্রার বোল ॥
সম্মুখে আসিয়া তারা চাহি লক্ষীধরে।
হাসিয়া হাসিয়া কত পরিহাস করে ॥
এক বুড়ী বলে ওহে নাতিন জামাই।
স্ত্রী কলা যতেক তুমি শিখ মোর ঠাঁই ॥
গিয়াছে আশি বৎসর এহি রঙ্গ করি।
আর আশি বৎসর তা শিখাইতে পারি॥
আর বুড়ী বলে তব প্রথম যৌবন।
কভু কি দেখিছ বল কদলীর বন ॥
আর বুড়ি বলে প্রীতি কর মোর সনে।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র আনি দেখামু স্বপনে ॥
আর বুড়ী বলে তুমি রাজার কুমার।
পার কি না পার হে ঘোড়ার চড়িবার ॥

বদনে বসন, দিয়া লক্ষ্মীধর হাসে ।
মাথা নামাইয়া মুখ করি এক পাশে ॥
হেন কালে আসিলেক যত বাজীকর ।
হাওই বেঙ্গাই বাজি ছাড়িল বিস্তর ॥
ভুঁই চাপা মহাতাপ আকাশ পরশে ।
লড়ালড়ি করি লোক পলায় তরাসে ॥
তখনে পণ্ডিত সব আসিল বেদীতে ।
দেখিয়া বরের রূপ লাগে প্রশংসিতে ॥
সা রাজার পুরোহিত সুপণ্ডিত গুণী ।
সর্ব্ব বিদ্যা বিনোদ রাজেন্দ্র চূড়ামণি ॥
কমলাক্ষ সার্ব্বভৌম ন্যায় পঞ্চানন ।
আইল তর্ক সাগর বিদ্যা ভূষণ ॥
ধরাধর মিশ্র আর বাচস্পতি ওঝা ।
কম্বল ভুট গাড়ু পুথীর লৈয়া বোঝা ॥
এহি সব পণ্ডিত আইল সঙ্গে তার ।
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী আচার্য্য অপার ॥
চান্দর যতেক গণ আইল সাজ করি ।
সিলই হাওই ছুটে আকাশ আবরি ॥
ঢালী পাঁছে ঢাল করে পাইকে ধামালি ।
নটী গণে নৃত্য করে নানা রঙ্গে কেলি ॥
স্থানে স্থানে সঙ্গীতের সম্প্রদায় গায় ।
বীণা বাঁশী সপ্তস্বরা আনন্দে বাজায় ॥

সুমিত্রা সাহের রাণী কর্ম্ম সম্পাদিয়া।
সোহাগ সাধিতে চলে নারীগণ লৈয়া॥
নানা রত্ন অলঙ্কার করি পরিধান।
শত শত নারী লোকে ধরিল যোগান॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পাঁচালী।
যে শুনে পদ্মার গীত বাড়ে ঠাকুরালী॥

লাচাড়ী—নটপাহারী রাগ।

মিলিয়া সকল নারী লোকে।
কেহ নাচে কেহ গায় সোহাগ সাধিতে যায়,
বিপুলার বিবাহ কৌতুকে॥
সুবেশে বান্ধিয়া খোপা, দিয়া গন্ধরাজ চাঁপা,
গায়ে নানা অলঙ্কার পরি।
মাথায় সোহাগ ডালা, সিত ছত্র শোভে ভালা,
চলিয়াছে সাহের সুন্দরী।
মাখিয়া চন্দন চুয়া মুষ্টি ভরি পাণ গুয়া,
কাঞ্চলী পরিয়া বিলক্ষন।
পিন্ধনে পাটের শাড়ী, চলিছে উয়ারি যুড়ি
যত নারী উল্লাসিত মন॥
[illegible] অগ্রে ব্রাহ্মণীগণ পাছে যত পুর জন,
যত [illegible] বণিক্যের মেয়া।

হাতে হাতে ধরি রঙ্গে দুই দুই এক সঙ্গে।
সোহাগ মঙ্গল গীত গায়্যা॥
বাড়ী বাড়ী উত্তরিয়া, ঘৃতের প্রদীপ দিয়া,
আলিপন পাতিয়া দুয়ারে।
মরিচ লবঙ্গ বটী, খাসা চাউল গুটি গুটি,
লহে তুলি মঙ্গল জোকারে॥
যে বাড়ী সুমিত্রা যায়, সম্পূর্ণ সোহাগ পায়
লবণ রান্ধনী পঞ্চ গুয়া।
সোহাগ সাধিয়া লয়, অঞ্চলে বাঁধিয়া থয়,
সকলে মঙ্গল ধ্বনি দিয়া॥
এহি মতে বাটী বাটী, গন্ধ বণিক হাটী,
সোহাগ সাধিল সুবদনী।
হাস্য রঙ্গ নৃত্য গীতে, ঘরে চলে হরষিতে
মধুর দ্বিজ বংশীর বাণী॥

দিশা—আনন্দে বল হরি ভব তরিবার।

সোহাগ সাধিয়া ঘরে আইল সুন্দরী।
সাহ রাজা এথাতে সকল কার্য্য করি॥
গৌর্য্যাদি মাতৃকা পূজা বসুধারা দান।
নান্দীমুখ আদি কর্ম্ম কৈল সমাধান।
সুমিত্রা সুন্দরী তবে আনি বিপুলারে
স্ত্রী আচারে সকল মঙ্গল কার্য্য করে।

উপরে চান্দুয়া টানি দীপ সারি সারি।
প্রয়োজন করিলেক নাপিতের নারী॥
হস্তে পদে দিল তার অলক্তের বোল।
শ্রাবণের পদ্ম কিবা দাড়িম্বের ফুল॥
স্নান করাইতে আনি বসাল আসনে।
গাইছে মঙ্গল গীত যত নারীগণে॥
ঘিলা আমলকী দিয়া হরিদ্রা পিঠালী।
মার্জ্জন করিয়া গাত্র দিল জল ঢালি॥
তিত বস্ত্র ছাড়ি পরে উত্তম বসন।
গন্ধ তৈল দিয়া কৈল শরীর মার্জ্জন॥
ফেলিয়া শীতল পাটী যত নারী লোকে।
সাজাইতে বিপুলারে বসিল কৌতুকে॥
দ্বিজবংশী দাসে গায় পদবন্ধ পুতা।
এক সত্য নারায়ণ আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ী রামকেলী।

অঙ্গে নানা অলঙ্কার দিয়া।
সকল সখীর মাজে, স্থন্দরী বিপুলা সাজে,
সম্মুখেত দর্পণ লইয়া॥
গঙ্গার তরঙ্গ বেশে, কবরী বান্ধিল কেশে,
পুষ্প দিল চাঁপা নাগেশ্বর।
মালতীর মালা গলে, মকরন্দ লোভে ভোলে,
যোড়ে যোড়ে উড়য়ে ভ্রমর॥

পরাইল পরিপাটি, সিঁথি ভাগে সিঁথি পাটী,
রতন তিলক তাহে সাজে
নয়নে কাজল বাণ, ভ্রূযুগ ধনু সমান,
যুবজনে হানিতে বিরাজে॥
কটীতে অনঙ্গ শাড়ী, তাহাতে মুক্তার ঝুরি,
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ভালে,
চিকুর স্বরূপ অলি, মকরন্দ লোভে ভুলি
উড়ে পড়ে অরুণ কমলে॥
শ্রবণে কুণ্ডল মণি, পুনর্ব্বসু রোহিনী
শোভিছে চন্দ্রের দুই পাশে।
কর্ণফুল পরে তুলি, তদুপরে চক্রাবলী
তাহে মণি মুক্তা পরকাশে॥
কনকের সূতে গাঁথি, নাসা অগ্রে গজমতি,
গলে গ্রিবাপত্র গাঁথা মণি।
বক্ষে মুকুতার হার, শোভিয়াছে কুচভার,
সুরগিরি মধ্যে মন্দাকিনী॥
কুঙ্কুমে লেপিত স্তন, কাঞ্চুলিতে আচ্ছাদন,
হিমে যেন ঢাকা হেম গিরি॥
হাতে বাজু বন্ধ তাড় অঙ্গদ বলয় আর,
করে শঙ্খ আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
অগ্নি বর্ণ পাট শাড়ী শোভে ক্ষীণ কটী বেড়ি,
ক্ষুদ্র ঘণ্টা কাঁকালিতে বাজে।

চরণে নূপুর সাজে, কুণ্‌ ঝনু বাদ্য বাজে,
পরে পায়ে উঞ্জটী আনন্দে ॥
এহি মত সাজ করি, বসিলেক সুন্দরী,
পত্রাবলী কপালে শোভয়।
দ্বিজ বংশী বলে সখী, মুকুট পরাও দেখি,
বিয়া হোক গোধূলী সময় ॥

দিশা—সাজিল সুন্দরী গোবিন্দ ভেটিবার
নানা মতে সাজ করে দধির পসার।

এহি মত সাজাইয়া পরম কৌতুকে।
হস্তালেপ দিবার শিখায় নারী লোকে ॥
টোনা ভরি খই দিল নানা গন্ধ ফুল।
হস্তলেপের সজ্জ দিলেক বহুল ॥
সুমিত্রা বলয়ে সব সখী সম্বোধিয়া।
ঔষধ না পাইলাম ঝীয়ের লাগিয়া ॥
জামায়ের ঘরে যাবে দূর দেশান্তরে।
কড়ার ঔষধ নাহি দিবার ঝীয়েরে ॥
তারে শুনি এক সখী বলে আগু হৈয়া।
আমি জানি যে ঔষধ শীঘ্র আন গিয়া ॥
যোড় গুয়া যোড় পাণ মাছি ও মাকড়।
উভৎ লেজড়ার ছাল মানের শিখড় ॥
একত্রে বাটিয়া তার কেশে দেহ জড়।

এক তিল আমাকে না যাইবেক ছাড়ি ॥
আর সাখী বলে মোর ঔষধের গুণে।
বাহের হইলে ঘরে আসি চারি দিনে ॥
পাড়া পড়সীর লোকে যত দোষ ঘোষে।
তথাপিহ স্বামী আমা মন্দ নাহি বাসে ॥
শ্মশানের জল আর কলসের মাটি।
পুরাণ কাঞ্জির সনে একত্রেত বাটি ॥
গোঠালত বান্ধিয়া রাখিও বাম পাশে।
করিলে হাজার দোষ মুখ চাহি হাসে ॥
আর সখী বলে আমি হাঁড়ী পরখাই।
সহরে বাজারে ফিরি দিবা রাত্রী নাই ॥
তথাপিহ স্বামী আমা মন্দ নাহি বলে ॥
ই ঔষধ আনিয়া বান্ধিয়া দেহ চুলে ॥
কাঁকড়ার বাম পাও উন্দুরের পিত।
পেচার বাঁও চক্ষে কর কাজল রাত্রিত ॥
বাঁও চক্ষে দিও তাহা আঙ্গুলে করিয়া।
গাইল্ল পাড়িবে সে পেচার মত চায়া ॥
এক সখী বলে আমি পাণ পড়া জানি।
এক মুল্যে কিনি আন গুয়া পান খানি ॥
এহি পাণ পড়া যদি একবার খায়।
রাগ করি যায় তেঁহ ফিরি ফিরি চায় ॥
আর সখী বলে আমি ফুল পড়া জানি।
যদি সুঙ্গাইতে পার যত্ন করি আনি ॥

পুষ্প মধু খায়্যা যেন ভ্রমর মোহিত।
এহি মত স্বামীয়ে না ছাড়ে কদাচিত॥
ই মতে স্ত্রী লোকে করে ঔষধ বিচার।
কেহ নাচে কেহ গায় কৌতুক অপার॥
হেনকালে লক্ষীধর বেদীতে প্রবেশে।
সমুদিত সর্ব্ব লোক বেড়ু চারি পাশে॥
প্রদীপ ধরিল আনি লখাইর কাছে।
সাওতি দেখায় যেন লোকাচার আছে॥
সাহ রাজা আইল জামাই বরিবার।
বরণের দ্রব্য আনে অনেক প্রকার॥
ক্ষীরোদের যোড় দিল পাটের উত্তরী।
বরে বরিবারে বৈসে সাহ অধিকারী॥
সোনার পাগড়ী দিয়া গুচপেচ চিরা।
যত সব অলঙ্কার মণি মুক্তা হিরা॥
পুর্ব্ব মুখে লক্ষীধর কুশ হস্তে লৈয়া।
উত্তরাস্যে বাক্য বলে দক্ষিণাঙ্গ ছুয়্যা॥
সাধু ভবনাস্তাং বলে সাহ নৃপবর।
সাধ্বমাসে উত্তাস্তর কহে লক্ষীধর॥
তৎপরে অর্চ্চয় বাক্য কহিলেক সায়।
অর্চ্চয়ামি বলি বর আড় দৃষ্টে চায়॥
পাদ্য অর্ঘ আচমন গন্ধ পুষ্প আর।
দীপ ধুপ বস্ত্র দিল নানা অলঙ্কার॥
তবে মাস পক্ষ রাশি নাম গোত্র বলি।

করায় বরণ বাক্য পণ্ডিত মণ্ডলী ॥
নিজ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তখন।
পরিলেক বরণের বসন ভূষণ ॥
মাল সব আসিলেক বাছের সে বাছ।
লক্ষীধরে ধরি তোলে করি বীরকাছ ॥
বিপুলারে আনিলেক ভাই সবে মিলি।
একেবারে কন্যা বরে ধরিলেক তুলি ॥
শতে শতে দীপ জ্বলে ঘুচে অন্ধকার।
সর্ব্ব লোক রঙ্গ দেখে দিয়া পাটয়ার ॥
সিলই হাওই দবা ছাড়িল বিস্তর।
নানা বাদ্যে তোলপাড় সাহের নগর ॥
দ্বিজ বংশীদাসে কহে কৌতুক প্রচুর।
লখাইর বিয়ার কথা শুনিতে মধুর ॥

লাচাড়ী—সেহেরা।

ধন্য ধন্য উজানী নগরে।
গোধূলি সময় কালে, কন্যা বর ধরি তোলে,
গীত বাদ্য মঙ্গল জোকারে ॥
অন্তঃপট ঘুচাইয়া, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়্যা,
কাঞ্চন প্রদীপ হাতে লৈয়া।
অর্ঘ ধরে বাম পাকে, লোকাচার যেন থাকে,
মাইজ দর্পণ বদলিয়া ॥

দুই রূপ অনুপম যেন রতি কাম সম,
দেখা হইল বেউলা লক্ষ্মীধরে ।
কটাক্ষে সন্ধান করি, পশ্চিম মুখে সুন্দরী,
প্রণাম করিল যোড় করে ॥
কণি আঙ্গুলে ছোয়ায়া, সোহাগ কজ্জল দিয়া,
ফুল ছিঁড়ি ফেলে বাম পাশে ।
মস্তক সুগন্ধী ফুলে, কপালে ছুয়াঙ্গা তোলে,
উরু হনে বদলিল শেষে ॥
বহুতক ঔষধ আনি, বুকে পৃষ্ঠে দিল জানি,
হস্তলেপ করিল প্রকারে ।
তারে দেখি ছাবালিয়া মুছাইল গামছা দিয়া,
ঘুরায়্যা আনিল সপ্তবারে ॥
হেন কালে পদ্মাবতী, রোষিয়া চান্দের প্রতি,
রঙ্গ দেখি না সয় শরীরে ।
নাগ বল সঙ্গে করি, আইলো রথে বিষহরী
লখাইর মাথার উপরে ॥
নাগ দেখি লক্ষ্মীধর, অন্তরে পাইল ডর
ঢলি পড়ে আসন মাঝার ।
বলে দ্বিজ বংশীদাসে, মনসা কৌতুকে হাসে,
সর্ব্ব লোকে করে হাহাকার ॥

দিশা—আহারে প্রাণের নাথ কি হইল মোরে।

ইহারে দেখিয়া কান্দে বিপুলার মায়।
ক্ষণে হিয়া কুটে ক্ষণে মাথায় থাপায়॥
কান্দিছে চান্দর গণে মাথে হাত দিয়া।
এমত দারুণ কভু না দেখিছি বিয়া॥
উজানী নগর যুড়ি হৈল গণ্ডগোল।
যত রঙ্গ ছিল তত ক্রন্দনের রোল॥
ইহা দেখি বিপুলার উরে আওজাইয়া
মন্ত্র কহে লখাইর কর্ণে মুখ দিয়া
কি কারণ প্রভু তুমি পাশর আপনা।
ইন্দ্র বিদ্যাধর তুমি আমি দুই জনা॥
অনিরুদ্ধ নাম তব কামের কুমার।
বান রাজার কন্যা উষা নাম আমার॥
ইন্দ্র শাপে পৃথিবীতে দুঃখে কাল হরি
ইতব উচিত নহে উঠহ সম্বরি।
এত শুনি পূর্ব্ব কথা স্মরি লক্ষ্মীধর।
উঠিয়া বসিল পূর্ব্ব আসন উপর॥
তারে দেখি করে লোকে জয় জয় ধ্বনি।
সাধু সাধু বলে সবে কন্যারে বাখানি॥
ততক্ষণে প্রদক্ষিণ করিল সুন্দরী॥
তোলাতুলি সাত বার মঙ্গল জোকারি॥
বেদী প্রদক্ষিণ করি অতি কুতূহলে।

নামাইল সে ছায়া মণ্ডপ যজ্ঞ শালে ॥
ছায়া মণ্ডপেত বর বৈসে পুর্ব্ব মুখে
কাছাকাছি কন্যা বসে বরের সম্মুখে।
উত্তরাস্যে কুশ হস্তে বৈসে কর্ম্ম কর্ত্তা.
মন্ত্র পড়ে পুরোহিত হাতে করি পুতা ॥
শাস্ত্র বিধি মতে মন্ত্র পড়িলেক সব।
বিষ্ণুরে আসন দিয়া করিল গৌরব ॥
হৃদয় পরশ করে চন্দ্রধর সুতে।
তৎপরে গৌর বচন পড়িল নাপিতে ॥
অগ্নি স্থাপন করি কুশণ্ডিকা স্থান।
মহাবাক্য বলিয়া করিল সম্প্রদান ॥
তিল কুশ যব পঞ্চ হরতকী সনে ॥
পিতৃ পুণ্যে সাহ রাজা কন্যা দিল দানে।
স্বস্তি করি লক্ষীধর লইল হস্ত পাতি ॥
দক্ষিণা দিলেক তবে ধেনু দুগ্ধবতী ॥
গ্রাম ভূমি দাস দাসী রজত কাঞ্চন।
পঞ্চাশ মাণিক্য দিল বাণিজ্য কারণ ॥
বিপুলার মায় দিল বস্ত্র উপাধিক।
প্রত্যেক কুটুম্বে দিল এক এক মাণিক ॥
গ্রন্থি বন্ধন করে যত দ্বিজগণে।
করিয়া পাণি গ্রহণ বৈসে একাসনে ॥
বরণ পূর্ব্বক যথা কুল পুরোহিত।
কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে হোমে ঘৃত ॥

সপ্ত মণ্ডলী করি শিলা আরোহণ।
বেদিকা ভ্রমণ করি কৈল চন্দ্রাসন॥
এহি মতে যথাবিধি কর্ম্ম সম্পাদিয়া।
হরষিতে ঘরে চলে কন্যাবর লৈয়া॥
বর শয্যা কৈল যেন আছে লোকাচার।
ঢাকনী ঘুরণী তবে কৈল সাতবার॥
নানা রঙ্গে কৌতুকেত নারী সবে বেড়ি।
ক্ষীর ভোজনের দ্রব্য আনল শ্বাশুড়ী॥
সুবর্ণের থাল গাড়ু ডাবর ভৃঙ্গার।
বর সঙ্গে বসে সার ছয়টী কুমার॥
নারায়ণ সাধুর স্ত্রী তারকা সুন্দরী।
নানান ব্যঞ্জন ভা , রান্ধে তাড়াতাড়ি॥
নিরামিষ যত সব রান্ধিয়া সত্তারে।
পিঠা পরমান্ন করে অনেক প্রকারে॥
সে সকল দ্রব্য যত রাখি এক দিগে।
চর্ব্ভুটির সামগ্রি আনিয়া দিল আগে॥
ভাঙ্গা পিত্তলের থালে কড়কড়া ভাত॥
জলরশ্মি ঘৃত করি আনি দিল তাত।
মহাতিক্ত সাক লোনে তেলেত মাখিয়া।
লখাইর থালেত দিল আওরে থাকিয়া॥
তেলীর খইলের গুড়া কাসণ্ড বদলী।
কাঁচা বাগুন কাঁচা কলা ঘি মিশালি॥
মাথা নামাইয়া বর চাহে এক মনে।

চভু টি করিছে হেন জানিল তখনে ॥
হাসি আঙ্গুলের আগে টিপ দিয়া চায় ।
কাচা দেখি থাল হনে ভুমিতে ফেলায় ॥
মান কচু চাকি চাকি চতুরার ফুলে ।
সুথত বাঞ্জন দিল তিক্ত পুরুলে ॥
কাঁচা হেন জানি বর মাথা তুলি হাসে ।
অন্নের সহিত তারে রাখে এক পাশে ॥
পরে আনি দিল মরিচের মুগ ডালি ।
বাঁশের মুঢ়রি সঙ্গে নিমপাত পলি ॥
অনুমানে বুঝিলেক বুদ্ধিমান বর
হাসিয়া আঙ্গুল দিয়া করিল অন্তর
সমরালি বীচি দিয়া মহাকাল ফলে ।
অম্বল আনিয়া দিল চালিতা বিজলে ॥
সকল চিনি লখাই থুইলেক ঠেলি ।
সঙ্কোচ ভাঙ্গিয়া পরে চাহে মাথা তুলি ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ারী ।
বিবাহ বাসরে বলি কৌতুক লাচাড়ী ॥

লাচাড়ী-কামদ ।

লক্ষ্মীধর বলে বালা ।
অরসিকা নারী, কি কর চাতুরী,
কিবা জান রসকলা ॥
কত ছল করি, শুন লো সুন্দরী
কত পরিহাস কর ।

তোর মন যেন, আমি নহি তেন,
মিথ্যা ভরসায় মর ॥
স্বামী পরবাস, হৈয়াছ নৈরাশ,
লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া।
বঞ্চ পর সনে, করহ কেমনে
বিরহে ব্যথিত হৈয়া ॥
হাঁড়ী পর খায়্যা, মিথ্যা কথা কৈয়া,
স্বামীরে যেন ভাঁড়াও।
রন্ধন না জান, কাঁচা দ্রব্য আন,
আমারে ভাঁড়াতে চাও ॥
ঘোমটা দিয়া যাও ঠমকা দেখাও
ভাবহ বড় সুন্দরী।
খোপা বান্ধা ঢালা, দন্ত সব কালা,
যেন বাদিয়ার নারী
রন্ধন বন্ধান, কিছু নাহি জান,
কর যাহা ইচ্ছা হয়।
তোমার চাতুরী, ভাঙ্গিবারে পারি,
শাশুড়ী শ্বশুরে ভয় ॥
পাইলে হেন নারী, নাক কাটি তারি,
করি দেই দেশান্তরী।
বলে বংশীদাসে, এই পরিহাসে,
লজ্জিতা হৈল সুন্দরী ॥

দিশা—আজি নিশি স্বপনে দেখিলু নন্দলালা

লজ্জিতা হইয়া তবে তারকা সুন্দরী।
সুবর্ণের থাল আনি দিল হাতে করি॥
সুগন্ধী শাইলের অন্ন দিল কত গুটি।
উপরে দিল ঘৃতের সুবর্ণের বাটি॥
জল হস্তে লক্ষীধর শ্রীবিষ্ণু বলিয়া।
পঞ্চ গ্রাসী কৈল অন্ন গণ্ডূষ করিয়া॥
প্রথমে আনিয়া দিল ভাজা অষ্টাদশ।
কিঞ্চিৎ খাইয়া মাত্র করিল পরশ॥
তার পাশে বেশরী ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
কিছু কিছু খায়্যা তারে রাখে ভরি পাত॥
কুণ্ডর ভোগ মনোহর গন্ধরাজ ডাইল।
অঙ্গুলে পরশি তারে রাখে ফিরাইল॥
অম্বল দু তিন আনি দিল তার শেষে।
কিছু কিছু মুখে দিয়া রাখে এক পাশে॥
তার পাছে আনি দিল পরমান্ন পিটা।
গুড় মধু শর্করা সন্দেশ চিনি মিটা॥
আলি বড়া চন্দ্র কাটি আর দুগ্ধ রুটী।
ঘৃতে ভাজি ঘৃত বড়া দুগ্ধে ভরি বাটী॥
কিছু কিছু খায়্যা কৈল সম্পূর্ণ ভোজন।
অঞ্জলী ধরিয়া শেষ কৈল আচমন॥
শ্রীবিষ্ণু বলি লখাই মুখে দিল পাণ।
কর্পূর তাম্বুল গুয়া খায় কত খান॥

সুবর্ণের খড়ম সেবকে আগে ধরে।
পায়ে দিয়া গেল বর বরশয্যা ঘরে॥
শ্বেত পাথরের কোটা অন্তঃপুর মাঝে।
শোভিয়াছে ঘর খান নানা চিত্র সাজে॥
চতুর্দ্দিকে লাগায়াছে রম্য পুষ্প বন।
মধ্যে শোভে ঘর যেন ইন্দ্রের ভুবন।
স্থানে স্থানে লাগায়াছে প্রবাল পাথর।
চামর চান্দুয়া কত শোভে মনোহর॥
ভিতরের চিত্র সব অতি বিলক্ষণ।
রাসের মণ্ডলে আছে কৃষ্ণ গোপীগণ।
চতুর্ভিতে নৃত্য করে করিয়া মণ্ডলী।
এক গোপী এক কৃষ্ণ এক সঙ্গে মিলি॥
কেহ আলাপিছে কেহ পঞ্চমেত গায়।
কেহ কেহ বেণু বীণা যন্ত্র যে বাজায়॥
রাসের মণ্ডল মধ্যে কৃষ্ণ নৃত্য করে।
ভাবেতে বিভোল রাধা ঢলি [illegible] পড়ে।
বামা [illegible]
[illegible]
[illegible] শোভে।
[illegible]
[illegible]

তার পরে বিছাইছে নানা গন্ধ ফুল
রাখিছে চন্দন চুয়া সুগন্ধি তাম্বূল ॥
দশাঙ্গ ধূপের ধূঁয়া আগর জ্বালিয়া
কারয়ার টানিয়াছে দিব্য বস্ত্র দিয়া ॥
ভোজন করি লখাই তার মধ্যে বৈসে।
বিপুলারে লইয়া যুবতী সবে আসে ॥
সাত ভ্রাতৃ বধূ আর যত সব নারী।
বিপুলারে সে ঘরে আনিল হাত ধরি ॥
এক পাশে রহে বেউলা মাথা নামাইয়া
তারকা সুন্দরী গেল চর্ব্বুটী লইয়া ॥
যত চর্ব্বুটীর সাজ বারকোষ ভরি।
ঘরের আওরে থাকি দিল আগবাড়ি ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী।

বাটা ভরি ফুল চন্দনের বোল,
রাখি লক্ষ্মীধর পাশে।
তারকা সুন্দরী অঙ্গ ভঙ্গ করি
মুচকি মুচকি হাসে ॥
চৈপাতা আনিয়া বিড়ি বানাইয়া
পিটালী বাটিয়া চুণ।
সমরালি বিচি, করিল এলাচি ॥
দেখাইতে নিজ গুণ ॥

শাম্বুক আনিয়া দুখণ্ড করিয়া
সাজাইয়া, দিলেক গুয়া।
চুতুয়ার ফুলে, মালা গাঁথি থুলে,
ধুপুনা কসের চুঁয়া॥
কুসুম চন্দন, চান্দের নন্দন,
সব অনুমানে জানি,
মুখ তুলি হাসে অমৃত বরষে,
সুধাংশুর সুধা মানি॥
রসের সাগর, রসিক নাগর,
রসিকার লাগ পায়।
মুষ্টি ভরিয়া আবির লইয়া
মারে তারকার গায়॥
দত পাণ গুয়া চন্দন চুয়া,
ছোঁড়া ছোড়ি করে রঙ্গে।
নারী সবে বেড়ি, হাসি গড়াগড়ি
এ পড়ে উহার অঙ্গে,
একা লক্ষীধর নবীন নাগর
বেড়িল রমণী গণে।
যেন গোপী মিলি, রাসে করে কেলি,
শ্রীবংশী বদনে ভণে॥

দিশা—বৃন্দাবন মাঝে কানাই বাঁশরী বাজায়।

——————:*o*:——————

এহি মতে নারী সবে রসে মত্ত হৈয়া।
নানা রঙ্গ করে তারা লক্ষ্মীধরে লৈয়া॥
চন্দন ছিটায় কেহ পুষ্প লৈয়া ছোড়ে।
মুষ্টি ভরি আবির ছুড়িয়া গায় মারে॥
লইয়া গাড়ুর জল রসিক লখাই।
মুখ চাহি মেলি মারে তারকার পাই॥
গায়ে রক্ত চন্দন ছিটায় বার বার।
পরিধান বস্ত্রে কৈল রক্তের আকার॥
হাসিয়া লখাই তবে বলে তারকারে।
না জান রসের ভেদ বুঝি ব্যবহারে॥
বুঝিলাম স্বামী অতি অসভ্য তোমার।
শিক্ষা কর মোর ঠাঁই রসের বিচার॥
তারকা বলয়ে তুমি অতি সুপণ্ডিত।
নানা রস কলা জান যেমন বিদিত॥
তোমার নিকট আমি কি দিব উত্তর।
এক বাক্য বলি তাহা অবধান কর॥
বালিকা বিপুলা নাহি জানে ভাল মন্দ।
কদম্ব কলিকা যেন না হইছে গন্ধ॥
বিধি মিলাইছে নিধি গাঁটিতে বান্ধিয়া।
আজ রাত্রী বঞ্চিও হে চিত্তে ক্ষেমা দিয়া॥
কিবা নাহি জান তুমি আপনি পণ্ডিত।

বালিকার যত দোষ কেমন উচিত ॥
এত বলি নারী সবে গেলাঞি চলিয়া।
ক্ষুধিত বাঘের মুখে হরিণী সঁপিয়া ॥
তখনে গিয়া লখাই বিছানা ভিতরে।
বিপুলারে আনি তথা বসাইল উরে ॥
আদরে চুম্বন করি অধর সুরঙ্গে।
একে একে নিরখিয়া চাহে সর্ব্ব অঙ্গে ॥
লজ্জিত হৈয়া বিপুলা হেট মাথা করে।
হাসিয়া তুলে লখাই ধরিয়া অধরে ॥
চিত্ত সম্বরিয়া বিপুলারে ক্ষমা করি।
শয়ন করিল উরে লইয়া সুন্দরী ॥
নিদ্রা গেল লক্ষ্মীধর শেষ রাত্রী কালে।
প্রভাতে উঠিয়া নারী সবে শয্যা তোলে ॥
যথা বিধি স্নান করি চান্দর কুমার।
বাসি বিয়া কৈল যেন আছে লোকাচার ॥
চন্দ্রধরে কহিলেক সাহের গোচর।
কন্যারে যাত্রা করায়্যা পাঠাও সত্বর ॥
মধ্য বাসার পথ সন্ধ্যা যাইতে চাই।
দিবা থাকিতে যেন পুরী লাগ পাই ॥
এত শুনি সাহ রাজা উঠিয়া আপনে।
চান্দরে বেভার দিল নানা রত্ন ধনে ॥
জাতির প্রধান যারা আসিয়াছে সনে।
যার যেই যোগ্য মান্য করে জনে জনে
বসন ভুষণ দিল নানা রত্ন ধন।

কন্যা জামাইরে তবে কৈল সমর্পন ॥
অতি শিশু কালে কন্যা হৈল দেশান্তরী ।
আমি আর দরশন করি বা না করি ॥
বালিকা বিপুলা অতি তুমি সুপুরুষ ।
ভাল মন্দ করিলে ক্ষমিয়া লৈবা দোষ ॥
এত বলি সাহের নয়নে জল ঝরে ।
বিপুলা বিপুলা বলি ক্ষণে ডাক ছাড়ে ॥
সাহের কান্দনে কান্দে ছয় ভাই মিলি ।
পাত্র মিত্র কান্দনে বাজিল হুলস্থূলী ॥
কুটুম্ব স্বজনে যত কান্দে জনে জনে ।
পোষা পশু পক্ষী সব কান্দে সকরুণে ॥
দাসীরা সকলে কান্দে আর রতি ধাই ।
রাজ্যের যতেক লোক কান্দিছে সবাই ॥
বিপুলার কান্দনে পাষাণ হয় পানী ।
সাত ভ্রাতৃ বধূ কান্দে করি হা হা ধ্বনি ॥
সুমিত্রা সুন্দরী কান্দে বিপুলারে লৈয়া ।
আদরে কন্যার মুখে মুখ লাগাইয়া ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার ।
হরি বই গতি নাই ভব তরিবার ॥

লাচাড়ী—সারঙ্গ রাগ ।

ঝিগো কিমতে যাইবা পরঘরে ।
তোর চন্দ্রমুখীমায়, কি মতে সহিব গায়,
এক তিল না দেখিয়া তোরে ॥

তুমি গো আদরের ঝী, তোর গুণ কহিব কি,
কৈলে লোহা তণ্ডুল রন্ধন।
বিবাহ উৎসব কালে, আচম্বিত স্বামী চলে,
জীয়াইলে সত্তোর কারণ॥
তোর লাগি কত ক্লেশে, নানা ব্রত উপবাসে,
বর মাগি পাইলু তোমারে।
তোমারে লৈয়া কেবল, আমার ঘর উজ্জ্বল,
হাতে ঠেলি দিব কার ঘরে॥
মায়ের চরণ ধরি, বিদায় মাগে সুন্দরী,
খুড়ী জেঠী যত গুরুজনে।
সাত ভাইয়ের নারী, কান্দয়ে গলায় ধরি
প্রণমিল বাপের চরণে॥
মায়ে বাপে কোলে তুলি, বলে আশীর্ব্বাদ বুলি,
তোমার বালাই যাক দূর
জামাইর দুর্ল্লভ হৈও, জন্ম আয়ো হৈয়া থৈও
পাকা চুলে পরিও সিন্দুর
স্বর্ণ দোলায় উঠে, দেখিতে পাঁজর ফাটে,
কান্দে লোক যে দেখে যথায়।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় ডাক ছাড়ি কান্দে মায়
মোর বেউলা কে লইয়া যায়

দিশা—ও দুগ্ধের নীলমণি
মা বলিয়া কোলে আয় রে ।

—————— ০——————

চল চল বলিয়া নাগরায় কাটি দিল ।
ভেউর মৃদঙ্গ কাড়া বাজিয়া উঠিল ॥
বাজ্য করি উঠে লখাই গজের উপর ।
নাগবালা চৌদলে উঠিল চন্দ্রধর ॥
হস্তী ঘোড়া পালঙ্ক দোলায় সুখপালে ।
চড়িয়া সঙ্গের লোক চলে দলে দলে ॥
সাত গড় ছাড়াইল বাউন্ন বাজার ।
পুরী ছাড়াইয়া হৈল মুক্তেশ্বর পার ॥
নায়ে ভড়ে চলে লোক করি ঠেলাঠেলি ।
কটক চলিল যেন মেঘের বিজলী ॥
ময়দান পায়্যা লোকে হরষিতে নাচে ।
আশোয়ারে ঘোড়া ছাড়ে পাইকে চলে পাছে ॥
রায় বাঁশী বন্দুকচী আগে চলে ধায়্যা ।
কাপড় উলছি নাচে নাতুং তুঙ্গা বায়্যা ।
তাড়াতাড়ি যায় লোক পবনের বেগে ।
এক প্রহরের পথে এক দণ্ড লাগে ॥
এহি মতে যায় লোক নাহিক বিশ্রাম ।
বেলা শেষ দেখা দিল চম্পকের গ্রাম ॥
দূরে থাকি সনকা চলন বাদ্য শুনি ।

সত্বরে পাঠায় লোক আগ্‌বাড়ানি ॥
গুঞ্জরী হইয়া পার হস্তী ঘোড়া ছাড়ি ।
সাত গড় ভিতরেত উত্তরিল বাড়ী ॥
নারী লোক সারি সারি মঙ্গল জোকার ।
দেখিতে আইল লোক হাজার হাজার ॥
বৌ আড়া পাতি সোনাই অতি কুতূহলে ।
পুত্র বধূ লইয়া তুলিয়া নৈল কোলে ॥
মাটিত পড়িয়া দোঁহে কৈল নমস্কার ।
আশীর্ব্বাদ করিলেক সনকা অপার ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে ।
ভবসিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে ॥

——————0:0——————

লক্ষ্মীধরের মৃত্যু ।

পদ ।

আনন্দে জয় জয় চম্পক নগর ।
হরষেতে নাচিতে লাগিল চন্দ্রধর ॥
চান্দর নাচনে নাচে পাত্র মিত্রগণে ।
যত ছাবালিয়া বর্গ নাচে তার সনে ॥
বড় হরষেতে চান্দ ডাক দিয়া বলে ।
পুত্র বিয়া করাইলুঁ দাড়ি পাকা কালে ॥
আজি সে কাণীর মুখে পড়ি যাউক ছাই ।
আজি রাত্রি মাঞ্জসেত রাখিব লখাই ॥

লোহার ঘাবত নাগ কি করিতে পারে।
কাণীব মুড়ান বাদা বাণ্ড ঘরে ঘরে ॥
এত বলি মনের আনন্দে সদাগর।
পরিধান যোড় দিল বাজনী গোচর॥
অধিক কৌতুকে চান্দ বসি সিংহাসনে।
নিক্রিয়ারে শাল পটু দিল জনে জনে॥
পাত্র মিত্র যত ছিল লেখা যোখা নাই।
মাদুলী সিউলী তথা করিল সোনাই॥
চান্দ বলে শুন প্রিয়া আমার উত্তর।
পুত্র পুত্রবধূ রাখ মাঞ্জস ভিতর॥
ডাক শুনি সনকা সত্বরে লৈয়া রড়ে।
ভোজনের নানা দ্রব্য রাখে থরে থরে॥
গাড়ু ভরি থুইল বাসিত গঙ্গা জল।
চিনি ননী শর্করা বিবিধ মিষ্ট ফল॥
কুলিয়াবী খণ্ড খণ্ড বর্দ্ধমান কলা।
কর্পূর তম্বুল আর গন্ধরাজ মালা॥
আগর চন্দন চুয়া ঘৃতের দেওটী।
বিছানে চান্দুয়া টানি দিল পরিপাটী॥
মধ্যে পুত্র পুত্রবধূ সত্বরে রাখিয়া।
দ্বার খাটি থুইল কপাটে খিল দিয়া॥
মাঞ্জস বাহিরে যত পাইক প্রহরী।
পোষা যত নেউল ময়ূর সারি সারি॥
তাহার বাহিরে গড়ে দিলেক কপাট।
তাহার বাহিরে অশ্ব গজের যে ঠাট॥

তাহার বাহিরে যত ঔষধ লাগায়।
দূরে থাকিয়া নাগ গন্ধেত পলায়॥
তাহার বাহিরে কৈল অগ্নি প্রচুর।
নিরবধি জ্বলিছে প্রকাশ হয় দূর॥
এই মতে নানা যত্ন করি চন্দ্রধরে।
হাতে গদা লইয়া আপনি তথা ফিরে॥
নিরন্তর সাড়া পড়ে নগরে নগরে।
যথা তথা লাগ পাইলে সর্প মারিবারে॥
দ্বিজ বংশী দাসে কহে সব ভ্রমজ্ঞান।
যা হৈব খণ্ডন নহে দৈব বলবান

লাচাড়ী-গোষ্ঠ রাগ।

চান্দ বলে—

শুনরে প্রহরী ভাই, প্রাণের পুত্র লখাই,
আজি রাত্রি রাখিবা দেখিয়া।
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, হাতে লৈয়া ঢাল কাতি,
চক্ষে চক্ষে থাকিবা জাগিয়া॥
বৃক্ষ পত্র কোথা নড়ে, কোথায় বা পক্ষী উড়ে।
শব্দ শুনিবা কর্ণ পাতি।
মহৌষধি চালিও, গড়ুরের নাম লৈও,
আস্তিকে স্মরিও সারা রাতি॥
জাগি থাক নিরবধি, নিশ্চয় জানিলা যদি,
আজি রাত্রি কুশলে পোহায়।
জনে জনে দিব সোনা দখল করিব মানা,
তাড় খাড়ু দিব হাতে পায়॥

বাসরের দ্বারে থাকি, চন্দ্রধর কহে ডাকি,
শুন গো মা সাহের নন্দিনী।
আজিকার কাল রাতি যতনে রাখিও পতি,
তোমারে মা সকলে বাখানি॥
পাইয়া নল রাজা পতি, ভোগে দুঃখ দময়ন্তী,
রামের সীতার অপমান।
পাণ্ডবের কারণ, দ্রোপদীর বিড়ম্বন,
সাবিত্রী জীয়াল সত্যবান॥
শতধন্ব নৃপবর, তান নারী জাতিস্মর,
সাত জন্মে উদ্ধারিল পতি।
এই মত স্বামী লাগি, কত নারী দুঃখ ভোগি,
শেষে পায় সুখ সম্পত্তি॥
আপনার মন রাখ, বাসরে বসিয়া থাক,
আজি দুঃখ না ভাবিও মনে।
শুনিয়া চান্দের কথা, বেউলা কৈল হেট মাথা,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদনে॥

———0———

দিশা—রমনী মোহন বেশ ধর হে রাম।

নেত্র বলে শুন পদ্মা আমার বচন।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি আছ কি কারণ॥
বান্ধিছে লোহার ঘর চান্দ সদাগর।
পুত্র পুত্রবধূ আছে তাহার ভিতর॥
আজি নাহি মরে যদি সুন্দর লখাই।

ইহ লোকে প্রাণ ভৈন তার মৃত্যু নাই।
যেই মতে কার্য্য সিদ্ধি হয় আপনার।
শীঘ্র করি চিন্ত ভৈন তার প্রতিকার॥
পদ্মা বলে শুন নেতা আমার উত্তর।
আমার যতেক নাগ আনহ সত্বর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যথায় নাগ পুরী।
সকল চালায়ে ভৈন আন শীঘ্র করি॥
পদ্মার বচন শুনি চলিল নেতাই।
কহিল সকল কথা ধামলার ঠাঁই॥
পদ্মার কটক যাইব চম্পক নগর।
সংসারের নাগ বল আনহ সত্বর॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পর্ব্বত কন্দর।
ক্ষীরোদাদি যাও তুমি সপ্ত সাগর॥
ছোট বড় যত নাগ আসিব সত্বরে।
রতি প্রচণ্ড বিষ কণ্ঠে যেই ধরে॥
পদ্মার আদেশে ধামলা চলিল ত্বরিতে।
সাড়া দিয়া যায় যত পর্ব্বতে পর্ব্বতে।
সাড়া পায়্যা গিরি গন্ধমাদন ছাড়িয়া॥
মণিরাজ নাগ দর্পে আইসে চলিয়া॥
রবির কিরণ ছুটে যার মুখ জ্যোতি।
যথা থাকে মণিরাজ নাহি দিবারাতি॥
কোটী নাগ লইয়া আইসে করি দীপ্তি।
তারে দেখি পরম কৌতুক পদ্মাবতী॥
অদ্ভুত পর্ব্বত হনে অনন্ত ধাইয়া।

আইসে অযুত নাগ সংহতি করিয়া ॥
ক্ষণে এক ফণা শিরে ক্ষণে শত ফণা।
মুখ হনে বাহিরয় অগ্নি কণা কণা ॥
দরশনে ভস্ম হয় পরশনে লয়।
যাহার মুখের লালে এক নদী বয় ॥
পৃথিবী যুড়িয়া আসে বীর অবতার।
যাহার নাকের শ্বাসে দেব চমৎকার ॥
পদ্মারে নামায় মাথা মাও মাও বলি।
কপালে চুম্বন দিয়া কোলে লৈল তুলি ॥
হিমাদ্রি কৈলাস দুই পর্ব্বত যুড়িয়া।
সদায় তক্ষক থাকে লাঙ্গুলে বেড়িয়া ॥
পঞ্চ শত ফণায় আন্ধার করি আসে।
সূর্য্য গ্রহণ যেন লাগিছে আকাশে ॥
মৈনাক পর্ব্বত হনে আসে কালরাজ।
লক্ষ লক্ষ নাগ লৈয়া যাহার সমাজ ॥
বিন্দু পর্ব্বতে থাকে সাগর উত্তর।
চৌদ্দ লক্ষ নাগ লৈয়া আসে জলচর ॥
মাথা নামাইল আসি পদ্মার নিকটে।
আকাশ ঢাকিয়া রহে মস্তকের ফটে ॥
হরবিন্দু পর্ব্বত অরণ্য দ্বীপ মাঝ।
তথা হনে আসিলেক নাগ অহিরাজ ॥
আইসে কর্কট নাগ কৃষ্ণ গিরি হতে।
কোটী কোটী নাগ চলে যাহার সহিতে ॥
পৃথিবী যুড়িয়া হৈল নাগের গর্জ্জন।

অগ্নি সম মণি তার মস্তক ভূষণ ॥
পদ্মার চরণ আসি বন্দিলেক শিরে।
পদধূলী দিয়া পদ্মা আশীর্ব্বাদ করে ॥
শ্বেত গিরি হইতে সুনাই নাগ আসে।
নাকের বাতাস যেন ঝটিকা বরষে ॥
দীপ্তি করি আইসে না মানে অগ্নি পানী।
চরাচর কাঁপে যার শুনিয়া ফোঁফানী ॥
পদ্মার চরণে আসি মাথা নামাইল।
দেখিয়া মনসা দেবী হরষিত হৈল ॥
সুদর্শন গিরি হনে শঙ্খচূড় যায়।
কোটী কোটী নাগ যার সঙ্গে সঙ্গে ধায় ॥
জল স্থল যুড়ি আসে দেখিতে তরাস।
পশু পক্ষী পলায় নাকের শুনি শ্বাস।
আসিয়া মিলিল নাগ পরম হরষে।
পদ্মাকে নামায়্যা মাথা রহে এক পাশে ॥
শুভঙ্কর নাগ আসে দেখিতে তরাস।
চন্দ্র পর্ব্বত মাঝে যাহার নিবাস ॥
বার কোটী নাগ যার সঙ্গে বড় বড়।
নব কোটী নাগ যার যুদ্ধে অতি দড় ॥
পদ্মার চরণে আসি করিল সম্ভাষা।
দেখিয়া সানন্দ বড় হইল মনসা ॥
কালঞ্জর গিরি ছাড়ি আসে কালরাজ।
ত্রিশ কোটী নাগ লৈয়া যাহার সমাজ ॥
সঙ্গে লৈয়া দশ কোটী ভাল ভাল নাগে।

আপনার সৈন্য সনে মিলে পদ্মা আগে ॥
অন্ধকার করিয়া আইসে দশ দিকে।
পদ্মার চরণ বন্দি রহিল সম্মুখে ॥
হিমালয়ে থাকি সদা পিয়ে গঙ্গা জল।
সহস্র নাগ সঙ্গে কার্ত্তিক মহাবল ॥
মহাবলবান তারা কাল বিষে ভরা।
পক্ষী হৈয়া আসে সবে শূন্যে করি উড়া ॥
পদ্মার চরণ বন্দে গভীর গর্জ্জনে।
নাগেশ্বর নাম তার বলে নাগ গণে ॥
যাহার গর্জ্জন শুনি উড়য়ে পরাণি।
মুখে রক্ত উঠে যার শুনিয়া ফোঁফানী ॥
ঋক্ষ পর্ব্বতে বসে নর্ম্মদার পারে।
তথা হনে পদ্ম শঙ্খ চলিল সত্বরে ॥
শ্বেত রক্ত পদ্মবর্ণ শরীরের জ্যোতি।
তিন লক্ষ নাগ চলে যাহার সংহতি ॥
সিংহ ব্যাঘ্র দেখি তারে মনে পায় ভয়।
পদ্মার চরণ বন্দি এক পাশে রয় ॥
দ্রোণ গিরি ছাড়িয়া বাসুকী নাগ নড়ে।
পঞ্চ ক্রোশের ঘাটা ফণায় যার যুড়ে ॥
ত্রিশ ক্রোশ উচ্চ যার কটের প্রমাণ।
দেখিয়া সর্ব্ব লোকের ডরে কাঁপে প্রাণ ॥
শম্বরী পর্ব্বতে বসে হেম নদী পারে।
পঞ্চ কোটী নাগ [illegible] আসি চড়ে ॥
[illegible] হারে অগ্নি অবতার।

কটকে চাপিয়া আইসে করি মার মার ॥
পদ্মারে প্রণাম করি করয়ে ভরসা।
দেখিয়া কৌতুক বড় হইল মনসা ॥
বাইট সহস্র নাগ যোগান সারি সারি।
রম্যগিরি পর্ব্বত হনে আসিল কেশরী ॥
পর্ব্বত খান খান করে নাকের নিশ্বাসে।
আছুক অন্যের কথা দেবতা মরে ত্রাসে ॥
পদ্মারে নামায় মাথা কটক সহিতে।
পরম সাদরে পদ্মা চুম্ব দিলা মাথে ॥
সুবল পর্ব্বত হনে সুমাই নাগ আইসে ॥
নাকের বাতাস যেন ঝটিকা বরষে ॥
চন্দ্র সূর্য্য দানবের দেখি লাগে শঙ্কা।
আর যত নাগ আসে নাহি তার সঙ্খ্যা ॥
পৃথিবী কাঁপায়ে আসে তাহার কটকে।
পদ্মার চরণ বন্দি রহিল সন্মুখে ॥
মন্দার পর্ব্বত হৈতে মৃত্যুকাল চলে।
অগ্নি বৃষ্টি করি যায় যত বিষ জ্বালে ॥
যেই দিক দিয়া যায় বৃক্ষ যায় পুড়ি।
নদ নদী শুখায় দিয়া লাঙ্গুলের বাড়ি ॥
অসঙ্খ্য নাগের সঙ্গে মৃত্যুকাল আইল।
পদ্মার চরণ বন্দি সন্মুখে রহিল ॥
অহিরাজ মণিরাজ কটক সর্দ্দার।
কর্কট নাগ হইল নাগের কোটয়াল ॥
বাড়োয়াল নাগ লইল নাগের ডকুয়া।

কৃত্তিকা নাগে তবে বাটে পান গুয়া॥
ধামনা নাগ রহিল দুয়ার প্রহরী।
আপনার ফৌজ সঙ্গে ধর অধিকারী॥
রহিল মাটিয়া নাগ পাগার ভরিয়া।
আরোয়াল বাকা রৈল বাড়ী প্রহরীয়া॥
আরোয়াল আগে রৈল বাড়ী বেড়িয়া।
গোলামকি করিতে রইল নাগ চড়েয়া॥
জলে স্থলে বনে ঝাড়ে বেড়ি রৈল নাগে।
আপনে দাঁড়ালো পদ্মা নাগলোক আগে॥
রত্নময় বানা তাতে করে ঝলমলি।
সরুয়া ধরিল পদ্মার মাথার উপর তুলি॥
ধনঞ্জয়ে তাম্বুল যোগায় মনসারে।
শ্বেত চামর লৈয়া সখি বাও করে॥
ডাইন পাশে বসিয়াছে পাত্র নেতাই।
কার্য্য কথা কহে পদ্মা নাগ লোকের ঠাঁই॥
বিনয় করিয়া পদ্মা কহে নাগ স্থান।
কোন নাগে আনি দিবা লক্ষ্মীধরের প্রাণ॥
মাধব নাগ বলে পদ্মা না ভাবিও তুমি।
লক্ষ্মীধরের পরাণ দংশিয়া দিব আমি॥
তাহা শুনি পদ্মাবতী হরষিত হৈল।
বিষের ঝাপুনি আনি তখনে খসাল
পঞ্চ তোলা বিষ তাকে দিলেক জুকিয়া।
চলিল মাধব নাগে বিষে মত্ত হৈয়া॥
সানন্দিত হৈয়া যায় সে মাধব নাগে।

লাফে লাফে চলি যায় বৃক্ষের আগে আগে॥
পক্ষীর শাবক দেখে গাছের উপরে।
নামা বিষ থইয়া গেল ছাও থাইবারে॥
আঙ্গিনে পাইয়া বিষ করিল ভক্ষণ।
বিষ না পাইয়া নাগ ভাবে মনে মন॥
নেউটিয়া গেল নাগ পদ্মার গোচর।
বলে আমি গিয়াছিলু চম্পক নগর॥
পাইক প্রহরী ঠাট জাগয়ে বিস্তর।
প্রবেশিতে না পারিলু লোহার বাসর॥
তাহা শুনি পদ্মাবতী লাগে বলিবারে।
মায়া পাতি আইলে নাগ ভাঁড়িতে আমারে॥
আছিলে মাধব নাগ হওগে মাটিয়া।
দল কামলায় পাইলে ফেলিব কাটিয়া॥
শাপ পাইয়া নাগ হইল মাটিয়া।
পদ্মার গোচরে বলে নাগ কেউটিয়া॥
বীরদর্প করি কহে পদ্মা বিদ্যমান।
আজ্ঞা দেও আনি দেই লক্ষ্মীধরের প্রাণ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা হরষিত হৈল।
আর পঞ্চ তোলা বিষ কেউটারে দিল॥
পদ্মার চরণ বন্দি করিল মেলানি।
বিষের তেজেতে নাগ চলিল আপনি॥
বন ঝাড় ভাঙ্গি যায় থন্দর সকল।
জল মধ্যে মৎস দেখি হইল বিকল॥
চণ্ডালের ভাঁইর দেখে পাতিছে সম্মুখে।

মৎস খা'তে নাগ তাতে সামাল কৌতুকে ॥
বিষ থইয়া নাগ মৎস খায় ধরি।
শিং মাছে পাইয়া বিষ লৈয়া গেল হরি ॥
মৎস খাইয়া নাগের ভরিল উদর।
বিষ না পাইয়া নাগ হইল ফাঁফর ॥
নেউটিয়া আইসে নাগ মন শান্ত নয়।
পদ্মার আগে কহে কথা দুই স্বর বয় ॥
তোমার আদেশে গেলাম চম্পক নগরী।
শতেক সহস্র জাগে পাইক প্রহরী ॥
বিষের গর্জ্জন করি ঠাটে মিশাইলু।
নাকের নিশ্বাসে তার কটক উড়া'লু ॥
মাঞ্জস বিচারি তার ছিদ্র না পাইলু।
ধ্যান করি পদ্মাবতী তথনি দেখিলু ॥
মৎস খাইতে নাগ বিষ হারাইয়া।
আমারে ভাঁড়িতে আইলে মিথ্যা বলিয়া ॥
আছিলে কেউটিয়া নাগ হও গিয়া ধুড়া।
চণ্ডালের হাতে যেন ভাঙ্গে ঘাড় মুড়া ॥
পদ্মার শাপ পাইয়া নাগ এক পাশ হৈল।
করাতিয়া নাগে আসি মাথা নামাইল ॥
বীর অহঙ্কার করি করাতিয়া বলে।
লখাইর প্রাণ আনি তোমার আজ্ঞা পাইলে।
নেতার নিকটে পদ্মা লাগে বলিবারে।
আর পাঁচ তোলা বিষ জুকি দেও এরে ॥
পদ্মার পদের ধুলি শিরেতে লইয়া।

বিষে মত্ত হইয়া নাগ যায় ত চলিয়া ॥
আড়া গড়া ভাঙ্গি নাগ যায় তরাতরি।
টেঙ্গর টিকর ছাড়ায় উয়ারী মেহারী ॥
বন ঝাড় ভাঙ্গি যায় হইয়া বিকল।
বেঙ্গা বেঙ্গী পথে দেখে বাজিছে কন্দল ॥
বেঙ্গারে ধরিয়া বেঙ্গী লাগে কিলাইতে।
এরে দেখি যায় নাগ কন্দল ভাঙ্গিতে ॥
চান্দর পুরীতে কেন মরিবারে যাই।
বিধি মিলাইছে ভোগ সুখে বসি খাই ॥
এত বলি বিষ থইল কচুর গোড়ায়।
বেঙ্গ ধরিতে নাগ থাপ ধরি যায় ॥
বেঙ্গের মতে বেঙ্গ গেল পাইয়া সর্প ভয়।
কচুতে মিশিল বিষ কচুতেই ক্ষয় ॥
বিষ না পাইয়া নাগ হইল মূর্চ্ছিত।
সেই হনে বিষ কচু হইল পৃথিবীত ॥
পদ্মার গোচরে নাগ আসিল ফিরিয়া।
ভাঁড়িতে লাগিল আসি মিথ্যা কথা কৈয়া ॥
তাকে শুনি পদ্মা বলে মার বেড়াবাড়ী।
গলে ফাঁসি দিয়া এর বিষ লহ কাড়ি ॥
বিষের কারণে তারে করয়ে বিপত্ত।
শেষ কালে কহিল মাটিয়া স্বর্ণামত্ত ॥
মাটিয়া বলয়ে পদ্মা কার্য্য যদি চাও!
আমি থাকিতে কেন বোড়ারে পাঠাও ॥
তোমার প্রসাদে পারি পৃথিবী গিলিবার।

মনুষ্য দংশিয়া দিব কত বড় ভার॥
এত শুনি পদ্মাবতী কার্য্য অনুসারে।
আর পাঁচ তোলা বিষ আনি দিল তারে॥
বিষের তেজেতে নাগ গাছের আগে যায়।
কতগুলা পক্ষীর ছাও গাছের আগে পায়॥
ছাও দেখি বলে নাগ বড় হরষেতে।
এরে ছাড়ি কেনে যাই মরিবার পথে॥
চূতরার পাতে বিষ থইয়া সেখানে।
ছাও খাইয়া পেট ভরে হরষিত মনে॥
গাছমান্দাইগে আর বলা ভেঙ্গরুলে।
কিছু কিছু করি বিষ খাইল সকলে॥
মাটিয়া ফিরিয়া আইল বড় পেট করি।
পদ্মার গোচরে কথা কহে তরাতরি॥
চম্পক নগরের কথা কহিতে অদ্ভুত।
হাতে অস্ত্র প্রহরী সব যেন যমদূত॥
মার মার করি রোষে আমারে দেখিয়া।
বড় ভাগ্যে পদ্মাবতী আসিলু সারিয়া॥
পদ্মা বলে মিথ্যা কয়ে ভাঁড়াস্ আমারে।
বিষ কাড়ি লইয়া খেদাইয়া দেও দূরে॥
বিষের কারণে তার পরাণ সংশয়;
হেন কালে আগু হৈয়া বাড়োয়াল কয়॥
আমি হেন বড় নাগ রহিয়াছি কিশে।
ক্ষুদ্র নাগ পাঠাও পদ্মা কোন যুক্তি বশে॥
বিষাদ না ভাব চিত্তে মোরে আজ্ঞা কর।

পুরী সনে গিলি আসি চম্পক নগর ॥
এতেক শুনিয়া পদ্মা বিষ দিয়া তোষে।
চলিল বাড়োয়াল যেন কুন্দা নাও ভাসে ॥
খাওয়া খন্দক ভাঙ্গি দাম দিয়া যায়।
একখানে দেখিল হরিণে ঘাস খায় ॥
হরিণ দেখিয়া বলে হইয়া বিকল।
ইহাকে খাইয়া আগে গায় করি বল ॥
কুচিয়ালা গাছের খোড়লে বিষ থৈয়া।
হরিণ ধরিতে যায় মুখ বিস্তারিয়া ॥
শুহিলে আঙ্গিনে পাইয়া কিছু বিষ খায়।
কিছু বিষ কুচিয়ালা গাছেতে মিশায় ॥
নির্ব্বিষ হইয়া তবে বাড়োয়াল ফিরে।
পদ্মার গোচরে কথা কহে দুই স্বরে ॥
দেখিলু চান্দর পুরী ঔষধের চয়।
ঔষধের তেজে আমার বিষ হৈল ক্ষয় ॥
বড় বড় গজ সব দন্তপাতি রোষে।
প্রাণ লৈয়া বড় ভাগ্যে আইলু তোমার পাশে
সকলি মিথ্যা জানি পদ্মা কোপে জ্বলে।
বিষের লাগি কাটা চেঙ্গি দেয় নাগ বলে ॥
উলিতূপা হইয়া পড়ে বাড়োয়াল নাগ।
চাকলা চাকলা দিল মারণের দাগ ॥
হেন কালে যত নাগ আছে পৃথিবীত।
অষ্টনাগ রাজা সনে আসি উপস্থিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র ধনঞ্জয় তক্ষক উৎপল।

পদ্মনাগ পদ্মসঙ্খ কুলীস কমল॥
অহিরাজ মনিরাজ সর্প অজাগর।
অশ্বসেন সুষেন দুই তক্ষক কুণ্ডর॥
ত্রিশ কোটি নাগ আইল পদ্মার আদেশে।
অগ্নি পানি নাহি মানে আন্ধার বরষে॥
দেখি হরষিত পদ্মা বলিল সম্বাদ।
তুমি সবার গর্ব্বে আমি করিলু বিবাদ॥
কোন নাগে আনি দিবা লক্ষীধরের প্রাণ।
বাদ সাধি আমাকে দিবা হে সম্মান॥
তাকে শুনি তক্ষক নাগে কহিল পদ্মারে।
মনুষ্য দংশিতে বল বড় লজ্জা করে॥
আমার ঘায়ে পর্ব্বত পাষাণে না ধরায়।
পরীক্ষিত দংশিয়াছি ব্রহ্মশাপের দায়॥
বাসুকী বলয়ে পদ্মা পাশরিলা মনে।
যখনে গেছিলা তুমি শিব বিভ্যমানে॥
ঊষা অনিরুদ্ধ হরি আনিলা যখন।
শিবের কণ্ঠেতে থাকি শুনেছি তখন॥
কালরাত্রি কালনাগে আনিবে দংশিয়া।
তোমারে পূজিলে পাছে দিবা জিয়াইয়া॥
এতেকে সত্বরে আগে কালনাগ আন।
ব্রাহ্মণী রূপেতে ব্রহ্মশাপ তারে জান॥
এতেক শুনিয়া পদ্মার হইল স্মরণ।
আপনি চলিলা কালনাগের কারণ॥
রমণক দ্বীপ আছে সাগরের পারে।

তথায় বৈসে কালীনাগ পুত্র পরিবারে ॥
দ্বারে থাকি কালি কালি ডাকে বিষহরি।
পদ্মা নাম শুনি কালী উঠে তরাতরি ॥
কালী বলে পদ্মাবতি কেনে আগমন।
রাত্রিকালে হেথা যাও কেমন কারণ ॥
বড়ই বিস্ময় বাসি কার্য্য গররহিত।
প্রৃথিবীতে তব নামে কেবা নহে ভীত ॥
কালীর বচনে পদ্মা অবমান স্মরি।
পড়য়ে চক্ষুর জল কান্দে বিষহরী ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার পাঁচালি।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক লাচারী ॥

লাচারী—বিভাস রাগ।

কান্দিয়া বলয়ে বিষহরী
মোর শত দুঃখ ভাই, কহি রে তোমার ঠাঁই,
এক তিল শোন মন করি।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধর, কাঁকালি ভাঙ্গিল মোর,
নিত্য মোরে দেয় অপমান।
সর্ব্বদেব পূজে ভাল, মোর নামে যম কাল,
বাড়্য বায় বিষরী মুড়ান ॥
মনুষ্যেই বাদ করে, কে আর পূজিব মোরে,
বিবাদ লাগিল তে কারণে।

ছয় পুত্র বধ কৈলু, চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইলু,
তেঁহ আমায় না পূজে অজ্ঞানে॥
শিব আজ্ঞা হৈল তার, লক্ষীধর সুকুমার,
কালনাগে আনিবে দংশিয়া।
তবে সে পূজিব জানি, সংসারেতে পূজ্য মানি,
তার পরে দিব জিয়াইয়া॥
এতেকে আইলু ধাইয়া, বিলম্ব না কর রৈয়া,
আজি রাত্রি নির্ব্বন্ধ তাহার।
শিবের বচন রৌক, মোর কার্য্য সিদ্ধ হৌক,
যশ রৌক ভুবনে তোমার॥
ভাবিয়া পদ্মার আগে, কহিলেক কালনাগে,
দুঃখ ভাবহ কি কারণ।
তোমার গৌরবে যাব, লক্ষীধর দংশি দিব,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশীবদন॥

দিশা—কাল কালিন্দীর তীরে হে শ্যাম।

কালী বলে পদ্মাবতি না ভাবিয়ো তুমি।
আজি রাত্রি লক্ষীধর দংশি দিব আমি॥
আমার বিক্রম জানে দেব শ্রীগোবিন্দে।
বিষে অচেতন হৈলা কালিন্দীর হ্রদে॥
হরি এই পৃথিবীর দুষ্ট নাশিবারে।
অবতার হৈলা দেব বসুদেব ঘরে॥

গোকুলে নন্দের ঘরে আইলা নারায়ণ।
বৃন্দাবনে ধেনু রাখে সঙ্গে শিশুগণ॥
আমার বিষের তেজে পরাণ বিনাশে।
উপরে না উড়ে পক্ষী গরলের ত্রাসে॥
তাহা দেখি নারায়ণ কোপ করি রোষে।
আমারে মারিতে পুনি রাগে হরি আসে॥
কোপ করি কৈলু আমি বিষ বরিষণ।
মুহূর্ত্তেক ছিলা প্রভু হইয়া অচেতন॥
ধেনু কান্দে বৎস কান্দে আর গোপী মিলি।
নন্দ যশোদায় কান্দে পুত্র পুত্র বলি॥
পূর্ণ ব্রহ্ম জানি আমি লইলু শরণ।
অপরাধ কৈলু আমি ক্ষম নারায়ণ॥
মস্তকেত পাদপদ্ম দিলা চক্রপাণি।
বিষ্ণুর প্রসাদে আমি গরল নাগিনী॥
পূর্ণ ব্রহ্ম অচেতন করিয়াছি বিষে।
মনুষ্য দংশিতে মাও এত বল কিসে॥
লখাই দংশিয়া দিব রাত্রির ভিতরে।
এ কোন অসাধ্য মোর সেবকেও পারে॥
এত শুনি পদ্মাবতী হরষিত মনে।
কালনাগ লৈয়া চলে আপন ভুবনে॥
কালীরে দেখিয়া সবে করয়ে শিউলী।
কেহ নমস্কার কেহ আশীর্ব্বাদ বলি॥
বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম দেখিয়া মাথাত।
কেহ দণ্ডবৎ কেহ করে যোড় হাত॥

ধন্য ধন্য জন্ম তোমার সফল জীবন।
সর্প হৈয়া মুক্ত হৈতে আছিল প্রাক্তন॥
এতেক শুনিয়া কালী হরষিত হৈয়া।
চলিল চান্দর পুরে পদ্মারে বন্দিয়া॥
মায়া বশে ভ্রমর রূপে করিলেক উড়া।
আসিয়া পড়িল শীঘ্র মাঞ্জসের চূড়া॥
ভ্রমরের শব্দ পাইয়া পাইক প্রহরী।
অগ্নি জ্বালি খেদাইল হুহুঙ্কার করি॥
রহিতে না পারে নাগ উড়িল আকাশে।
সত্বরে চলিয়া গেল পদ্মাবতী পাশে॥
বিনয় করিয়া কালী কহে পদ্মার আগে।
এ মতে পশিতে নারি সর্ব্বলোক জাগে॥
অচেতন কর সবে নিদ্রাউলী দিয়া।
তবে সে মাঞ্জস হনে আনিব দংশিয়া॥
এত শুনি পদ্মাবতী নিদ্রাউলী স্মরি।
চান্দ সনে নিদ্রা যাউক পাইক প্রহরী॥
হস্তী ঘোড়া নিদ্রা যাউক পুরীর ভিতর।
মাঞ্জসেত নিদ্রা যাইক বেউলা লক্ষ্মীধর॥
কভুহ খণ্ডন নাহি দেবের ঘটন।
নিদ্রা লাগি সর্ব্বলোক হৈল অচেতন॥
ভ্রমর রূপে মাঞ্জসেত পৈশে কালনাগে।
মাঞ্জস ভিতরে শুনে বেউলা লখাই জাগে॥
লখাই বলে শুন প্রিয়া বিপুলা সুন্দরী।
ক্ষুধায় আকুল তনু ধরিতে না পারি॥

দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচারী—পিঞ্জিরী রাগ।

শুন শুন প্রাণ প্রিয়া বিপুলা সুন্দরি।
উঠিয়া রন্ধন কর লজ্জা পরিহরি॥
তোমার বাপের বাড়ী তারকা সুন্দরী।
ভোজন করিতে দিল পরিহাস করি॥
শ্বশুর শ্বাশুরী লাজে না কৈলাম ভোজন।
আপনে রান্ধিয়া দেহ তোমার হস্তের অন্ন
নৈবেদ্য তণ্ডুল আছে ঘটে আছে জল।
তিন ইটা কর তুমি ডাব নারিকল॥
প্রদীপেত অগ্নি জ্বাল নেতের বসনে।
কি জানি দারুণ ক্ষুধা দহে প্রাণ মনে॥
বিপুলা বলয়ে শুন বণিক্য নন্দন।
মাতা পিতা আর যত আছে গুরুজন॥
পাক পরশ করে হৈয়া সমুদিত।
তবে সে আমার অন্ন ভোজন উচিত॥
চাপা কলা কুশিয়ারী চিনি আর সন্দেশ।
ফলারের দ্রব্য যত আছয়ে বিশেষ॥
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ফলার করিল সুখে চান্দর নন্দন।

দিশা—আঁচলে না ধর নাগর কানাই।

বিপুলারে সম্মুখে বসায়া লক্ষ্মীধরে।
রূপ নিরীক্ষণ করে প্রেম রস ভরে॥
গমন খঞ্জন যিনি অধর সুরঙ্গ।
কেশের লক্ষণ যেন গঙ্গার তরঙ্গ॥
শরীর গঠিত যেন বিশুদ্ধ কাঞ্চনে।
দেখিয়া সুন্দরী প্রিয়া বিকলিত মনে॥
আলিঙ্গন করিতে লখাই বলে হাস্য মন।
শুন শুন সুধামুখী আমার বচন॥
বিপুলা বলয়ে প্রভু ইনহে উচিত।
পুরুষের ধর্ম্ম নহে কাল রাত্রিত॥
তুমি হে ধার্ম্মিক হেন সর্ব্বলোকে জানে।
শুনিয়া নিন্দিব তোমা ব্রাহ্মণ সজ্জনে॥
দ্বাদশ রাত্রি কিম্বা ছয় রাত্রি বিনে।
অভাবেও তিন রাত্রি ক্ষমা দিব মনে॥
আপনে পণ্ডিত নানা শাস্ত্র সুবিদিত।
লোক ধর্ম্ম লঙ্ঘিবার এ কোন উচিত॥
ইবলিয়া পায় পড়ি পরিহার মাগে।
মাঞ্জস উপরে থাকি হাসে কাল নাগে॥
লজ্জিত হইল লখাই বেহুলার কথা শুনি।
সর্ব্বতত্ত্ব জানি যেন রহে হৈয়া মৌনী॥
লখাই বলে শুন প্রিয়া বচন নিশ্চয়।
শুনিয়াছি আজি রাত্রি জীবন সংশয়॥

যদিই নির্ব্বন্ধ থাকে আমার কাল পূরি।
কি করিবে লোহার ঘরে পাইক প্রহরী॥
কালে হরিলে রাখা না যায় সর্ব্বথা।
এই কালে ইতিহাস শুন পূর্ব্ব কথা॥
এক দিন ধনঞ্জয় গেলা দ্বারকাতে।
কৃষ্ণকে প্রণাম করি বসিলা সভাতে॥
সেই কালে এক দ্বিজ মড়া পুত্র লৈয়া।
কৃষ্ণের সভাতে আসি শোকাকুল হৈয়া॥
হেন অধার্ম্মিকের দেশে না করিব বাস।
অকালেতে পুত্র মোর হৈল বিনাশ॥
এ রাজ্য ত্যজিয়া আমি যাইব দেশান্তর।
ইহা শুনি কেহ কিছু না দিল উত্তর॥
ব্রাহ্মণ দুঃখিত দেখি কহিল অর্জ্জুনে।
আমি রাখিব তুমি শোক ত্যজ মনে॥
যদি তোমার পুত্র আমি রাখিতে না পারি
অর্জ্জুন হেন নাম আমি ব্যর্থ তবে ধরি॥
যদুবংশ নহি আমি দুর্ব্বল শরীর।
অর্জ্জুন আমার নাম ধনঞ্জয় বীর॥
এত শুনি ব্রাহ্মণ হৈল মনেত নির্ভয়।
ব্রাহ্মণীর গর্ভ হৈল নিকট সময়॥
অর্জ্জুন আসিল তবে প্রসবের কালে।
সেই ঘর আচ্ছাদন কৈল শরজালে॥
বায়ুগতি না রাখিল অস্ত্রের অভ্যাসে।
ধনু হাতে আপনি ফিরয়ে চারি পাশে॥

হেন কালে ব্রাহ্মণীর জন্মিল ছাওয়াল।
জন্মিতে হরিয়া নিল নির্ব্বন্ধের কাল।
এত যত্নে নারিল অর্জ্জুন হেন বীরে।
হেন মৃত্যু নিবারিতে কোন জন পারে॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুই মনোদুঃখে কান্দে।
ধিক্ ধিক্ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে নিন্দে॥
লজ্জিত হইয়া অর্জ্জুন সে প্রতিজ্ঞা স্মরি।
মরিবার কৈল সার অগ্নিকুণ্ড করি॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তখন।
অর্জ্জুনেরে রথে তুলি করিলা গমন॥
নদ নদী ছাড়াইল পর্ব্বত কন্দর।
সপ্ত দ্বীপ ছাড়াইল সপ্ত সাগর॥
জলাস্তক ছাড়িয়া কাঞ্চন ভূমি যায়।
লোকালোক পর্ব্বত এড়ি তমোভূমি পায়॥
তমোভূমি অন্ধকার রথ নাহি চলে।
সুদর্শন দিলা প্রভু কোটি সূর্য্য জ্বলে॥
সুদর্শনের তেজেতে চলিলেক রথ।
পথ অনুসারী যায় কৃষ্ণ মহাসত্ব॥
সপ্ত পাতাল ছাড়াইয়া গেল রসাতলে।
দেখিল কালপুরুষ অগ্নি হেন জ্বলে॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে দেখি কাল করে মহাস্তুতি।
বিনয় করিয়া চায় চরণে ভকতি॥
আপনে সৃজিলা কাল পুরুষ করিয়া।
আমিই ব্রাহ্মণ পুত্র আনিছি হরিয়া॥

এই হেতু আনিয়াছি ব্রাহ্মণ কুমার ।
নিরাকার প্রভু তোমার পদ দেখিবার ॥
ব্রাহ্মণ কুমার আনি দিলেক সাক্ষাতে ।
হরষিত হৈয়া কৃষ্ণ গেলা দ্বারকাতে ॥
অর্জ্জুনেরে দেখাইলা কাল পুরুষ ।
দেখি অর্জ্জুনের মনে হইল সন্তোষ ॥
এই মতে সুরাসুর যতেক সংসারে ।
কাল পুরিলে প্রিয়া কে রাখিতে পারে ॥
পরীক্ষিত নাম রাজা জন্মেজয়ের বাপ ।
তক্ষক দংশিতে তারে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥
কত যত্ন করি স্থান রচিল দুর্গম ।
রুদ্রজাল আদি করি রচিল বিষম ॥
তাহাতে প্রবেশে কাল ব্রাহ্মণ হইয়া ।
অকাল বদরি ফল হস্তে করি লৈয়া ॥
কীটরূপ হৈয়া সেই বদরিকা ফলে ।
সুড়িতে কামর দিল পাইয়া মৃত্যুকালে ॥
কালে হরিব আমায় জানিছি নিশ্চয় ।
অবশ্য ফলিব প্রিয়া হেন মনে লয় ॥
কাল নাগে যদি আমা দংশে আজি রাতি
তবে তুমি কি করিবা কহ শুনি সতী ॥
বিপুলা বলয়ে প্রভু শুনহ উত্তর ।
তোমারে গলায় বান্দি ভাসিব সাগর ॥
যদি আমি জিয়াইতে তোমারে না পারি ।
অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ দিব কৈলু সত্য করি ॥

আপনে কহিছ এখন যে সব উত্তর।
ব্রাহ্মণের লাগি যাহা কৈলা গদাধর॥
এই সব কথা কৈতে রাত্রি হৈল শেষ।
কাল নিদ্রা মাঞ্জসেত করিল প্রবেশ॥
লখাই বিপুলা হৈল ঘুমে অচেতন।
কাল নাগে যে করিল শুন দিয়া মন॥
ভ্রমর রূপ ছাড়ি নাগ মাছি রূপ হৈয়া।
মাঞ্জসের চারি কোন চাহে বিচারিয়া॥
প্রবেশিতে কোন মতে না পাইল প্রকাশ।
সত্বরে চলিয়া গেল পদ্মাবতী পাশ॥
পদ্মা বলে নাগ তুমি না কর অপেক্ষা।
ঈশান কোনেতে গেলে ছিদ্র পাইবা দেখা॥
জৌ দিয়া ঢাকিয়াছে তাহার ভিতরে।
আমার কর্ম্মের ছিদ্র থৈয়াছে কর্ম্মকারে॥
এত শুনি পুনরপি গেল কাল নাগ।
ঈশান কোনেতে পাইল ছিদ্রের দাগ॥
মুখে ত চুম্বন দিয়া বিষ অগ্নি ছাড়ে।
আপনি গলিয়া জৌ খসি খসি পড়ে॥
সুতা নাল হৈয়া নাগ মাঞ্জসেত পৈশে।
দেখিল কুমার যেন চন্দ্র পরকাশে॥
কস্তুরী চন্দন চুয়া গন্ধে আমোদিত।
সুগন্ধ পুষ্পের মালা চন্দনে ভূষিত॥
রত্নে প্রকাশিত যেন মহাতাপ জ্বলে।
চন্দ্র শুইয়াছে যেন রোহিনীর কোলে॥

রস ভরে নিদ্রা যায় যেন কাম রতি।
কিম্বা ইন্দ্র শুইয়াছে শচীর সংহতি॥
নল রাজা শোভে যেন দময়ন্তী সনে।
অনিরুদ্ধ দেখি যেন উষার শয়নে॥
জানকীর সনে যেন রঘুর নন্দন।
রুক্মিনীর সহিত যেন কৃষ্ণের শয়ন॥
দয়া লাগে নাগের দেখি লক্ষ্মীধরের রূপে।
আছুক দংশিব নাগে কান্দে মনস্তাপে॥
ইহেন কুমার দংশি কোন অপরাধে।
না দংশিয়া যাইতে পদ্মার কার্য্য বাধে॥
এতেক ভাবিয়া নাগের দয়া হৈল মনে।
পড়য়ে চক্ষুর জল কান্দে সকরুণে॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
হরি বিনে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচারী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে কান্দে কাল নাগে লখাই দেখিয়া।
কেমনে দংশিব আমি না ধরায় হিয়া॥
কালি করাইছে বিয়া কত রঙ্গ মনে।
কি মতে ধরাইব হায় মায়ের পরাণে॥
ই হেন সুন্দরী শুয়ে স্বামী উয়ে লইয়া।
আমাকে দিবেক গালি কাঁচা রাড়ী হইয়া॥

আমার দারুণ বিষে পাথর উড়ি যায়।
কি মতে ছাড়িব কাঁচা ছাওয়ালের গায়॥
দেখিতে নয়নসুখ সুন্দর কুমার।
ক্ষণেকে হইয়া ভস্ম হইব ছারখার॥
এতেক ভাবিয়া নাগের দয়া হইল বড়।
না দংশিব লক্ষ্মীধর মনে কৈল দড়॥
যে বলে বলিব মোরে জয় বিষহরি।
তথাপি ই হেন অঙ্গে ঘাও দিতে নারি॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় ভ্রান্ত হৈল মন।
আছয়ে পূর্ব্বের লেখা কান্দ কি কারণ॥

দিশা—দোহাই রঘুনাথের লাগে
মৈলে কেহ না যায় লগে।

এই মনে কাল নাগ ফিরি গেল পুনি।
পদ্মার গোচরে কহে এ সব কাহিনী॥
পদ্মা বলে নাগ তুমি শুনহ বচন।
শিব দিয়াছেন আজ্ঞা আমার কারণ॥
আমারে পূজিব যদি চান্দ সদাগরে।
তবে আমি জিয়াইয়া দিবাম সত্বরে॥
ছয় পুত্র দিব আর চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন।
এই সব মনে আমি করিয়াছি পণ॥
এতেকে সত্বরে চল না ভাবিও আন।
বাদ সাধিয়া মোরে দেওয়ে সম্মান॥

এত শুনি কাল নাগ চলিল সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া মাঞ্জস ভিতর॥
পদ্মার বিনয় নাগ নারে ছাড়াইবার।
কোন অঙ্গে দিব ঘাও করয়ে বিচার॥
মস্তকের দিকে চাইতে মন দুঃখ উঠে।
ওষ্ঠাধর নাসিকা দেখিতে প্রাণ ফাটে॥
উন্নত বক্ষঃস্থল নাভি সুগভীর।
বাহুর বলনি দেখি পুড়য়ে শরীর॥
হস্তের অঙ্গুলী গুলি যেন চাঁপাকলি।
পদযুগ দেখি নাগে চাহে মাথা তুলি॥
সর্ব্ব অঙ্গ নিরখিয়া মনে কৈল সার।
বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দংশিবার॥
ভাবিয়া চাহিল সে অশুচি নহে গাও।
পবিত্র শরীরে আমি কেমনে দিব ঘাও॥
প্রদীপের তৈল আনে লেজ বাড়াইয়া।
অপবিত্র কৈল কাণি অঙ্গুলীতে দিয়া॥
প্রদীপের অগ্নি সাক্ষী করিয়া তখন।
অঙ্গুলীতে দিল ঘাও পদ্মার কারণ॥
ঘাও দিয়া সেই মতে আত্মা নৈল কাড়ি।
জয় পদ্মা বলি লখাই উঠে ডাক ছাড়ি॥
দারুণ বিষের জ্বালে ছটফট করে।
হাতের কাটারী পড়ে লেজের উপরে॥
লেজ কাটিয়া পড়ে কাটারীর ধারে।
বাড়িয়া হইয়া নাগ আইল বাহিরে॥

উঠ উঠ করি লখাই ডাকে ঘন ঘন রায়।
গাও কেমন করে বিষে তনু ছায়॥
দ্বিজ বংশী দাস বলে রাম বল ভাই।
যম লোক তরিবারে আর লক্ষ্য নাই॥

লাচারী

কত নিদ্রা যাও সুবদনি।
প্রদীপ নিবাল কিসে, সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিষে,
ক্ষণেকেতে ত্যজিব পরাণী॥
তোমার কাছে বিদায়, বিষে মোর প্রাণ যায়,
আজি যাব যমের ভুবনে।
আছিলাম সুরপুরী, আনিলেক বিষহরী,
বিবাদ কারণে পিতা সনে॥
কিবা মায়া নিদ্রা যাস, কিবা কর পরিহাস,
লাজে কিবা না দেহ উত্তর।
অবশ্য চেতন পাইলে, আমি যম ঘর গেলে,
শোকানলে হইবে কাতর॥
প্রভাতে চম্পক লোকে, হাস্য রঙ্গ কৌতুকে,
জিজ্ঞাসিবে কুশল আমার।
কি দিবা কহ উত্তর, মৈল স্বামী লক্ষীধর,
নাগে খাইল স্বামীরে তোমার॥
কাল নাগে খায় যারে, কে তাহা খণ্ডিতে পারে,
এক রাত্রি না বঞ্চিলা সুখে।

তোমা হেন সুন্দরী, রাখি যাই যমপুরী,
পান খিলি নাহি দিলা মুখে ॥
স্বপ্ন দেখে সুন্দরী, নাগ কৈল প্রভু চুরি,
চমকিয়া পাইল চেতন।
স্মঙরিয়া হরিহর, প্রাণ ত্যজে লক্ষীধর,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশীবদন ॥

কতক্ষণে বিপুলা উঠিল চমকিয়া।
কণ্ঠে প্রাণ নাহি চায় গায়ে হাত দিয়া ॥
মাথা থাপাইয়া বেউলা কান্দে দীর্ঘ রায়।
তারে শুনি সনকাত চান্দরে জাগায় ॥
চান্দ বলে সনাই তোর লজ্জা নাই কেনে।
শিশু কালের যত রঙ্গ পাশরিলা মনে ॥
কুমার কুমারী দুই হাসে কুতূহলে।
এই মতে আপনি কান্দিছ শিশুকালে ॥
না শুনিলা হেন করি থাক মনে জানি।
কহিতে উচিত নয় ই সব কাহিনী ॥
তারে শুনি রহে সনাই সচকিত হৈয়া।
হেন কালে বেউলা কান্দে প্রভু উরে লৈয়া
দ্বিজ বংশী দাসে বলে সকলি ত মিছা।
অসার সংসার মধ্যে হরি এক সাচা ॥

লাচারী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে কন্যা সাহের কুমারী।
গায়ে হাত বুলাইয়া, নাকে মুখে শ্বাস চাইয়া,
ডাক ছাড়ে প্রভু প্রভু করি॥
জাগনি জাগনি বলি, দুই হাতে ধরে তুলি,
উরুর উপরে শির থৈয়া।
পদ্মবর্ণ কলেবর, বিষে হৈল কালঞ্জর,
মুখে লাল পড়িছে বহিয়া॥
অখনি আমার সঙ্গে হাস্য কৌতুক রঙ্গে,
চান্দ মুখে মাগিলা স্বুরতি।
মুই অভাগিনী বালা, নাহি জানি রসকলা,
না পূরালাম মনের আরতি॥
কি জানি আছিল চিতে, আজি রাত্রি মোর হাতে
অন্ন মাগিলা কাল ভুকে।
মুই অভাগিনী তাত, রান্ধিয়া না দিলু ভাত,
এই শেল লাগি রৈল বুকে॥
কি মোর লোহার ঘরে, ঝাট জানাও সদাগরে
শুন ভাইরে পাইক প্রহরী।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, ডাকি বলে বিপুলায়,
কাল নাগে প্রভু কৈল চুরি॥

দিশা—রাম না যাইব অযোধ্যা ভুবন
কৌশল্যা মায়েরে কৈও ভাই লক্ষ্মণের মরণ।

এই মতে বিপুলা বিলাপ করি কান্দে।
খশিল অঙ্গের বেশ কেশ নাহি বান্দে॥
প্রভু আমা বঞ্চি গেলা কোন দোষ পাইয়া
বারেক বোলান দেও অভাগীরে চাইয়া॥
আমারে অনাথা করি গেলা কোন দোষে
অভাগিনী বিপুলারে সঁপি কার পাশে॥
আহা প্রভু কোথা গেলা মুই অভাগীর।
বিষে কালঞ্জর হৈল সুন্দর শরীর॥
মদন জিনিয়া রূপ প্রথম যৌবন।
অকালে পরাণ দিলা বাদের কারণ॥
তোমার সমান নাহি পুরুষের মাঝে।
গন্ধর্ব্ব কুমার সব মোহ যায় লাজে॥
মুই অভাগীর দিকে চক্ষু মেলি চাও।
অমৃত সমান কথা হাসিয়া বোলাও॥
মুখে মুখে চক্ষে চক্ষে লাগাইয়া গাও।
ডাক ছাড়ি কান্দে বেউলা অতি দীর্ঘ রাও
শুন শুন ওহে প্রভু বনিকা নন্দন।
লোহার ঘরে প্রাণ দিলা দৈব নিবন্ধন॥
পুরন্দর শশধর অশ্বিনী কুমার।
সমাই লজ্জিত রূপ দেখিয়া তোমার॥

রতি ইন্দুমতী আর দক্ষের দুহিতা।
মুই অভাগীরে দেখি সমাই লজ্জিতা॥
বিবাহের কালে আইল যত নারীগণ।
সুন্দর সুন্দরী দেখি কৈল প্রশংসন॥
ইরূপ যৌবন মোর যাইবে বিফলে।
রাহু যেন চন্দ্র সূর্য্য গ্রাসিল অকালে॥
বিপুলার ক্রন্দনেতে মেদিনী বিদরে।
পাষাণ মিলায়ে যায় বৃক্ষের পাতা ঝড়ে॥
স্বামী সে নারীর ধন স্বামী সে পরাণ।
স্বামী বিনে জীবন যে মরণ সমান॥
আর লোকে মুক্তি পায় জ্ঞান তপোবলে।
স্বামীর সেবায় নারীর মুক্তি পদ মিলে॥
পুণ্যবতী নারী লোক মরে স্বামীর আগে
অকালে হইলে রাড়ী মনোদুঃখ লাগে॥
এই মতে বিলাপিতে নানা দুঃখ উঠে।
বিপুলার বিলাপ শুনিতে বুক ফাটে॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে সকলি ত মিছা।
অসার সংসার মধ্যে হরি এক সাচা॥

লাচারী।

কান্দে সুন্দরী বেউলা প্রভু কোলে করি।
কাল রাত্রি রাড়ী কৈলু না হৈল অষ্ট চারী।
তুমি হেন সুপুরুষ গুণের সাগর।
না দিল দারুণ বিধি বঞ্চিবারে ঘর॥

ই দুঃখে অনল জ্বালি হৈমু ভস্মরাশি।
বিধাতারে কি বলিব মুই কর্ম্ম দোষী॥
অখনে আছিলা প্রভু অখনেই নাই।
স্বপ্নের কৌতুক হেন দেখা'লা গোঁসাই॥
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রহিছে আমার।
বুকের শেলের ঘাও পৃষ্ঠে হৈল পার॥
তোমা সঙ্গে প্রাণ দিমু গলে দিয়া কাতি।
আমার বধের ভাগী হৈল পদ্মাবতী॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে কান্দ অকারণ।
পূর্ব্বের যতেক কথা করহ স্মরণ॥

দিশা—কি হৈল কি হৈল মোরে দিয়ারে ও রাম।

বিপুলার ক্রন্দন শুনি পাইক প্রহরী।
একেবারে উঠিলেক হাহাকার করি॥
হাতে অস্ত্র করি তবে যথা তথা ধায়।
বেড়িয়া ধররে নাগ কোন পথে যায়॥
নাগের নাম শুনি চান্দ লাফ দিয়া উঠে।
পুত্র শেষে চাহিবাম নাগ ধর ঝাটে॥
কোন পথে আসিয়াছে যদি লাগ পাব।
দুই হাতে ধরি মাথা ছিড়িয়া ফালাব॥
কোপ করি চান্দ সাধু ডাক দিয়া বলে।
ধররে কাণীর নাগ কাটি দেই শালে॥

মোর পুত্র চুরি করি যায় পলাইয়া।
মনদুঃখ দূর করি ধররে বেড়িয়া॥
এতেক বলিয়া চান্দ উভালড়ে ফিরে।
ক্রন্দনের রোল উঠে পুরীর ভিতরে॥
এই মতে আত্মা লৈয়া যায় কাল নাগ।
হেন কালে যম দূতে পথে পাইল লাগ॥
কাল বিকাল নামে দুই যম দূতে।
চর্ম্ম দড়ি লোহার কুতুবা লৈয়া হাতে॥
হরি নাম না লইয়া যত পাপী মরে।
সকল বান্ধিয়া আনে যমের গোচরে।
এই মতে দূত সব ফিরা করি যাইতে।
বিলাপ ক্রন্দন শুনে চান্দর পুরীতে॥
পাশ লেঙ্গ হাতে করি হুহুঙ্কারে ধায়।
কাল নাগে আত্মা নিতে পথে লাগ পায়।
দূত বলে শুন নাগ আত্মা দেহ ছাড়ি।
যমের নিকটে নেই বান্ধি চর্ম্ম দড়ি॥
কাল নাগ বলে বেটা তোর আদি বশ।
লক্ষ্মীধর পাপী হেন করিছ ভরশ॥
পদ্মা নাম লৈয়া লথাই ত্যজিল জীবন।
এতেকে নিবাম আত্মা পদ্মার সদন॥
তারে শুনি যম দূত রোষে কোপ করি।
কাল নাগে বেড়িয়া করয়ে ধরাধরি॥
কোপ করি কাল নাগে লাঙ্গুলে বান্ধিয়া
পদ্মার আগে যম দূত ভেটাইল নিয়া॥

তারে দেখি পদ্মাবতী বেড়াবাড়ি মারি।
মাথা মুড়ি খেদাইল গাং পার করি ॥
আজ্ঞা পাইয়া হরষিত হৈল পদ্মাবতী।
স্বর্ণ কটরাতে থৈল কালপুত পাতি ॥
কাল নাগের গলে ধরি কৈল আশীর্ব্বাদ।
তোমার কারণে ভাই জিনিলু বিবাদ ॥
কালীর মস্তকে পদ্মা ধান্য দুর্ব্বা দিয়া।
নেতার সংহতি নাচে আনন্দিত হৈয়া ॥
দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মার পদে আশা।
সকলের বৈরীনাশ করুক মনসা ॥

লাচারী—পঠমঞ্জরী রাগ

নেতার সংহতি, নাচে পদ্মাবতী,
বড় হরষিত মতি।
গেল অবসাদ, বিষম বিবাদ,
জিনিলু চান্দ সংহতি ॥
পদ্মার বচনে, নাচে সর্পগণে,
শত শত ফণা ধরি।
যত নাগ মিলি, কালীরে শিউলী,
দেখি হাসে বিষহরি ॥
কর্কট উৎপল, কুলিশ কমল,
শঙ্খ মহাপদ্ম সঙ্গে।

দিয়া পাটোয়ার, নাগিনীর জোকার,
বাসুকী নাচয়ে রঙ্গে॥
পাণ্ডু কাশ তাল, নাচে ব্রহ্মজাল,
কেউটিয়া কাছিমা লৈয়া।
নাচে বিশ্বম্ভর, নাচে জলচর,
বড় হরষিত হৈয়া॥
যত নাগ বলে, নাচে কালে কালে,
মাটি গড়াগড়ি যায়।
নাগের হুঙ্কারে, বিশ্ব তোল পাড়ে,
বংশীদাস দ্বিজে গায়॥

দিশা—নিমাই কে ভাঙ্গিল আমার নদীয়ার বসতি

এই সব বিবরণে পোহা'ল রজনী।
চান্দর পুরীতে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি॥
কতক্ষণে উদয় হইল দিবাকর।
এক ধাইতে সহস্র ধায় চম্পক নগর॥
পুত্র পুত্র বলি সনাই ধাইল সত্বরে।
চুল নাহি বান্ধে সনাই বস্ত্র না সম্বরে॥
কপাট খসাইয়া দেখে মাঞ্জসেত গিয়া।
সুন্দরী বিপুলা কান্দে প্রভু উরে লৈয়া॥
ধরাধরি করি বাইরে আনিয়া লখাই।
বিলাপ করিয়া কান্দে অভাগী সনাই॥

দ্বিজ বংশীদাসে বলে হরি বল ভাই।
কাল নাগে আজি রাত্রি দংশিল লখাই॥

লাচারী—দুঃখী।

কান্দে সনকা নারী পুত্র লৈয়া কোলে।
পুত্র শোকী করি মোরে কোথা থ'য়ে গেলে॥
আখি মেলি চাও পুত্র মুই অভাগীরে।
মা মা বলিয়া আর কে ডাকিবে মোরে॥
পুত্র নাহি কন্যা নাহি জল পিণ্ড আশা।
দিয়াও না দিল বিধি করিল নিরাশা॥
ছয় পুত্র নিয়া পদ্মা শেষে দিল বর।
সর্ব্বগুণে পাইলাম পুত্র লক্ষ্মীধর॥
দিয়াও না দিল মোরে নিদারুণ বিধি।
আপনার কর্ম্মদোষে হারাইলু নিধি॥
বিপুলা বলয়ে মাও গুণের শাশুরী।
বিদায় দেওগো মোরে প্রভু লৈয়া লড়ি॥
ভেড়ুয়া বান্ধিয়া দেহ যাই স্বামী লৈয়া।
সাত পুত্র তোমার আনিব জিয়াইয়া॥
পদ্মার উদ্দেশে যাব দেবের ভুবন।
ভাল মতে বান্ধ ভোরা না কর ক্রন্দন॥
যদি প্রভু জিয়া'তে না পারি কোন মতে।
বিষ খাইয়া প্রাণ দিব প্রভুর সহিতে॥

বিপুলার কথা শুনি বড় লাগে দুখ।
মড়া সনে জিঞউঁ যায় না ধরায় বুক ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে বেউলা বলে ভাল।
যে কারণে জন্মিয়াছে এই তার কাল ॥

দিশা—যাদব এথা নাইরে মায় না শুনে মুরলীর ধ্বনি

হেন কালে চান্দ আইল সর্প বিচারিয়া।
পথে পথে স্থানে স্থানে থানা চৌকী দিয়া
পুরীর মধ্যে শুনিল বিলাপ কান্দাকাটি।
মার মার ডাক ছাড়ে হাতে লৈয়া লাঠি ॥
কিসের ক্রন্দন মোর পুরীর ভিতর।
শুনিয়া বলিবে কাণী হৈয়াছি কাতর ॥
ধন্বন্তরীর পুত্র আছে সুষেণ গাড়ুড়ী।
সেই জিয়াইব পুত্র আন শীঘ্র করি ॥
সম্বাদ পাঠাইয়া আনে ধন্বন্তরী সুতে।
চান্দ বলে লখাইরে জিয়াও ত্বরিতে ॥
তারে শুনি সুষেণ চাহিল খড়ি লেখে।
বিনা পদ্মা পূজিলে জিবন নাহি দেখে ॥
কোপ করি বলে চান্দ সেত আমি নই।
ধন্বন্তরীর বেটা দেখি তে কারণে সই ॥
শতেক লখাই যদি যায় এই মতে।
তেও না পূজিব কাণী পরাণ থাকিতে ॥

কাণীর উচ্ছিষ্ঠ পুত্র গাঙ্গে ভাসাও নিয়া ।
ঢোল মৃদঙ্গ কাড়া আন ডাক দিয়া ॥
এতেক বলিয়া চান্দ পাক দিয়া নাচে ।
যে করিব পদ্মারে আমার মনে আছে ॥
চান্দ বলে বাজুনিয়া লহ গুয়া পান ।
ঝুলাইয়া বাও বাদ্য বিষরী মুড়ান ॥
আজি মোর মনের যে গেল অবসাদ ।
নাড়া মুড়া হৈলাম চাপিয়া করুম বাদ ॥
এই বলি পুনিঃ পুনি নাচে উভা পায় ।
চান্দের নাচনের বোল বুঝন না যায় ॥
কিবা সে জানিছে সব মিথ্যা এ সংসার ।
কিবা সে বাদের মুড়া আটিয়া গোঁয়াড ॥
কিবা যে হইব পাছে তারেও সে জানে ।
পদ্মারে পূজিলে পাইব সেও আছে মনে ॥
চান্দর পুরীতে বাদ্য বাজন শুনিয়া ।
হরষিতে চলি আইল যতেক বানিয়া ॥
আসিয়া দেখিল লখাই ত্যজিছে জীবন ।
সোনাই লইয়া কান্দে চান্দের নাচন ॥
সবে বলে বুড়া সাধু হইল পাগল ।
কেহ বলে না বুঝিছ বুদ্ধিতে আগল ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার ।
রাম গঙ্গা বল ভাই ভব তরিবার ॥

দেবপুরে গমন।

দিশা—বিধি বাম হইলরে।
নিদয় নিঠুর বিধি বঞ্চিত কৈলরে।

হেন কালে বেউলা কয় সনকার ঠাই।
ভেড়ুয়া বান্ধিয়া দেও বিলম্বে কার্য্য নাই॥
তারে শুনি বাগানিয়া চলিল সত্বর।
খুজিলেক রামকলা চান্দর গোচর॥
চান্দ বলে মরা পুত্র সাগরে ভাসাও।
পুত্র মৈল তার সঙ্গে কলা দিব কাও॥
এক ছড়ি কলা বেচিমু নও বুড়ি।
কোন দোষে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি॥
লক্ষীধর পুত্র মৈল তারে গায় সয়।
কলাগাছ কাটা গেলে পরাণ সংশয়॥
তারে শুনি পাত্র মিত্র বলিল চান্দরে।
পূর্ব্বের যতেক কথা পাশরিলা তারে॥
মৈলে মড়া জিয়ায় হারা'লে ধন আনে।
সতী কন্যা বিবাহ করাইছ তে কারণে॥
এতেক বিলম্ব নাহি যাউক স্বামী লৈয়া।
ভেড়ুয়া বান্ধিয়া শীঘ্র দেও পাঠাইয়া॥

বেউলা বলে বাপ শুন বণিক্য নন্দন।
প্রভু লৈয়া যাইব আমি দেবের ভুবন॥
দেবের সভায় আমি পদ্মারে জিনিয়া।
সাত কুমার তোমার আনি জিয়াইয়া॥
পদ্মারে জিনিব করি রঙ্গ হৈল তার।
আজ্ঞা দিল কলা কাটি ভোড়া বান্দিবার॥
যত কলা মিরবহর বাগানেতে কাটে।
নৌকায় বহিয়া নিল গুঞ্জরীর ঘাটে॥
পঞ্চাশ কলা গাছে ডাঙ্গর ভোড়া বান্ধে।
মধ্যে মধ্যে খিল হানে সুন্দিবেতে ছান্দে॥
চারি কোণে চারি খুটি গাড়িল গজারি।
উপরে বান্ধিল ঘর চৌচালা করি॥
চারি বেড়া বাকি পুনঃ রাখিল দুয়ার।
বিছানা করিলেক নেতের কারয়ার॥
মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিণী।
চারি কোণে দিল করি চারিটা শকুনী॥
রাঙ্গা কুকুড়া দিল শ্বেত রংয়ের বিড়াল।
খাইতে আহার দিল ছয় মাস কাল॥
এহি মতে ভোড়া খান বান্ধিল সুন্দর।
বসন্ত কালেত যেন কামটঙ্গী ঘর॥
ভোড়া বান্ধি মিরবহরে শীঘ্র দিল জান।
ঘাট কূলে মরা আনি করাইল স্নান॥
সুগন্ধী চন্দন গন্ধে সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া।
বিচিত্র বিছানা করি ভোরায় তুলিয়া॥

কাবয়ার মধ্যে রাখে ঢাকিয়া কাপড়ে।
বিদায় লৈয়া বেউলা শাশুড়ী পায় পড়ে॥
দেবপুরে যাই মা বিদায় দেহ মোরে।
আশীর্ব্বাদ কর যেন ফিরি আসি ঘরে॥
এত শুনি সনকা ধরিতে নারে হিয়া।
গলায় ধরিয়া কান্দে ডোকার ছাড়িয়া॥
বড় দুঃখ লাগে বধূ না ধরয়ে হিয়া।
স্বরূপে যাইবা তুমি লখাই লইয়া॥
এক রাত্রি সম্বন্ধে এতেক প্রেমবন্ধ।
কি লৈছে তোমার মনে কিবা ভাল মন্দ॥
স্বামী সঙ্গে না বঞ্চিলা নাহি লাগে দয়া।
কি মতে সাগরে আমি দিমু ভাসাইয়া॥
যোরের কৈতর মোর না বাটিলা কালী।
একেবারে উড়ি গেলা খোপ করি খালি॥
রাজার কুমারী তুমি আজন্ম কন্যা জানি।
কি মতে সহিবা দুঃখ ত্যজি অন্ন পানী॥
পিঞ্জরের শুয়া মোর আন্ধারে মাণিক।
কোন দেবে কাড়ি নিল যোড়ের সালিক॥
সোনাইর বিলাপেত পাষাণ মিলায়।
পদ্মারে দারুণ দুঃখে দ্বিজ বংশী গায়॥

দিশা—যাবে নাকি গো মা,

যাবে নাকি অনাথা করিয়া।

বিপুলা বলে মা শুন আমার বচন।
হাসিয়া বিদায় দেও না কর ক্রন্দন॥
আমার কারণে দুঃখ না ভাবিও চিতে।
দিলাম সত্যের সাক্ষী সত্য পরীক্ষিতে॥
প্রদীপ জ্বালিয়া যামু মাঞ্জস ভিতর।
ছ মাস জ্বলিব যদি সত্য থাকে মোর॥
প্রদীপ নিবিয়া যদি হয় অন্ধকার।
তবে জান সত্য ভঙ্গ হৈয়াছে আমার॥
লোহার তণ্ডুল হাঁড়ীটিউরিত রাখি।
অনুরূপ জল দিয়া রাখিলাম ঢাকি॥
বিনে অগ্নি তাতে ফেণা উঠিবে সত্বর।
তবেই জানিবা পথে বিঘ্ন নাহি মোর॥
শুষ্ক কাষ্ঠেত যদি জনমে অঙ্কুর।
জানিবা বিপুলা তবে গেল দেবপুর॥
আর কিছু শুন মাও সত্যের প্রমাণ।
বুনিয়া নালিতা খেতে যাব উষ্ণা ধান॥
সেহি ধান্য কাল পায়্যা যদি মেলে ছড়া।
জানিবা বিপুলা তবে জীয়াইল মরা॥
মাঞ্জস কপাটে খিল যেই দিন খসে।
জানিবা বিপুলা তবে ধনে জনে আসে॥

এহি মত যত কথা শাশুড়ীকে কৈয়া।
শ্বশুরের কাছে যায় সঙ্কুচিত হৈয়া॥
বেউলা বলে শুন বাপ বণিক্যের রায়।
দেবপুরে যাই মোরে দেওহে বিদায়॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
তুমি বিনে গুরু নাহি সংসার ভিতর॥
তোমার চরণে হই শত দণ্ডবত।
তোমার আশীর্ব্বাদে পূরুক মনোরথ॥
সদয় হইয়া দেও বিদায় মেলানি।
মরা স্বামী লৈয়া যাব ত্যজি অন্ন পানী॥
দেবের সভায় আমি জিনিয়া পদ্মারে।
জীয়াইয়া সাত কুমার দিবাম তোমারে॥
স্থির হৈয়া ঘরে তুমি সুখে থাক বসি।
যাবত প্রভুরে আমি জিয়াইয়া আসি॥
যদি জিয়াইতে নাহি পারি ধনে জনে।
তবে সতী কন্যা হেন নাম ধরি কেনে॥
যেহি নাগে প্রভুরে দংশিল চুরি করি।
এহি ক্ষণে নাগ ভস্ম করিবারে পারি॥
বিধবা ব্রাহ্মণী শাপ দিছে যে কারণে।
সেকারণে যাব আমি দেবের ভবনে॥
তোমারে জিনিতে পদ্মার হৈছে সাধ।
পদ্মারে জিনিয়া আমি ভাঙ্গিমু বিবাদ॥
বিপুলার-কথায় অধিক দুঃখ লাগে।
চান্দ বলে শুন মা কহি তোমারে আগে॥

যত সতী পতিব্রতা আছয়ে সংসারে ।
দেবের ভুবনে যাইতে কার শক্তি পারে ॥
দ্রৌপদী পরম সতী পাণ্ডবের প্রিয়া ।
স্বর্গ যাইতে পড়িল সে কত দূর গিয়া ॥
দশরথ রাজা ছিল শ্রীরামের পিতা ।
তিন স্ত্রী আছিল তার অতি পতিব্রতা ॥
মান্ধাতা প্রভৃতি আর নহুস যযাতি ।
মৈলে তারার স্ত্রী কোথায় গিয়াছে সংহতি ॥
অভিমুন্য বীর মৈল অর্জ্জুন নন্দন ।
উত্তরা না গেল সঙ্গে কিসের কারণ ॥
পরীক্ষিত মহারাজে তক্ষক দংশিল ।
সারদা সুন্দরী তার সহিতে না গেল ॥
এহি মত কত কত মরিছে সংসারে ।
দেবের ভুবনে যাইতে কহ কেবা পারে ॥
বল তুমি লক্ষীধরে করি সংস্কার ।
দান ধর্ম্ম শ্রাদ্ধ করি মৃত ব্যবহার ॥
সম্মুখে বান্ধিয়া দেই ভাল টঙ্গী ঘর ।
নিরবধি চায়া দেখি দুঃখ যাক মোর ॥
এহি মতে চন্দ্রধর বলে বার বার ।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় মধুর পয়ার ॥

লাচারী।

শুন মাও সাহের নন্দিনী।
আমি কহি বুঝাইয়া, না যাইও মরা লৈয়া,
মিছা কাজে হারাইবে প্রাণী॥
অবোধ বণিক্যের ঝী, আমি বা বুঝাব কি,
মিছা কাজে না ভাড়িও মোরে।
মনুষ্য শরীর ধরি, কে গিয়াছে দেবপুরী,
হেন বাক্য মনে নাহি ধরে॥
জাতি কুল হাসাইয়া, দিমু জলে ভাসাইয়া,
নিব তোমা দুষ্টে পাইলে।
শৃগালে মরা খাইবে, সংসারে খোটা রহিবে,
প্রাণ দিমু ইদুঃখে অনলে॥
বিপুলা বলয়ে বাপ, মনেত না ভাব তাপ,
মোর বাক্য সত্য হেন ধর।
লোহার তণ্ডুলে অন্ন, করিয়াছিলু রন্ধন,
তেঁহ মোরে প্রতীত না কর॥
বিয়া কালে স্বামী ঢলে, জীয়াইলু সত্য বলে,
দেখিলা তা সভা বিদ্যমান।
নাহি দিলে অনুমতি, গলায় দিবাম কাতী,
প্রভু সঙ্গে ত্যজিমু পরাণ॥
কাটারী লইয়া হাতে, গলায় তুলিয়া দিতে,
বলে চান্দ সকরুণ মনে।
আজ্ঞা দিলুঁ চল যাও, যাও দেবপুরে যাও,
ভণে দ্বিজ শ্রীবংশীবদনে॥

দিশা—গোপাল বনে যায় রে,
অহোরে মায়ের প্রাণ লৈয়া

শ্বশুর শাশুড়ীতে বিদায় হৈয়া চলে।
পুরিতে হইল শব্দ ক্রন্দনের রোলে॥
বিধবা ব্রাহ্মণী যত গুরু আর গর্ব্বিত।
সমায় বিদায় লয় পড়িয়া ভূমিত॥
ছয় জায়ে বোলাইয়া গলে ধরি তোষে।
তোমরার দুঃখ খণ্ডাইব ছয় মাসে॥
ছয় মাস থাক বুকে পাথর বাধিয়া।
যাবত আসিব ছয় ভাশুরে জিয়ায়া॥
এত বলি চলে কন্যা গুঞ্জরীর ঘাটে।
হেন কালে রতি ধাই হাতে বুক কুটে॥
প্রাণের দুর্ল্লভ মোর ঠাকুরাণীর ঝী।
মরা সঙ্গে তুমি যাও মোর উপায় কি॥
বেউলা বলে শুন রতি আমার উত্তর।
এহি মতে চলি যাও উজানী নগর॥
মোর যত দুঃখ কৈও মা বাপের ঠাঁই।
ঘর চাযা দিল বিয়া কপালেত নাই॥
কাল রাত্রি রাঁড়ী হৈলুঁ নহে অষ্ট চারি।
সাগরে ভাসিলু আমি প্রভু সঙ্গে করি॥
ভাগ্যে যদি থাকে মোর প্রভু জীয়াইবার।
তবেই সে মা বাপের সঙ্গে দেখা আর॥

যার যেই কর্ম্ম ভোগ বিধির লিখন।
আমার শপথ যদি করয়ে ক্রন্দন॥
রতিরে বিদায় কৈল এহিরূপ কৈয়া।
যাত্রা করি চলে কন্যা শুভক্ষণ পায়্যা॥
নাগের সে কাটা লেজ নৈল যত্ন করি।
আঁচলে বান্ধিয়া তারে থুইল সুন্দরী॥
সর্ব্ব লোকে বোলাইল দুই কর যুড়ি।
নদী দণ্ডবৎ কৈল ভূমিতলে পড়ি॥
আপনে আউজিল ভোরা আসি ঘাট কূলে।
ভোরাতে উঠিল কন্যা দুপ্রহর কালে॥
লখাইর শির থুয়্যা উরুর উপর।
চাপিয়া বসিল সে কায়যার ভিতর॥
ভাসাইয়া দিল ভোরা মধ্য গাঙ্গ করি।
দুই কুলে থাকি লোক বলে হরি হরি॥
কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে হায়।
মরার সহিত রে জীয়ন্ত ভাসি যায়॥
ভোরাতে বসিল কন্যা যোগাসন করি।
ধর্ম্ম উদ্দেশে বলে পূর্ব্ব কথা স্মরি॥
যদি মোর সত্য থাকে কায় বাক্য মনে।
উজাইয়া যাও ভোরা দেবের ভুবনে॥
গুঞ্জরীও মহাতীর্থ সর্ব্ব লোকে বলে।
গঙ্গা হতে বাহিরিয়া বহে গঙ্গা জলে॥
এহি নদী উজাইয়া গঙ্গাতে মিশাও।
গঙ্গা উজাইয়া ভোরা দেবপুরে যাও॥

সম্ভীর বাক্যেত ভোরা চলে উজাইয়া।
পক্ষী যেন উড়া দিল পক্ষ বিস্তারিয়া॥
অদ্ভুত দেখিয়া লোকে সাধু সাধু বলে।
ভাটি স্রোত এড়ি ভোরা উজাইয়া চলে॥
স্ত্রী পুরুষ কুলবধূ দেখিবারে চায়।
কেহ দেখিলেক কেহ দেখিতে না পায়॥
কোলের ছাওয়াল এড়ি কেহ যায় রড়ে।
ঊর্দ্ধ মুখে যাইতে উছট লাগি পড়ে॥
দূর হতে ধায়্যা আসে ঘর দ্বার ছাড়ি।
দেখিতে না পারে কেহ যায় গড়াগড়ি॥
দুই কূল ভরিয়া লোকের পাটয়ার।
চম্পক নগর যুড়ি হৈল তোলপাড়॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা যত আর॥

লাচাড়ী।

প্রভু লৈয়া ভাসিল সুন্দরী।
দুই কূলে লোক চায়, উজাইয়া ভোরা যায়,
দৈবে দিল পৃষ্ঠ বায়ু করি॥
দেখিতে দেখিতে চলে, লোকে হরি হরি বলে,
আচম্বিত যেন দেব মায়া।
ঘাটে ঘাটে পাটিয়ার, জঙ্গল জোকার আর,
নারী লোকে আগুসার দিয়া॥

চম্পক নগর হতে, দুর্গাপুর গেল চাইতে,
মধু বন ডাইনেত রাখি।
মনুষ্য মরাল থুয়্যা, বায় ভোরা উজাইয়া,
পর্ব্বত কানন যত দেখি॥
দুকূলে গহন বন, নানা পশু পক্ষীগণ,
বাঘ ভালুকে ডাক ছাড়ে।
সতীর যে তেজ দেখি, চাহিতে না মেলে আঁখি,
উলটিয়া পলায় আওড়ে॥
এহি মত অবিরাম, খানিক নাহি বিশ্রাম,
দিবা রাত্রি উজাইয়া যায়।
বিপুলারে বুঝিবারে, নেতা পদ্মা যুক্তি করে,
বংশীবদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—ভাসিল রে বেউলা গুঞ্জরী সাগরে

পদ্মাবলে শুন নেতা আমার বচন।
এখনে বুঝিতে চাই বিপুলার মন॥
যত সব নাগ তারে ডাক দিয়া আনি।
ভয়ঙ্কর পক্ষী হও শকুনী গৃধিনী॥
ভেরুয়ার আগে গিয়া মরা গুটা পুঞ্জ।
কি বলে কি করে কন্যা তার ভাব বুঝ॥
পদ্মার বচনে নেতা চলিল তখন।
নানারূপ পক্ষী হৈল যত নাগগণ॥

শকুনী গৃধিনী চিল পেচক সাচান।
বাজ বহরী শিক্‌রা আর আওয়াকান॥
সারস কুরুয়া আর কঙ্ক গয়াল।
ঠোট মেলি একেবারে আসে পালে পাল॥
গৃধিনীর রূপে নেতা গিয়া ভোরা আগে।
ঠোট মেলি হা করিয়া মরা গুটা মাগে॥
গৃধিনী বলয়ে কন্যা মরা মোরে দেও।
মোসবার ভক্ষ্য বস্তু তুমি কেনে নেও॥
মরা নাহি দিলে তোমা না করিনু ক্ষমা।
যদি নাহি দেও মরা গিলিবাম তোমা॥
এত বলি শত শত বেড়ি চারি পাশে।
ডাক ছাড়ি হা করিয়া গিলিবারে আসে॥
চিল বাজ যত আর সাচান বহরী।
আসে পাশে থাপাইছে মহা শব্দ করি॥
শকুনী গৃধিনী যত পাথ সাট মারে।
পাকে পাকে ভোরাখান তোলপাড় করে॥
এতেক দেখিয়া কন্যা ভাবিল সঙ্কট।
মনে মনে বলে সব পদ্মার কপট॥
জাতিস্মরা সতী কন্যা যোগে নিরবধি।
বুঝয়ে পক্ষীর কথা পিপীলিকা আদি॥
বিপুলা বলয়ে পক্ষী না দেখাও ভয়।
পতি লৈয়া ভাসিয়াছি কহিলুঁ নিশ্চয়॥
দেবের ভুবনেত পদ্মার কার্য্যে যাই।
যদি আমা বল কর পদ্মার দোহাই॥

পদ্মার দোহাই শুনি যত সব পাখী।
একেবারে উড়ি গেল ক্ষণেকে না দেখি॥
তথা হতে ভোয়া তবে করিল গমন।
দেবতা সাপক্ষ বহে পৃষ্ঠেতে পবন॥
শৃগালের রূপে নেতা পুনঃ আইল আগে।
কাছে আসি হা করিয়া মরা গুটা মাগে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণে।
ভব সিন্ধু তরিবারে ভজ নারায়ণে॥

লাচাড়ী।

পুনরপি যায় নেতা, শৃগালীর রূপে তথা,
যত নাগ শিবা রূপ ধরি।
ডাইনে বামে দুই কূল, ভরিয়া করয়ে রোল,
বিকট দশনেতে হা করি॥
লেজ কান তুলি যায়, মরা গুটা খাইতে চায়,
শৃগালীয়ে বলিল ডাকিয়া।
কি বলিব কন্যা তোর, জাতির নাহিক ডর,
মরা সঙ্গে চলিছ ভাসিয়া॥
কোথায় বা দেবপুরী, যাইবা কেমন করি,
মিথ্যা কাজে ভাস জল মাঝে।
যেই ক্ষণে স্বামী মৈল, অন্ন খানে জন্ম গৈল,
সাগরে ভাসিছ কোন লাজে॥

যদি বাঁচিবার চাও, মরা এড়ি ঘরে যাও,
দান ধর্ম্ম শ্রাদ্ধ কর গিয়া।
যদি নাহি দেও ছাড়ি, কামড়ে তোমারে ছিড়ি,
বলে মরা নিবাম কাড়িয়া॥
বিপুলা বলয়ে রাগে, পদ্মার দোহাই লাগে,
যদি মোরে না খাও শৃগালী।
আগে ত আমারে খাও, পাছে মরা লৈয়া যাও,
খণ্ডুক পদ্মার চতুরালী॥
এতেক শুনিয়া নেতা, সতী বিপুলার কথা,
দেখিতে দেখিতে তথা নাই।
দ্বিজ বংশীদাসে গায়, উজাইয়া ভোরা যায়,
দেখি হাসে আস্তিকের আই॥

দিশা—যমুনার তীরে ফিরয়ে শ্যাম রায়

এহি মতে বিপুলারে ছলিতে না পারি।
পুনরপি আগু হৈল মায়ী রূপ ধরি॥
বিপুলার মাসীমার রূপ ধরি ছলে।
বাণিয় দোকান পাতি রৈল নদীকূলে॥
হেনকালে দেখে ভোরা উজাইয়া যায়।
কূলে থাকি সেই নারী ডাকে উচ্চরায়॥
কার কন্যা কোথা যাও কোন রাজ্যে ঘর।
কি কারণে জলে ভাস দেও গো উত্তর॥

বেউলা বলে আমি সাহা রাজার কুমারী।
মায়ে বাপে নাম থুল বিপুলা সুন্দরী॥
কাল রাত্রী পদ্মাবতী রাঁড়ী কৈল মোরে।
জিয়াইতে প্রভুরে চলিছি দেবপুরে॥
বিপুলার কথা শুনি রড়ে কাছাইয়া।
ভেন ঝী বলিয়া দুই হাতে কুটে হিয়া॥
অনেক কান্দিয়া বলে বাণিয়া দোকানী।
দেখিয়া পুড়য়ে প্রাণ তোর মুখ খানি॥
তোর মা আমার ভগ্নী আমি তোর মাসী।
এইখানে সুখে থাক মোর ঘরে আসি॥
পোষি মোরে শিশুকালে বিয়া দিল বাপে।
স্বামী এড়ি গেল মোরে মরি সেই তাপে॥
বিশেষ লাগয়ে দুঃখ তোর স্বামী লাগি।
একখানে থাকি দুই সম দুঃখ ভাগী॥
বেউলা বলে মোর কথা কহি শুন মাসী।
কহিলা যতেক কথা শুনি লজ্জা বাসি॥
স্বামীয়ে যখন মাসী যারে ছাড়ি যায়।
তাহার সহিত তার যাইতে তথায়॥
অন্ধ আতুর বৃদ্ধ দরিদ্র গলিত।
নারী লোকে স্বামীরে ছাড়ন অনুচিত॥
মার পেটে তোমারে না দিছে বাপে জন্ম।
নিশ্চয় জানিলুঁ তব অনাচার ধর্ম্ম॥
ভাল মানুষ হইলে লজ্জার নাহি ভয়।
জাবত স্বামী এড়ি গেল গঙ্গা পারে ঘর॥

প্রাণপতি লৈয়া আমি ভাসিয়াছি জলে।
মোর সত্য জানো স্বামী জীয়াইয়া আসিলে॥
এতেক বলিয়া বেউলা উজাইয়া যায়।
অনুকুল মহামায়া চলে পৃষ্ঠ বায়॥
বিপুলার বাক্যে নেতা হৈল লজ্জিত।
অন্তরিক্ষে রথে উঠে পদ্মার সহিত॥
উজাইয়া যায় ভোবা বাঁকে ও বিবাঁকে।
তখনে গোদার বাঁক দেখে সম্মুখে॥
বীরসিংহ নামে রাজা রাজ্যের ঠাকুর।
তার দেশে যত গোদা খেদাইছে দূর॥
একেত বিকৃতি গোদা আর কদাচারী
ডাকাইত চোর ধাউর আর পরদারী॥
এই দোষে মাথা মুড়ি চূণ কালী দিয়া।
নানা বিড়ম্বনা করি দিছে খেদাইয়া॥
অপমানে বাস করে বন মধ্যে আসি।
বড় শীতে মৎস ধরে নদী কূলে বসি॥
গোদার সহর সব গোদার বাজার।
দুই সন্ধ্যা হাট মিলে সকল গোদার॥
যত সব গোদীয়ে দোকান দেয় তাত।
বশী বায় মৎস মারে তারে বেচি ভাত॥
আচালীয়া গোদা বেটা নৌকায় সে মাঝি।
হাটিয়া চলিতে নারে করে কাজি মাজি॥
উভে পাঁচ হাত বেটা ডাঙ্গর শরীর।
খাসি দাদে, চর্ম্ম দাদে সর্ব্বাঙ্গ চৌচির॥

কাছি দিয়া কমরেত পিন্ধন কর্পটী।
রাত্রি দিবা গায়ে থাকে তেপুরাণী ছুটি॥
মুখ ভরি গালে দাড়ি ভালে দীর্ঘ ফোটা।
দুই দিগের দুই মোছ যেন মুড়া ঝাটা॥
মাসেকেও স্নান নাহি গাও ধাড়া ধাড়া।
চুরি ছিনালীর দোষে দুই কাণ ফাড়া॥
গলায়ে ত্রিদণ্ডী জাতি মহারাজ ভাট।
আইল চাইল নাহি দক্ষিণ কপাট॥
নিমা গোদা চিমা গোদা তার দুই ভাই।
ছয় পুত্র তিন শালা এগার জামাই॥
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা জলে ভোরা মাজে।
ডাকাডাকি করে যেন ভাঙ্গা ঢোল বাজে॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় পদবন্ধ পুথা।
সত্য এক নারায়ণ আর সব মিথ্যা॥

লাচাড়ী—ধানসী।

সুন্দরী দেখিয়া গোদা হাসে।
দেখিয়া মোরে সুন্দর, না পাইয়া অন্তবর,
আমারে বরিতে কন্যা আসে॥
আমি হেন সুপুরুষ, কোন অঙ্গে নাহি দোষ,
কুল মূল করহ বিচার।
জাতে আমি রাজপুত, কালুয়া গোদার সুত,
কালা গোদা নাম যে আমার॥

ধনা মনা দুই ভাই, চৈতা গোদার জামাই,
হারু গোদা হয় তার শালা।
অগ্রশ্রাদ্ধী গোথালিয়া, জ্যেষ্ঠ ভগ্নী করে বিয়া
করণ কারণে তারা ভালা॥
গোচা মেচা দুই গোদ, বাতিলে না থাকে শোধ,
তারা দুই শালী ঝী জামাই।
হরিয়া পরিয়া গোদা, আন্দালিয়া চিলা গদা,
হাটনী পুত্রের পঞ্চ ভাই॥
নেবুরিয়া থুবুরিয়া, বলা ছলা আবারিয়া,
রবিয়া ভবিয়া বিচি পড়া।
রঙ্গা ভঙ্গা কাঙ্গালীয়া, বড় গোদা জাঙ্গালিয়া,
নৈয়া গোদা আবরা ধুকুড়া॥
পাউয়া গোদা কাউয়া রাখে, আর গোদা বসি থাকে,
গোপা গোদা বারা বানিবার।
আমার যতেক গুণ, তোমায় কহিব শুন,
মোর ঘরে আস এক বার॥
যত গোদা দিয়া সারি, আমারে থাকয়ে বেড়ি,
আর কত পাত্র মিত্র আছে।
তুমি বড় সুচরিতা, শুনিয়া ই সব কথা,
সাজ করি আসিয়াছ কাছে॥
আমার ঘরের নারী, দেখিতে বড় সুন্দরী,
পায়ে গোদ চক্ষে ক্ষত কেতর।
বাতিলে উপায় নাই, আপনি রান্ধিয়া খাই,
বিধি আনি মিলাল দোসর॥

ই মতে গোদার মেলা, মনে খায় মন কলা,
নদীত উজায়্যা ভোরা যায়।
গোদা সবে তড়ে থাকি, করিতেছে ডাকাডাকি,
বংশী বদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—যা করে জগত মাতা
যা আছে মোর করমে।

আসমানিয়া গোদা বেটা বলে আগু হৈয়া।
আমি কথা কহি কন্যা শুন মন দিয়া॥
কি কারণ জলে ভাসি পাও এত দুখ।
মোর ঘরে আইস ভোগিবে নানা সুখ॥
ঘর খান আছে মোর দীর্ঘে পাঁচ হাত।
বাগুয়ার বেড়া ছানি চালিতার পাত॥
উত্তম নলের ধাড়া তাহাতে বিছান।
উলু ছনে ভের বান্ধি বালিশ শিথান॥
সকল যোগায় হেন আর নারী আছে।
তুমি মাত্র বসিয়া থাকিবা মোর কাছে॥
বিপুলা বলয়ে মোর কপালের দোষ।
নহিলে এমত কেনে বলে কাপুরুষ॥
হেন অধমেরে আর কেনে গালি পাড়ি।
কাঁপিতে থাকুক এই নদীকূলে পড়ি॥
এতেক বলিয়া কন্যা উজাইয়া যায়।
দেখন্তা সাক্ষ ভোরা চলে পৃষ্ঠ বায়॥

তারে দেখি আগু হৈল কোপালক গোদা।
পিন্ধন কর্পটী আর সর্ব্ব অঙ্গ শুধা॥
শালুকের মত মাথা গালে গাছি দাড়ি।
দু পায়ের গোদ যেন বট গাছের গোড়ি॥
হাত উড়াইয়া ডাকে গলা ভাঙ্গা রায়।
এক কথা কহিতে অর্দ্ধ প্রহর যায়॥
গোদা বলে অলো কন্যা মোর ঘরে আয়।
খুটিবে গায়ের ফোট বসি সর্ব্বদায়॥
আর নারী আছে মোর উজাগরী নাম।
তেভাগের ভাগ করি তোমারে দিবাম॥
বেউলা বলে হরি হরি হেন কথা শুনি।
কত জন্মে খণ্ড তপ কৈলুঁ অভাগিনী॥
অধম গোদারে আর কি ফল কহিয়া।
এখানে থাকুক পড়ি স্বরবন্ধ হৈয়া॥
এতেক বলিয়া কন্যা যায় উজাইয়া।
গোপালিয়া গোদা বেটা বলে আগু হৈয়া॥
ডাকি বলে সুন্দরী এখানে ভোরা রাখ।
আমারে বরিবা যদি মোর রূপ দেখ॥
গাইল হেন দুই গোদ চালুতা হেন বিচি।
শরীর ভরিয়া মেঁজ যেন কাঠা খুচী॥
মাড়াখাড়ী হেন মুখ গালে দন্ত পড়া।
ভাজা ঘরে ঠিকা হেন দুই দন্ত খাড়া॥
মার্গ শুখাইয়াছে গলই হেন পেট।
পরিয়াছে কর্পটা নাভিকুণ্ডের হেট॥

আমা দেখি নারী সবে করয়ে বাখান।
সবে মাত্র দোষ মোর এক চক্ষু কাণ॥
আইস আমার ঘরে এক সঙ্গে থাকি।
স্বামীর দুঃখ যে পাশরিবা মোরে দেখি॥
বেউলা বলে গোদা তোর ইহ চক্ষু খা।
যে চক্ষে দেখে বলিস্ আন্ধা নড়ি বা॥
ইহ বাঁক ছাড়াইয়া করিল গমন।
প্রহরের পথ যুড়ি গোদার পাটন॥
এক গোদা ছাড়াইতে আর গোদা আসে।
একেবারে আইলেক দশে বিশে ত্রিশে॥
সুন্দরী দেখিয়া গোদা নাচে উভা পায়।
মাটী থম থম করে গোদার নাচায়॥
লাফে লাফে নাচে কেহ দেয় উভা কাল।
ভেরা হলে আইসে যেন মহিষের পাল॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ার।
সত্য এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর॥

লাচাড়ী—পঠমঞ্জরী

সুন্দরী দেখিয়া ছলে, হরষেতে গোদা বলে,
ভাগ্যে আনি মিলাইল বিধি।
বুঝি কপালের চিন, আজ বড় শুভ দিন,
আপনি ঘরে আইল নিধি॥

চোঙ্গা গোদা বলে ডাকি, এই খানে ভোরা রাখি,
উঠ আসি ভড়ের উপরে।
যে কাজে ভাসিছ জলে, আমার ঘরে আইলে,
যত দুঃখ পাশরিবা তারে॥
আচম্বিতা গোদা কয়, যত শুন কিছু নয়,
মোর ঘরে আসি থাক সুখে।
জাতে আমি মহারাজ, মনে না করিও লাজ,
তুমি আমি বঞ্চিব কৌতুকে॥
ভারু গোদা বলে শুন, আমার যতেক গুণ,
পুস্ত ভাজি তিন সন্ধ্যা খাই।
স্ত্রী নাহিক ঘর শূন্য, আছিল বাপের পুণ্য,
তেকারণে তোর লাগ পাই॥
আর গোদা বলে সতী, তুমি বড় ভাগ্যবতী,
যদ্যপি আইস মোর ঘরে
চারি জনে এক নারী, নিত্য করি মারামারি,
তেকারণে বলিছি তোমারে॥
বেউলা বলে পদ্মাবতী, বড় নিদারুণ মতি,
এত দুঃখ লিখিছ কপালে।
দেখিবার যোগ্য নয়, হেন গোদা এত কয়,
স্ত্রী বধ করিলা শেষ কালে।
পদ্মার কপটে তথা গোদার হয় বুকে ব্যথা,
ডাক ছাড়ে গড়াগড়ি যায়।
মুখে তার রক্ত উঠে, চক্ষের পতুলী ফুটে
শ্রীবংশী বদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—এইবার তরায়ে নেও শঙ্কর ভবানী।

ছাড়িয়া গোদার বাঁক করিল গমন।
অনুকূল মহামায়া পৃষ্টেতে পবন॥
গোদা সবে বলে কন্যা সুখে চলি যাও।
যা বলিছি ক্ষেম তুমি আমরার মাও॥
পতিব্রতা সতী কন্যা স্বরূপেই কই।
তোমার দাসের যোগ্য আমি সবে নই॥
এত বলি যত গোদা ছিল চারি ভিত।
দণ্ডবৎ হৈয়া সবে পড়িল ভূমিত॥
তথা হনে উজাইয়া যায় সুবদনী।
ভোরা গিয়া পড়িল পদ্মার ত্রিমোহিনী॥
যথা হৈতে শুঙ্করী আসিছে বাহি হৈয়া।
গঙ্গাতে পড়িল ভোরা সেই খান দিয়া॥
গঙ্গার তরঙ্গ দেখি মহা খর স্রোত।
ত্রিমোহিনী মধ্যে স্থান দেখিতে অদ্ভুত॥
গঙ্গার কূলেত স্থান বড়ই উত্তম।
পুরাণে খ্যাত কপিল মুনির আশ্রম॥
কটিকের শিব লিঙ্গ অতি অনুপম।
স্থাপিল কপিল মুনি স্থান মনোরম॥
ই আশ্রমে বসয়ে অনেক মুনিগণ।
গঙ্গা জলে করে তারা স্নানাদি তর্পন॥
প্রদক্ষিণ করি কন্যা প্রণমিল আগে।
আশীর্ব্বাদ কর বলি যোড় হস্তে মাগে॥

কাল রাত্রি রাঁড়ি হৈয়া প্রভু লইয়া যাই।
এই বর দেও যেন প্রভুরে জীয়াই॥
কন্যার সাহস দেখি বলে তুষ্ট হৈয়া।
অবিলম্বে আস মাও স্বামী জীয়াইয়া॥
ধন্য ধন্য করিয়া বাখানে মুনিগণে।
আমি সবে সঙ্গে যাই হেন লয় মনে॥
তথা হনে চলি ভোরা উজাইয়া যায়।
বাল্মীকি মুনির ঘাট কত দূরে পায়॥
যেহি স্থানে বসিয়া বাল্মীকি তপোনিধি।
মরা মরা জপি পাইল রাম নাম সিদ্ধি॥
উত্তম পাথরে ঘাট মঠ গঙ্গা কূলে।
বালিঘাটা নাম করি সর্ব্ব লোকে বলে॥
সেই ঘাটে মুনি সবে থাকে অবিরাম।
দেখিয়া ভক্তিয়ে কন্যা করিল প্রণাম॥
তথা হনে উজাইয়া করিল গমন।
অনুকূল মহামায়া পৃষ্ঠেত পবন॥
দেখিল গঙ্গার স্রোত অতি ভয়ঙ্কর।
মহা শব্দে আসে চলে ছিড়িয়া পাথর॥
লখার শরীর হৈল অধিক গলিত।
মনে মনে ভাবে কন্যা হইয়া চিন্তিত॥
পূর্ব্বের যতেক কথা পদ্মা পদ স্মরি।
ধ্যানে বসি কান্দে কন্যা যোগাসন করি॥
দ্বিজ বংশীদাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
রাম গঙ্গা বল ভাই মুক্তির কারণ॥

লাচারী—ভাটিয়াল রাগ।

নিরখি নিরখি, কান্দে চন্দ্রমুখী,
বসি ত্রিবেণীর ঘাটে।
ত্রিবেণীর চর, দেখি লাগে ডর,
ঠেকিল ঘোর সঙ্কটে॥
চান্দর কোঙর, প্রভু লক্ষীধর,
দেহ হে উত্তর মোরে।
আমি অভাগিনী, কিছুই না জানি,
ভাসিনু একা সাগরে॥
তরঙ্গ যে দেখি, ভয়ে মুদে আঁখি,
কিসে যাই দেবপুরী।
তব অঙ্গ খসি, পড়ে রাশি রাশি,
কেমনে পরাণ ধরি॥
ডাকি বিপুলারে, পদ্মা বলে তারে,
শুন কহি যে উপায়।
পূর্ব্ব কথা স্মর, মন স্থির কর,
হইব আমি সহায়॥
লখাইর দেহ, পুণ্যময় সেহ,
যোগ বলে রাখিয়াছি।
যত সব নাড়ি, অস্থি চর্ম্মে জড়ি,
হে[illegible] না লোম গাছি॥
জীব যতনে, পরমের সনে,
[illegible] রাখিয়াছি তায়।

ভাশুর ছজনে, ধন্বন্তরি সনে,
লোক সত্তরি হাজার ॥
পূর্ব্বে সত্য কৈলা, তারে পাশরিলা
দেবের কন্যা হইয়া।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয়, তোর লাগি নয়,
যাও লো স্বামী লইয়া ॥
ধ্যান ভাঙ্গি সতী, হরষিত মতি,
সত্য ভাবি সমুদয়।
দ্বিজ বংশী গায়, ভেলা চলি যায়,
পদ্ম গন্ধ মরা ছঁয় ॥

দিশা—রাম পরম ধন সদা কর জপ।

তথা হনে পুনঃ ভেলা যায় উজাইয়া।
গর্গ মুনির ঘাট বামেতে থুইয়া ॥
সেই ঘাটে মহাশক্তি গর্গ মুনিবরে।
স্থাপিয়াছে শিবলিঙ্গ মরক্ত পাথরে ॥
কোটী সূর্য্য তেজ যেন অতি অনুপম।
ডানি কূলে দেখে জহ্নু মুনির আশ্রম ॥
যেকি কালে ভগীরথ আসে গঙ্গা লৈয়া।
জহ্নু মুনি তপ করে যোগেত বসিয়া ॥
দেবার্চ্চন গন্ধ পুষ্প চন্দন সহিতে।
ভাসাইয়া লইল গঙ্গার খর স্রোতে ॥

ধ্যান ভাঙ্গি মুনিবর দেখে আচম্বিত।
প্রলয়ের জলে যেন সংসার ব্যাপিত॥
পুনরপি মহামুনি ধ্যান করি চায়।
দেখে ভগীরথ রাজা গঙ্গা লৈয়া যায়॥
এতেকে সে মহামুনি বলিল হাসিয়া।
মোর পুষ্প দুর্ব্বা জলে চলিছে ভাসিয়া॥
আমা না জানিয়া গঙ্গা করে অপজ্ঞান।
এত বলি গণ্ডূষে করিল গঙ্গা পান॥
গঙ্গা পান কৈল মুনি নাচঞি পার্ব্বতী।
শঙ্কর ক্রন্দন করে দেবের সংহতি॥
ইহা দেখি ভগীরথ সঙ্কট ভাবিল।
কি বলিব শিবে গঙ্গা জটা হনে দিল॥
এতেক বলিয়া রাজা রথ দূরে এড়ি।
মুনিরে স্তবন করে ভূমিতলে পড়ি॥
অনেক স্তুতিয়ে মুনি ক্রোধ সম্বরিয়া।
গঙ্গারে ছাড়িয়া দিল জানু স্থান দিয়া॥
মুনির উদর হতে আসে জানু দ্বার।
এতেকে জাহ্নবী নাম হইল গঙ্গার॥
সেহি স্থান দেখি কন্যা প্রণাম করিয়া।
পবনের গতি ভোরা যায় উড়াইয়া॥
হেন কালে এক স্থানে দেখিল অদ্ভুত।
গলায় কলসী বান্ধি বণিক্যের সুত॥
গঙ্গা জলে নামিয়াছে মরণের আশে।
তাহারে দেখিয়া কন্যা ডাকিয়া জিজ্ঞাসে॥

কিসেরে উদ্যত তুমি মরিবার কাজে।
হাঁড়ী দড়ি গলায় নামিছ জল মাঝে॥
পুরুষের কেনে সাধ জলে মরিবার।
পুরুষ কহিল আমি অতি কুলাঙ্গার॥
সদা কাল জোয়ার খেলাতে দিলুঁ মন।
বাপের অর্জ্জিত যে বিস্তর ছিল ধন॥
বিষয় বিভব যত একে একে হারি।
অবশেষে বান্ধা দিলু কন্যা পুত্র নারী॥
তথাপিও খেলাইলু জিনিবার আশে।
মস্তকের কেশ দাড়ি হারিলাম শেষে॥
হারিয়া সকল নাহি জীবন উপায়।
মরিবারে চাই দুঃখ নাহি সহ যায়॥
অন্য খানে মৈলে হয় নরকেতে ঠাঁই।
শুনিছি গঙ্গাতে মৈলে পুনর্জ্জন্ম নাই॥
কন্যা বলে না মরিও ফিরি যাও ঘরে।
হস্তের কঙ্কন আমি দিলাম তোমারে॥
ইহাতে পাইবা তুমি যত ধন চাও।
বান্ধা দিছ যত বস্তু তাহারে ছাড়াও॥
এত বলি দিল কন্যা হাতের কঙ্কন।
উড়াইয়া চলে ভোরা পবন গমন॥
তথা নারায়ণ সাধু ভাটিয়াইয়া আসে।
দেখিলেক ভোরাতে সুন্দরী কন্যা ভাসে॥
কাছাইয়া জিজ্ঞাসিল ভেরা ভিঙ্গা রাখি।
কার কন্যা কোথা যাও কহ চন্দ্রমুখী॥

কন্যা বলে আমি সাহ রাজার কুমারী।
মায়ে বাপে নাম রাখে বিপুলাসুন্দরী॥
বিয়া কৈল লক্ষীধর চান্দর কোঙরে।
কাল রাত্রি রাঁড়ী কৈল পদ্মাবতী মোরে॥
প্রভু লৈয়া দেবপুরে জীয়াইতে যাই।
আপনি কে সাধু তুমি কহ মোর ঠাঁই॥
নারায়ণে বলে বড় অদ্ভুত কাহিনী।
মোর ভৈন আছে হেন আমিত না জানি॥
সা রাজার পুত্র আমি নাম নারায়ণ।
স্বরূপে কহ ভগিনী সব বিবরণ॥
বেউলা বলে মোর ঠাঁই কহিয়াছে মায়ে।
তের বৎসর তুমি গিয়াছ সদায়ে॥
সার্দ্ধ বার বৎসর জন্মিয়াছি উজানী।
জানে বধূ তারকা আর সুমিত্রা জননী॥
ইথে নারায়ণ সাধু প্রতীত পাইয়া।
কান্দিতে লাগিল সে বিপুলারে চাইয়া॥
দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মার পদে আশা।
সকলের শত্রু নাশ করুক মনসা॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

শুন শুন ওহে ভৈন বিপুলা সুন্দরী।
দেখিয়া বিদরে বুক সহিতে না পারি॥

ত্বরা দেশে চল ভৈন ডিঙ্গাতে উঠিয়া।
মরার বিধান করি ডিঙ্গা চাপাইয়া॥
মায়ের পেটের ধন বাপের পরাণ।
কি মতে ছাড়িয়া দিমু থাকিতে জেয়ান॥
সা রাজার নন্দিনী এ সাত ভাই জীতে।
কি লাগিয়া ভাস ভৈন মরার সহিতে॥
চান্দ সাধু নির্ব্বোধ লজ্জার নাহি ভয়।
তোমারে ভাসায়্যা দিল হইয়া নিদয়॥
দেশে গেলে কি বলিমু মার মুখ চায়্যা।
জীবন ত্যজিব মায় তোর বার্ত্তা পায়্যা॥
কান্দিয়া নারাণ সাধু হইল নৈরাশ।
পদ্মার চরণে গায় দ্বিজ বংশীদাস॥

দিশা—অহো আরে দেশে চল ভাই,
মরা পতি লৈয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই

বিপুলা বলয়ে ভাই শুনহ বচন।
স্বামী বিনে রমণীর সব অকারণ॥
বাপের সম্পদে তার কিছু নাহি কাজ।
স্বামী বিনে কে পারিবে সম্বরিতে লাজ॥
বধূ সবে গালি দিবে বলি রাঁড়ী রাঁড়ী।
ই দুঃখ তখনি দিমু গলায়ে কাটারী॥
রাঁড়ীর শ্বশুর ঘরে থাকন যোয়ায়।
ভাল নারী যে হয় স্বামীর সঙ্গে যায়॥

এতেকে নাবল কিছু ঘরে চল ভাই।
সাগরে ভাসিছি আমি প্রভু লৈয়া যাই॥
যার যেই কর্ম্মভোগ বিধির লিখন।
আমার শপথ যদি করহ ক্রন্দন॥
এতেক বলিয়া কন্যা হইল বিদায়।
কান্দিয়া নারাণ সাধু তের ডিঙ্গা বায়॥
উজাইয়া চলে ভোরা দেখিতে না দেখি।
বাম কূলে রাম হ্রদ দেখে চন্দ্রমুখী॥
রামচন্দ্র রাজা যবে অশ্বমেদ কৈল।
সেই ঘাটে ঘোড়া আসি গঙ্গা পার হৈল॥
সেই ঘাট অশ্বকুণ্ড সর্ব্বলোকে বলে।
প্রণাম করিয়া কন্যা উজাইয়া চলে॥
পাণ্ডবেরা কৈল যবে স্বর্গে আরোহণ।
সেই ঘাটে রৈয়া কৈল স্নানাদি তর্পন॥
ভীমে আসিয়া ঘাট বান্ধিল পাথরে।
পিতৃলোকে পিণ্ড দান কৈল যুধিষ্ঠিরে॥
মহাদেব যে স্থানে মহিষরূপ হৈয়া।
পর্ব্বত কাননে চলে কৌতুক করিয়া॥
তারে শুনি যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ জনে।
হরষেতে চলিল মহেশ দরশনে॥
এত শুনি মহাদেব চলে তাড়াতাড়ি।
মনুষ্যে আপন মুখ দেখাইব করি॥
তাকে দেখি পঞ্চ জন পাছে পাছে যায়।
শ্রামত হইল বড় লাগ নাহি পায়॥

চারি ভাই পাছে থুয়্যা ভীম গেল ধায়্যা।
পাথরে লুকায় শিব অৰ্দ্ধ অঙ্গ থুয়্যা ॥
বাহিরে ভীমে বৃষের লেজ ধরি টানে।
পাথরে হাটু পাতি ফিরাইবার মনে॥
ভীমের হাটুর চাপে পাথরের দাগ।
ততক্ষণে চারি ভায়ে আসি পায় লাগ॥
যুধিষ্টিরে বলে প্রভু দেব শূলপাণি।
বদন ফিরাও তোমা পূজা করি খানি॥
মহাদেবে বলে আমি স্বরূপেত কই।
পাছ অঙ্গে পূজা কর ফিরিবার নই॥
যেহি বর মাগ তুমি পাইবা ইহাতে।
দেবের দুর্লভ তীর্থ হৈব পৃথিবীতে॥
তারে শুনি পাণ্ডবেরা আরম্ভিল পূজা।
স্বর্গে যাইতে বর পায় যুধিষ্ঠির রাজা॥
পাথরে লুকাল শিব করিয়া বিদায়।
এতেকে তীর্থের নাম হইল কেদার॥
সেই ঘাট ছাড়াইয়া যায় ডাইনে রাখি।
হিমালয় বিদারী গঙ্গার স্রোত দেখি॥
স্থানে স্থানে তথায় দেবতা কেলি করে।
সিদ্ধ মুনি তপ করে বসিয়া কন্দরে॥
তথা হনে উজাইয়া কৈলাস নিকটে।
ভোরা গিয়া লাগিলেক ত্রিপুনির ঘাটে॥
যথা হনে গঙ্গা দেবী আকাশ গমনে।
হিমালয় বিদারিয়া নামিছে ভুবনে॥

ব্রহ্মপুত্র হনে পুনঃ ধারা রূপ হৈয়া।
দক্ষিণ বাহিনী করে ভগীরথে লৈয়া॥
সেইখানে থাকি কন্যা ধর্ম্ম চিন্তে মনে।
কি মতে যাইব আমি দেবের ভুবনে॥
বিপুলার যত ধর্ম্ম পূর্ব্বের সঞ্চিত।
মূর্তিমান হৈয়া তথা হৈল উপস্থিত॥
ধর্ম্মে বলে শুন কন্যা বচন আমার।
বিষম দেবের সাঁকো কিসে হৈবা পার॥
এই ঘাটে থাকি আমি ধর্ম্ম খেওয়া দেই।
পাতকী যাইতে নারে পুণ্য আত্মা নেই॥
যত পথ আসিয়াছ সাহসে তোমার।
আজি সে হইবে পাপ পুণ্যের বিচার॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান স্বর্ণ করে চুরি।
গুরু পত্নী হরে কিংবা নিত্য পরদারী॥
ব্রাহ্মণের বিত্ত হরে মিথ্যা সাক্ষী দেয়।
দেব নিন্দা করে যেবা সীমা হরি নেয়॥
মাতা পিতা অপজ্ঞান করে কদাচার।
সেই পাপী না পারে সাঁকোতে হতে পার॥
ব্রহ্ম হিংসা করে যে সদায় প্রাণী বধ।
দেব দ্বিজ গুরু পূজা না করে মুগধ॥
শাস্ত্র নাহি মানে যে কপট ব্যবহার।
সে পাপিষ্ঠ না পারে সাঁকোতে হতে পার॥
পতিব্রতা সতী যেবা পুণ্য পথে মন।
সর্ব্বদা ভক্তিয়ে পূজে দেব গুরু জন॥

অধর্ম্মে না চলে সদা সত্য কথা কয়।
সেই সতী সশরীরে সাঁকো পার হয়॥
বিপুলা বলয়ে যদি ধর্ম্ম বল থাকে।
অবশ্য হইব পার দেখিবেক লোকে॥
লখাইর শরীর শুখায়ে হৈয়াছে শুঁড়ী।
বোচকা বান্ধিয়া লৈল কাপড়েত জড়ি॥
মিলিল সাঁকোর আগে ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
দ্বিজ বংশী দাসে কয় বল হরি হরি॥

লাচাড়ী

অয়ি বিপুলা গো।
কি মতে সাঁকোতে হৈবা পার।
দু কূলে শোলার খুটি, কেশের উপরে হাটি,
পড়িলেত না দেখি নিস্তার॥
ধর্ম্ম অতি চমৎকার, কেশেতে হীরার ধার,
কি মতে হাটিয়া যাইবা পারে।
আপনার পুণ্য ফলে, যদি বা ইহাতে গেলে,
তবে যাইবা স্বর্গের দুয়ারে॥
স্বর্গের দুয়ার থান, বিধাতার নির্ম্মাণ,
ধুতূরার ফুলের আকৃতি।
পাপী জন যাইতে নারে, পুণ্যবান যে সে পারে,
যার থাকে ধর্ম্মেত ভকতি॥

বিপুলা ভাবিয়া মনে, মনসার শ্রীচরণে,
বলে মতি রাখি আপনার।
শুন মাও বিষহরী, পার কর হাতে ধরি,
উপায় না দেখি মাও আর॥
পদ্মা কৈল অঙ্গীকার, হাটি বেউলা হৈল পার,
একে একে সকল সঙ্কট।
বলে দ্বিজ বংশী দাসে, যে যাইবা স্বর্গ বাসে,
ধর্ম্মে কভু না কর কপট॥

দিশা—উদ্ধব চলরে জনমভূমে যাই

পদ্মার চরণ কন্যা ভাবিয়া বিশেষে।
স্বর্গের দুয়ারে হাটি উঠে অনায়াসে॥
উঠিয়া স্বর্গে বিপুলা তিন তালী দিল।
যত সব বিদ্যাধরী সঙ্কেত বুঝিল॥
উষার হাতের তালী সবে তারা জানি।
স্বর্গে আইল উষা হেন অনুমানি॥
বিদ্যাধরী সবে আসি দেখে বিপুলারে।
কেহ নমস্কার কেহ আশীর্ব্বাদ করে॥
বেউলা বলে মোর দুঃখ শুন মোর খুড়ী।
কাল রাত্রী পদ্মাবতী মোরে কৈল রাঁড়ী॥
ছয় মাসে আসিয়াছি সাগরে ভাসিয়া।
তুমি সবে কার্য্য কর সহায় হইয়া॥

যতেক নৃত্যের সজ্জ আনি দেহ মোরে।
নৃত্য করিবারে যাইমু শিবের গোচরে॥
সদয় হইলে মোরে কার্ত্তিকের মাই।
পদ্মা সঙ্গে হ্যায় করি প্রভুরে জীয়াই॥
তারে শুনি সবে তারা সকরুণ মনে।
তাল যন্ত্র পাখোয়াজ লৈল জনে জনে॥
চিত্ররেখা নামেত উষার প্রিয়সখী।
নৃত্যের যে সাজ গেছে তার কাছে রাখি॥
সেই সজ্জ দিয়া বেউলা করিলেক সাজ।
বিশ্বাবসু চিত্রসেন দুই বাইন রাজ॥
লখাইর মরা তনু কাপড়ে জড়িয়া।
চিত্ররেখার ঘরে নিয়া থুইল তুলিয়া॥
যোগ ধ্যানে আছে শিব নন্দি আছে
তখনে দুয়ারে গেল বিপুলা সুন্দরী॥
তাল টঙ্কারিয়া কৈল মৃদঙ্গে আঘাত।
ধ্যান ভাঙ্গি ফিরিয়া বসিলা ভোলানাথ॥
অষ্ট যন্ত্র যুড়ি আগে তালের সঞ্চার।
আগু হৈয়া শিব পায়ে কৈল নমস্কার॥
প্রণাম করিয়া শিবে দিলেক টঙ্কার।
আলাপয়ে পঞ্চমেত বসন্ত বাহার॥
তার শেষে নৃত্য করে তালে করি ভর।
বিপুলার নৃত্য দেখি হাসে মহেশ্বর॥
সঙ্গীতে পণ্ডিত হর তালে বিশারদ।
জানিল সুন্দরী নৃত্য গীতে বিদগধ॥

দেবের দেবতা তুমি অনাথের নাথ।
পদ্মারে আঁনিয়া ন্যায় বুঝহ সাক্ষাত॥
তোমার ঝী পদ্মাবতী নারী অকিঞ্চন।
পক্ষপাত না করিও লইছে শরণ॥
এত শুনি শঙ্কর নন্দিরে আজ্ঞা কৈল।
দেবতা আনিতে নন্দি সত্বরে চলিল॥
শিবের আজ্ঞায় নন্দি চলিলেক ধ্যায়্যা।
যত ইতি দেবগণ আনে চালাইয়া॥
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে পদ্মার চরণ।
ভব সিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

দেবতার বিচার।

—*—

ল্যাচাড়ী—পঠমঞ্জরী।

জানাইল নন্দি দুয়ারী।
আজ্ঞা দিল শঙ্করে, নর্ত্তন দেখিবারে,
সর্ব্ব দেব চল শীঘ্র করি॥
যে নর্ত্তকী আসিয়াছে, অদ্ভুত নাচন নাচে,
মোহিত দেখি শিবের মন।
বুড়া কালে যোগভঙ্গ, নৃত্য দেখিবারে রঙ্গ,
মনোহর উষার নাচন॥

উষার নাচন শুনি, চলিলাঞি চক্রপাণি,
গরুড় বাহনে নারায়ণ।
চলিলাঞি অতি রঙ্গে, লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে,
আর যত চতুর্ভুজগণ॥
হংস বাহন রথে, ব্রহ্মাণী লইয়া সাথে,
আইল ব্রহ্মা ঋষির সমাজ।
ঐরাবতের উপর, আইলাঞি পুরন্দর,
সচীর সহিত দেবরাজ॥
দ্বাদশ আদিত্যগণ, উনপঞ্চাশ পবন,
কুবের বরুণ আদি করি।
গ্রহ নক্ষত্র করি, বিদ্যাধর অপ্সরী,
আনন্দে মিলিল শিবপুরী॥
যত সব দেবী দেবা, মিলিয়া বসিল সভা,
যার যেহি ভূষণ বাহন।
অন্তরে কপট করি, না আইল বিষহরী,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন।

দিশা—দেখরে চান্দের হাট কদম্বের তলে।

সর্ব্ব দেব আসিয়া মিলিল শিবপুরী।
সভা করি আপনি বসিলা ত্রিপুরারি॥
ডাইনে বসে ব্রহ্মা বিষ্ণু বামেত পার্ব্বতী।
সিদ্ধগণ বসিল কার্ত্তিক গণপতি॥

ব্রহ্মা সনে সপ্ত ঋষি শুদ্ধাসনে বৈসে ।
চতুর্ভুজ সকল বিষ্ণুর চারি পাশে ॥
ইন্দ্র অগ্নি কুবের বরুণ যম কাল ।
বসিল নারদ আর অষ্ট লোকপাল ॥
একাদশ রুদ্র বৈসে দ্বাদশ আদিত্য ।
বৃহস্পতি শুক্র দুই দেব পুরোহিত ॥
বিশ্বদেবা দশ উনপঞ্চাশ পবন ।
বসিলেক অশ্বিনী কুমার দুই জন ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত গন্ধর্ব্ব কুমার ।
সাজিল বিপুলা তবে নৃত্য করিবার ॥
একে একে দেব সভা হৈল সমুদিত ।
দেখিয়া নারদ মুনি বড়ই চিন্তিত ॥
সর্ব্ব দেব বসিয়াছে হইয়া সানন্দ ।
ইহাতে কাহার সঙ্গে না বাজিল দন্দ ॥
হেন কালে গরুড়েরে দেখিয়া সভায় ।
শিবের কণ্ঠেত থাকি বাসুকি ফোঁপায় ॥
মহা রাগে গর্জ্জে করি পূর্ব্ব দুঃখ মনে ।
গরুড়ে বলয়ে কিছু সহাস্য বদনে ॥
বলে কি করিব বল স্থানেরে প্রশংসি ।
শৃগালহ সিংহ হয় স্থান গুণে বসি ॥
শিবের কণ্ঠে থাকিয়া এত অহঙ্কার ।
অন্য খানে হৈলে আজি ফল পাইতা তার ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হরষিত মন ।
লাগ লাগ বলি হাসে প্রফুল্ল বদন ॥

চণ্ডীর সিংহ দেখি দিল ঐরাবত রড়।
সভা মধ্যে পুরন্দর লজ্জা পাইল বড়॥
গৃহ দেবীর বিড়ালের চক্ষুর পাকে।
ইন্দুর গণেশে ছাড়ি পলাইল ডাকে॥
এহি মতে সভা মধ্যে বাজিল কোন্দল।
পদ্মারে না দেখি হৈল শঙ্কর চঞ্চল॥
শিবে বলে নন্দি তুমি চলহ সত্বরে।
পদ্মারে আনহ শীঘ্র নৃত্য দেখিবারে॥
নন্দি তারে শুনিয়া সত্বরে গেল ধায়্যা।
বস্ত্র মুড়ে দিয়া পদ্মা রহিয়াছে শুয়্যা॥
নেতা কহে পদ্মাবতী কাঁকালির বিষে।
শরীরেত সুখ নাহি শক্তি নাহি বসে॥
ফিরি আসি নন্দি কৈল শিবের গোচর।
দেখিলাম স্বচক্ষে পদ্মার গায়ে জ্বর॥
শিবে বলে ভাগিনা নারদ যাও চলি।
পদ্মারে আনহ শীঘ্র দড় বোল বলি॥
শিবের বচনে মুনি চলিলা সত্বর।
পদ্মা পদ্মা বলি গেল বাড়ীর ভিতর॥
নারদে বোলয়ে শুন কহি বুঝাইয়া।
শুইয়া থাকহ কোঁকাইয়া কোঁকাইয়া॥
কাপড় সাত পরতে আচ্ছাদিয়া গাও।
অষ্ট জ্বর হৈছে বলি মায়া নিদ্রা যাও॥
তুমিই সে বাপের ঝী বাদ সাধীবারে।
চণ্ডিকা বিপক্ষ হৈয়া কি করিতে পারে॥

এত বলি তথা হতে আসি মুনিবর।
শিবের সাক্ষাতে কহে সভার ভিতর॥
নারদে বলয়ে মামা কিবা রঙ্গ চাও।
পদ্মারে দেখিবা যদি শীঘ্র করি যাও॥
কাঁকালে মারিছে চান্দ হেঁতালের বাড়ি।
সেই বিষ উকি লৈছে পাড়ে গড়াগড়ি॥
পদ্মা পদ্মা বলি গিয়া ডাকিলাম কাছে।
অনুমানে বুঝিলাম স্বর বন্ধ হৈছে॥
পদ্মার দুর্গতি দেখি সহন না যায়।
মাও নাহি ভগ্নী মোর কান্দে সর্ব্বদায়॥
ঔষধ প্রকার কেনে নাহি দেও তুমি।
ই সব বিপাকে ঠেকাইলা দুর্গা মামী॥
খল হাতে শেল দিয়া রঙ্গ চায় পাছে।
পদ্মার পরাণ যায় তান কি হৈয়াছে॥
স্বপ্নে দিলাগ্রি চান্দে দারুণ হেঁতাল।
চান্দের সে হেঁতাল পদ্মার হৈল কাল॥
মুনির বাক্যে চণ্ডীর ক্রোধে পেট ফুলে।
তিন চক্ষু রাঙ্গা করি শঙ্করেরে বলে॥
তাহারে দেখিয়া মুনি মনে তুষ্ট হৈল।
লাগ লাগ বলি তবে তিন তালী দিল॥
চণ্ডী বলে ভাঙ্গড়ারে তোর লজ্জা নাই।
যে তোরে দেবতা বলে তার মুখে ছাই॥
আপনার মাথা কাটি পূজিল রাবণে।
সে রাবণে বিনাশিলা কেমন পরাণে॥

এক সেবক মোর আছিল সংসারে।
তার সর্ব্বনাশ কৈলা শিখায়্যা ঝীয়েরে॥
কাটিয়া বাগান বাড়ী ছয় পুত্র মারে।
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবায় সাগরে॥
করিলেক সর্ব্বনাশ তোমার কথায়।
সভাতে আসিব বলি মায়া নিদ্রা যায়॥
পদ্মাইর যত মায়া আমি জানি ভাল।
সখী পাতি ধন্বন্তরি বধে করি ছল॥
চণ্ডীর কথা সকল সত্য হেন মানি।
পুনঃ শিবে পাঠায় নারদ মহামুনি॥
শিবে বলে নারদ রে চলহ ত্বরিত।
তুমি থাকিতে মোর যাওন অনুচিত॥
যেন মতে পার তুমি পদ্মারে আনিতে।
কার্ত্তিক গণেশ যাউক তোমার সহিতে॥
এত শুনি তিন ভাই চলে শীঘ্র হৈয়া।
দুয়ার বান্ধিছে পদ্মা কপাটে খিল দিয়া॥
কপাট ভাঙ্গিল তারা না মানিল মানা।
পদ্মা অন্তঃপুরে গিয়া মিলে তিন জনা॥
দূর করি গায়ে যত কাপড় পদ্মার।
গায়ে হাত দিয়া বলে করি আবিষ্কার॥
নারদে বলয়ে দেখি মরণের পথ।
শীতল সকল গাও পাথরের মত॥
ঔষধ দিবার সে সুহৃদ্ নাহি কেহ।
আমি জানি যে ঔষধ শীঘ্র আনি দেহ॥

চুতুরার পাতা দেহ সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়া।
কাঁকালীত দাগ দেহ লোহা পোড়াইয়া॥
তাহার উপরে দেহ লোন লেম্বু জড়ি।
যাবে কাঁকালীর বিষ হেঁতালের বাড়ি॥
এত বলি তুলিলাঞি ধরাধরি করি।
ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল বিষহরী॥
দ্বিজ বংশী দাস গায় পদ্মার চরণে।
ভব সিন্ধু তরিবারে ভাব নারায়ণে॥

লাচাড়ী

বিষহরী বলে ভাই।
স্বরূপেত জিজ্ঞাসি তোমারে
এত দিন শিব মোরে, না ডাকে চণ্ডীর ডরে,
আজি কেনে যতন আমারে॥
যখনে চণ্ডীর বোলে, বাড়ি মারিয়া হেঁতালে,
কাঁকালী ভাঙ্গিল মোর চান্দ।
কান্দিয়া বাপের তথা, কহিলুঁ দুঃখের কথা,
তখনে না কৈল ভাল মন্দ॥
যবে সে সফরে যায়, শৈকা তুলি চোন্দ নায়,
ঘর ভাঙ্গি ফেলাইল মোর।
কান্দিয়া বাপেরে কৈলুঁ, উত্তর নাহি পাইলুঁ,
আজি কেনে আমারে আদর॥

নারদে বলে বিষহরী, পূর্ব্ব দুঃখ দূর করি,
শীঘ্র চল শিবের আজ্ঞায়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবরাজ, নৃত্য দেখিবারে আজ,
রৈঁয়াছে তোমার অপেক্ষায়॥
নেতা বলয়ে ভগিনী, যে কৈলা নারদ মুনি,
তান বাক্য রাখিবারে চাই।
না গেলে শিবে বকিবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু কি কহিবে,
আসিয়াছে কার্ত্তিক গণাই॥
কার্য্য বুঝি আপনার, হৈলা পদ্মা আগুসার,
সাত পাঁচ ভাবি মনে মনে।
নারদ আগেত যাই, পাছে কাত্তিক গণাই,
ভণে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন॥

দিশা—হরি কেশব বলরে হরি রাম

নারদেরে আগে করি চলে বিষহরী।
ধনঞ্জয় পাছে পাছে যায় ছত্র ধরি॥
সুগন্ধা চামর হাতে কর্পূর তাম্বূল।
নেতা লৈল ভৃঙ্গার ও পারিজাত ফুল॥
ই মতে আইল পদ্মা দেব সভা আগে।
বিপুলা চরণে পড়ি পরিহার মাগে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই জ্যেষ্ঠ বাপ ত্রিলোচন।
আগু হৈয়া কৈল পদ্মা চরণ বন্দন॥

চণ্ডিকা সম্ভাষে পুনি প্রণমিয়া শেষে।
একে একে দেব সভা উঠিয়া সম্ভাষে॥
পদ্মারে দেখিয়া শিবে পরম আদরে।
অৰ্দ্ধেক আসন দিয়া বসাইল উরে॥
শিবে বলে কেনে পদ্মা হেন ব্যবহার।
পাঠাইলু ডাকিয়া তোমাকে বার বার॥
নৰ্ত্তকী আসিছে এথা মাগিবারে ধন।
দিবা করি না আইস তুমি কি কৃপণ॥
পাইবারে আশা করি অকিঞ্চন আসে।
তার আশা না পুরিলে পূর্ব্ব পুণ্য নাশে॥
দান হন্তে ধৰ্ম্ম আর নাই ই সংসারে।
ইহলোকে পরলোকে বাখানে দাতারে॥
দান ভোগ না করিয়া সঞ্চয় সদায়।
পরের কারণে করে মধু মাছি প্রায়॥
দান কৈলে পুণ্য হয় লোকে যশ ঘোষে।
অদানী পাপিষ্ঠ অতি কে তারে প্রশংসে॥
মহারাজা বলি দাতা ছলিল বামনে।
হরিশ্চন্দ্র মহাদাতা বলে সর্ব্ব জনে॥
দান করিবারে পদ্মা না হইবা হীন।
তব যশ সংসারে ঘোষিবে চিরদিন॥
নৰ্ত্তকী আসিছে বড় করিয়া সাহস।
যে চায় তাহারে দিয়া রাখহ সুযশ॥
হেন কালে চণ্ডিকা দিলাঠি আঁখি ঠায়।
তখনে নাচিতে বেউলা হৈল আগুসার॥

চণ্ডিকা সহায় হেন ইঙ্গিতে বুঝিল।
হরষিত হৈয়া তবে নৃত্য আরম্ভিল॥
তালের টঙ্কার হানি মৃদঙ্গ আঘাতে।
দেবের সভার আগে নাচে হরষেতে॥
দ্বিজ বংশী দাসে মনসার গুণ গায়।
সভা জন বৈরিরে তক্ষকে যেন খায়॥

লাচাড়ী—পঠমঞ্জরী।

নৃত্য করে বিপুলা সুন্দরী।
যত দেব হরষেতে, বসি দেখে চারি ভিতে,
কটাক্ষে মোহিল সুরপুরী॥
খঞ্জন গমনে যায়, তাল বাটে হাতে পায়,
অলক্ষিতে সুতার সঞ্চারে।
বায়ু ভরে উভা হয়, শূন্যে ভঞ্জরি লয়,
উলছে সঙ্কেত তাল ভরে॥
অদ্ভুত নাচন দেখি, দেবগণ হৈল সুখী,
মনে কন্যা করে অনুমান।
গিয়া পদ্মাবতী আগে, আঁচল পাতিয়া মাগে,
অনাথারে দেহ স্বামী দান॥
তাহা দেখি দেবগণে, বলিল পদ্মার স্থানে,
ক্ষমা কর না পাড় জঞ্জাল।

অসম সাহস করি, আসিয়াছে দেবপুরী,
স্বামী শোকে আকুল ছাওয়াল॥
শিবে বলে বিষহরী, তব বাক্য দড় করি,
যদি সত্য দংশিছ লখাই।
সত্বরে জীয়ায়া দেও, যাবত না শুনে কেও,
ন্যায়েত হারিয়া কার্য্য নাই॥
শুনিয়া শিবের কথা, পদ্মা কৈল হেট মাথা,
চণ্ডিকায় আড় চক্ষে চায়।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি, বলে জয় বিষহরী,
শ্রীবংশীবদন দ্বিজে গায়॥

দিশা—বেউলা নৃত্যকী তুই নাচে মোহিলে দেবপুরী

গদ গদ স্বরে পদ্মা কহিল বচন।
সভা আগে কহি শুন মোর নিবেদন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বসিয়াছ শুক্র বৃহস্পতি।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ যত ইতি॥
না জানি না শুনি কথা কহ কি কারণ।
ধরিয়াই পাড় যেন বুঝিনু লক্ষণ॥
মোরে আসি ঢেঁসা দিল সংসার বিদিত।
সত্য মিথ্যা কথা আগে বুঝন উচিত॥

না বলিতে বলে মোরে বোল ভুরক্ষর।
ইতে আর কি বলিব দুঃখ দশা মোর॥
কার স্ত্রী কার বা বধূ আইল কোথা হনে।
নগরীয়া বেশ্যা হেন ভাল নৃত্য জানে॥
নাটে গীতে ঝটপট করিল মোহিত।
ই দেখি কে মোর পক্ষে বলিব উচিত॥
হাতি নাড়া দেখাইয়া খোপার পেখম।
আঁখি ঠারে পাগল করিছে দেবগণ॥
ঠাম ঠমকা দিয়া যার দিগে চায়।
কপেত উন্মত্ত হৈয়া সে হয় সহায়॥
বাপ মা আমার ভাল বুঝিয়াছি তারে।
উচিত না বলিবাঞি চণ্ডিকার ডরে॥
যে কথা শুনিয়াছিঞি বিমাতার ঠাঁই।
আমারেহ সেহি মত বলিবাঞি তাঁই॥
সহজে উন্মত্ত যে বাপের নাম নাই।
কার পুত্র কেবা মাতা জন্ম কোন ঠাঁই॥
সুবাপের বেটা হৈলে বসিয়া সভাত।
ন্যায় বুঝে সহজে না করে পক্ষপাত॥
এহি মতে পদ্মা যদি বলে কোপ করি।
তারে শুনি হাসিয়া বলিলা ত্রিপুরারি॥
বৃহস্পতি শুক্র আছ দুই পুরোহিত।
তোমরা বুঝহ ন্যায় শাস্ত্রের বিহিত॥
সংসারে সকলে জানে পদ্মা মোর ঝী।
চণ্ডী বলিবাঞি আমি তার পক্ষ বুঝি॥

এত শুনি দেবগণে করিল উত্তর।
কহ কন্যা পদ্মা ঠাঁই কিবা দাওয়া তোর॥
বেউলা বলে মোর দাওয়া কত কৈব আর।
মোর প্রভু বধিয়াছে নাগ দিয়া তার॥
না হইল অষ্ট চারি স্বামী ঘরে গিয়া।
কালরাত্রি রাঁড়ী কৈল কালনাগ দিয়া॥
কাটিল নাগের লেজ কাটারীর ঘায়।
সেহি লেজ আনিয়াছি দেবের সভায়॥
এহি হেতু আসিয়াছি পদ্মার উদ্দেশে।
আর যত দাওয়া করি বলি অবশেষে॥
ভাশুর ছজন মোর দেব অবতার।
এক দিনে ছয় নাগে দংশিয়াছে তার॥
ছয় রাঁড়ী দেখিয়া পথের লোক কান্দে।
তা সমারে রাঁড়ী কৈল কোন অপরাধে॥
মোর শ্বশুরের যেহি আছিল বাগান।
গাছ পালা কাটিয়া করিল খান খান॥
শ্বশুরের মহাজ্ঞান লৈয়া গেছে হরি।
সহায় জানিয়া বধে ওঝা ধন্বন্তরি॥
সত্তরী হাজার লোক ধনে জনে মিলি।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইয়া রাজ্য কৈল খালি॥
অবশেষে কাল রাত্রী মোরে কৈল রাঁড়ী।
ছলে ছাড়া'বারে চায় করি ভারিভুরি॥
এই সব দাওয়া মোর দেউক সত্বর।
নহে স্ত্রী বধের পাপ সভার উপর॥

পুরুষ বধিল ই ডাকিনী বিষহরী ।
স্ত্রী বধ হইমু আমি গলে দিয়া ছুরি ॥
বৃহস্পতি বলে শুন পদ্মাবতী মাও ।
কোন দাওয়া মিথ্যা সে উত্তর দিয়া যাও ॥
পদ্মা বলে ন্যায় মতে বুঝ যাহা হয় ।
কে জানি শিখাই দিছে তাতে এত কয় ॥
কাল রাত্রী রাঁড়ী হইতে আছিল নির্ব্বন্ধে ।
কর্ম্ম দোষে স্বামী মরে মোরে আসি বান্ধে ॥
কতই সাধুর ভরা তল হয় জলে ।
কোন কালে কেহ আসি আমারে না বলে ॥
কোথা হনে আসিয়াছে বাণিয়া ধাঙ্গড় ।
নগরীয়া বৈতাল লাজের নাহি ডর ॥
সভা মধ্যে আসিয়া আমারে দিল গালি ।
খেদাও মুড়িয়া মাথা দিয়া চূণ কালি ॥
সভায়ে সভায়ে ফিরে নানা বেশে সাজি ।
নানা ছলে কয় কথা এই তার পুঁজি ॥
বিপুলা বলয়ে পদ্মা কত বল আর ।
ন্যায়ের কথায় গালি পাড় বার বার ॥
আমিও বিস্তর জানি কহিয়া কি কাজ ।
কহিতে তোমার দোষ শিবের হয় লাজ ॥
তখনে চণ্ডিকা দিলা আঁখি ঠার দিয়া ।
গায়ে বল করি বেউলা বলে আগু হৈয়া ॥
সবে আমি নাচি গাই এই দোষ করি ।
তোমার যে দোষ শুন ঠাকুর ঝীয়ারী ॥

আমারে বলায়ে কিছু চাহ শুনিবারে।
পদ্ম বল্লের কথা পাশরিলা তারে॥
পথে পায়্যা কি করিলা হালুয়া বাছাই।
ঠুকর মারিয়া কাণা করিল সতাই।
হাওরে পাথারে ফির স্থান নাহি ঘরে।
হাঁসন হোসেন কাজি বিড়ম্বনা করে॥
শঙ্করের কন্যা জানি মুনি কৈল বিয়া।
তখনি ত্যজিয়া গেল কি দোষ পাইয়া॥
ধিক ধিক পদ্মাবতী ধিক কর্ম্মে তোর।
ভাল স্ত্রী হইলে কে না করে স্বামী ঘর॥
এত সব দোষ থুয়া আমাবে বলাও।
যদি লজ্জা থাকে মোর প্রভুরে জীয়াও॥
আমার শ্বশুরে যত কৈল তারে জান।
ঈশ্বরের ঝী হইয়া লজ্জা নাহি মান॥
শঙ্করের কন্যা হেন গর্ব্ব কর মনে।
ই গর্ব্ব না থাকিলে তোমারে কেবা গণে॥
কীটহ মাথায় উঠে পুষ্পের মিশালে।
পাথর দেবতা হয় মহাজনে ছুলে॥
এত শুনি পদ্মা বলে সভার বিদিত।
মুখ চায়া কেহ কিছু না বল উচিত॥
এতেকেহি জানিলু সমার মনে আছে।
আমারে পাড়িতে গালি কেহ শিখায়াছে॥
চণ্ডী বলে তোমায় মায়া কাঁদন ছাড়।
ই কাঁদন হইতে কান্দন আছে বড়॥

কাঁচা রাঁড়ী করিছ পূজা খাবার লোভে।
বিনে স্বামী না দিয়া কি মতে যাইবা শুভে
ছ ভাশুর দিবা আর ওঝা ধন্বন্তরি।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনে জনে দিবা লেখা করি॥
কান্দিয়া বাপের আগে বাড়াও সোহাগ।
কান্দিলে না ছাড়িব বাণিয়া পাইছে লাগ॥
শিবে বলে চণ্ডী তুমি ক্ষমা কর খানি।
ভাল মন্দ নিজ কার্য্যে নিজেই সে জানি॥
শিবে বলে বৃহস্পতি বুঝহ নিশ্চয়।
অস্বীকার গেল পদ্মা কি উচিত হয়॥
বৃহস্পতি বলয়ে প্রমাণ করিবারে।
বুঝিব পদ্মার ঘাইট শাস্ত্রের বিচারে॥
দ্বিজ বংশী দাসে বলে মধুর পয়ার।
হরি পরে গতি নাই ভব তরিবার॥

লাচাড়ী।

দেব সভা করিল নির্ণয়।
মুদ্দই সুন্দরী উষা, মুদ্দালে দেবী মনসা,
সদস্য শঙ্কর মহাশয়॥
বেউলা বলে নাগ মাতা, সাক্ষাতে তোমার পিতা,
ন্যায় করি কোন প্রয়োজন।
ইহাতে কি ফল আছে, ন্যায়ে হারিয়ে পাছে,
মিথ্যা নহে শিবের বচন॥

তোমার সুকীর্ত্তি রোক, মোর শ্রম ব্যর্থ নোক,
ক্ষমা কর যত দুঃখ মনে।
এত শুনি পদ্মাবতী, কোপিতা হইলা অতি,
বলে দেব সভা বিদ্যমানে ॥
যৌবনের গর্ব্বে মগ্ন, দেখাইছে অঙ্গ ভঙ্গ,
মোকে বলে চাতুরী বচন।
কোথাকার পাপ নারী, নানা অলঙ্কার পরি,
নাচনে মোহিল দেবগণ ॥
বেউলা বলে নাচি গাই, তাহে মোর দোষ নাই,
সুরপতি না জিজ্ঞাস কেনে।
মাগুসেত কাল রাতি, তোর নাগে খায় পতি,
না জীয়াইবা হেন লয় মনে ॥
সর্ব্বনাশ কৈলে যত, তারে বা কহিব কত,
ইহা বুঝি নাহি দিবা রাগে।
সে সব এখনে থাক, মোর প্রভুরে জীয়াক,
সবে মোর এই তর্ক আগে ॥
হাসিয়া বলে শঙ্করে, পদ্মাবতীর গোচরে,
তর্ক ভাল ভাল বিপুলার।
পদ্মার যত বিষধর, আন সবে সত্বর,
দেখি লেজ কাটা গেছে কার ॥
শিবের বচন শুনি, বলে জয় ব্রহ্মাণী,
হেন বাক্য কেনে বল বাপ।
পদ্মার মলিন মুখ, অন্তরে দারুণ শোক,
হৃদয়ে বাড়িল মনস্তাপ ॥

শ্রীবংশী দাসের বাণী, শুনহ শিব নন্দিনী,
ন্যায়ে হারি কার্য্য নাহি তারে।
সতীর পতি পাইব, সে বাক্য অন্যথা নৈব,
পূজিবেক চান্দ মনসারে॥

দিশা—আনন্দে ভবানী পদ সেবিব।

শিবের বচন পদ্মা লঙ্ঘিতে না পারে।
চর পাঠাইয়া নাগ আনিল সত্বরে॥
শিব আগে রহে নাগ পাটয়ার দিয়া।
পদ্মার খাটেত কালী রহে লুকাইয়া॥
হেন কালে বিপুলা সভায় তেজ এড়ে।
আগু হৈয়া যোড় করে কহিল পদ্মারে॥
যদি নারি এখানে প্রমাণ করিবার।
নাক চুল কাটি মোরে কর গঙ্গা পার॥
ততক্ষণে বলিলাত্রি দেব মহেশ্বর।
কোন নাগে দংশে লক্ষীন্দরে তারে ধর॥
এত শুনি বিপুলা যে আনন্দিত মন।
একে একে দেখিলেক সব নাগগণ॥
শিবের সাক্ষাতে যত নাগ কৈল লেখা।
পাপিষ্ঠ কালী নাগের না পাইল দেখা॥
নাগে না পাইয়া বেউলা চিন্তে মনে মনে।
হেন কালে চণ্ডী কন বিপুলার কাণে॥

চক্ষু ঠারে চণ্ডী দেবী বিপুলারে বলে।
লুকাইয়া আছে কালী পদ্মার খাট তলে॥
এত শুনি বিপুলার হরষিত মন।
ছলে ভজিবারে গেল পদ্মার চরণ॥
প্রণাম করিতে নাগে দেখিল সুন্দরী।
থাপা দিয়া হাতে তারে আনিলেক ধরি॥
লেজ কাটা দেখি নাগে হাসে দেবগণ।
লাজে পদ্মা হেট মুখ করিল তখন॥
ততক্ষণে দেবগণ কহিবারে লাগে।
কন্যা তব সাক্ষী কে কে নাম কর আগে।
বেউলা বলে এক সাক্ষী দেব মহেশ্বর।
পৃথিবীতে কিছু নাহি তার অগোচর॥
আর সাক্ষী চণ্ডী দেবী জগতের মাতা।
তাঞি জানে পূর্ব্বাপর যত সব কথা॥
আর সাক্ষী পুরন্দর দেব অধিকারী।
যার ঠাঁই মাগিয়া আনিছে বিষহরী॥
আর সাক্ষী যমরাজ বসিয়াছে আগে।
তাঞি জানে মোর প্রভু দংশে কাল নাগে
এহি চারি সাক্ষী মোর আগে কহিলাম।
আর যত সাক্ষী আছে পাছে কব নাম॥
পদ্মাবতী দেব কন্যা আমি ত অগতি।
আপনি বোলায়্যা সাক্ষী বুঝ সভাপতি॥
এই মত বিপুলা কহিল সভা আগে।
তখনে নারদ মুনি কহিবারে লাগে॥

মুনি বলে সাক্ষী দেওন নহে রঙ্গ।
পূর্ব্ব কথা কহি শুন সাক্ষীর প্রসঙ্গ॥
পরাদের পুত্র বিরোচন দৈত্য জাতি।
দিতির উদরে জন্ম কশিপুর নাতি॥
তার বড় দ্বন্দ্ব হৈল সুধর্ম্মার সনে।
মুই বড় বড় বলি কহে দুই জনে॥
সুধর্ম্মা ব্রহ্মার নাতি অঙ্গিরার পুত্র।
মহা দ্বন্দ্ব হৈল দোঁহে তুলি বাপ গোত্র॥
বিরোচনে বলে তুমি না বুঝিছ দড়।
তোর বংশ হইতে আমার বংশ বড়॥
সুধর্ম্মা বলয়ে তুমি না বুঝিছ ভাল।
তোর বংশ হইতে মোর বংশ বিশাল॥
পিতৃ পিতামহ ক্রমে বড় মোর কুল।
না মান যদি তবে প্রমাণ করি বল॥
দৈত্য বলে না পারি প্রমাণ করিবার।
এহি খড়্গে মাথা তুমি কাটিবা আমার॥
যদি তুমি নাহি পার প্রমাণ করিতে।
তব মাথা কাটিবাম আপনার হাতে॥
এহি মতে সত্য কৈল খড়্গ আগে রাখি।
বিরোচনে বলে কহ কে তোমার সাক্ষী॥
সুধর্ম্মা বলয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যে হয় পাপ।
আর সাক্ষী কারে মানি সাক্ষী তোর বাপ
এত বলি পরাদেরে আনিল সভাত।
পরাদে কহিতে লাগে যোড় করি হাত॥

মোর পুত্র বিরোচন ভাল নহে জ্ঞান।
বিরোচন হৈতে হয় সুধর্ম্মা প্রধান॥
আমা হৈতে অঙ্গিরার গুণ যে প্রচুর।
বিরোচন হৈতে বড় সুধর্ম্মা ঠাকুর॥
এহি মতে বড় তারা পূর্ব্বের পুরুষে।
দৈত্য কুলে জন্ম মোর হিরণ্যের বংশে॥
সত্য কথা কহিলাম সাক্ষীর প্রথায়।
কাটহ পুত্রের মাথা তাহার ইচ্ছায়॥
সুধর্ম্মা বলয়ে সত্য কহিলা পরাদ।
তব সত্যে তুষ্ট হৈয়া ক্ষমিলু বিবাদ॥
পুত্র লৈয়া ঘরে যাও অতি কুতূহলে।
সঙ্কট না হয় সত্যধর্ম্মেতে থাকিলে॥
পুত্র সাক্ষী বাপ হয় ধর্ম্ম থাকে যার।
মিথ্যা সাক্ষ্য পরে জান পাপ নাহি আর॥
জানিবা সাক্ষীর স্থলে ছোট বড় নাই।
ভদ্রাভদ্র সমভাবে সাক্ষ্য দেওয়া চাই॥
পদ্মা বলে করিয়াছ যে সাক্ষীর নাম।
সত না হইলে সাক্ষী ন্যায়ে হারিলাম॥
মোর পক্ষে সভাই সাক্ষীর যোগ্য নয়।
আছুক সে সাক্ষী মুদ্দইর কথা কয়॥
চণ্ডী বলে মুদ্দই কহিলা যদি মোরে।
না জীয়াইয়া লখাই কিমতে যাইবা ঘরে॥
বিপুলা কি জানে শিশুকালে হৈল বিয়া।
এক নিশি না বঞ্চিল স্বামী ঘরে গিয়া॥

বৃহস্পতি বলে তুমি কেনে কহ কোপে।
স্বামী শোকে করিয়াছে আদ্দাস স্বরূপে॥
বৃহস্পতি বলে যম তুমি কহ আগে।
সত্য কি লখাই দংশে মনসার নাগে॥
যমে বলে আমি জানি পূর্ব্ব বিবরণ।
সাক্ষাতে আছেন পদ্মা হয় নয় কন॥
লখাই দংশি যখন যায় কাল নাগ।
তখনে আমার দূতে পথে পায় লাগ॥
আমার দূতেরে নাগে মারিয়া বিস্তর।
বান্ধি তারে লৈয়া গেল পদ্মার গোচর॥
সে দূতেরে পদ্মাবতী মারি বারে বার।
মাথা মুড়ি খেদাইল করি গঙ্গা পার॥
কান্দিয়া আইল দূত সাক্ষাতে আমার।
জানাইলু পদ্মারে ই সব সমাচার॥
পদ্মা কৈল এরে আমি জন্মাইছি আনি।
মোর কার্য্য সিদ্ধ হৈলে স্বর্গে দিব পুনি॥
ইহার উপরেত যমের দাওয়া নাই।
যে কারণে জন্মাইছি তাতে লৈয়া যাই॥
এই সব সমাচার আমি মাত্র জানি।
বৃহস্পতি বলে ইন্দ্র কি জানহ শুনি॥
ইন্দ্রে বলে পদ্মা গিয়া আমার সভায়।
মাগিলা দুজনে অনিরুদ্ধ ও উষায়॥
আমি দিলুঁ দ্বাদশ বৎসর সত্য করি।
বাদ সাধি আনিয়া দিবাক্ষি সুরপুরি॥

তারে শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু কহিল বচন।
আপনি কি জান তাহা কহ ত্রিলোচন॥
সাক্ষী আদরিলে তাতে ছোট বড় নাই।
মান্য কৈলে সাক্ষ্য অবশ্য দিতে চাই॥
শিবে বলে যত কথা এক মিথ্যা নয়।
আমি জানি যে হৈয়াছে আর যেবা হয়॥
ই সকল যত কথা সকলই ধান্দা।
পূজার কারণে পদ্মা রাখিয়াছে বান্ধা॥
পদ্মারে পূজিলে চান্দ লক্ষ বলি দিয়া।
ধনে জনে সাত পুত্র দিব জীয়াইয়া॥
শুনিয়া চণ্ডিকা বলে কোপ করি মনে।
জিনিল বিপুলা ন্যায়ে পূজা দিব কেনে॥
যত দাওয়া করে বেউলা সকল দিবাঞি।
দেখি চাই না দিয়া কি মতে ঘরে যাঞি॥
শিবে বলে চণ্ডী তব ক্রোধ অতিশয়।
ন্যায় না বুঝহ তুমি কোন দিগে বয়॥
যখনে মনসা গেল অপমান পায়্যা।
মোর বাক্যে আইল উষা অনিরুদ্ধে লৈয়া॥
আনিয়া জন্মাল এহি কার্য্য করিবারে।
পুনরপি দিতে নিয়া কে রাখিতে পারে॥
এতেকেই কার্য্য সিদ্ধি হইল পদ্মার।
বিপুলা করিল স্বামী কুলের উদ্ধার॥
শিবে বলে বৃহস্পতি বুঝহ উচিত।
বৃহস্পতি কহে দেব সভার বিদিত॥

লখাই দংশিছে পদ্মা জানিলু নিশ্চয়।
জন্মাইছে আনিয়া যে সেহ মিথ্যা নয়॥
জন্মাইতে পারে সেহি মারিবারে পারে।
মারিয়া পুনশ্চ সেই পারে জীয়াইবারে॥
এতেকে পূজিব চান্দ লক্ষ বলি দিয়া।
ধনে জনে সাত পুত্র দিব জীয়াইয়া॥
এই সব কথা কৈতে দেবধ্বনি হৈল।
বিপুলার কার্য্য সিদ্ধি পদ্মায় জিনিল॥
এহি মতে পত্র লিখে করিয়া নির্ব্বন্ধ।
জীয়াও লক্ষীধরে খণ্ডিয়া যাক দ্বন্দ্ব॥
এহি মতে দেব সভা করিল নির্ণয়।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার বিজয়॥

পুনর্জ্জীবন।

লাচাড়ী।

পত্র লিখয়ে দেবগণে।
ধনে জনে লেখা করি, জীয়াইলে বিষহরী,
চান্দ পূজিবে বলিদানে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুর গোচর, বিপুলা কৈল স্বাক্ষর,
সাক্ষী করি যত দেব ঋষি।
যদি না পূজে এমনে, এহি মতে ধনে জনে,
থাকিব পদ্মার ঘরে আসি॥

ততক্ষণে বিপুলায়, ধরিলা পদ্মার পায়,
অপরাধ ক্ষমা কর মনে।
ছাড়িয়া কপট মতি, জীয়াও প্রাণের পতি,
ধরি মাতা তোমার চরণে ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে বলে, চল পদ্মা এইকালে,
জীয়াও গো চান্দর কুমার।
তব কার্য্য সিদ্ধ হোক, বিপুলার যশ রৌক,
স্বামী কুল করিল উদ্ধার ॥
শুনিয়া ই সব কথা, হরষিত নাগ মাতা,
লক্ষীধরে জীয়াইতে যায়।
সবার গোচরে আনে, নেত কারয়ার টানে,
শ্রীবংশী বদন দ্বিজে গায় ॥

দিশা—ভাইরে শিবপুরে কি আনন্দ হইল।

শিবে বলে শুন বেউলা আমার উত্তর।
চান্দর সম্বন্ধে তুমি নাতিবউ মোর ॥
বাপের সম্বন্ধে তুমি হইবা নাতিনী।
দুই মতে চভুটিয়া শুন গো কামিনী ॥
মোর সঙ্গে প্রীতি কর আমারে ভজিয়া।
সদয় হইয়া দেই স্বামী জীয়াইয়া ॥
চণ্ডী বলে ছি ছি ই কেমন ঠাকুরাল।
শোকে মরে কাঁচা রাঁড়ী তাতে চতুরাল ॥

বেউলা বলে শুন প্রভু পূর্ব্ব বিবরণ।
তুমি কি না জান তেঁহ করি নিবেদন
যবে পৃথিবীতে হৈল কৃষ্ণ অবতার।
তবে হৈল অনিরুদ্ধ কামের কুমার॥
বলি রাজা তনয় বাণের কন্যা আমি।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় মোর অনিরুদ্ধ স্বামী॥
এখাতে জন্মিয়া মোর নাহি অন্তর।
পতি মোর সেই অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর॥
বুড়া ঠাকুর তুমি তাই সহে গায়।
অন্য জন হইলে সারিয়া সে কি যায়॥
বিপুলার কথা শুনি যত সব দেবে।
ধন্য ধন্য সতী বলি প্রশংসিল তবে॥
এত শুনি পদ্মারে কহিল মহেশ্বর।
বিলম্ব না কর মরা জীয়াও সত্বর॥
তত্ক্ষণে নেতা দিল কারয়ার টানি।
তার মধ্যে পদ্মা গিয়া বসিলা আপনি॥
বিপুলা আনিয়া দিল লখাইর গুড়ি।
সর্ব্বা করি বিষহরী ব্রহ্ম মন্ত্র পড়ি॥
শিবের বচন স্মরি যোগ ভাবে মনে।
লখাইর পঞ্চ আত্মা শূন্য হতে আনে॥
ভূমি আকাশ জল অনল পবন।
পঞ্চ ভূতের অংশ করিল স্থাপন॥
দশ ইন্দ্রিয় ডাকে মন বুদ্ধি আর।
[illegible]॥

লাচাড়ী।

লখাইর তনু যেন, কেতকীর পুষ্প হেন,
শুখাইয়া হৈল সূক্ষ্ম অতি।
বসনের মধ্যে করি, সাহ রাজার কুমারী,
দিলেক আনি বিপুলা সতী॥
কারয়ার ভিতরে, রাখি উত্তর শিয়রে,
সম্মুখে বসিলা বিষহরী।
করি দিব্য যোগাসন, ডাকে পঞ্চ ভূতগণ,
আইস আইস মন্ত্র পড়ি॥
পরে ব্রহ্ম দ্বারে চাপি, মনে মূল মন্ত্র জপি,
করিলেক আগম প্রচার।
অস্থি চর্ম্ম যত নাড়ি, রক্ত মাংসেত জুড়ি
ঘটে জীব করিলা সঞ্চার॥
ইন্দ্রিয় একাদশ, দেহে করিল প্রবেশ,
হৈল জ্ঞান বুদ্ধির প্রকাশ।
লক্ষীধর আত্মা আনি, শূন্য হইতে পুনি,
ঘটেত করিল জীব ন্যাস॥
দেহে জীব সঞ্চারিল, লখাই উঠি বসিল,
লোম সব পুলকিত করি।
দারুণ বিষের জ্বালে, দুই চক্ষু নাহি মেলে,
ঝাড়িতে লাগিল বিষহরী॥
বিপুলা তুলিয়া ধরে, পদ্মা মূল মন্ত্রে ঝাড়ে,
নাম বিষ শিবের আজ্ঞায়।

বিষহরীর চরিত, দেখি সবে চমকিত,
শ্রীবংশী বদন দ্বিজে গায় ॥

দিশা—আরে গরল বিষ নাম তুমি ধারে,
আগম উদ্দেশে বসি পদ্মাবতী ঝাড়ে

উভে পরি কাপড় মাথার কেশ ছাড়ি ।
মাথা হনে পদ্মাবতী পায়ে নেয় ঝাড়ি ॥
উউড়া ভঁউড়া বিষ ধূম্রের আকার ।
হরিণা পরিণা বিষ বিদ্যুত সঞ্চার ॥
দারুণ গরল বিষ নাম হলাহল ।
শিবের আজ্ঞায় বিষ ঝাট করি চল ॥
নব বর্ণে বিষ তুই ধর নব নাম ।
আস্ত কথা শুনি বিষ পাতালেত নাম ॥
সমুদ্র মন্থনে যবে উপজিল বিষ ।
যারে খায়্যা মহাদেব হারাইল দিশ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু চমকিত যত দেবগণ ।
যা হৈতে জন্মিলা বিষ সেই অচেতন ॥
খুলি ঝাড়া মন্ত্রেত ঝাড়িয়া বিষহরী ।
শিবের বচন স্মরি ঝাড়ে মুষ্টি ধরি ॥
নাম নাম আরে বিষ পদ্মার আজ্ঞায় ।
যেহি দিয়াছিল বিষ সেহি লৈয়া যায় ॥
যেহি নালে উজাইলা সেই নালে ভাট ।
নাম নাম আরে বিষ দ্বারে নাম ঝাট ॥

ব্রহ্ম রন্ধ্র পথে নাম শঙ্খিনীর নালে।
সঞ্চার দুয়ারে বিষ নামহ পাতালে॥
বক্ষ হুঙ্কারে পদ্মা ভাবয়ে যোগিনী।
সব বিষ সাপটি চাপড়ে কৈল পানী॥
পরম পুরুষ পূণ্য জ্যোতির্ম্ময় হয়।
যে নালে আইলা বিষ সেহি নালে ক্ষয়॥
ঈড়লা পিঙ্গলা আর চিত্রা নামে নাড়ী।
সুষুম্নার মূলে দিয়া উর্দ্ধে কৈল ঝাড়ি॥
শূন্যের সে হাট খানি শূন্যের পসার।
শূন্য মধ্যে কালকূট জনম তোমার॥
মাও নাহি বাপ নাহি শূন্যেত উৎপত্তি।
অযোনি সম্ভবা বিষ নাম শীঘ্র গতি॥
নাম কালকূট বিষ আত্ম কথা শুনি।
পাপায় ধরিয়া বিষ ফুয়ে কৈল পানী॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া পদ্মা দিলেক চাপড়।
উঠিয়া বসে লখাই সভার গোচর॥
অমৃত নয়নে পদ্মা মুখে দিল চুম।
দুই চক্ষু প্রকাশিত ভাঙ্গি কাল ঘুম॥
চক্ষু মেলি দেব সভা দেখি বিদ্যমান।
লজ্জিত হৈল লখাই নাহি পরিধান॥
যত ইতি দেবগণে দেখিয়া সভায়।
বিপুলার কাপড়ে আওর হৈতে চায়॥
চান্দর নন্দনের ধনের দুঃখ নাই।
বৃহস্পতি কহিলাঙ্গি শুক্রাচার্য্য ঠাঁই॥

তাহা শুনি মহাদেব চাহিয়া দেখিল।
কিছু নাই অর্দ্ধেক কৌপীন ছিড়ি দিল॥
বসিল উঠি লখাই সে কোপীন পরি।
তাহা দেখি ব্রহ্মা দিলা গায়ের উত্তরী॥
বিষ্ণু দিলা পীতাম্বর ছিরি অর্দ্ধ খান।
চণ্ডী দিলা গায়ে যে উড়নী ছিল তান॥
পদ্মা দিলা পাটাম্বর বান্ধিয়া মাথায়।
আর দেবগণে নানা বস্ত্র দিলা গায়॥
লখায়ে ভূষিত করি বস্ত্র আভরণে।
পারিজাত মালা ইন্দ্র দিলাগ্রি আপনে॥
দ্বিজ বংশী দাসের পদ্মার পদে আশা।
সকলের মনোবাঞ্ছা পূরাও মনসা॥

লাচাড়ী।

বিদায় মাগে বেউলা সুন্দরী।
জীয়াইয়া প্রাণপতি, বড় হরষিত মতি,
প্রণাম শিবের পদে করি॥
শিবে বলে শুন বেউলা, স্বামী কুল উদ্ধারিলা,
কার্য্য কথা শুন সাবধানে।
অবিলম্বে দেশে গিয়া, লক্ষ ছাগ বলি দিয়া,
মনসারে পূজিও যতনে॥
মনসার পূজা যথা, লক্ষ্মী অধিষ্ঠান তথা,
তাতে তুষ্ট আমি আশুতোষ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রজাপতি, গঙ্গা গৌরী সরস্বতী,
সকল দেবের পরিতোষ ॥
পদ্মারে পূজিব চান্দ, তার যত হৈছে মন্দ,
সকল দিবেক বিষহরী।
ছয় পুত্র ধনে জনে, চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরা সনে,
মহাজ্ঞান ওঝা ধন্বন্তরী ॥
পদ্মারে বলয়ে মাও, বিপুলার সঙ্গে যাও,
কার্য্য সিদ্ধ হইল তোমার।
সকল জানিব সাধু, বিবাদ ভাঙ্গিল বধূ,
এহি যশ ঘোষিব সংসার ॥
বেউলা বলে দেশে গিয়া, বিনে লক্ষ বলি দিয়া,
নাও হৈতে না উঠিব তথা।
পূজা না হৈলে এমনে, আসিব পদ্মার স্থানে,
শিব আগে কৈলু সত্য কথা ॥
এত শুনি দেবগণে, কহিল পদ্মার সনে,
শিব আজ্ঞা না কর লঙ্ঘন।
সকল জানিলু আমি, বিবাদ ভাঙ্গিলা তুমি,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদন ॥

দিশা—চলরে গোপাল আনন্দ দেখি গিয়া।

শিব আগে বলে পদ্মা করিয়া বিনয়।
চান্দ যে পূজিব হেন না করি প্রত্যয় ॥

অকপটে যদি আজ্ঞা করয়ে সভাই।
তবেই পূজিব চান্দ তাতে দ্বিধা নাই॥
তাহা শুনি শঙ্কর চণ্ডীর দিকে চায়্যা।
পদ্মা আনি সমর্পিল হস্তে ত ধরিয়া॥
ইহা দেখি চণ্ডিকা হাসিয়া কুতূহলে।
কপালে চুম্বন দিয়া তুলি লৈল কোলে॥
দেবের দুর্ল্লভ তুমি শঙ্করের ঝী।
তোমারে যে নাহি পূজে তার জ্ঞান কি॥
তোমারে পূজিলে যেন আমারেই পূজে।
মুগ্ধ অজ্ঞান জনে ভিন্ন ভিন্ন বুঝে॥
তুমি আমি দুই নহে একই প্রকৃতি।
কহিলু পূজিব তোমা চম্পকের পতি॥
চান্দর নাহিক দোষ আমি কৈলু বাদ।
দয়া করি সেবকের ক্ষম অপরাধ॥
হরষেতে পদ্মাবতী হইল বিদায়।
বিদ্যাধরী সবে আসি বেড়ে বিপুলায়॥
তিলোত্তমা রম্ভাবতী আইল উর্ব্বশী।
গন্ধকালী শশীপ্রভা মেনকা রূপসী॥
রেবতী কাঞ্চনমালা সহজন্যা হিরা।
রুক্মিনী যোজনগন্ধা মিশ্রকেশী তারা॥
সবে মিলি বিপুলার সঙ্গে গলাগলি।
বাইতে চক্ষুর জল পড়ে ছল ছলি॥
বেউলা বলে ভগ্নী সব না ভাবিও তাপ।
সপ্ত দিন আছে আর মুক্ত হৈতে শাপ॥

সিদ্ধ করি সব কার্য্য ইহার ভিতর।
পুনরপি আসিবাম সপ্ত দিন পর॥
এতেক বলি বিপুলা হইল বিদায়।
লক্ষীধরে আগে করি পদ্মা সঙ্গে যায়॥
সমুদ্রের কূলে আসি মিলে শীঘ্রগতি।
ডাকুর ডাকুর বলি ডাকে পদ্মাবতী॥
ভীম হনুমান বলি করিল স্মরণ।
কুবেরের সঙ্গে আছে যত যক্ষগণ॥
পদ্মার স্মরণে তারা আসি উপস্থিত।
পদ্মা বলে ডিঙ্গা সব উঠাহ ত্বরিত॥
গঙ্গার ভাণ্ডারে সব আছে ধনে জনে।
যে ডুবাইলা যেই ডিঙ্গা তুল বিদ্যমানে॥
এতেক শুনিয়া তারা ডিঙ্গা ধরি তোলে।
হরি হরি মহাশব্দ সমুদ্রের কূলে॥
বীরভদ্র নামিলেক সমুদ্র ভিতর।
কাঁড়ার ধরিয়া তুলে ডিঙ্গা শঙ্খচূড়॥
ছোটাঘটা তুলিল মাণিক্যভদ্র বীরে।
নেত কতিবা ভরা যাহার ভিতরে॥
বিচিত্রকুণ্ডল যক্ষ ঝাঁপ দিয়া জলে।
ডিঙ্গা কাজলরেখা ভরা সনে তোলে॥
না হেলিছে খানিক সে কাজলের রেখা।
যেনবা মরুৎ কোণে মেঘে দিল দেখা॥
বিরূপাক্ষ তুলিলেক ডিঙ্গা দুর্গাবরে।
মৈনাক পর্ব্বত যেন ভাসিল সাগরে॥

মাণিক্যমেড়ুয়া ডিঙ্গা কমলাক্ষে তোলে।
ষোল শ দাড়ুয়া উঠি হরি হরি বলে॥
পাটাবুকা বীরে তোলে আগলপাগল।
পূর্ণচন্দ্র বীরে তোলে ডিঙ্গা হংসখল॥
তুলিল রাজবল্লভ একদন্ত যক্ষে।
বারক্ষেত্রে সাগরফেণা তোলে সমক্ষে॥
লৌহজঙ্গে তুলিল চন্দনপাট ডিঙ্গা।
কলিঙ্গের সেনা যত বায় ভেরী শিঙ্গা॥
নামিয়া কমর কাছি বীর হনুমান।
দুই হাত ধরি তোলে ডিঙ্গা দুই খান॥
ডান হাতে লক্ষ্মীপাসা বাঁয় উদয়গিরি।
ধনে জনে উঠে যেন রাবণের পুরী॥
গঙ্গাপ্রসাদ আর সে উদয় তারা।
নানা মত আছে যাতে কনকেব ভরা॥
ভীম বীরে তুলিলেক দুই হাতে ধরি।
ধরণী বরাহ রূপে উদ্ধারিলা হরি॥
অবশেষে তুলিলেক ডিঙ্গা মধুকরে।
উদয় অচল যেন ভাসিল সাগরে॥
মনসার মায়া যত কে বুঝিতে পারে।
একেবারে আসে সব পদ্মার গোচরে॥
চৌদ্দ নায়ে আছে লোক সত্তরি হাজার।
লেখা জোখা নাহি যত জীব জন্তু আর॥
যোগ বলে পদ্মাবতী জীয়ায় আপনে।
নিদ্রা হনে জাগি যেন উঠিল বিহানে॥

বেউলা বলে জীয়াও ভাশুর ছয় জন ।
ধন্বন্তরি ওঝা আর শুভাই ব্রাহ্মণ ॥
ঈষৎ হাসিয়া পদ্মা করিল স্মরণ ।
ধনা রাক্ষসীর ঘরে আছে সাত জন ॥
সেই মতে যোগ বলে জীয়াইয়া আনে ।
স্বপ্ন দেখি যেন তারা উঠিল বিহানে ॥
পদ্মা বলে হনুমান চলহ সত্বর ।
বাহ্মণ সহিত আন শিবলিঙ্গ ঘর ॥
পদ্মার বচনে হনু চলিল কৈলাসে ।
শিবলিঙ্গ ঘর আনে চক্ষুর নিমিষে ॥
এহি মতে সকল লইল লেখা করি ।
সেহি মতে ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি ।
লক্ষ্মীধর উঠিলেক ডিঙ্গা মধুকরে ।
চান্দর আসনে বসে তাহার উপরে ॥
আর ছয় ডিঙ্গাতে উঠিল ছয় ভাই ।
লক্ষ্মীপাসা ডিঙ্গা চড়ে ব্রাহ্মণ শুভাই ॥
এহি মতে সব ডিঙ্গা পূরসাজ করি ।
রথ ভরে আপনি বসিলা বিশ্বকর্মী ॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি চলিলেক দেশে ।
দেবগণে রঙ্গ চায় থাকিয়া আকাশে ॥
ঢোল দুন্দুভী বাজে কাঁশ করতাল ।
জয়ঢাক বীরঢাক বাজয়ে বিশাল ॥
শিঙ্কার শবদে যেন কাঁপয়ে মেদিনী ।
উড়িছে নিশান বানা কে কহিব গণি ॥

সানাই ভেউর কাড়া পঞ্চ শব্দ ব্যায়া।
ছয় মাসে যায় বেউলা মরা জীয়াইয়া॥
ছ মাসের পথ পদ্মা ছয় দিনে যায়।
মনুষ্যে দৈবের গতি বুঝন না যায়॥
যত সব বাঁক তবে ছাড়াইয়া হেলে।
জোয়ারুর বাকে আসি শীঘ্র গতি মিলে॥
বেউলা বলে শুন প্রভু আমার বচন।
এহি জোয়ারুকে প্রভু দেহ কিছু ধন॥
জোয়ারুকে দেখি হৈল সদয় অন্তর।
লক্ষ তোলা সোনা তারে দিলা লক্ষীধর॥
হরিষে জোয়ারু গেল আপন ভুবন।
সম্মুখে গোদার বাঁক দিল দরশন॥
বেউলা বলে শুন প্রভু কহি তব ঠাঁই।
ই বাঁকের কথা যত কহিয়া বুঝাই॥
এক গোদা ঝাঁপ দিল মোরে ধরিবারে।
মান রক্ষা হৈল মোর মনসার বরে॥
তাহা শুনি লক্ষীধর ডিঙ্গা চাপাইল।
ঠাট তুলি গোদা সবে দেখিতে লাগিল॥
পলাইল গোদা সবে স্ত্রী পুত্র লইয়া।
অরণ্যের মধ্যে গিয়া রহে লুকাইয়া॥
যে গোদা চলিতে নারে পড়িছে বাতিয়া।
লক্ষীধর আগে নেয় কমরে বান্ধিয়া॥
গোদা গোদী দেখিয়া হাসয়ে লক্ষীধর।
ইহারে মারিয়া কোন পুরুষত্ব মোর॥

বেউলা বলে জীয়াও ভাশুর ছয় জন।
ধন্বন্তরি ওঝা আর গুভাই ব্রাহ্মণ॥
ঈষৎ হাসিয়া পদ্মা করিল স্মরণ।
ধনা রাক্ষসীর ঘরে আছে সাত জন॥
সেই মতে যোগ বলে জীয়াইয়া আনে।
স্বপ্ন দেখি যেন তারা উঠিল বিহানে॥
পদ্মা বলে হনুমান চলহ সত্বর।
ব্রাহ্মণ সহিত আন শিবলিঙ্গ ঘর॥
পদ্মার বচনে হনু চলিল কৈলাসে।
শিবলিঙ্গ ঘর আনে চক্ষুর নিমিষে॥
এহি মতে সকল লইল লেখা করি।
সেহি মতে ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরি॥
লক্ষ্মীধর উঠিলেক ডিঙ্গা মধুকরে।
চান্দর আসনে বসে তাহার উপরে॥
আর ছয় ডিঙ্গাতে উঠিল ছয় ভাই।
লক্ষ্মীপাসা ডিঙ্গা চড়ে ব্রাহ্মণ গুভাই॥
এহি মতে সব ডিঙ্গা পূরসাজ করি।
রথ ভরে আপনি বসিলা বিষহরী॥
শুভক্ষণে যাত্রা করি চলিলেক দেশে।
দেবগণে রঙ্গ চায় থাকিয়া আকাশে॥
ঢোল দুন্দুভী বাজে কাঁশ করতাল।
জয়ঢাক বীরঢাক বাজয়ে বিশাল॥
শিঙ্গার শবদে যেন কাঁপয়ে মেদিনী।
উড়িছে নিশান বানা কে কহিব গণি॥

সানাই ভেউর কাড়া পঞ্চ শব্দ ব্যায়া।
ছয় মাসে যায় বেউলা মরা জীয়াইয়া ॥
ছ মাসের পথ পদ্মা ছয় দিনে যায়।
মনুষ্যে দৈবের গতি বুঝন না যায় ॥
যত সব বাঁক তবে ছাড়াইয়া হেলে।
জোয়ারুর বাকে আসি শীঘ্র গতি মিলে ॥
বেউলা বলে শুন প্রভু আমার বচন।
এহি জোয়ারুকে প্রভু দেহ কিছু ধন ॥
জোয়ারুকে দেখি হৈল সদয় অন্তর।
লক্ষ তোলা সোনা তারে দিলা লক্ষ্মীধর ॥
হরিষে জোয়ারু গেল আপন ভুবন।
সম্মুখে গোদার বাঁক দিল দরশন ॥
বেউলা বলে শুন প্রভু কহি তব ঠাঁই।
ই বাঁকের কথা যত কহিয়া বুঝাই ॥
এক গোদা ঝাঁপ দিল মোরে ধরিবারে।
মান রক্ষা হৈল মোর মনসার বরে ॥
তাহা শুনি লক্ষ্মীধর ডিঙ্গা চাপাইল।
ঠাট তুলি গোদা সবে দেখিতে লাগিল ॥
পলাইল গোদা সবে স্ত্রী পুত্র লইয়া।
অরণ্যের মধ্যে গিয়া রহে লুকাইয়া ॥
যে গোদা চলিতে নারে পড়িছে বাতিয়া।
লক্ষ্মীধর আগে নেয় কমরে বান্ধিয়া ॥
গোদা গোদী দেখিয়া হাসয়ে লক্ষ্মীধর।
ইহারে মারিয়া কোন পুরুষত্ব মোর ॥

ইহ বাঁক ছাড়াইয়া করিল গমন ;
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দে পদ্মার চরণ ॥

পূজা।

লাচাড়ী—কেদার

বাদ্য বাজাইয়া, রঙ্গে সারি গায়্যা
চলে চম্পক নগর।
দেখি দেবলোক, পরম কৌতুক,
চলিয়াছে লক্ষীধর ॥
নটী সবে নাচে, পাইকে ঢাল পাঁছে,
করিছে লোকে ধাগালি।
নায়ে নায়ে ঘাটা, ঝাকে ঝাকে বৈঠা,
উঠে শব্দ গোড়াতালী ॥
ডিঙ্গার উপর, অতি মনোহর,
নানা রঙ্গে উড়ে বানা।
শব্দ কোলাহল, ভাগে পরদল,
কটকের দেখি থানা ॥
ডিঙ্গা সব চিনি, লোকে অনুমানি,
ডুবিল চান্দর দোষে।
পুত্রবধূ তার, করিল উদ্ধার,
সেহি ডিঙ্গা সব আসে ॥

মিলি দুই কূলে,　　　　প্রজা লোকে বলে
　　ধন্য কন্যা ধন্য মানি ।
দেবপুরে গিয়া,　　　　স্বামী জীয়াইয়া,
　　ঘরে সব দিল আনি ॥
প্রতি বাঁকে বাঁকে,　　　　বিপুলা কৌতুকে,
　　ডিঙ্গা চাপাইয়া কূলে ।
দুঃখিতে দেখিয়া,　　　　ধন যায় দিয়া,
　　শত্রু কাটি দেয় শূলে ॥
দূরে থাকি তারে,　　　　দেখি চন্দ্রধরে,
　　মনে করে অনুমান ।
পূজিতে বিষ’রী,　　　　আজ্ঞা দিলা গৌরী,
　　বংশীর মধুর গান ॥

দিশা—প্রভু কহি তব ঠাই ।
　　নাও হনে না নামিও পদ্মার দোহাই

বেউলা বলে শুন প্রভু কহি তব ঠাঁই ।
না হৈতে নামিতে লাগে পদ্মার দোহাই
যদি পদ্মা পূজয়ে চম্পক অধিপতি ।
তবে ঘরে যাবে ধন জন যত ইতি ॥
এহি মতে থাক তুমি ধন জন লৈয়া ।
আমাকে দেহয়ে খাড়ি বি-নী বুনিয়া ॥

/

ডোমনীর বেশে যাব বিচনী বেচিতে।
শ্বশুরের মনে কি বুঝিব এহি মতে॥
শাশুরীবা কেমনে বঞ্চয়ে তব শোকে।
দেখি মনে লয় কিনা পূজিতে পদ্মাকে॥
বিচিত্র বিচোন বুনি দিলা লক্ষীধর।
নানা চিত্র লেখি দিলা তাহার উপর॥
বিচোন লইয়া হাতে চলিল সুন্দরী।
ডোমনীর বেশে যায় কাঁধে ডোমের খাড়ি॥
যেহি দেখে কন্যারে তাহার দয়া লাগে।
ত্বরিত গমনে গেল সনকার আগে॥
সনকা দেখিল গিয়া লড়ে কাছাইয়া।
বিচোন বেচিতে আইল কে ডোমের মেয়া॥
বিপুলা বলয়ে আমি ডোমের ঘরণী।
আইলু তোমার এথা বেচিতে বিচোনী।
সাত পুত্রে মৈল তব শূন্য হৈল বুক।
ছয় রাঁড়ী ঘরে দেখি বড় লাগে দুখ॥
এতেকে আসিছি আমি জানিতে কারণ।
এক কথা কহি শুন যদি লয় মন॥
পদ্মা যদি পূজয়ে তোমার সদাগরে।
ধনে জনে সাত পুত্র তবে আসে ঘরে॥
সোনাই বলে তোমায় চিনি হেন বাসি।
লখাইর বধূ ছিল এমন রূপসী॥
যদি হও বধূ তুমি কহ মোর ঠাঁই।
কোথায় ছাড়িয়া আইলে প্রাণের লখাই॥

এত বলি সনকা চক্ষুর জলে তিতে।
বিলাপ করয়ে সে বিচোন লৈয়া হাতে ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় করুণা পাঁচালী।
যে শুনে পদ্মার গীত বাড়ে ঠাকুরালী ॥

লাচাড়ী—দুঃখী।

কন্যা মোরে না ভাড়িও ছলে।
লক্ষীধর পুত্র মোর কাম দেব সমসর,
তারে কেনে ছাড়ি আইলা জলে ॥
তুমি বধূ গুণবতী, পতিব্রতা মহাসতী,
প্রভু লৈয়া ভাসিলা সাগরে।
কি পাপ কর্ম্মের ফলে, লখাই ছাড়ি আইলে,
খাইল মরা শিয়াল কুকুরে ॥
গেছিলে মরা লইয়া, আইলে ডোমনী হৈয়া,
মজাইলে কুল শীল লাজ।
যখনে কহিলুঁ তোরে, তখনে না রৈলা ঘরে,
হারাইলে বণিক্য সমাজ ॥
নিত্য শোক উপবাস, আজি হৈল ছয় মাস,
চক্ষু কর্ণে নাহি দেখি শুনি।
কেশ জড়াইল মাথে, কঙ্কন না রহে হাতে,
মুখেতে না যায় অন্ন পানী ॥

আমিত তোমারে চিনি, বলিছ তুমি ডোমনী,
কিম্বা কর হাস পরিহাস।
যতেক ভরসা ছিল, আজি হনে সব গেল,
আজি হনে বংশ হৈল নাশ ॥
কুলজা কুলটা হৈলা, দুই কুল মজাইলা,
কোথা পাইলা বিচোনী কমেলা।
অদ্ভুত তুলিছে বেত্তী, বুনিছে সুন্দর অতি,
বিচোনীতে লখাই বিপুলা ॥
বিচোনী হাতে লইয়া, বিচোনীর দিগে চায়্যা,
কান্দে সোনাই সজল নয়নে।
পুত্র শোক নিদারুণ, কান্দে মায়ে পুন পুন,
লাচাড়ী শ্রীবংশীদাসে ভণে ॥

যোড় লাচাড়ী—ভাটিয়াল।

স্বরূপে কহ গো তুমি ডোমনী না হও।
নিশ্চয় লখার বধূ কপট না কও ॥
অনেক যতনে তোরে করাইলু বিয়া।
এক দিন না দেখিলু ঘরেত রাখিয়া ॥
চিনিতে না পারি তোরে মলিন মুরতি।
দেখিতে বিদরে বুক তোমার আকৃতি ॥
ছয় পুত্র হারাইয়া পাইলু লখাই।
[illegible] ॥

তোরে দেখি থাকিব না রৈলা এক রাতি।
তুমিহ ভাসিয়া গেলা মরার সংহতি॥
এহিখানে বসি রহ চায়্যা থাকি খানি।
বিচোনী কামেলা হৈলা ডোমের ঘরণী॥
ই দুঃখে বিদরে বুক চান্দ মুখ চাই।
কোথায় থুইয়া আইলে প্রাণের লখাই॥
উও যদি পুত্রবধূ কহ মোর ঠাঁই।
কোথায় ছাড়ি আইলা সুন্দর লখাই॥
বিচোনী লইয়া হাতে কান্দয়ে সোনাই।
এমন বিচোনী আর কভু দেখি নাই॥
যেমতি সুন্দর বধূ তেমতি বিচোনী।
দ্বিজ বংশীবদনের মধুরস বাণী॥

দিশা—চল গোপ বধূ দেখি যদুমণি।

সোনাইর ক্রন্দন শুনি রাজা চন্দ্রধর।
ত্বরিত গমনে গেল বাড়ীর ভিতর॥
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা বলে অকস্মাত।
রান্ধিছিল ই কন্যা লোহার চা'লে ভাত॥
স্নানকালে আমি দেখিয়াছি মুক্তেশ্বর।
সাহের কুমারী লখাইর পরিকর॥
বণিক্যের ঝী হৈয়া না রৈল জাতি কুলে।
ভোয়া বান্ধি গেল মরা জীয়া'বার ছলে॥

সেহি মরা ফেলাইয়া গেল ডোম ঘরে।
কোন লাজে আসিয়াছে আমার গোচরে॥
সেহি শঙ্খ সিন্দুরে যে হইল ডোমনী।
স্বামীরে শৃগালে খাইল লজ্জা নাহি খানি॥
ছয় পুত্র বধূ ঘরে হয় চন্দ্রমুখী।
দুঃখে শোকে আছে তারা লজ্জা ভয় রাখি॥
তখনি বলিলু ভোরা চড়িবার কালে।
না যাইও কোথা ঘরে থাক সাত বালে॥
এক পাশ হৈল চান্দ বলি এহি মতে।
হেন কালে সোনাই বিচোনী দিল হাতে॥
বিচোনী লইয়া হাতে নেহালিয়া তাকে।
যত চিত্র লিখিয়াছে দেখে একে একে॥
আপনারে দেখে পাছে সনকা সুন্দরী।
ছয় পুত্র তার পাছে ওঝা ধন্বন্তরী॥
লক্ষ্মীধরে দেখে তথা বিপুলা সহিত।
ই সকল দেখি আগে বড় হরষিত॥
তার পাছে উপরে নেহালে ততক্ষণে।
বিষহরী লিখিয়াছে অষ্ট নাগ সনে॥
পদ্মা পাও লাগাইছে চান্দর মাথাত।
দেখি চন্দ্রধর কোপে জ্বলে অকস্মাত॥
ধর ধর বলি ডাকে মার বেড়া বাড়ি।
আনিয়াছে ই বিচোনী কোথায় ধাঙ্গড়ী॥
বিচোনী দেখিয়া বলে এহি নাকি কাণী।
ঝাটিত থুইয়া মারে তারে কিল কনি॥

পদ্মার চরণ নিজ মাথাত দেখিয়া।
এক শত কিল মারে আপনে গণিয়া॥
খান খান করি পাছে দুই পায়ে পাঁড়ি।
গুড়া করি আগুনেত ফেলাইল পুড়ি॥
তারে দেখি বেউলা বলে সনকার ঠাঁই।
শ্বশুরের এহি দোষে সব হারালাঞি॥
ছয় মাস ভাসি গেলুঁ দেবের ভুবন।
মরা জীয়াইয়া আনিলাম ধন জন॥
সত্তরি চাজার লোক ওঝা ধন্বন্তরি।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনে জনে আনিয়াছি ভরি॥
সত্য করি আসিয়াছি দেবের গোচরে।
পদ্মা যদি পূজঞি শ্বশুর সদাগরে॥
তবে সে ঘরে যাইব যত ধন জন।
না হৈলে যাইব পুনঃ দেবের ভুবন॥
এতেক শুনি হইল সনকা ব্যাকুল।
চান্দর পায়ে পড়ে দুভাগ করি চুল॥
বাদ ক্ষমা কর প্রভু কার্য্য হৈল সিদ্ধি।
পদ্মা পূজা করি রাখ ঘরে আইল নিধি॥
চান্দ বলে কাণীর কি লাজ নাহি কাজে।
পূজা খাইতে আসিয়াছে ভরাভরি সাজে॥
শত পুত্র যায় যদি লখাই সমান।
তেঁই না পুজিমু কাণী থাকিতে পরাণ॥
চণ্ডিকারে পূজিয়াছি আমি যেই হাতে।
সে হাতের ফুল কি কাণীর ভাগ্য পাইতে॥

পদ্মা নিন্দা শুনি বেউলা দুই কাণ ধরে।
যে শুনে তাহার পাপ হরি হরি স্মরে ॥
বিদায় হইয়া বেউলা যায় পৃষ্ঠ দিয়া।
কান্দিয়া সোনাই তারে রাখে আগুলিয়া ॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় করুণা পাচালী।
যে শুনে পদ্মার গীত বাড়ে ঠাকুরালী ॥

লাচাড়ী।

সোনাই বলে শুন অধিকারী।
সাত পুত্র ধনে জনে, চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরাসনে,
সব আনিছন্তি বিষহরী ॥
হারাইল ধন দিল, মৈল মরা জীয়াইল,
হেন দেব কোথা আছে আর।
বিবাদ কপট ছাড়, ভকতি করিয়া দড়,
পদ্মা পূজি রাখহ সংসার ॥
ভাবিয়া দেখহ মনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে,
মৈল মরা কে জীয়াল কারে।
সেবকেরে দয়া কার, পদ্মা বিনে বল আর,
হেন দেব আইল গোচরে ॥
তোমার হৃদয় বড়, বজ্রের সমান দড়,
এক বিন্দু দয়া নাহি মনে।
ছয় বধূ কান্দে নিত্য, শুনিয়া আকুল চিত্ত,
বলে দ্বিজ শ্রীবংশী বদনে ॥

দিশা—সবাই বাহির হৈয়া চাও,
ধনে জনে চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে লৈয়া যাও।

বার্ত্তা প্যায়া আসি সব চম্পকের লোকে।
নাও ঘাটে চৌদ্দ ডিঙ্গা ভরা সবে দেখে॥
সবে বলে পদ্মার গুণের নাহি অন্ত।
হেন দেব সনে চান্দ করিছে দুরন্ত॥
ধনে জনে সকল আনিছে ভরাভরি।
সবে বলে সদাগর পূজ বিষহরী॥
মিশ্র শ্রীপতি আর খুড়া ষষ্ঠীধর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে চান্দর গোচর॥
পদ্মা পূজা কর সাধু না বুঝিও আন।
শোকে মরে এত লোক কর পরিত্রাণ॥
কত লোক মরিয়াছে পুত্র বাপ ভাই।
চান্দ পায় পড়ি সবে গড়াগড়ি যাই॥
বৃদ্ধ পরামাণিক্য রাজ্যেত যত বৈসে।
সবে বেড়ি কান্দয়ে চান্দর চারি পাশে॥
চান্দ বলে কভু আমি না পূজিব কাণী।
চণ্ডীর চরণ বিনে অন্যে নাহি জানি॥
কে বলে আপনে ভরা আসিয়াছে ঘরে।
হইলে চণ্ডীর আজ্ঞা কে রাখিতে পারে॥
এত বলি চণ্ডিকারে করিল স্মরণ।
দুই আঁখি ধ্যানে মুদি ধরিল চরণ॥

চান্দর স্মরণে চণ্ডী কৈলা অধিষ্ঠান।
চান্দরে বলয়ে পুত্র না ভাবিও আন॥
যেহি পদ্মা সেহি আমি জানিও নিশ্চয়।
পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়॥
এত বলি মহামায়া নিজ স্থানে গেলা।
ভক্তি ভরে চন্দ্রধরে চণ্ডীরে কহিলা॥
আদ্যা প্রকৃতি তুমি জগতের মাতা।
অখিল ভুবনেশ্বরী বিধির বিধাতা॥
ব্রহ্ম স্বরূপিনী পদ্মা জানিল তখন।
পদ্মা হৈতে সব হয় জীবন মরণ॥
এত বলি লড় দিল আউদর চুলে।
ডিঙ্গা সব আসিয়া দেখিল ঘাট কূলে॥
সেহি সব পুত্র দেখে সেহি ধন্বন্তরি।
গুভাই পণ্ডিত সেহি ডুলাই কাঁড়ারী॥
সত্তরি হাজার লোক জীব জন্তু সনে।
পদ্মারে দেখিয়া বড় ভক্তি হৈল মনে॥
মহামায়ার মায়ায় হরে তার চিত।
পুত্র সব দেখি অতি হৈল হরষিত॥
গলাতে কাপড় বান্ধি ভক্তি যুক্ত হৈয়া।
পদ্মা পদে দণ্ডবৎ ভূমিত পড়িয়া॥
প্রণমহ জয় জয় জগত জননী।
সৃষ্টি স্থিতি অন্ত লীলা সংহারকারিণী॥
তোমার চরণে দেবী কোটী নমস্কার।
আমি মূর্খে কি জানিব মহিমা তোমার॥

না জানি অজ্ঞানে আমি করিলু বিবাদ।
দয়া করি সেবকের ক্ষম অপরাধ॥
ভাবি দেখি তুমি বিনে অন্য নাহি গতি।
লক্ষ ছাগ বলি দিমু আইস পদ্মাবতী॥
পদ্মা বলে তবে আমি নৌকা হতে নামি।
কাল দণ্ড হেঁতাল জলেত ফেল তুমি॥
এত শুনি হেঁতাল দিলেক ফেলাইয়া।
হরষিত হৈয়া পদ্মা নামিলা আসিয়া॥
পুনরপি পদ্মাবতী দিলাজ্ঞি উত্তর।
তুষ্ট হৈলু পূজা তুমি কর সদাগর॥
আজ্ঞা পায়্যা চন্দ্রধর অতি কুতূহলে।
সত্বর পূজার স্থান কৈল নদীকূলে॥
নানা চিত্র বসনে তুলিয়া পঞ্চ ঘরা।
নেতের চান্দুয়া টানে মণি মুক্তা জড়া॥
সুবর্ণের ঘট করি সুবর্ণ আসন।
রক্ত পাটাম্বরে করে ঘট আচ্ছাদন॥
সুবর্ণের ছত্র ধরি দোলায় চামর।
দশাঙ্গ ধূপের ধূম্র গন্ধ মনোহর॥
শত শত কাঞ্চন প্রদীপ জ্বালি ঘৃতে।
নারী দের মঙ্গল জোকার চারি ভিতে॥
ঢাক দুন্দুভী কাড়া বাজে জয় ঢোল।
ভেউর মৃদঙ্গ শিঙ্গা করে মহারোল॥
শ্বেত জবা পদ্ম পুষ্প কাঞ্চন মিশালী।
ছাগ্র মহিষ মেষ নানাবিধ বলি॥

শুভাই পণ্ডিত বৈসে পুজা পুথী হাতে।
আজ্ঞা পায়্যা ডিঙ্গা হনে নামিয়া ত্বরিতে ॥
চরষেতে হন্ পদ্মা ঘটে অধিষ্ঠান।
পূজা করে সদাগরে নাহি ভিন্ন জ্ঞান ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় বন্দি বিষহরী।
বিবাদ খণ্ডিল সবে বল হরি হরি ॥

লাচাড়ী—পঠমঞ্জরী।

পদ্মা পূজে রাজা চন্দ্রধরে।
বুঝে পদ্মা অনুভবে, বিবাদ খণ্ডিল ভবে,
ধন্য ধন্য সকল সংসারে ॥
সাধুর সন্তোষ বড়, ভকতি করিয়া দড়,
কর যোড়ে পদ্মার চরণে।
ধ্যান করি বিষহরী, ঘটে আবাহন করি,
পূজে অতি আনন্দিত মনে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন, গন্ধ পুষ্প সচন্দন,
দীপ ধূপ নানারূপ বলি।
সুগন্ধ কমল দলে, লৈয়া সাধু করতলে,
দেয় পুষ্প ভরিয়া অঞ্জলী ॥
ছাগ মহিষ আদি, বলির নাহি অবধি,
লক্ষ বলি দিলেক গণিয়া।
রুধির ভরিয়ে থালে, ঘৃত মধুর মিশালে,
প্রণমিল ভূমিতে পড়িয়া।

মনের পূরিল আশা, তুষ্ট হইল মনসা,
হাসিয়া চান্দরে দিলা বর।
ধনে পুত্রে ঠাকুরাল, সুখে থাক চিরকাল,
যুগে যুগে চম্পক ঈশ্বর॥
বর পায়্যা হরষিত, চরণে মজিল চিত,
মনে সাধু পরম কৌতুক।
দ্বিজ বংশী দাসে গায়, পদ্মাবতীর আজ্ঞায়,
ডিঙ্গা হৈতে নামে সর্ব্বলোক॥

স্বর্গারোহণ।

লাচাড়ী।

পুত্র বধূ ঘরে গেল আনন্দিত মন।
হেন কালে চন্দ্রধরে বলিল বচন॥
জ্ঞাতি কুটম্বগণ শুন মোর কথা।
বধূর পাক পরশ করিব সর্ব্বথা॥
এক মাত্র সন্দেহ মনেত বড় করি।
তুমি সবে কি উচিত বলহ বিচারি॥
ছয় মাস ভাসি বধূ গেল দেবপুরে।
তাকে বিনে পরীক্ষা কি মতে নিব ঘরে॥
তারে শুনি জ্ঞাতিবর্গ করিল উত্তর।
ই সন্দেহ অনুচিত্ত শুন সদাগর॥

পতিব্রতা সতী কন্যা জানি শিশু কালে।
লোহার তণ্ডুল যাকে তপস্যার বলে ॥
ছয় মাস ভাসি গেল দেবের ভুবনে।
মরা স্বামী জীয়াইয়া আনিল ধনে জনে ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কন্যা সকলে বাখানি।
ইহারে পরীক্ষা দিবা লাগিলেক শনি ॥
আছুক দোষ তার গুণের অন্ত নাই।
এমত পুত্রের বধূ ভাগ্যে পুণ্যে পাই ॥
যত সতী পতিব্রতা আছয়ে সংসারে।
দেবের ভুবনে যাইতে কার শক্তি পারে ॥
ই কন্যা দেখিলে পুণ্য শরীর পবিত্র।
গোষ্ঠির সহিত তারে পূজিতে উচিত ॥
চান্দ বলে যত কথা কহিয়াছ ভাল।"
আমার কুলের খোঁটা রৈব চিরকাল ॥
বিপুলারে বলে মাও সাহের নন্দিনী।
তোমার সতীত্ব আমি ভাল মতে জানি ॥
লোকে আমা নিন্দিবেক কি বলিব তাকে।
পরীক্ষায় সুদ্ধ হও দেখিবেক লোকে ॥
বেউলা বলে শুন বাপ বণিক্য নন্দন।
মোর কপালের দোষ বিধির লিখন ॥
এত বলি সুন্দরী পরীক্ষা লৈতে যায়।
শাশুরীর পায়ে পড়ি হইল বিদায় ॥
আনিলুঁ জীয়াইয়া তব সাতটী কুমার।
যে কারণে বিয়া হৈল গোবিলায়ে খায় ॥

এখনে পরীক্ষা হনে আসিলে বাহুড়ি ।
তবেই সে দেখিবাম শ্বশুর শাশুরী ॥
ছয় বারে আসিয়া করিল গলাগলি ।
ব্রাহ্মণী সবার লৈল চরণের ধূলী ॥
শ্বশুর চরণে তবে প্রণমিয়া মনে ।
আসিল সভার মধ্যে পরীক্ষার স্থানে ॥
পণ্ডিত সকলে কৈল শাস্ত্রের বিচার ।
যে সব পরীক্ষা স্ত্রীয়ে পারয়ে দিবার ॥
চান্দ বলে ই সকলে কিবা আছে ফল ।
অষ্ট পরীক্ষা আমি দিবাম সকল ॥
পতিব্রতা সতী কন্যা শুদ্ধ হৈতে চায় ।
এই যশ ঘোষিবেক সকল ধরায় ॥
এত শুনি বিপুলা পরীক্ষা লৈতে চলে ।
দেখিয়া সভার লোকে হরি হরি বলে ॥
দ্বিজ বংশী দাসে গায় মধুর পয়ারে ।
রাম গঙ্গা বল ভাই ভব তরিবারে ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ ।

আসি লয় পরীক্ষা সুন্দরী ।
এমত প্রতীত দেখি, তেঁহ চান্দ নহে সুখী,
লোকে দেখি বলে হরি হরি ॥
ধর্ম্ম ঘট আগে করি, বলে চান্দ অধিকারী,
তন যাও সায় রাজার ঝী ।

ধর্ম্মাধর্ম্ম এই ঘটে, তুল দেখি অকপটে,
প্রথমে তোমার সত্য বুঝি ॥
এতেক শুনি সুন্দরী, ধর্ম্মেরে প্রণাম করি,
সুবর্ণ অঙ্গুরী ধরি তোলে।
বিচারি চাহিল শেষ, পাপের নাহিক লেশ,
সর্ব্ব লোকে ধন্য ধন্য বলে ॥
তবে সুবিশাল কুণ্ডে, সমুদিত সভা খণ্ডে,
জ্বালি অগ্নি প্রচণ্ড আকার।
তূলায়ে সর্ব্বাঙ্গ জড়ি, পিন্ধিয়া পাটের শাড়ী,
অগ্নিতে হাটিল সাত বার ॥
পুন চান্দ বলে হাসি, কৈতে কিছু শঙ্কা বাসি,
আরেক পরীক্ষা লইবারে।
বান্ধি চারি হাত পাও, সাগরে নামিয়া যাও,
ভাগ দেখি জলের উপরে ॥
বেউলা কহে করি দড়, যতেক প্রকারে পার,
সেই মতে বান্ধহ আমারে।
শুদ্ধ পাটে গুণ চান্দি, চারি হাতে পায় বান্ধি,
ফেলাইল জলের মাঝারে ॥
সর্ব্ব লোকে হরি স্মরে, কান্দে লখা উচ্চৈস্বরে,
কোথা গেল মোর প্রাণধন।
কতক্ষণে বেউলা পুনি, পায়ে না ছুইল পানী,
তটে ত উঠিল সেইক্ষণ ॥
অদ্ভুত দেখিয়া তাকে, সাধু সাধু বলে লোকে,
মঙ্গল জোকার নিরন্তর।

তবে বলে চন্দ্রধরে বিপুলার সুগোচরে,
শূন্য আসনে কর ভর॥
যত সিদ্ধ ঋষিগণ, মনে করি বন্দন,
বসে শূন্যে পরম ধেয়ানে।
দেব লোক নর লোক, সবার মনে কৌতুক,
ধন্য ধন্য বলে সর্ব্ব জনে॥
মিলিয়া যত পণ্ডিত, শোধিল কাঞ্চন ঘৃত,
জ্বাল দিল দশ দণ্ড বেলা।
অঙ্গুরী দিয়া তাহাত, তার মধ্যে দিয়া হাত,
তুলিলেক ছাকিয়া বিপুলা॥
ইহ পরীক্ষা লইয়া, না মানে চান্দর হিয়া,
সর্পগণে আনিলেক পুনি।
পদ্মার চরণ স্মরি, ঘট হনে সর্প ধরি,
কাড়ি লৈল মস্তকের মণি॥
বিষম পরীক্ষা হতে, শুদ্ধ হৈল এই মতে,
লোহার পরীক্ষা দিল শেষে।
ই সকল অবসানে, তুলা পরীক্ষা আনে,
ভণে কবি দ্বিজ বংশী দাসে॥

দিশা—চল ধনি কুঞ্জ নিকুঞ্জ বিলাসিনী।

চান্দ বলে শুন মাও সাহের নন্দিনী।
তোমার সতীত্ব আমি ভাল মতে জানি।
সাত পরীক্ষা লৈলা পতিব্রতা মাও।
তুলার পরীক্ষা লৈয়া শুদ্ধ হৈয়া যাও॥

অষ্ট পরীক্ষায় যদি শুদ্ধ হৈলা ভাল।
এই যশ সংসারে ঘোষিব চিরকাল॥
বেউলা বলে শুন বাপ বণিক্য নন্দন।
মোর কপালের দোষ বিধির লিখন॥
বিয়া হৈয়া গৃহ বাসে না বঞ্চিলুঁ খানি।
মরা স্বামী লৈয়া গেলুঁ ত্যজি অন্ন পানী॥
দেব সভা মধ্যে স্থায় কৈলুঁ ধর্ম্ম রাখি।
তাতে যত দুঃখ পাইলু ইন্দ্র যম সাক্ষী॥
ছয় মাসে আইলুঁ ঘরে করিয়া কামনা।
তোমার ঘরের অন্নে করিতে পারণা॥
লইলুঁ সাত পরীক্ষা সভায় বিদিত।
তথাপিও তব মনে না হৈল প্রতীত॥
তুলায় পরীক্ষা আমি লইব নিশ্চয়।
অন্য পুরুষে যেন আমারে না ছোঁয়॥
ধরিয়া তুলিব মোরে স্বামী আপনায়।
দৈব গতি ভাল মন্দ না বুঝি ইহায়॥
এত বলি সুন্দরী তোলেতে গিয়া উঠে।
শ্রীফল কাঠের ধড়া সুবর্ণের ইটে॥
সমানে তোখি লখাই নামাইল পুনি।
ধড়া প্রদক্ষিণ করি বলে সুবদনী॥
যদি আমি পাপ লেশ জানি কোন কালে।
অধোগতি করি আমা নামাইও পাতালে॥
যদি সতী কন্যা হই কায় বাক্য মনে।
উর্দ্ধে তুলি লৈয়া চল দেবের ভুবনে॥

এত বলি উঠিলেক তৌলের উপর।
হস্তে ধরি তুলিলেক স্বামী লক্ষ্মীধর॥
দুই জন তখনে তৌলেতে গিয়া উঠে।
তখনে পদ্মার রথ আসিল নিকটে॥
শূন্যেত পদ্মার রথ আসিল যখন।
রথে তুলি লৈয়া পদ্মা করিল গমন॥
সর্ব্বলোক করিলেক জয় জয় ধ্বনি।
এমত অদ্ভুত কভু নাহি দেখি শুনি॥
পতিব্রতা সতী কন্যা শুদ্ধ হৈল দেখ।
স্বামী সঙ্গে স্বর্গে গেল না বুঝিল এক॥
তারার সঞ্চার হেন উঠিল গগনে।
দেখিয়া সভার লোকে ধন্য বলি মানে॥
আকাশে দুন্দুভী বাজে পুষ্প বরিষণ।
রথে তুলি লৈয়া পদ্মা করিল গমন॥
প্রদীপ নিবিলে যেন অন্ধকার হয়।
ইমত চান্দর পুরী হৈল শূন্যময়॥
রথে থাকি লক্ষ্মীধর বলিল ডাকিয়া।
তব পুত্র নহি আমি চিন্ত কি লাগিয়া॥
উষা অনিরুদ্ধ বিদ্যাধরী বিদ্যাধর।
ইন্দ্র শাপে জন্মিয়াছি দ্বাদশ বৎসর॥
কার্য্য সিদ্ধি কারণে জন্মাল বিষহরী।
তার কার্য্য সাধি দিলু পূজ্যমান করি॥
তব কার্য্য সাধি দিলু ধনে জনে আনি।
এথা হনে পদ্মাবতী লৈয়া যায় পুনি॥

আজি দিন হতে মোর শাপ হৈল দূর।
ইন্দ্রের অপ্সর মোরা যাই ইন্দ্রপুর ॥
তোমার যে ছয় পুত্র আছয়ে কল্যাণে।
তোমার যে নয় তারে রাখিবা কেমনে ॥
ততক্ষণে রথ পদ্মা চালায় সত্বর।
ক্রন্দনের রোল উঠে চম্পক নগর ॥
অঞ্জনা জননী পদ বন্দিয়া মাথায়।
স্বর্গ আরোহণ দ্বিজ বংশীদাসে গায় ॥

দিশা—রথ রাখরে খানিক,
নয়ন ভরিয়া দেখি ওই কাল মাণিক।

কান্দে চন্দ্রধর হারাইয়া গুণনিধি।
কর্ম্ম দোষে আমারে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
এমত গুণের পুত্র মোর লক্ষ্মীধর।
মোর ঘর শূন্য করি গেল কার ঘর ॥
চাহিলে যাহার পানে নয়ন জুড়ায়।
হেন পুত্র বধূ মোর কেবা লৈয়া যায় ॥
কুলের উদ্ধার কৈল গিয়া দেবপুরে।
এক মুষ্টি অন্ন না খাইল মোর ঘরে ॥
নগর ভিতরে কান্দে যত প্রজাগণ।
সত্তরি হাজার লোকে করিছে ক্রন্দন ॥
দ্বিজ বংশীদাসে বলে কান্দ অকারণ।
খণ্ডিবার নয় যাহা বিধির লিখন ॥

দিশা—আমার জীবন ধন কে লইয়া যায়।

কি দেখি বঞ্চিব ঘরে অভাগিনী মায়॥

এই মতে চন্দ্রধর লাগে বিলাপিতে।
আইলা আস্তিক মুনি তপোবন হতে॥
শুনিয়া মায়ের পূজা আনন্দিত হৈয়া।
চান্দরে শান্তায় মুনি বাক্যে প্রবোধিয়া॥
না কান্দ না কান্দ তুমি শুন সদাগর।
তব পুত্র নহে ইযে স্বর্গ বিদ্যাধর॥
ইন্দ্র শাপে জন্মেছিল মনুষ্য শরীরে।
সাধিল সকল কার্য্য দ্বাদশ বৎসরে॥
সাধিল তোমার কার্য্য ধন পুত্র আনি।
সাধিল পদ্মার কার্য্য করি পূজ্যমানী॥
আজি হতে দুজনের শাপ হৈল দূর।
ইন্দ্রের অপ্সর তারা গেল ইন্দ্রপুর॥
তোমার যে ছয় পুত্র আছয়ে কল্যাণে।
তোমার যে নয় তারে রাখিবা কেমনে॥
এতেক জানিয়া মনে দূর কর শোক।
পদ্মা পূজা করি তুষ্ট কর সর্ব্ব লোক॥
এই বলি মহামুনি গেলা নিজ স্থানে।
শান্ত হৈল চন্দ্রধর মুনির বচনে॥
লক্ষীধর বিপুলা হইল অদর্শন।
সনকা বিলাপ করি করয়ে ক্রন্দন॥

পুত্র পুত্র বলি সোনা পড়িল ভূমিত।
সম্বিত নাহিক তার হইল মুর্চ্ছিত॥
অচেতন হৈল মনে ভাবিয়া হতাশ।
কণ্ঠে প্রাণ নাহি নাকে নাহিক নিশ্বাস॥
ছয় পুত্র বধূয়ে মাথায় জল ঢালি।
বলে আইল লক্ষীধর চাহ চক্ষু মেলি॥
আত্মজনে বেড়ি কান্দে করি গণ্ডগোল।
অন্যে অন্যে কেহ কার নাহি শুনে বোল॥
সম্বিত পাইয়া চক্ষু মেলিল সোনাই।
কোথা মোর পুত্রবধূ কোথায় লখাই॥
কি কুক্ষণে আজি মোর পোহাল রজনী।
জীয়ঁত হারালুঁ পুত্র মুই অভাগিনী॥
কান্দে সনকা নারী না ধরায় প্রাণী।
কত জন্মে খণ্ড তপ করিলুঁ না জানি॥
সোনা বলে শুনহ নির্ব্বোধ সদাগর।
তব দোষে হারাইলুঁ পুত্র লক্ষীধর॥
তখনে না জান বধূ পতিব্রতা সতী।
যেরূপে আনিল ধন জীয়াইয়া পতি॥
এহেন সন্ধান চিত্তে না ধরিল তোর।
লজ্জা দিলে বধূরে ই সভার ভিতর॥
যখনে হইল পুত্র উদরে সঞ্চার।
তখনেই জানি পুত্র না হৈব আমার॥
কোন দেব আসি মোর জন্মিল উদরে।
না জানি কি শোক দিয়া যাইব আমারে॥

তোমার কুবুদ্ধি দোষে পাতিলা জঞ্জাল।
কাকের বাসায় পিক থাকে কত কাল॥
মনুষ্য বর্ব্বর ছার কিছু জ্ঞান নাই।
এত জানি অন্তর্দ্ধান হইল লখাই॥
দেবপুরে নিল পুত্র জীয়াবার আশে।
তখনে আছিলুঁ আমি বুকের ভরসে॥
আজি সে মরিল মোর পুত্র লক্ষ্মীধর।
কি ফল রাখিয়া প্রাণ কিমতে করি ঘর॥
পুরী যুড়ি ক্রন্দনের মহারোল হৈল।
ভুমিতে পড়িয়া সোনা কান্দিতে লাগিল॥
ইরূপে সনকা চান্দে শোক করে এথা।
শুন এবে বিপুলা লক্ষ্মীধরের কথা॥
বেউলা বলে শুন পদ্মা আমার উত্তর।
এই মতে রথ নেহ উজানী নগর॥
জন্মিয়া বাপের ঘরে আছিলাম সুখে।
ছ মাস শ্বশুর ঘরে গোঞাইলু দুখে॥
এই মত উপবাসী যাই স্বর্গপুরী।
মাও বাপ দেখিয়া পারণা গিয়া করি॥
গুপ্ত বেশে যাইব সন্ন্যাসীরূপ হৈয়া।
এইখানে থাকি তুমি দেখ রথে রৈয়া॥
এত বলি দুজনে সন্ন্যাসী বেশ ধরে।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরয়ে পিঙ্গল জটা শিরে॥
বিভূতি ভস্মের গুড়া সর্ব্বাঙ্গে লেপিল।
সোনার প্রতিমা যেন হিমে আচ্ছাদিল॥

বাঁ হাতে ভিক্ষার থাল ডাইনে ডুম্বরী।
হাসিতে খেলিতে গেল সা রাজার পুরী॥
নবীন সন্ন্যাসী দুই দেখি লাগে দয়া।
চাউল কড়ি আনে লোকে বাটাত ভরিয়া॥
সুমিত্রা রাণীর দয়া হইল অধিক।
ভিক্ষা দিতে আনিলেক পঞ্চটী মাণিক॥
বেউলা বলে লক্ষীর ঝী গো শুন দেবী আই।
জীবন সন্ন্যাসী মোরা ভ্রমিয়া বেড়াই॥
তোমার নগরে আইলুঁ তব অন্তঃপুর।
পূর্ব্বে তোমার অন্ন খাইছি প্রচুর॥
পঞ্চটী মানিক্য নেও এর কার্য্য নাই।
দুগ্ধ অন্ন কিছু দেহ সুখে বসি খাই॥
এত শুনি সুমিত্রায়ে সুবর্ণের থালে।
দুগ্ধ অন্ন আনি দিল শর্করা মিশালে॥
দ্বারের মধ্যেত দিল কারয়ার টানি।
ভিতরে বসিল গিয়া যোগিয়া যোগিনী॥
কিছু কিছু দুগ্ধ অন্ন শীঘ্র করি খায়্যা।
পত্র লেখে নখ অগ্রে গায় রক্ত দিয়া॥
মা বাপের চরণে শতেক নমস্কার।
স্বর্গ পথে যাই এই বিদায় আমার॥
কপটে আসিছি মোরা বেউলা লক্ষীধর।
যোগী বেশে আইলাম উজানী নগর॥
প্রভু জীয়াইয়া আইলু শ্বশুরের ঘরে।
মাস পক্ষ শ্বশুরে না দিল থাকিবারে॥

অজ্ঞান শ্বশুর মোর বুদ্ধি অতি ছার।
আমি সতী হেন জ্ঞান না হইল তার॥
বলে হেন রূপে ভাসি গেলেন সাগরে।
এ সন্দেহ ভাবিয়া পরীক্ষা দিল মোরে॥
সাত পরীক্ষায় আমি জিনি একে একে।
তুলা পরীক্ষাতে উঠিলাম অন্তরিক্ষে॥
শাপ মোচন হৈল রহিতে না পারি।
মা বাপ দেখিলুঁ তবে গিয়া অন্তঃপুরী॥
মা বাপে দেখিয়া খণ্ডিলেক মনোদুখ।
ভাই ভাই পুত্র দেখিলুঁ জ্ঞাতি লোক॥
তব কন্যা নহি আমি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
স্বর্গ ভ্রষ্ট করিয়া আনিল বিষহরী॥
কামের কুমার এই প্রভু লক্ষ্মীধর।
বাণ নৃপতির কন্যা ঊষা নাম মোর॥
মা বাপের চরণে শতেক নমস্কার।
সাত ভাইর পায়ে প্রণাম সাত বার॥
সাত বধূ কাছে আজি হইলুঁ বিদায়।
করযোড়ে নমস্কার তা সবার পায়॥
ই জন্মে না দেখিবাম তোমরা সবারে।
মোচন হইল পাপ যাই দেবপুরে॥
অষ্ট চারি না রৈলুঁ মায়ের অন্তঃপুরী।
এক রাতি না রৈলুঁ মায়ের গলা ধরি॥
বড়ই দয়ার ঝীগো আমি মা বিপুলা।
হেন মা ছাড়িয়া আমি চলিলুঁ একেলা॥

বার বৎসরের দুঃখ হৈল বিমোচন।
স্বর্গে নাহি পাশরিব হেন মার গুণ॥
পরিচয় দিয়া যাই শুন মোর কথা।
যগুপি ক্রন্দন কর খাও মোর মাথা॥
পুনরপি বন্দিলাম মায়ের চরণ।
ভাইর শপথ যদি করহ ক্রন্দন॥
অনিরুদ্ধ ঊষা বিদ্যাধর বিদ্যাধরী।
কার্য্য সিদ্ধি কারণে জন্মাল বিষহরী॥
ঊষা আমি জন্মিছিলুঁ তোমার উদরে।
অনিরুদ্ধ লক্ষীধর চম্পক নগরে॥
কাল রাত্রি রাঁড়ী হৈয়া গেলুঁ দেবপুরে।
জীয়াইয়া ধনে জনে আনি দিলুঁ ঘরে॥
দিলাঙ্গি অষ্ট পরীক্ষা আমার শ্বশুরে।
শাপ বিমোচন হৈল যাই স্বর্গপুরে॥
বিয়া দিন হতে আর অন্ন নাহি খাই।
এই দুগ্ধ অন্নেত পারণা করি যাই॥
এতেকে আপন সুখে থাক মাও বাপ।
আমরা যে স্বর্গে যাই না ভাবিও তাপ॥
এত বলি অন্তরিক্ষে উঠে দুই জন।
রথে তুলি লৈয়া পদ্মা করিল গমন॥
কত ক্ষণে কারয়ারে শব্দ নাহি শুনি।
দ্বার খুলি দেখে নাহি যোগিয়া যোগিনী॥
পত্র লিখন পায়্যা চাহিল পড়িয়া।
বিপুলা বলিয়া কান্দে ডোকার ছাড়িয়া॥

পত্র পড়ি নারায়ণ পাইলেক ব্যথা।
দুই হাতে থাপাইল আপনার মাথা॥
নারায়ণ বলে শুন যত গোষ্ঠীগণ।
বিপুলার কাহিনী শুনহ দিয়া মন॥
যোগিনী নহেক এই বিপুলা সুন্দরী।
কপটে দেখিল আসি উজানী নগরী॥
লক্ষ্মীধরে জীয়াইয়া ছ মাসে আইল।
তাহাতে অবোধ চান্দ পাষণ্ড হইল॥
একে একে সাত পরীক্ষাত জিনিল।
তুলা পরীক্ষায় জিনি আকাশে উঠিল॥
গোষ্ঠী না দেখিয়া তার হৈল মনোদুখ।
যোগী বেশে দেখিলেক মা বাপের মুখ॥
দিব্য দিয়া লিখিয়াছে মায়ের চরণে।
না কর ক্রন্দন আর আমার কারণে॥
দ্বিজ বংশী দাসে বন্দি পদ্মার চরণ।
সংক্ষেপে গাইল গীত স্বর্গ আরোহণ॥

লাচাড়ী—ভাটিয়াল রাগ।

কান্দে লোক নগর উজানী।
আচম্বিত উঠে রোল, না শুনি কাহার বোল,
বেউলার লিখন পত্র শুনি॥
বিপুলা বলিয়া কান্দে, পত্র গলায় বান্ধে,
ডাক ছাড়ে ভুমে দিয়া গড়ি।

এমত গুণের মণি, দেখিতে না পাইলুঁ খানি
মায়া পাতি গেলে মোরে ভাঁড়ি॥
পুনঃ পুনঃ নাম লৈয়া, সায়ে কান্দে রৈয়া রৈয়া,
পত্র পড়ি গড়াগড়ি যায়।
ছয় মাসে আইল ঘরে, দেখিতে না পাইলু তারে,
মোর বেউলা কেবা লৈয়া যায়॥
তুমি জনমিলা হতে, সম্পদ অনেক মতে,
ধনে জনে হইল বিপুল।
এতেকে বিপুলা নাম, থুইলেক অনুপম,
শ্বশুরের উদ্ধারিলা কুল॥
সায় রাজার ক্রন্দনে, কান্দে যত প্রজাগণে,
শোকাকুলে বেড়ি চারি পাশে।
পুত্র হতে দশ গুণে, কন্যার করুণা মনে,
ভণে কবি দ্বিজ বংশী দাসে॥

দিশা—কে নিল কোথায় রৈল শ্যাম চিকন কালা
বনে বনে ফিরি আমি হইয়া অবলা॥

কান্দয়ে সুমিত্রা নারী হইয়া তাপিনী।
শোকেত ব্যাকুল চায় তাজিতে পরাণী॥
সাত পুত্রে সুমিত্রাকে ধরিলেক তুলি।
হের আইল বিপুলা চাহ গো চক্ষু মেলি॥

দুই চক্ষু প্রকাশিয়া চায় চতুর্ভিত।
কোথা গেল মোর ঝী গো প্রাণের ব্যথিত॥
আষাঢ়ের ধারা হেন চক্ষে বহে পানী।
মোরে দিয়া গেল ঝিয়ে দ্বিগুণ আগুনী॥
ঝীর শোকে বাহির হৈম হইয়া যোগিনী।
কি ফল জীবনে মোর ত্যজিব পরাণী॥
কি করিম দেশে রৈয়া কি মোর বসতি।
ঝীর শোকে মরিবাম গলে দিয়া কাতি॥
মায়ের দুর্ল্লভ ঝী গো বিপুলা সুন্দরী।
হেন মায় এড়ি তুমি গেলা কার পুরী॥
এত দুঃখে বিপুলা গো পালিলুঁ তোমারে।
হেন মায়ে ছাড়ি তুমি গেলা একেশ্বরে॥
দয়ার ঝী তোরে আর গলায় বান্ধিয়া।
পাগলের মত হৈয়া বেড়াই কান্দিয়া॥
আকুলী ব্যাকুলী হৈয়া বেড়াই ঘরে ঘরে।
আমার বিপুলা লুকাইল কার পুরে॥
হাসিয়া বাহির হও গো দিয়া বোলান।
মায়ে ঝীয়ে কথা কহি যুড়াক পরাণ॥
কোথায় রহিলে তুমি গেলে কোন দেশে।
সেই ঠাঁই যাইব আমি তোমার উদ্দেশে॥
কোথা গেলে বিপুলা গো তব লাগ পাব।
পক্ষী হৈয়া উড়া দিয়া তথা চলি যাব॥
সুমিত্রার কান্দনে বৃক্ষের পাতা ঝরে।
গর্ভিনীর গর্ভপাত মেদিনী বিদারে॥

সাত ভাইয়ে কান্দয়ে বেউলা বেউলা বলি।
সাত বধূয়ে কান্দে করি গলাগলি ॥
সায় রাজা কান্দে বসি কন্যার সন্তাপে।
সাত ভাই বসি কান্দে মায়ের সমীপে ॥
উজানীর বিবরণ রৌক এই মতে।
লখাই বেউলার কথা শুন এক চিতে ॥
রথ ভরে গেল পদ্মা আকাশ মণ্ডলে।
শরীর শোধন কৈল পুণ্য গঙ্গা জলে ॥
যে স্থানে হইছে গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী।
ভাগিরথী ভোগবতী আর মন্দাকিনী ॥
সেই স্থানে স্নান কৈল করি যোগাসন।
যোগ বলে শরীর ত্যজিলা দুই জন ॥
অনিরুদ্ধ ঊষা স্বর্গে গেল এই মতে।
স্বপ্ন দেখি জাগি যেন উঠিল প্রভাতে ॥
বার বৎসরের পৃথিবীর বিবরণ।
নিদ্রা হতে জাগি যেন ভাবিল স্বপন ॥
অনিরুদ্ধ ঊষা যবে গেল স্বর্গ পুরী।
জয় জয় আনন্দিত যত বিদ্যাধরী ॥
যতেক অপ্সরীগণে বেড়ি চতুর্ভিতি।
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নিয়া দিলা পদ্মাবতী ॥
পদ্মা দেখি পুরন্দরে করিল সম্ভাষা।
বিদায় হইয়া তবে আসিল মনসা ॥
কামদেব পাই পুত্র কোলে তুলি নিল।
রতি পুত্র বধূ পায়্যা ঘরে নিয়া গেল ॥

এই মতে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ আরোহণ।
যেবা গায় যেবা শুনে ধন্য সেই জন॥
ভক্তি ভাবে যেবা শুনে পদ্মার চরিত্র।
ইহ পরলোকে সুখ শরীর পবিত্র॥
কলি যুগে সাক্ষাৎ দেবতা বিষহরী।
তব গুণ কৈতে নারে ব্রহ্মা হর হরি॥
কবিত্বের অপরাধ কর মোরে ক্ষমা।
আমি হীন কি জানিব তোমার মহিমা॥
যন্ত্র হাতে লৈয়া যন্ত্র বাজায় পুরুষ।
যা বলায় তাই বলে যন্ত্রের কি দোষ॥
শ্রীবংশী বদন যাদবানন্দ নন্দন।
আজি পদ্মাবতী গীত কৈল সমাপন॥

প্রাচীন শব্দার্থ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ—সং—সংস্কৃত, প্রাঃ—প্রাকৃত, বা—বাঙ্গালা।

অন্যে অন্যে—পরস্পর।

অবলক্ষ—শুক্লবর্ণ।

অন্তস্পট—পর্দ্দা।

আগলী—(আগল+ইন) প্রধানা।

আবিষ্কার—দুঃখ প্রকাশ।

আউদর—মুক্ত, এলোমেলো।

আধবার—সাড়েবার।

আরতি—বাসনা।

আওড়—আড়াল।

আদ্দাস—আবেদন, বিচার প্রার্থনা।

আঁজা—পরিসর।

আরাঙ্গী—বৃহৎ ছত্র।

আউজিল—তীরস্থ হইল।

আগম—তন্ত্র শাস্ত্র।

আঞ্জিন—ক্ষুদ্র সরীসৃপ জন্তু বিশেষ।

আস্কল—অর্ব্বাচীন।

ইঁচা—(ইঞ্চাক শব্দজ) চিঙ্গড়ী।

ইন্দ্রাশন—মাদক দ্রব্য বিশেষ।

উয়ারি—পুরী, নগর।

উম—উষ্ণ, তাপ।

উলূরকচরা—খড় নির্ম্মিত রজ্জু বিশেষ।

উঞ্চটি—পাদাভরণ।

উভংলেঙ্গরা—তৃণবিশেষ, ভাঁটুই তৃণ।

উরে—বক্ষে।

উলুতুপা—বল্মীক স্তূপ, উইয়ের ঢিপি।

উকি—উর্দ্ধগামী হওয়া।

উলছে—উল্টে।

উলছি—তুলিয়া।

এরে—ইহারে।

এড়ি—ত্যাগ করিয়া।

করই—(সং করোতি) বা-করে।

করণ্ডী—ফুলের সাঁ

কর্পটী—নেঙ্গটী, নেকরা।
কাছ—বেশ।
কাবাই—পরিচ্ছদ বিশেষ।
কাছলা—বৃহৎ হাঁড়ী।
কাটাচেক্সি—দৈহিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বিশেষ।
কারয়ার—পর্দা।
কামেলা—কারু, কারিকর।
কুক্‌লা—মুখ প্রক্ষিপ্ত জল, কুলকুচা।
কেতর—নেত্রমল, পিচুটি।
কতিবা—বস্ত্র বিশেষ।
কেরুয়াল—বহিত্র, বৈঠা।
কেড়া—মহিষ শাবক, মহিষের বাচ্ছা।
কৈতর—(কপোতশব্দজ) কবুতর, পারাবত, পায়রা।
খাড়ি—বংশ নির্ম্মিত পাত্র।
খুচি—ধান্যাদির পরিমাণ পাত্র, কাঠার চতুর্থাংশ।
খুড়ি—ছোট বাটী, ক্ষুদ্র পাত্র।
খুঞা—প্রাচীন বস্ত্র বিশেষ।
খেচনী—সূত্র, তার।
খেস—পট্ট বস্ত্র বিশেষ।
গাম (গৈ+আমঃ) সং-গ্রাম বা-গাম, গাইব।
গর্ভনাল—গর্ভনাড়ী।
গৈয়ব—পেয়ারা ফল।
গুহ—পরমাত্মা, কার্ত্তিকেয়।
গলই—নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের কাষ্ঠ।
গলইয়া—গলইতে দাঁড়াইয়া যে নৌকা চালায়।
গোছাড়ি—গরুর ন্যায় বান্ধিয়া।
গাব—বৃক্ষ বিশেষ।
গোঠালিত—গ্রন্থিতে।
গুহিল—গোধিকা।
গাছ মান্দাইল—বৃক্ষবাসী বৃহৎ পিপীলিকা, কাঠ পিঁপড়ে।
গাইল—উদূখল, গড়।
গর্ব্বিত—শ্বশুর ভাশুর প্রভৃতি মান্য ব্যক্তি।
গোড়াতালী—পদশব্দ।
গাবুরাল—যৌবন গর্ব্ব।
গছাইয়া—গচ্ছিত করিয়া।
ঘাট—হরিদ্রা।
ঘুঘুট—খর্ব্ব এবং কৃশ।
ঘাড়াসিনি—গলাধাক্কা, অর্দ্ধচন্দ্র।

চৌগাম—ব্যায়াম বা খেলা বিশেষ।

চেরয়াট—নৌকার গলই সংযুক্ত কাষ্ঠ বিশেষ।

চাড়ার—নৌকার খোল।

চাপাও লাগাও।

চার—হংসাদির আহার।

চঞ্চর—চামর, বালব্যজন।

চর্ভুটি—পরিহাস, কৌতুক।

চৈগাত—জঙ্গলী পান।

ছান্দাদড়ি—বন্ধন রজ্জু।

ছকাঠিয়া—ছয় কাঠা পরিমাণ ধান্যাদি রাখিবার বংশ নিৰ্ম্মিত পাত্র বিশেষ।

ছড়ি—কাঁধি।

জান—জানান, সংবাদ।

জটিয়া—জটাধর, যাহার জটা আছে।

জোকার—(জয়কার শব্দজ) উলু ধ্বনি।

জলেরে—জলের জন্য।

জমাত—জনতা।

ঝাইল—বংশ নির্ম্মিত বৃহৎ পেটিকা, ঝাঁপি।

জিরের সত্ব—কেঁচোর লালা।

ঝোকাবাড়ি—নৌকার হাইল সংলগ্ন কাষ্ঠ বিশেষ।

ঝোকা—থোকা।

ঝিকর—দগ্ধ মৃত্তিকা, পাতকোলা।

ঝুলই—লপটালপটী।

টঙ্গীঘর—দোতালা ঘর।

টিউরি—চুল্লি, উনুন্।

টোনা—কোঁচড়।

ঠাটা—বজ্র, বাজ।

ঠুণী—কাষ্ঠের বৃহৎ খুঁটি।

ডেফল—অম্ল ফল বিশেষ।

ডোকার—চীৎকার।

ঢালুয়া—হেলান।

তান্—(তদ্ সর্ব্বনাম দ্বিতীয়ার বহুবচনে তান্ হয়) বাঙ্গলায় এই বিভক্ত্যন্ত শব্দ সর্ব্বমার্গে ব্যবহৃত হয়, তান্ শব্দ ক্রমে তাইন্, তানি, তেনি হইয়া এখন তিনি রূপ ধারণ করিয়াছে।

তানা—তাঁহারা।

তলিত—তৈলে ভর্জ্জিত।

তাকে লক্ষ করিয়া

তেনা—নেকড়া বস্ত্র খণ্ড।

ত্রিবিধ অহঙ্কার—সাংখ্য মতে স্বাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। (মহৎ হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি)।

থৈকর—অম্ল রসাত্মক ফল বিশেষ, কাউ ফল।

থাপাইল—হস্তদ্বারা আঘাত করিল।

দুলঙ্গ—অলঙ্ঘণীয় বৃক্ষ বিশেষ, যাহা লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না।

দুবড়া—প্রাচীন কালের স্থুলবস্ত্র।

দাঁড়া—কাষ্ঠ দ্বয়ের সম্মিলন স্থান, ১৮৬ পৃঃ।

দুধকঁই—তরকারি বিশেষ।

দাঁড়ুয়া—দাঁড় বাহক।

দানচৈচানিয়া—বিছুটীর ন্যায় তীক্ষ্ণবীর্য্য ঔষধি বিশেষ।

গুতাম্রী—সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট সময় নিরূপক তাম্র পাত্র বিশেষ।

ভরসা—ফুল বিশেষ

ধাউর ধূর্ত্ত।

ধামালি—গণ্ডগোল।

ধুকুড়া—মোটা সুতার কাপড়।

ধরা—বৃহৎ পাল্লা, বস্ত্র খণ্ড।

নাথুংথুঙ্গা বাইয়া—আনন্দে কটি বাজাইয়া।

নেত—সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্র।

নিছিয়া—মুছিয়া আনা।

নাগফট্—সর্পের ফণা।

নাওয়ার--নৌকা সকল।

পিঠালী—পেষিত আতব তণ্ডুল

পূতা—পুস্তক।

পাছেলার—সুতার মোটা কাপড়

পাতয়াল—হাল।

পালই—(পাদলতিকা শব্দজ) লতা বিশেষ, ঢেঁকীশাক।

পৈরামূলা—মূলক বিশেষ।

পেটেরা—ঝাপি।

পাড়া—পদচিহ্ন।

পাঞ্চণী—কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

পয়াতে—পদেতে।

পেলোপেনি—পিলুপিনাং দ্বীপ

পোড়াবেড়—অল্প কাদা জলে

বহুলোকে বেড়িয়া মৎস ধরা।
পুরুল—ধুন্দুল তরকারি।
পাটেলা—বড় নৌকা।
প্রয়োজন—ক্ষৌরকর্ম্ম।
পত্রাবলী—অলঙ্কার বিশেষ।
পৈথানে—শয়ান ব্যক্তির পদের দিকে।
পরিকর—পরিবার, স্ত্রী।
ফরজন্দ—সন্তান।
ফাটুয়া—কদলীপত্রের শুষ্ক শিরা।
বারুণী—মদ্য।
বীরণা—তৃণ বিশেষ, বেণা, বীরণ।
বেথইরগুয়া—প্রাচীন কালে বিবাহের বরযাত্র হইতে পান ও গুপারী খাওয়ার জন্য পথে যে মূল্য চাহিয়া লইত।
বিলাত—কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির শাসনাধীন স্থান।
বহরী—ময়ূর পক্ষী।
বিচনী—(বীজন শব্দজ) ব্যজন, হাতপাখা।
বেরাজ পত্র—অনুমতি পত্র।
বত্তিয়া—বাঁচিয়া।
বালা—(বাঙ্গলায় এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বালক।
বারা বস্তা।
বেশান—জিনিষ, বস্তু।
বুড়ুয়াল—ডুবারু, ডুবুরি।
বারক্ষেত্র - শিবের অনুচর বিশেষ।
বাড়াত—নৌকার উভয় পার্শ্বস্থ পুরু কাষ্ঠ।
বেউ—জল মাপিবার রশি
বায়কুণ্ডলী—ঘূর্ণাবায়ু।
বানা—নিশান।
বউয়ারা—বিবাহে স্ত্রী আচার বিশেষ।
বিত্তিয়াকে—বিত্তভোগীকে।
বিষরীমুড়ান—বিষহরীর অপমান সূচক।
বোলাইলা—সম্বোধন করিল।
বাগুয়ার—শুষ্ক গুবাক পত্রের।
ভায়—ভাবে, চিন্তে।
ভিটা—বাস্তুভূমি।

ভাবুকি—ভাণ।
ভামাম—নিষ্কর্ম্মা, অলস।
ভুবি—লট্‌কা ফল।
ভেরুয়া—ভেলা।
ভুটি—মোটা বস্ত্র।
ভাঙ্গি - ভাঙ্গিয়া দেওয়া।
ভাঞরি—চক্রাকার গতি।
ভাবট—মোটা কাপড়
মহৎ—সাংখ্যমতোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বান্তর্গত দ্বিতীয় তত্ত্ব, বুদ্ধিস্বরূপ।
মরক্ত—মরকত, পান্না।
মুরসিদে—মুসলমানের পীর।
মুড়িমালা—তুণ্ডাকার।
মুখায়—সম্মুখীন হয়।
মেড়ুক—বালকদিগের গোলাকার খেলার দ্রব্য বিশেষ, গুলী।
মালুমকাঠ—নৌকার তক্তা আবদ্ধ রাখিবার জন্য কাষ্ঠ।
মৌআলু—মিষ্ট মূল বিশেষ।
মর‍্যাল—সমাজ।
মহাকড়া—অতি বৃহৎ লেবু।
মড়া—ধান্যাদি রক্ষা করিবার জন্য খড় নির্ম্মিত আবরণ বিশেষ।
মাইজ—অবিকশিত নবোদ্গত কদলী পত্র, কলার মাজ্।
মাকস—স্বনাম খ্যাত লৌহ গৃহ।
মাদুলীসিউলী—স্ত্রী আচার বিশেষ।
মুড়া - গোড়া, মূল
মেঘডুম্বুর—হাওদা বিশেষ।
মেজ—চর্ম্ম রোগ বিশেষ, চর্ম্ম গুটিকা।
যোগপাটা—যুগপদক, উত্তরীয় বিশেষ।
রাও—(রাব শব্দজ) ধ্বনি।
রায়বাঁশী—রায়বাঁশধারী।
রুদ্রজাল—বাণ বিশেষ।
রাত্তি—রত্তি শব্দজ, পরিমাণ বিশেষ, গুঞ্জ।
লাসবিলাস—গমন উপবেশনাদির বৈচিত্র ও মুখ নেত্রাদির ভাবভঙ্গী।
লোটন—খোপা বিশেষ
লড়বড়—স্খলন, নড়বড়।
লাঠিকিয়া—মুসলমানের অনুচর